

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছরভগবৎপূজ্যপাদ-বিরচিত-
সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ

মূল, অখন্ড, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ
এবং তাৎপর্য্য-মণ্ডিত।

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
এবং
কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ-
বিচারভোপনামক-
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী
কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক
শ্রীম্মবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

১৩৭১

২

All rights reserved.]

মূল্য—টী. ৫'০০

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. 1/205...

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P.
daily shall have to be paid.

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদ-বিরচিত

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ ।

LIBRARY
No. B/1/205
Shri Shri ...
BANARAS
মূল, অম্বয়, বাঙ্গালা প্রাতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ,
এবং তাৎপর্য্য-মণ্ডিত ।

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
এবং
কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ
বিজ্ঞানভোপনামক-
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী
কর্তৃক
অনুদিত ও সম্পাদিত ।

প্রকাশক
শ্রীম্মবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

PRESENTED
Sri Bhamburda Pichard
Roy, Choudhury
Calcutta.

১৩৭১

২

All rights reserved.]

মূল্য-৫ টাকা

মুদ্রাকর
এন্. সি. মজুমদার
বি. পি. এম্.স্ প্রেস
২২১৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

ভূমিকা ।

এতদিনে ভগবৎপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত ‘সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ’ নামক একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্বে এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। যাহারা ভগবৎপাদের অত্যাশ্রয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের অধিকতর প্রীতি সম্পাদন করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ, এই গ্রন্থখানিতে বেদান্তশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা নিরন্তর ত্রিবিধ-তাপযুক্ত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান, যাহারা জরা, মৃত্যু প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের একমাত্র উপনিষদের (বেদান্তের) শরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু উপনিষদ্ অতি দুর্লভ, স্বল্পবী ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় না; এইজন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য কৃপাপরবশ হইয়া এই গ্রন্থে সমগ্র উপনিষদের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে জীবকুল ব্যাকুল হইয়া ঘটকাষয়ের ত্রায় সর্বদা দেব, মানব, তির্য্যক্ প্রভৃতি বিবিধ জন্মপরিগ্রহ করিতেছে। শরীর ধারণ করিলে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-রূপ ত্রিবিধ তাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কুমি কোট হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ণদ্রুথ জন্মবিস্তর বিস্তারমান আছে। এই তাপত্রয়ের দ্বারা জীবসমূহ পুনঃ পুনঃ তাপিত হইয়া, তাহার নিবৃত্তির জন্য নানাবিধ উপায় অব্বেষণ করিয়া থাকে; কিন্তু মোহান্ধ জীব দ্রুথনিবৃত্তি কিংবা সূক্ষ্ণপ্রাপ্তির বাস্তবিক উপায় কি তাহা জানিতে না পারিয়া, মালা, চন্দন, বনিতা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিষয় দ্বারা দ্রুথনিবৃত্তি ও সূক্ষ্ণলাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় দ্রুথনিবৃত্তি কিংবা সূক্ষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নহে; বরং ইহার নানাবিধ দ্রুথের কারণ হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়জনিত সূক্ষ্মকে অবজ্ঞা করিয়া, অথগু অপরিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মলাভের জন্য শাস্ত্রীয় সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন; কারণ, শাস্ত্রীয় সাধনই দ্রুথনিবৃত্তি ও সূক্ষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এক্ষণে দেখা বাউক, শাস্ত্র কি এবং সাধনই বা কাহাকে বলে। কারণ, ইহা জানিতে না পারিলে, কোন ব্যক্তি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত প্রথমেই শাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

শাস্ত্র-স্বরূপ ।

শাস্ত্র শব্দে প্রথমতঃ বেদকেই বুঝায়; বেদ অবলম্বন করিয়া বিরচিত বলিয়া মনু প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহকেও শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে একটিকে মন্ত্র ও অপরটিকে ব্রাহ্মণ বলে। মন্ত্রভাগকে কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণভাগকে জ্ঞানকাণ্ড বলা বাইতে পারে। যদিও ব্রাহ্মণভাগে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় উল্লিখিত আছে, তথাপি জ্ঞান প্রধানভাবে বিবৃত হওয়ার,

তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হইয়া থাকে। * কর্মকাণ্ডে প্রথম অধিকারীর অল্প চিত্ত-
শুদ্ধির উপায়স্বরূপ জ্যোতিষ্ঠোমবাগ প্রভৃতি বিবিধ কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান-
কাণ্ডে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীব কিরূপে চরম শান্তি ও সুখ লাভ
করিতে পারে, তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে অজ্ঞাত বিবয়ের উপদেশ
প্রদান করে এবং বাহা হইতে অলৌকিক অর্থাৎ ইহলোক বা এই সাংসারিক
জীবনের সহিত সম্বন্ধশূন্য ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় অবগত হওয়া
যায়, মনোবিগণ তাহাকে বেদ বলিয়া থাকেন। যেমন কর্মকাণ্ডে স্বর্গাদি লাভের
উপায়স্বরূপ—বাগবজ্ঞাদির কথা বিশেষরূপে বলা হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে নির-
বচ্ছিন্ন আনন্দাত্মক ব্রহ্ম অর্থাৎ মুক্তির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন মন্ত্রভাগের
প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না, তজ্জপ ব্রাহ্মণভাগের প্রামাণ্যও অস্বীকার
করিবার উপায় নাই। ধর্মহত্রকার ভগবান্ আপন্তয় “মন্ত্রব্রাহ্মণরোবেদনামধেয়ন্”
এই হুত্রে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই অবিশেষে বেদ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণভাগের বেদত্বে আপত্তি।

কোন কোন মহাত্মা মন্ত্রভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণভাগকে বেদ
বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—“ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগের
ব্যাখ্যাস্বরূপ; সুতরাং তাহা ভাষ্য-টীকাদির দ্বারা পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা কৃত;
এইরূপ ব্যাখ্যাগ্রন্থ কখনই বেদ হইতে পারে না। অপিচ, ব্রাহ্মণভাগে অনমেজয়
প্রভৃতির উপাখ্যান বর্ণিত আছে, সুতরাং এইরূপ পরবর্তী কালের লোকদের নাম-
সংবলিত বাহা তাহার প্রাচীনত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করা যায় না। তৃতীয়তঃ
পূর্বে ঋগিগণ কর্মযোগী ছিলেন, তাঁহারা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈদিক যজ্ঞের
অল্পতান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং একমাত্র মন্ত্রভাগই প্রামাণ্য।
তাঁহারা এইরূপ নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে
সন্দেহ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন।

আপত্তি-খণ্ডন।

ইহার উত্তরে বলব্য এই যে, এই আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। বেদার্থ-
তত্ত্ববিৎ ঋগিগণের বাক্য দ্বারা বেদার্থ নিরূপণ করা হইয়া থাকে। ভগবান্ আপন্তয়
যখন স্পষ্টভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহার
বাক্য অপ্রমাণ বলিবার কি যুক্তি আছে?

কেবল ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা দেখিয়া যদি ব্রাহ্মণভাগকে অপরের
রচিত বলিতে হয়, তাহা হইলে, ভাষ্যকারদিগের বাক্যেও নিজ নিজ বাক্যের
ব্যাখ্যা দেখিয়া, ভাষ্য ও ব্যাখ্যার কর্তা ভিন্ন ভিন্ন—ইহা স্বীকার করিতে হয়।
আর তাহা হইলে, আচার্য্য শঙ্করকৃত ব্রহ্মহত্রভাষ্যে তদন্তর্গত ব্যাখ্যাভাগটি
অন্তের রচিত বলা যাইতে পারে। কারণ—

* মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বরূপ ইহাতে সামান্যতঃ বিচার করা হইল, বিশেষ বিচার অল্প গ্রন্থে
প্রদর্শিত হইবে।

“সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্য ভাষ্যবিদো বিদ্বাঃ ॥”

বাহাতে সূত্রানুসারী পদসমূহের দ্বারা সূত্রের অর্থ করা হয় এবং ভাষ্যকারের নিজের প্রযুক্ত পদগুলিরও ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকেই ভাষ্যবিদ পণ্ডিতগণ ভাষ্য বলিয়া থাকেন। অতএব ব্যাখ্যা থাকিলেই ব্যাখ্যাংশের কর্তা সর্বত্র ভিন্ন হয় না। এইরূপ মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগের কর্তাও অভিন্ন, অর্থাৎ উভয়ই অপৌরুষেয়। ব্রাহ্মণভাগে যেমন জনমেজয় প্রভৃতির বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়, মন্ত্রভাগেও সেইরূপ উর্লক্ষী ও পুরুষবন্ প্রভৃতির উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। সুতরাং মন্ত্রভাগের যদি বেদত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণভাগেরও বেদত্ব সিদ্ধ হইবে। অতএব বলিতে হইবে,—বেদের ব্রাহ্মণভাগ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড অপ্রামাণ্য নহে।

ব্রাহ্মণভাগে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। অবিজ্ঞা অর্থাৎ মারা বা অজ্ঞানের নিবৃত্তির অথ তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যমাত্রেরই অভীষিত। কর্মকাণ্ডে উপদিষ্ট স্বর্গাদিকল পরলোকে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানের ফল মুক্তি এই দেহেই সম্ভব হইতে পারে। কর্ম লোকান্তরে ফল প্রদান করে, জ্ঞান ইহলোকে সমূলে অবিজ্ঞা বিনাশ করিয়া থাকে। ইহাই হইল ইহলোকে আলৌকিক ইষ্টলাভ, আলৌকিক ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের বিষয় ব্রাহ্মণভাগে সমীচীনভাবে বিবৃত হওয়ার, ইহাকে বেদ না বলিয়া কেহই থাকিতে পারে না। এই সংসাররূপ অনর্থপরম্পরার নিবৃত্তির বিষয় বাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যে সফল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কর্মকাণ্ডের দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডও প্রামাণ্য এবং তজ্জ্ঞ তাহার আকর বেদান্তও প্রমাণভূত।

বেদান্ত কি ?

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বেদত্ব নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার অপৌরুষেয়ত্ব ও প্রামাণ্য স্বীকার করিলে, প্রকৃতস্থলে কি উপকার হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা হউক। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণভাগই উপনিষৎ, তাহাকেই বেদান্ত বলা হয়; সুতরাং পূর্বে ব্রাহ্মণভাগের বেদত্ব নিরূপণ করার, উপনিষৎ বা বেদান্তেরও বেদত্ব সিদ্ধ হইল। এখানে আপত্তি হইতে পারে,—যখন বেদশব্দদ্বারাই জ্ঞানকাণ্ডের গ্রহণ হইতে পারে, তখন বেদান্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি? সুতরাং শাস্ত্রে বেদ ও বেদান্ত দুইটি বিভিন্ন শব্দ থাকায় বেদ হইতে বেদান্ত ভিন্ন বুঝিতে হইবে। এরূপ আপত্তির উপর বলা বাইতে পারে,—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই বেদ হইলেও, জ্ঞানকাণ্ডে অবিজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মুক্তির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হওয়ার, ইহার ‘বেদান্ত’ এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। বেদশব্দ অন্তঃ সারভাগঃ ‘বেদান্তঃ’ অর্থাৎ বেদের অন্ত —চরম ভাগকে বেদান্ত বলে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-দ্বারা গ্রহণ করা যায়। যেমন সন্ন্যাসী হইতে হইলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না, তথাপি সন্ন্যাস তাঁহার অসাধারণ ধর্ম বলিয়া, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা

হয়, তদ্রূপ বেদান্ত বেদ হইলেও বেদের চরমভাগ বলিয়া তাহাকে ‘বেদান্ত’ নামে অভিহিত করা হয়। বেদান্ত, ব্রহ্মবিদ্যা, উপনিষৎ এবং রহস্য—এই কয়টি পর্যায়া শব্দ অর্থাৎ এই চারিটি শব্দেরই এক অর্থ। উপ ও নি পূর্বক সদ্ (বদু) ধাতু ক্রিপু প্রত্যয় করিয়া ‘উপনিষৎ’ পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে; বদু অর্থাৎ সদ্ ধাতুর অর্থ বিদারণ (বিনাশ) গতি ও অবসাদ, অর্থাৎ যে সমীপে (উপ) নিঃশেষরূপে (নি) অবিদ্যাকে নাশ করে, অথবা যে সমীপে নিঃশেষরূপে ব্রহ্মকে পাওয়াইয়া দেয়, তাহাকে উপনিষৎ বলা হয়। গ্রন্থদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় বলিয়া, গ্রন্থও ‘উপনিষৎ’ নামে অভিহিত হয়; যথা,—ঈশোপনিষৎ।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—বেদান্ত সাধনেই যে মুক্তি হইবে, তাহার প্রমাণ কি? বেদের এত প্রামাণ্য কিসের ভ্রম? এতদ্ব্যতীত বলিতে পারা যায় যে—

বেদ অপৌরুষেয়।

মহু প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতির দ্বারা বেদ মানুষের রচিত নহে। “অশ্ব মহতো ভূতশ্চ নিঃসৃতিমেনতদ্ বদৃগবেদবজ্রুর্বেদসামবেদঃ” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া আনা যায়। এইরূপ উৎপত্তিশ্রুতি থাকায়, বেদ ঈশ্বরের দ্বারা নিত্য নহে, কিন্তু এককল্পস্থায়ী; কারণ বাহার উৎপত্তি আছে তাহা নিত্য হইতে পারে না। দ্বায় শাস্ত্রের মত বেদান্ত অনুযায়ী শব্দের তৃতীয়রূপে নাশ স্বীকার করা যায় না। সৃষ্টির প্রথমে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়কালে তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, আবার ঈশ্বর গতকল্পীয় বেদ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মকে উপদেশ দেন; তিনি আবার মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন; এইরূপে পুনরায় বেদ সম্প্রদায়ক্রমে প্রচার লাভ করে। যদিও বেদ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, তথাপি বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা নাই; কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে বেক্রপ কালিদাসাদির স্বাতন্ত্র্য আছে, বেদে ঈশ্বরের সেক্রপ নাই। ঈশ্বর গত কল্পে বেক্রপ আনুপূর্বিক বেদ রচনা করিয়াছিলেন, এককল্পেও তদ্রূপ রচনা করিয়াছেন। এবিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও অত্যাচার করিতেন। এককল্পে অগ্নিহোত্র বাগে স্বর্গ হয়, ব্রহ্ম হত্যায় নরক হয়; ঈশ্বরের বেদে স্বতন্ত্রতা থাকিলে কল্পান্তরে তাহার বিপরীত হইতে পারে,—অর্থাৎ অগ্নিহোত্র দ্বারা নরক এবং ব্রহ্মহত্যা দ্বারা স্বর্গও হইতে পারে। সেইজন্য মনীষিগণ বেদে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন না। ভগবান্ কুমারিলভট্টও স্বপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে এই কথা বলিয়াছেন,—“যত্ততঃ প্রতিবেদ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা”—অর্থাৎ পুরুষগণের স্বতন্ত্রতাই আমরা যত্নসহকারে নিবেদন করিয়া থাকি। পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—পুরুষনির্মিত; অপৌরুষেয় তাহার বিপরীত,—একরূপ অর্থ গ্রহণ করা বাইতে পারে না। কারণ বেদও ঈশ্বররূপ পুরুষনির্মিত। সুতরাং এখানে পৌরুষেয় শব্দের অর্থ—পুরুষ-স্বাতন্ত্র্য; তাহার অভাবই অপৌরুষেয়ত্ব এইরূপ পারিভাষিক লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলে, তাহার অন্তর্গত বেদান্তের অপৌরুষেয়ত্ব আর সন্দেহ নাই।

বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য ।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলেও, বেদ স্বতঃপ্রামাণ্য কিংবা পরতঃপ্রামাণ্য এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। তাত্ত্বিকগণ বক্তার ভক্তজ্ঞানকেই প্রামাণ্যের কারণ বলিয়া—পরতঃপ্রামাণ্যবাদ অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ পরতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকারে অনবস্থা দোষ, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারীর দ্বারা কৃত বিভিন্ন অর্থের প্রকাশরূপ দোষ ঘটিতে পারে; এতদ্বিন্ন আরও বহু দোষ ঘটিয়া থাকে। বেদ স্বতঃপ্রামাণ্য কিরূপে—এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, তদন্তরে আমরা বলিব,—যেহেতু কোনরূপ অপ্রামাণ্যত্বের কারণ নাই, অতএব বেদ স্বতঃপ্রামাণ্য। পুরুষপ্রণীত বাক্যে পুরুষগত ভ্রান্তি, প্রমাদ, বিশ্লিষ্টা অর্থাৎ বিরোধোক্তি প্রভৃতি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা; বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া, তাহাতে সেই সমস্ত দোষের আশঙ্কাই হইতে পারে না। সুতরাং প্রামাণ্য—স্বতঃ এবং অপ্রামাণ্য পরতঃ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ স্থির করিয়া, বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করা উচিত।

অদ্বৈতবাদ ।

এক্ষণে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ নির্ণীত হইলে, বেদের তাৎপর্য কোথায় তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। বেদের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য অগ্নিহোত্র ইত্যাদি কর্মে থাকিলেও, জ্ঞানকাণ্ডের অর্থাৎ বেদান্তের উদ্দেশ্য অদ্বৈত ব্রহ্ম। সমস্ত বেদান্তবাক্য অদ্বৈত ব্রহ্ম সপ্রমাণ করিবার জ্ঞান উদ্ভাবী। অদ্বৈতবাদ কি? এ জগতে একটি বস্তুর সত্তার সমস্ত চলিতেছে, সমস্তই তাহারই অন্তর্ভূত; জীব সেই অদ্বিতীয় সংস্করণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ তত্ত্বকে অদ্বৈতবাদ বলা যায়। দ্বৈতবাদিগণ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং জীবগণের পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়া, সমস্ত পদার্থের সত্যতা নিরূপণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, বেদান্তের তাৎপর্য দ্বৈতে কিংবা অদ্বৈতে? “অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব শাস্ত্রত্ব” —অর্থাৎ যে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞানায়, তাহাকে শাস্ত্র বলে, বেদান্তও অজ্ঞাত জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রনামের যোগ্য হয়। ভেদ লোকপ্রসিদ্ধ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য; তাহাই যদি বেদান্তের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বেদান্ত অপ্রামাণ্য হইয়া যায়। আরও এক কথা, বেদান্তে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি স ইহ নানৈব পশুতি” এইরূপ বাক্যদ্বারা দ্বৈতবাদের নিন্দা পরিশ্রুত হয়। সমস্ত বেদান্ত পর্যালোচনা করিলেও কোথাও অদ্বৈতের নিন্দা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বেদান্তের উদ্দেশ্য যে অদ্বৈতে তাহা অতি সহজেই জানা যায়। “যত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরমিতরং পশুতি” এই শ্রুতিতেও “ইব” শব্দ দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্বই নিরূপিত হইয়াছে। শ্রুতিতে যেখানে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উপাধি-নিমিত্ত বৃদ্ধিতে হইবে। যেমন একই চন্দ্র জনাধি বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, একই বস্তু; সেইরূপ জীব অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে নানা বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে অদ্বৈততত্ত্ব কিংবা দ্বৈততত্ত্ব এরূপ সন্দেহ

হইলে, উপস্থিত যে কোন এক পক্ষীয় যুক্তি দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হয়। অদ্বৈতও বটে দ্বৈতও বটে এরূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ একত্র সম্ভব নহে। সূত্রাং দুইটির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি তাহাতে আরোপিত, এইরূপ কল্পনা করিতে হয়। এখন দেখা যাউক, একত্র ও দ্বিত্ব এই উভয়ের মধ্যে কোনটি সত্য এবং কোনটি বা মিথ্যা—কল্পিত। যখন একত্র জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তখন দ্বৈতের চিহ্নমাত্র ছিল না, দ্বৈতজ্ঞান একত্বজ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সূত্রাং যেটি নিরপেক্ষ, তাহা সত্য; যেটি সাপেক্ষ সেটি মিথ্যা। এখানে একত্র জ্ঞান কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া উৎপন্ন হওয়ার তাহা সত্য, দ্বৈতজ্ঞান একত্বকে অপেক্ষা করিয়া জন্মে বলিয়া তাহা মিথ্যা। যেমন পরবর্তী (শুক্তি-প্রভৃতি-বস্তুকে) অপেক্ষা করিয়া রজত প্রভৃতির জ্ঞান হয়, সূত্রাং শুক্তিজ্ঞান সত্য, রজতজ্ঞান তাহাতে আরোপিত। যদি বল একত্বজ্ঞানে দ্বৈতের অপেক্ষা না থাকিলেও দ্বৈতের সম্বন্ধ বিद्यমান আছে, তাহা হইলে অদ্বৈত শব্দের দ্বৈতভাব অর্থ করিলে কোনরূপ দোষ থাকে না। ইহাতে একটি বস্তু পরমার্থ সত্য হইল; অপর সমস্ত বস্তু তাহাতে কল্পিত, ইহা প্রমাণিত হইলে, মিথ্যান্বরূপ বন্ধন জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে।

মায়াবাদ।

মায়াবাদ অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্ নহে। যদি সর্ববস্তুর উপাদানরূপে একটি বস্তু সিদ্ধ হয়, তাহার শক্তিরূপে আর একটি বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে; সেই শক্তির নাম মায়। সেই মায়-শক্তি মিথ্যা হইলে অদ্বৈত প্রচার লাভ করিতে পারে। অদ্বৈতবাদ বলিলে, দৃশ্যমান সংসার যে মায়িক তাহা বুঝায়, এবং মায়াবাদ বলিলে, তদধিষ্ঠাতারূপে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। মায়। সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা; অবিজ্ঞা, অজ্ঞান, তমঃ প্রভৃতি ইহার পর্য্যায় শব্দ। ইহাকে সংস্বরূপা বলা যাইতে পারে না, কারণ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়; অসৎ অর্থাৎ আকাশ-কুসুমরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তিযোগ্য হইতে পারে না; অর্থাৎ পদার্থের অন্তর্গতও বলা যায় না, যেহেতু ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। সূত্রাং সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন অনিবার্য্য ভাবরূপ পদার্থকে মায়। বলা যায়। মায়।-বাদের বৈদিকত্ব সম্বন্ধে—“মায়াস্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞান্ময়িনস্ত নহেশ্বরম্। তরত্যবিজ্ঞাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে ॥” “ইজ্ঞো মায়।ভি পুররূপ জ্বরতে” ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন সংহিতা ও উপনিষদের বহুস্থলে মায়। শব্দের প্রয়োগ বিद्यমান আছে। কোন কোন আধুনিক ধর্মপ্রচারক মায়াবাদ অদ্বৈতিক বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হ’ন না। বস্তুতঃ তাঁহারা নিজ নিজ ভ্রান্তমতের পোষকতার জন্ত অন্ধ হইয়া, বেদের বহুস্থলে লব্ধ মায়। শব্দকে হীন অর্থবাচক করিতে বিন্দুমাত্রও সন্মুচিত হ’ন না। বাঁহারা “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞাং” এই শ্রুতিতে মায়।শব্দকে সাংখ্যমতের প্রকৃতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অন্যয়ের দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য রাখেন না। কেন না, “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞাং”—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এই মায়। শব্দ যদি সাংখ্যমতের প্রকৃতি হইত, তাহা

হইলে ‘প্রকৃতিস্ত মায়্যাং বিত্তাং’ অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়্যা জানিবে এইরূপ পাঠ থাকা উচিত ছিল। কারণ এখানে ‘মায়্যাং’—এই পদটি উদ্দেশ্য এবং ‘প্রকৃতিং’ এই পদটি বিধেয়; অর্থাৎ মায়্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার প্রকৃতিত্ব (উপাদান-কারণত্ব) বিহিত হইয়াছে। আর যদি প্রতিবাদীর আগ্রহাতিশয় হেতু মায়্যা শব্দকে সাংখ্যমতের প্রকৃতি বলা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে প্রকৃতির স্বরূপ একরূপ নিরূপিত হইয়াছে; সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা ও সত্যতা স্বীকার করেন, বেদান্তীরা তাহাই করেন না, এইমাত্র ভেদ। ইহা দ্বারা মায়্যার বৈদিকতা অতি সহজেই স্বয়ংস্বয় হয়। শ্রুতিবাক্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলে, মায়্যাবাদের অস্তিত্ব অতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে মায়্যাবাদ যে বৈদিক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছান্দোগ্যবাক্যের কিঞ্চিৎ বিচার প্রদর্শিত হইতেছে। “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ”—হে সৌম্য! এই জগৎ পূর্বে সংস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল, এই বাক্যে ‘ইদং’ শব্দের অর্থ দ্বৈত, দ্বৈতভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম অগ্রকালে বিত্তমান এইরূপ শব্দবোধ হইবে। অর্থাৎ দ্বৈতভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া অগ্রকাল বিত্তমানত্ব বিধেয় হইতেছে। উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক দেশ ও কাল অবচ্ছেদে বিধেয়ের অন্তর হইয়া থাকে,—এই গ্রাম সর্ববাদিসম্মত। যেমন ধনী সুখী এখানে উদ্দেশ্য ধনী, উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ধন, তৎকালাবচ্ছেদে সুখিত্ব প্রতীক-মান হয়; অর্থাৎ বংকালে ধন বিত্তমান আছে, তৎকালে পুরুষ সুখী থাকেন। [অবচ্ছেদ=কোন কিছু দ্বারা সাধারণ হইতে কোন বস্তুকে পৃথক্ করণ বা বিশেষিত করণ] সেইরূপ “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ” এইবাক্যে—‘দ্বৈতভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম’ পাওয়া যাইতেছে, পরবর্তী ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এইবাক্যে দ্বৈতভাববত্ত্ব বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ দুই বাক্য মিলিত হইয়া দ্বৈততাদ্বাদ্ব্যাপন্ন ব্রহ্ম দ্বৈতবস্তুকাল-বচ্ছেদে দ্বৈতভাববৎ এইরূপ শব্দবোধ হইবে। যদি দ্বৈতবস্তুকালেই ব্রহ্মে দ্বৈতভাব সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব আসিয়া পড়িল। যদেদ্যাবচ্ছেদে বংকালাবচ্ছেদে বাহার সত্ত্ব (বিত্তমানতা), তদেদ্যাবচ্ছেদে তৎকালাবচ্ছেদে তাহার অসত্ত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয়। অর্থাৎ ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ ‘নেহ নানাংশস্তি কিঞ্চন’ ‘নাত্র কাচন ভিদ্ভাস্তি’—ইত্যাদি শ্রুতি বংকালে ব্রহ্মে দ্বৈতের প্রতিভানের কথা বলিতেছে, তৎকালে তাহাতেই তাহার মিথ্যাত্ব বলিতেছে। এই মিথ্যা দ্রব্যই মায়্যা। শ্রুতিবাক্য এইরূপে বিচার করিলে প্রত্যেক বাক্য হইতে মায়্যার অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাহাদের বিচার-শক্তি নাই, বাহারা শুকবৎ ২১টি শ্রুতিবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট এইরূপ শ্রুতি-সময় প্রদর্শন করা বিড়ম্বনামাত্র। এতদ্ভিন্ন “মায়্যামাত্রস্ত কৃৎস্নেনাভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ” এই ব্যাসসূত্রে, “দৈবী হ্রেণা গুণময়ী মম মায়্যা হুরত্যয়া” এই গীতাবাক্যে এবং “মহামায়্যা-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ” এবং বিধ পুরাণ-বাক্য দ্বারাও মায়্যার অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। “অহমজ্ঞঃ”—ইত্যাদি অন্তর্ভবও মায়্যার অস্তিত্বে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।—এই মায়্যার স্বরূপ বিদিত হইলে অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে।

অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অদ্বৈতবাদের স্থান সর্বোচ্চে । সকল মতই অদ্বৈতবাদের স্মৃতিতল ছায়ায় সমাপ্তিত ; সকলই অদ্বৈতবাদের সেবায় নিরত । এমন শান্ত, পবিত্র ও উদারভাব আর কোথায়ও নাই । “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত”—এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা যখন একমাত্র ব্রহ্মসত্যই অবগত হওয়া যায়, যখন ব্রহ্মব্যতীত অগ্র পদার্থের মিথ্যাত্ব জানা যায়, তখন কে কাহার উপর রাগদেব করিবে ; সকলেই শান্তভাবে ভগবৎপাসনা করিবে । যেখানে ভেদ, তথায় পরস্পর বিরোধ এবং উচ্চ নীচ ভাব দেখা যায় । যদি দ্বৈতবাদিগণের দ্বৈতই পরমার্থ-তত্ত্ব হয় এবং চরমে নিজ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পরমেশ্বরের দাসত্ব করাই মোক্ষ হয়, তবে আর বন্ধন কাহাকে বলে ? যতদিন পরাধীনতা থাকিবে, যতদিন দাসত্ব থাকিবে, ততদিন সুখ শান্তি কোথায় ? সুতরাং সেই মুক্তি বন্ধনের নামান্তর মাত্র । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অনাদিকাল হইতে আগত সনাতন বৈদিক অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন । উপক্রম ও উপসংহারের একত্ব প্রভৃতি বড়বিধ তাৎপর্য্য লক্ষণদ্বারা শ্রুতির অর্থ নিরূপণ করিতে হয়, সেইরূপে শ্রুতির অর্থ করিলে সকল বাক্যের অদ্বৈতে তাৎপর্য্য অতি সহজেই জ্ঞাত হওয়া যায় । হুই একটি দ্বৈতবোধজনক শ্রুতিকে দেখিয়া সমস্ত শ্রুতির দ্বৈতে তাৎপর্য্য নির্ণয় করা হঠকারিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে । দ্বৈতবাদিগণ বেদের অধিক সাহায্য না পাইয়া অবশেষে পুরাণের দ্বারস্থ হইয়াছেন ; কিন্তু কেহই তাহাদের অনুকূলতা করেন নাই । বোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, মহাভারত এবং অগ্ন্যস্ত্র শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বহুল-পরিমাণে অদ্বৈতবাদ পাওয়া যায় । তবে বাঁহারা দ্বৈতকে সত্য বিবেচনা করিয়া তদনুসারে অতীত উপদেশ দেন, তাঁহাদিগকে আমরা দোষ দেই না ; কারণ অদ্বৈত অতি দুর্বোধ্য ; সহজে লোকের বুদ্ধিগম্য হয় না ; সেই সমস্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে দ্বৈতমত শ্রেয়ঃ । যেমন বালক নির্মল আকাশে মলিনতা, তল ইত্যাদির কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভেদবাদিগণ সেই অদ্বৈত পরব্রহ্ম হইতে জীব ও জগতের সত্য ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই সমস্ত লোক যদি দ্বৈতপক্ষ গ্রহণ করিয়া, কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে এক সময়ে অদ্বৈতের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবে ; বাঁহারা অদ্বৈতবাদকে মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা যদি বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি সূত্র পর্যালোচনা করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বহুকাল হইতে অদ্বৈতবাদ চলিয়া আসিতেছে । যখন সেই সমস্ত সূত্রে পূর্বপক্ষরূপে অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, তখন ইহা বহুকাল হইতে আগত, তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু অগ্ন্যস্ত্র কোন বাদী যখন অদ্বৈতবাদী নহেন, তখন পরিশেষ-প্রাপ্ত এক মতে ব্যাসদেবকেই অদ্বৈতবাদী বলিতে হইবে । ভগবান্ গোড়পাদ সেই মতের পরিপোষক, ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার বহুল প্রচার করিয়াছেন মাত্র । এই অদ্বৈতজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ইহা মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন ।

মুক্তির সাধন কি ?

পূর্বে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীর সাধনের বিষয় আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রস্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে ; এক্ষণে অবসরক্রমে সাধনের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞানই অবিচ্ছিন্ন-নিবৃত্তির—মুক্তির একমাত্র সাধন ; কারণ জ্ঞানই অজ্ঞান দূর করে। সংসারে শুদ্ধিতে রজতপ্রাপ্তি, রজ্জুতে সর্পপ্রাপ্তি, শুদ্ধি ও রজ্জুর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বাহ্যর সহিত বাহ্যর বিরোধ দেখা যায়, সেই তাহার নিবর্তক দেখা যায়, যেমন আলোক ও অন্ধকার। যাহারা কর্মদ্বারা কিংবা কর্মসংহত জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলভের আশা করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ কর্মজ্ঞান ফল অনিত্য ; ইহালোকে ক্লিষ্ট প্রভৃতি কর্মজনিত শাস্তাদি ফল যেমন অনিত্য, সেইরূপ লোকান্তরে যোগাদিজনিত স্বর্গাদি ফলও অনিত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—“তদ্ব্যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামৃত পুণ্যাচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” ইত্যাদি। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ও সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ, কর্মে যিনি অধিকারী, তিনি জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারেন না। আত্মার ব্রাহ্মণ্যাদি অভিমান (বোধ) স্থাপন না করিলে, কখনও পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতে সমর্থ হ'ন না ; কিন্তু যিনি জ্ঞানে অধিকারী, তিনি সেই সমস্ত ধর্ম্ম আরোপিত জ্ঞানিয়া আত্মার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অপিচ, অধিকাংশী ও ফল ভিন্ন হওয়ায় এককালে একপুরুষে জ্ঞান ও কর্মের স্থিতি সম্ভব নহে। বিশেষতঃ কর্ম অজ্ঞানসম্বৃত এবং অজ্ঞানের দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে বাহ্য হইতে জ্ঞাত এবং বর্দ্ধিত, সে তাহার নিবর্তক হইতে পারে না। তাই বলিয়া কর্মানুষ্ঠান ব্যর্থ হয় না ; কর্ম চিন্তাশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া জ্ঞান উৎপাদন করিয়া দেয় ; সেই তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র মুক্তির সাধন ; ভগবান্ অক্ষপাদও তাঁহার দর্শনে “তত্ত্বজ্ঞানান্ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ” এই প্রথম-মুদ্রেই তত্ত্বজ্ঞানকে যোগসাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন।

শঙ্কর-প্রাদুর্ভাব।

কালক্রমে ভারতে সনাতন আর্য্যবর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর ঘোরতর কুঠারাঘাত হইল ; বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি নাস্তিকগণ সনাতন বেদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নূতন মত প্রচার করিতে লাগিল। পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এমন কি অনেক নৃপতি সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বলপূর্ব্বক প্রজাদিগকে সেই ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন ; তখন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিধ্বস্ত, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত এবং সদাচার দূর হইতে লাগিল। কেবল ব্রাহ্মণগণ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষার জন্ত লোকালয় পরিভ্রমণ করিয়া নদীতীরে, গভীর বনে ও পর্ব্বতের গুহায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাদের

প্রবলবেগের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তখন আর ভগবান্ হির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ে অধর্মের ঘোরতর প্রতিবাত হইতে লাগিল। তিনি যে—“বদা বদাহি ধর্মস্থ গ্লানির্ভবতি ভারত ! অভ্যুত্থানমধর্মস্থ তদাত্মানং স্বজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতান্ ॥ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥” এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন তাহা স্মরণ করিলেন। অবিলম্বে দাক্ষিণাত্যের কেরলদেশ নিজ ভ্রম্মদ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। ঘোর অমানিশার মধ্যে যেন উষার ক্ষীণালোক দেখা দিল। গুরুপক্ষীর চক্রেয় ছায় বালক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বদনমণ্ডলে যেন মূর্তিমতী প্রতিভা লীলা করিতে লাগিল; অল্পকাল মধ্যেই বালক বেদাদিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কিন্তু তাঁহার সংসারের প্রতি অতিশয় বৈরাগ্য জন্মিল; তিনি সর্বদাই সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন,—তাঁহার বিধবা জননী সন্ন্যাসের পরিপস্থিনী। তখন তিনি এক উপায় অবলম্বন করিয়া জননীর অন্তিমতি লইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন। যথপি “যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজ্যেৎ” এই শ্রুতিদ্বারা তীর্থবৈরাগ্যশালী পুরুষ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, যদি চ ভগবৎপাদ ইহা জানিতেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্ত মাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়াই সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। জগতে পিতামাতার ছায় গুরু আর কেহ নাই, ইহা জগদ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্তই তিনি এইরূপ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দপাদের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরুলব্ধ বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন এবং গুরুর পূজা ও সেবা করিয়া সকলকে তাহা শিক্ষা দিলেন। তাহার পর তিনি ৮কাশীধামে অবস্থান করিয়া শিষ্যদিগকে বেদান্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে তিনি উপনিষদভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য এবং নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য জনগণসমীপে প্রকটিত করিয়াছেন। যে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম একদা বৌদ্ধবিপ্লবে মলিন হইয়াছিল, এমন কি সনাতন আর্য্যধর্মের নাম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এ হেন দুঃসময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া কুমারিকা হইতে হিন্দুত্ব পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড বর্ণাশ্রমধর্মের হ্রস্তুতিনাদে মুখরিত করিলেন। ভারতের চারিপ্রান্তে দুর্গমরূপ চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং শৃঙ্খরীমঠে অবস্থানপূর্বক প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে অষ্ট মঠে পাঠাইলেন। যেখানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধমন্দির নির্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ভগবৎপাদ সেইখানে বিষ্ণুমন্দির কিংবা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্মের স্তম্ভরোপণ করিলেন এবং ঘোরতর তর্কযুক্তি ও শাস্ত্রবলে নাস্তিকদিগের দর্প চূর্ণ করিলেন।

যে মহাত্মা এইরূপ ভীষণ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া দুর্দশাগ্রস্ত সুবিমল আর্য্যধর্মরূপ চক্রে বৌদ্ধধ্বংসরাত্রির গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি শ্রুতির বথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিয়া লোকের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, যিনি গুরুশিষ্যভাব, পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রভৃতির পুনরায় প্রচার করিয়াছেন,

সেই মহাত্মা কোন্ ব্যক্তির না পূজ্য? কিন্তু কোন কোন আধুনিক গ্রন্থকার বা তদনুসারী ব্যক্তিগণ সেই ভগবৎপাদের উপর নানাভাবে দোষারোপ করিয়া থাকে; এমন কি ভগবৎপাদের উপর বিষম কটাক্ষপাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা সেই সমস্ত লোকের সাহস দেখিয়া বিস্মিত হই। অবশ্য মহাত্মনের সহিত বিরোধও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু বাহারা প্রকৃত তত্ত্বের অপলাপ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠার জন্ত কষ্টকল্পনা দ্বারা শাস্ত্রের অত্বরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধুপ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে বিবিধ সন্দেহ উপস্থাপিত করে এবং লোককে প্রকৃতমार्গ হইতে অসংপথে চালিত করে, তাহারা যে সমাজদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। তর্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বস্তু নিরূপণ করা যায় না; আত্ম তार्কিক তর্কবলে একটি পদার্থ স্থির করিলেন এবং তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন, আর কিছুদিন পরে তদপেক্ষা অপর বলবান্ তार्কিক তাহার খণ্ডন করিলেন। এইরূপে কেবল তর্কবলে কোন পদার্থ নির্ণীত হয় না। তজ্জন্ত ভগবান্ শঙ্করাচার্য গভীর গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন,—তর্কের যখন একত্র অবস্থিতি নাই, তখন তাহাকেই একমাত্র প্রমাণ না বলিয়া, বাহা অপোরূষের, অভ্রান্ত, বাহাতে ভ্রান্তি, প্রমাদ প্রভৃতি পুরুষদোষ লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই, এইরূপ আপ্তবাক্যকে (অর্থাৎ ঋষিবাক্যকে) প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রসার নাই, একমাত্র আপ্তবাক্য তথায় সফলতা লাভ করে। সেই আপ্তবাক্য—বেদ। বেদানুসারী বলিয়া ঋষিগণের বাক্যকে আপ্তবাক্য বলা হইয়া থাকে। এই অলৌকিক তত্ত্ব একমাত্র বেদ হইতে জ্ঞান যায়, তর্ক তাহার সহায়তা করে মাত্র। প্রমাণ,—আগম—বেদবেদান্ত; তর্ক তাহার ইতি-কর্তব্যতাহীন। অবলম্বনীয় প্রমাণের অভাব হইলে, তর্ক কোথায় আশ্রয় লাভ করিবে? এইজন্তই তিনি অপোরূষের বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই বেদের যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয় করিয়া, মানবহৃদয়ের অজ্ঞান দূর করিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্ত ভাষ্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি বাহাতে অল্পপ্রয়াসে সমগ্র বেদান্তের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, তজ্জন্ত তিনি সরলভাবে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-কৃত।

এই “সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ”-নামক গ্রন্থখানি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ বেদান্তের প্রায় সকল সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু সরলবিশ্বাসী মানব কেবল এই একখানি গ্রন্থের সাহায্যে বেদান্তের অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। ইহাতে বিষয়গুলি অতি পরিপাটীরূপে যথাক্রমে উপস্থাপিত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের পর সাধন-চতুষ্টয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, কামের স্বরূপ বর্ণন করিয়া যমের সহিত তাহার তুলনা করিয়া, যমের অপেক্ষা কামের ভীষণতা

প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর শঙ্করত্যাগই যে কামবিজয়ের একমাত্র উপায়, তাহা বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে। লোকে ধনের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া তাহাকেই সার বস্তু বিবেচনা করে; এই গ্রন্থে শ্রীশঙ্কর সেই ধনে বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্য তাহার দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন। সেইস্থানের একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল—

রাজ্ঞো ভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাদ্

ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ঞ্চ বস্তুতঃ।

ধনং ভয়গ্রস্তধনর্থমূলং

যতঃ সতাং তন্ন সুখায় কল্পতে ॥

তাহার পর বৈরাগ্যের ফল বর্ণনা করিয়া শম দম প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সাধন-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত উপরতি-শব্দবাচ্য সন্ন্যাস তাহার অন্ততম; ইহাতে সন্ন্যাসের স্বরূপ উত্তমরূপে প্রমাণপূর্বক বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত সাধন নির্ণয় করিয়া বস্তুতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থ মিথ্যা,—রজ্জুতে সর্পের ছায়া আরোপিত,—বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের আর পৃথক্ সত্তা নাই, ইহা নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শ্রুতির বিরোধ ঘটিলে, শ্রুতিই বলবতী ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই ভ্রান্তির কারণ; অজ্ঞানের মূলকারণত্ব এবং অজ্ঞানের অস্তিত্বে শ্রুতি, বুদ্ধি ও অনুভব প্রভৃতি যে কারণ, তাহা নিরূপিত হইয়াছে। জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া পরব্রহ্মে আরোপিত ভূতসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, লিঙ্গশরীর, অন্তঃকরণ ও পঞ্চকোষ প্রভৃতির স্বরূপ সম্যক্রূপে বিবেচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ ইহা প্রদর্শন করিয়া বাদিগণের অভিমত আত্মস্বরূপ দেখাইয়া বুদ্ধি ও শ্রুতি দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। অনন্তর আত্মার আনন্দস্বরূপতা, আত্মভিন্ন পদার্থ যে সুখের কারণ নহে তাহা প্রতিপাদন এবং আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার পর ‘তত্ত্বমসি’—বাক্যে তৎ ও ত্বং পদার্থের নিরূপণ করিয়া লক্ষ্যার্থ নিরূপণ করিয়াছেন এবং অখণ্ডার্থে বেদান্তের তাৎপর্য প্রদর্শন করিয়া অখণ্ডার্থ কি তাহা দেখাইয়াছেন। অনন্তর অধিকারি-নিরূপণ, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে জ্ঞানই যে মুক্তির হেতু তাহা প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে অতি সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় সমস্ত বিষয় গুরুশিষ্য-সংবাদচ্ছলে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার রচনার পারিপাট্য এবং লেখার কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শ্লোকগুলি সহজ কাব্যের স্থান অতি মধুর। এই সুন্দর গ্রন্থখানি আরম্ভ করিয়া রাখিলে বেদান্তের প্রায় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিবার সামর্থ্য জন্মে।

কিন্তু কেহ কেহ এই উপাদেয় গ্রন্থখানিকে শঙ্কর-প্রণীত বলিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—এই গ্রন্থে যেরূপ শ্লোক দেখা যায়, তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অপিচ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত তৎকালে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই, তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। যদি শঙ্করার্চ্য স্বয়ংই এই

সমস্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া দিয়া থাকেন, তবে তাহা নহীয়া পরবর্তী আচার্য্যগণের মতবিরোধ বা বিরুদ্ধজ্ঞান উপস্থিত হইবেই বা কেন? তাহা ছাড়া এ গ্রন্থখানির রচনা শঙ্করাচার্য্য কৃত অত্যাশ্র গ্রন্থের রচনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহারা এইরূপ যুক্তিবলে এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-প্রণীত বলিতে সম্মত নহেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি,—এ পুস্তকখানিতে যেরূপ সুন্দরভাবে বেদান্তের বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং সরলভাবে সুন্দর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থখানি একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, শঙ্করের অত্যাশ্র গ্রন্থের সহিত ইহার অনেকাংশে মিল আছে। শঙ্করের সমস্ত গ্রন্থের ভাষা অতি পরিপাটি এবং মধুর; তাই বলিয়া আধুনিক বলা চলে না। পরবর্তী আচার্য্যগণ শঙ্করের এক একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহাই শঙ্করের মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এই কারণে যে তৎকালে এই গ্রন্থ ছিল না, ইহা বলার কি যুক্তি আছে? অপিচ শৃঙ্গেরী মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ; তথায় তিনি অবস্থান করিয়া এই সমস্ত গ্রন্থ শিষ্যদিগকে পড়াইতেন, অবচ্ছিন্নভাবে সম্প্রদায়-পরম্পরায় যে গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া অল্প কিছু প্রতিপাদন করিবার কি কারণ বিদ্যমান আছে? ভূতপূর্ব শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করস্বামী একজন পরমযোগী ও গভীর পণ্ডিত ছিলেন, বিষয়বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ছিল না। যাহারা সেই মহাত্মাকে একবার দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যেন স্বয়ং শঙ্কর পুনরায় ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই মহাত্মার তত্ত্বাবধানে শৃঙ্গেরী মঠ হইতে যে শঙ্করগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানিও সন্নিবেশিত হইয়াছে; যদি এই গ্রন্থ শঙ্করপ্রণীত না হইত, তাহা হইলে পরমযোগী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সূর্য্যপ্রবর শৃঙ্গেরীমঠ-স্বামী অপরের পুস্তককে শঙ্করপ্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে স্থান দিবেন কেন? এই গ্রন্থখানি শঙ্করের না হইলেও কি তাঁহার গৌরবের কিছুমাত্র হানি হইত? তাহা ছাড়া, অপর কোন ব্যক্তি এইরূপ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজ নাম গোপন করিয়া অপরের নামে প্রকাশ করিবেন বা কেন? তিনিই একমাত্র এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া সূর্য্যসমাজে সুপরিচিত হইতে পারিতেন। এতদিন বঙ্গদেশে এ গ্রন্থখানির প্রচার ছিল না; কেহই এ গ্রন্থবিষয়ে সংবাদ রাখেন না; যাহারা কেবল প্রচার না দেখিয়াই—এই গ্রন্থ শঙ্করের নহে, ইহা বলিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের পক্ষে যুক্তি নাই। ভগবৎপাদকৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, যাহারা বিচার-সমর্থ এবং শ্রবুদ্ধি তাঁহাদের পক্ষে উপনিষদ-ভাষ্য, ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য ও গীতাভাষ্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু যাহারা সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে “সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে, এই অভিপ্রায়ে তিনি ছই প্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যাহারা শক্তিশালী পুরুষ, তাঁহারা লোকহিতের জন্ত নানাবিধ রচনা করিতে পারেন, তাই বলিয়া এ গ্রন্থ অপর-প্রণীত ইহা বলার নিষেধ অসামর্থ্যেরই পরিচয় দেওয়া হয়। এ সমস্ত দৃঢ় প্রমাণ থাকিতে কেহ যদি ইহা শঙ্করকৃত বলিতে

আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের আগ্রহের জন্ত ‘তথাস্ত’ বলিতে প্রস্তুত আছি। এ গ্রন্থের রচয়িতা যিনি হউন না কেন, ইহাতে বেদান্তের বিষয় বৈকল্প স্তম্ভর ও সরল ভাবে বিবৃত আছে, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্য “নমু বক্তৃ-বিশেষ-নিঃস্পৃহা গুণগৃহা বচনে বিপশ্চিতঃ এই নীতির অনুসরণ করিয়া ইহার সমাদর করিবেন ; সন্দেহ নাই।

পুস্তকের আদর্শ।

আমরা এই পুস্তকের অনুবাদে দুইখানি মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রেস হইতে মুদ্রিত, অপর-খানি মহীশূর ওরিএটান্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। আমরা উল্লিখিত উভয় পুস্তকেরই সাহায্য পাইয়াছি; তথাপি প্রথমোক্ত পুস্তকখানির বিশেষরূপ অনুসরণ করিয়াছি। কারণ উক্ত পুস্তকখানি শ্রদ্ধেরী মঠের স্বামীজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছে। তথাপি অনেক শ্লোক মূল হস্তলিখিত পুস্তক হইতে যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ অনেক শ্লোকের অর্থে কষ্ট কল্পনা করিতে হইয়াছে। উভয় পুস্তকের পাঠ দেখিয়া বতদূর সম্ভব, সমীচীন পাঠ সংযোজিত হইয়াছে।

অনুবাদকের পরিচয়।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক পরম শ্রদ্ধের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রথমে এই পুস্তকের অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন; কিয়ৎকালের অনুবাদ করিয়া তিনি পীড়িত হ’ন; পরে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে লোটার্স লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমারই উপর এই কার্যের ভার অর্পণ করেন। যদিও আংশিকভাবে গ্রন্থানুবাদে আমার বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি অনিলবাবুর কার্য্য বলিয়া এভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তর্কভূষণ মহাশয় লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত; যদিও তাঁহার অনুবাদের সহিত আমার অনুবাদের সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, তথাপি আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই নবীন উৎসাহের প্রতি পাঠক-গণের সান্নাধ্য ও দৃষ্টিপাত হইলে, এই দীন লেখক পাঠকবর্গের হস্তে আরও অনেক গ্রন্থ অর্পণ করিতে সমর্থ হইবে। এই গ্রন্থে সর্বসময়ে ১০০৬টি শ্লোক আছে; তন্মধ্যে ২৭২টি শ্লোকের অনুবাদক তর্কভূষণ মহাশয়; অবশিষ্ট শ্লোকের অনুবাদ আমাকেই করিতে হইয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিয়া অনেক স্থলে ভাষার পারিপাট্য রক্ষিত হয় নাই। অনেক পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু সকলস্থলে অর্থ পরিস্ফুট না হইতেও পারে। আমার এই প্রথম অনুবাদে ত্রুটি থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা; পাঠকবর্গ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া, ইহার দোষগুণ আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব।

বিষয়-সূচী ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অনুবন্ধ-চতুষ্টিয়ম্ ...	৩	একান্তশীলতা ...	৫৬
সাধন-চতুষ্টিয়ম্ ...	৬	মুমুক্শুত্বম্ ...	৫৬
নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ...	৮	দমঃ ...	৫৬
বিরক্তিঃ ...	১১	তিতিক্ষা ...	৬০
কাম-দোষঃ ...	২৩	সন্ন্যাসঃ ...	৬৬
কামবিজ্ঞরোপায়ঃ ...	৩০	শ্রদ্ধা ...	৮৬
ধনদোষঃ ...	৩৩	চিন্তসমাধানম্ ...	৮৯
বিরক্তি-কলোপসংহারঃ ...	৩৯	মুমুক্শুত্বম্ ...	৯২
শমাদিসাধন-নিরূপণম্ ...	৪৪	আত্মানাত্মবিবেকঃ ...	১১৯
শমঃ ...	৪৪	অধ্যারোপঃ ...	১২০
মনঃপ্রসাদ-সাধনম্ ...	৪৭	অজ্ঞানম্ ...	১২০
ব্রহ্মচর্য্যম্ ...	৪৯	ঈশ্বরঃ ...	১২৩
অহিংসা ...	৪৯	প্রত্যগাত্মা ...	১২৬
দয়াব্রজতে ...	৫০	জীবঃ ...	১২৬
বৈতৃক্যম্ ...	৫০	জগৎসর্গঃ ...	১২৯
শৌচম্ ...	৫১	ভূতানি ...	১৩০
দম্ভবিসর্জনম্ ...	৫১	নিদ্রাশরীরম্ ...	১৩২
সত্যম্ ...	৫২	বীজিয়াণি ...	১৩২
নিশ্চয়তা ...	৫২	অস্তঃকরণম্ ...	১৩৩
স্থৈর্য্যম্ ...	৫৩	বিজ্ঞানময়-কোশঃ ...	১৩৬
অভিমান-বিসর্জনম্ ...	৫৩	মনোময়-কোশঃ ...	১৩৭
ঈশ্বরধ্যানম্ ...	৫৪	চিন্তাপ্রসাদঃ ...	১৪১
ব্রহ্মবিৎসহবাসঃ ...	৫৪	সত্ত্ববুদ্ধি-হেতুঃ ...	১৪৪
জ্ঞান-নিষ্ঠা ...	৫৪	প্রাণময়-কোশঃ ...	১৪৬
সমত্বম্ ...	৫৫	স্থূলপ্রপঞ্চঃ ...	১৫২
মানানাসক্তিঃ ...	৫৫	পঙ্কীকরণম্ ...	১৫২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ভূতগুণাঃ	১৫৬	নির্বিকল্প-সমাধিঃ	২৮৭
ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যম্	১৫৬	দৃশ্যানুবিকল্প-সবিকল্পঃ	২৮৮
ইন্দ্রিয়াদিঐদেবতানি	১৫৮	জ্ঞাননিষ্ঠায়াং কৰ্ম্মানুপযোগঃ	২৯৬
ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিঃ	১৬৩	নির্বিকল্প-সমাধিঃ	৩০৩
চতুর্বিধজন্তবঃ	১৬৪	বাহুসমাধি-প্রকারঃ	৩০৪
আত্ম-নিরূপণম্	১৭১	প্রমাদত্যাগঃ	৩১২
অজ্ঞান-নিবর্তকম্	১৮৯	যোগঃ	৩১৪
পুত্রোদ্ভবাদঃ	১৯৩	অষ্টাবস্থানি	৩১৫
দেহোদ্ভবাদঃ	১৯৪	শিষ্যস্ত স্বানুভবঃ	৩১৮
ইন্দ্রিয়োদ্ভবাদঃ	১৯৭	জ্ঞানভূমিকালক্ষণম্	৩২২
প্রাণোদ্ভবাদঃ	১৯৯	শুভেচ্ছা	৩২৩
মন-আত্মবাদঃ	২০১	বিচারণা	৩২৪
বুদ্ধ্যোদ্ভবাদঃ	২০২	তত্ত্বমানসী	৩২৪
অজ্ঞানোদ্ভবাদঃ	২০৪	সদ্ধাপত্তিঃ	৩২৪
জ্ঞানাজ্ঞানোদ্ভবাদঃ	২০৬	সংসক্তি নামিকা	৩২৫
শূন্যোদ্ভবাদঃ	২০৭	পদার্থাভাবনা	৩২৫
শূন্যবাদ-নিরাসঃ	২১৩	তুর্য্যাগা	৩২৬
আত্মন আনন্দত্ব-নিরূপণম্	২২৭	জাগ্রজ্জাগ্রৎ	৩২৬
আত্মাত্মস্থ স্বরূপত্ব-নিরাসঃ	২৩০	জাগ্রৎস্বপ্নঃ	৩২৬
আত্মনোহুদ্বিতীয়ত্বম্	২৪১	জাগ্রৎসুপ্তিঃ	৩২৭
তৎপদার্থঃ	২৫১	স্বপ্নজাগ্রৎ	৩২৭
তৎপদার্থঃ	২৫২	স্বপ্নস্বপ্নঃ	৩২৭
বাচ্যার্থ-বিরোধঃ	২৫২	স্বপ্নসুপ্তিঃ	৩২৮
লক্ষ্যার্থ-নিরূপণম্	২৫৮	সুপ্তিজাগ্রৎ	৩২৮
অখণ্ডার্থঃ	২৬৬	সুপ্তিস্বপ্নঃ	৩২৯
অধিকারিনিরূপণম্	২৭৯	সুপ্তিসুপ্তিঃ	৩২৯
শ্রবণাদি-নিরূপণম্	২৮৩	তুর্য্যাখ্যা	৩২৯
সবিকল্প-সমাধিঃ	২৮৬	বিদেহমুক্তিঃ	৩৩১

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত- সারসংগ্রহঃ ।

বন্দনোচরণম্—

অখণ্ডানন্দ-সন্দোহো * বন্দনাদ্ যশ্চ জায়তে ।

গোবিন্দং তমহং বন্দে চিদানন্দতনুং গুরুম্ ॥ ১

অর্থঃ । যশ্চ (যাহার) বন্দনাং (উপাসনা দ্বারা) অখণ্ডানন্দসন্দোহঃ (অবিচ্ছিন্ন স্মরণাশি) জায়তে (হইয়া থাকে) চিদানন্দতনুং (চৈতন্য ও আনন্দের মূর্তিস্বরূপ) তং (সেই) গোবিন্দং (গোবিন্দ-নামক) গুরুং (গুরুকে) অহম্ (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি) ॥ ১

অনুবাদ । যাহার উপাসনা করিলে অবিচ্ছিন্ন আনন্দরাশি অনুভব হয়, চৈতন্য ও আনন্দের বিগ্রহস্বরূপ সেই গোবিন্দ-নামক গুরুকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ১

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্মনসগোচরম্ ।

আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েহভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ২

অর্থঃ । অখণ্ডম্ (অবিনাশী) সচ্চিদানন্দং (সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) অবাঙ্মনসগোচরং (বাক্য ও মনের অতীত) অখিলাধারং (বিশ্বের আশ্রয়) আত্মানম্ (আত্মাকে) অভীষ্টসিদ্ধয়ে (অভীষ্টসিদ্ধির জন্য) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় করিতেছি) ॥ ২

অনুবাদ । যাহার বিনাশ নাই, যিনি পরমার্থসংস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ এবং যিনি চরাচর জগতের আশ্রয়, সেই ব্রহ্মকে আমি আশ্রয় করিতেছি, সেই ব্রহ্ম বাক্য এবং মনের অগোচর ॥ ২

যদালম্বো দরং হন্তি সতাং প্রত्यूহসম্ভবম্ ।

তদালম্বে দয়ালম্বে, লম্বোদর-পদাস্বজম্ ॥ ৩

* অখণ্ডানন্দ-সংবোধঃ ইতি বা পাঠঃ ।

অবয়। বদালয়ঃ (বাহার অবলম্বন) সতাং (সজ্জনগণের) প্রত্যুৎসাহবৎ
(বিয় হইতে সমুৎপন্ন) দরং (ভয়কে) হস্তি (বিনাশ করে) তৎ (সেই) দয়ালয়ঃ
(করুণার আধার) লম্বোদর-পদাযুজং (গণেশের চরণ-পদ্মকে) আলম্ব্যে (আমি
অবলম্বন করিতেছি) ॥ ৩

অনুবাদ। যাহাকে অবলম্বন করিলে, সজ্জনগণের বিয় হইতে সমুৎপন্ন
ভয়ের নিবৃত্তি হয়, করুণার আধার সেই গণেশ-চরণকমলে আমি শরণ লইতেছি ॥ ৩

অর্থতোহপ্যদ্বয়ানন্দমতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্ ।

আত্মারামমহং বন্দে শ্রীগুরুং শিব-বিগ্রহম্ ॥ ৪

অবয়। অর্থতঃ (বাস্তব পক্ষে) অপি (ও) অদ্বয়ানন্দং (দ্বৈতবর্জিত আনন্দ-
স্বরূপ) অতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্ (অবিভাবিনিশ্চুক্ত, মায়ার অতীত) আত্মারামম্
(একমাত্র আত্মাতেই অনুরক্ত) শিববিগ্রহং (সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ) শ্রীগুরুং
(শ্রীগুরুদেবকে) অহম্ (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি) ॥ ৪

অনুবাদ। নামেও যিনি অদ্বয়ানন্দ অথচ অর্থতঃও যিনি দ্বৈতভাববর্জিত
আনন্দময়, অবিভা হইতে বিনিশ্চুক্ত (মায়াতীত), সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তিধারী গুরু
আত্মাতে অনুরক্ত, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ৪

মন্তব্য। এই শ্লোকে ‘অতীত-দ্বৈত-লক্ষণ’ এই পদটি বহুব্রাহ্মসমাস-নিপ্পন্ন,
যাহার দ্বৈত-লক্ষণ অতীত হইয়াছে—তাহাকেই অতীতদ্বৈতলক্ষণ কহা যায়।
দ্বৈতলক্ষণ এই শব্দটির অর্থ, অজ্ঞান বা অবিভা, দ্বৈত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান
জগৎ, যাহার লক্ষণ অর্থাৎ অনুমানের হেতু, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি দ্বারা দ্বৈতলক্ষণ
এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই দ্বৈতলক্ষণ শব্দটির অর্থ এই স্থলে অবিভা বা
অজ্ঞান হইতেছে। কার্য দেখিয়াই লোকে কারণের অনুমান করিয়া থাকে। ইহা
লোক-প্রসিদ্ধ; অদ্বৈতবাদীর মতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিভারই কার্য; এই কারণে
দ্বৈতজ্ঞানরূপ কার্যের দ্বারা তাহার কারণ যে অজ্ঞান, তাহার অনুমান করা বাইতে
পারে। এই শ্লোকটি পাঠ করিলে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আচার্য্য
শঙ্করের অদ্বয়ানন্দ-নামক আর একজন গুরু ছিলেন; কারণ, প্রথম শ্লোকে তিনি
গোবিন্দ-নামক গুরুকে নমস্কার করিয়া আবার যখন ‘অদ্বয়ানন্দ শ্রীগুরুকে বন্দনা
করিতেছি’ বলিয়া এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরু বন্দনা করিতেছেন, ইহা দ্বারা
ইহাই সম্ভবপর হয় যে, আচার্য্য শঙ্করের গোবিন্দ এবং অদ্বয়ানন্দ নামে দুইজন
অদ্বৈতবিভার উপদেষ্টা গুরু ছিলেন—নহিলে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া—দুইটি
শ্লোকে তিনি দুইবার গুরুবন্দনা করিবেন কেন?—আমার বিবেচনায় কিন্তু

এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না—কারণ, অত্যন্ত ভক্তি-বশতঃ মঙ্গলাচরণের আরম্ভে এবং উপসংহারে দুইবার একই গুরুকে বন্দনা করিয়া, শঙ্কর কোন প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা বলিতে পারা যায় না। তাহার পর অদ্বয়ানন্দ এই পদটি আচার্য্যের গুরু গোবিন্দের উপাধি, এই প্রকার ধরিয়া লইলেও গোল চুকিয়া যায়। বিশেষণহীন নাম দ্বারা গুরুকে স্মরণ করিয়া, পূর্ব প্লোকে গুরু বন্দনা করা হইয়াছে; ইহাতে গুরুর প্রতি দ্বেষ অসম্মান হুচিত হইতে পারে—ইহা ভাবিয়া তাহারই প্রতিবিধান করিবার জ্ঞান গুরুর প্রসিদ্ধ উপাধির উল্লেখপূর্ব্বক এই চতুর্থ প্লোকে বন্দনা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন, এই প্রকার ভাব বর্ণনা করিলে কোন কতিই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীগুরু এই শব্দটির দ্বারা গুরুর গুরুই অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে আচার্য্য শঙ্কর প্রথম প্লোকে নিজ গুরুর বন্দনা করিয়া, এই চতুর্থ প্লোকের দ্বারা গুরুর গুরুর অর্থাৎ পরমগুরুর বন্দনা করিতেছেন। শ্রীগুরু বলিলে পরমগুরুকে বুঝা যায় এই প্রকার কোন দৃঢ়তর প্রমাণ না থাকায় আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারি না।

বেদান্ত-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ উচ্যতে ।

প্রেক্ষাবতাং মুমুক্শুণাং সুখবোধোপপত্তয়ে ॥ ৫

অর্থঃ । প্রেক্ষাবতাং মুমুক্শুণাং (বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থীগণের) সুখ-বোধোপ-পত্তয়ে (অন্যাসে জ্ঞানলাভের জ্ঞান) বেদান্তশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ (বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত সিদ্ধান্তসমূহ) উচ্যতে (বলা হইতেছে) ॥ ৫

অনুবাদ । সদসদজ্ঞানসম্পন্ন মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণের—অন্যাসে বোধলাভের জ্ঞান আমি বেদান্তশাস্ত্রের সারস্বরূপ সিদ্ধান্তসমূহ বলিতেছি ॥ ৫

অনুবন্ধ-চতুর্থম্ ।

অশ্য শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ অনুবন্ধ-চতুর্থম্ ।

বদেব মূলং শাস্ত্রশ্চ নির্দিষ্টং তদিহোচ্যতে ॥ ৬

অর্থঃ । বদেব (যাহাই) শাস্ত্রশ্চ (শাস্ত্রের) মূলং (প্রধান) অনুবন্ধচতুর্থম্ (চারিটি আরম্ভহেতু) নির্দিষ্টম্ (উক্ত হইয়াছে) অশ্য (এই গ্রন্থের) শাস্ত্রানুসারিত্বাৎ

(শাস্ত্রের অনুসারেই রচিত হওয়ার জ্ঞাত) তৎ (সেই চারিটি অনুবন্ধই) ইহ (এই গ্রন্থে) উচ্যতে (কথিত হইতেছে) ॥ ৬

অনুবাদ । বেদান্তশাস্ত্রের আরম্ভহেতু বলিয়া যে চারিটি বস্তু নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই গ্রন্থও বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থেও সেই চারিটি আরম্ভহেতুই (অনুবন্ধ) বলা বাইতেছে ॥ ৬

মন্তব্য । কোন একটি শাস্ত্রের আরম্ভ করিবার পূর্বে ঐ শাস্ত্রের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ? কাহার জ্ঞাত ঐ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে ? শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত বিষয় কি ? এবং ঐ বিষয়, প্রয়োজন এবং শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকার ?—এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে শ্রোতার ঐ শাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না ; এই কারণে সকল শাস্ত্রারম্ভের পূর্বেই এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক ; এই চারিটি বিষয়কেই—অনুবন্ধ বলা যায় । এই শ্লোকটির দ্বারা—সেই অনুবন্ধ চারিটি কি, তাহারই নির্ণয় করিবার জ্ঞাত হুচনা করা হইতেছে । শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে—এই গ্রন্থের চারিটি অনুবন্ধ বেদান্ত-শাস্ত্রের চারিটি অনুবন্ধ হইতে ভিন্ন নহে ; কারণ বেদান্তশাস্ত্রের অনুসারেই এই গ্রন্থখানি রচিত হইতেছে ; স্মরণ্য মূল বেদান্তশাস্ত্রের বাহা অনুবন্ধ-চতুষ্টয়, তাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইতেছে—তাহা প্রদর্শিত হইলে, আর এই গ্রন্থের জ্ঞাত পৃথক অনুবন্ধ-চতুষ্টয় দেখাইবার কোন আবশ্যকতা নাই ।

অধিকারী চ বিষয়ঃ সম্বন্ধশ্চ প্রয়োজনম্ ।

শাস্ত্রারম্ভফলং শাস্ত্রানুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্ ॥ ৭

অর্থ । অধিকারী (বাহার জ্ঞাত শাস্ত্র রচিত সেই ব্যক্তি) বিষয়ঃ (প্রতিপাত্ত বস্তু) সম্বন্ধঃ (শাস্ত্র, প্রয়োজন এবং বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ) প্রয়োজনং চ (এবং ফল) (ইতি) শাস্ত্রারম্ভফলং (শাস্ত্রারম্ভের হেতু) অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ং (চারিটি অনুবন্ধ) প্রাঃ (শাস্ত্রাকারগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ৭

অনুবাদ । (১) বাহার জ্ঞাত শাস্ত্র রচিত সেই অধিকারী (অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠে যোগ্য ব্যক্তি), (২) শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত বস্তু, (৩) অধিকারী, প্রতিপাত্ত বস্তু এবং প্রয়োজন—এই কয়টির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং (৪) প্রয়োজন, এই চারিটি অনুবন্ধ—[বাহা শাস্ত্রারম্ভের হেতু, তাহাকেই অনুবন্ধ বলা যায়] ॥ ৭

চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নো যুক্তিদক্ষিণঃ ।

মেধাবী পুরুষো বিদ্বান্ অধিকার্যত্রে সম্মতঃ ॥ ৮

অর্থ । চতুর্ভিঃ সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্নঃ (বক্ষ্যমাণ চারিপ্রকার সাধন সম্পন্ন)

যুক্তিদক্ষিণঃ (যুক্তির অনুকূল) মেধাবী (ধারণাসমর্থ) বিদ্বান্ (বেদাদিশাস্ত্রে পণ্ডিত) পুরুষঃ (মানব) অত্র (এই বেদান্তশাস্ত্রে) অধিকারী (অধিকারযুক্ত) সম্মতঃ (বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন) ॥ ৮

অনুবাদ । যিনি চারি প্রকার সাধনসম্পন্ন, যিনি যুক্তির অনুকূল, যিনি ধারণা-সমর্থ এবং যাহার বেদাদি শাস্ত্রে জ্ঞান হইয়াছে, এই প্রকার মনুষ্যই এই বেদান্ত-শাস্ত্রে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ৮

বিষয়ঃ শুদ্ধচৈতন্যং জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষণম্ ।

ব্রহ্মৈব দৃশ্যতে সর্ববেদান্তানাম্ সমন্বয়ঃ ॥ ৯

অন্বয় । ব্রহ্ম (বাহ্যতে) সর্ববেদান্তানাম্ (উপনিষৎসমূহের) সমন্বয়ঃ (মিল) দৃশ্যতে (দেখা যায়) [তৎ] জীবব্রহ্মৈক্যলক্ষণং (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যস্বরূপ সেই) শুদ্ধচৈতন্যং (পরব্রহ্ম) বিষয়ঃ (এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য) ॥ ৯

অনুবাদ । সকল উপনিষদেরই বাহ্যতে সমন্বয় (মিল) দেখা যায়, সেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ শুদ্ধচৈতন্যই এই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ॥ ৯

এতদৈক্যপ্রমেয়স্য প্রমাণস্তাহপি চ শ্রুতেঃ ।

সম্বন্ধঃ কথ্যতে সত্তিঃ বোধ্যবোধকলক্ষণঃ ॥ ১০

অন্বয় । এতদৈক্যপ্রমেয়স্য—(এই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়ের) শ্রুতেঃ চ (এবং শ্রুতিরূপ) প্রমাণস্য (প্রমাণের) বোধ্যবোধকলক্ষণঃ (বোধ্যবোধক-স্বরূপ) সম্বন্ধঃ (পরস্পর সম্বন্ধই) সত্তিঃ (সজ্জনগণ-কর্তৃক) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ বলিয়া) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১০

অনুবাদ । এই জীব ও ব্রহ্মে ঐক্যরূপ যে প্রমেয় (প্রমাণ করিবার বিষয়), তাহার এবং শ্রুতিস্বরূপ প্রমাণের মধ্যে বোধ্য-বোধকরূপ (বুঝিবার বিষয় ও বুঝাইবার প্রমাণ) সম্বন্ধই—পণ্ডিতগণকর্তৃক সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১০

ব্রহ্মাত্মিকত্ববিজ্ঞানং সন্তঃ প্রাহঃ প্রয়োজনম্ ।

যেন নিঃশেষসংসারবন্ধাৎ সত্ত্বঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১

অন্বয় । সন্তঃ (সজ্জনগণ) ব্রহ্মাত্মিকত্ববিজ্ঞানং (জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানকে) প্রয়োজনং (বেদান্তশাস্ত্রের ফল) প্রাহঃ (বলিয়া থাকেন); যেন (যে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ-জ্ঞানের দ্বারা) নিঃশেষ-সংসারবন্ধাৎ (সমগ্র

৬

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ ।

সংসার বন্ধন হইতে) সত্ত্বঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রযুচ্যতে [জীব] (মুক্তি লাভ করিয়া থাকে) ॥ ১১

অনুবাদ । বাহার দ্বারা (জীব) সকল প্রকার সংসার-বন্ধন হইতে সত্ত্বঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানকেই সজ্জনগণ বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ করেন ॥ ১১

প্রয়োজনং সম্প্রবৃত্তেঃ কারণং ফললক্ষণম্ ।

প্রয়োজনমনুদ্दिष्टं न मन्दोऽपि प्रवर्तते ॥ ১২

অর্থ । ফললক্ষণং (ফলস্বরূপ) প্রয়োজনং (প্রয়োজন) সম্প্রবৃত্তেঃ (সম্যক্ প্রবৃত্তির) কারণং (হেতু) [হইয়া থাকে] ; মন্দঃ অপি (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও) প্রয়োজনং (ফলকে) অনুদ্दिष्टং (লক্ষ্য না করিয়া) ন প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয় না) ॥ ১২

অনুবাদ । ফলস্বরূপ প্রয়োজনই (লোকের) প্রবৃত্তির কারণ (হইয়া থাকে) ; [কারণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে] অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও প্রয়োজন না দেখিতে পাইলে [কোন কার্যে] প্রবৃত্ত হয় না ॥ ১২

সাধন-চতুষ্টয়ম্ ।

সাধন-চতুষ্টয়-সম্পত্তিঃ যশ্চাহস্তি ধীমতঃ পুংসঃ ।

তশ্চৈবৈতৎফলসিদ্ধিঃ নাহন্যশ্চ কিঞ্চিদূনশ্চ ॥ ১৩

অর্থ । যশ্চ (যে) ধীমতঃ (ধীমান্) পুংসঃ (পুরুষের) সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্তিঃ (চারিটি সাধনের সম্পাদন) অস্তি (আছে), তশ্চ (তাহার) এব (ই) এতৎফলসিদ্ধিঃ (এই ফলের সিদ্ধি) [হইয়া থাকে] ; কিঞ্চিদূনশ্চ অন্যশ্চ (এই সাধনসম্পত্তির কোন অংশে ন্যূনতা বাহার আছে এইরূপ অথ কোন ব্যক্তির) ন (নহে) [এই ফল লাভ হয় না] ॥ ১৩ [শ্লোকটিতে ছন্দঃপতন লক্ষণীয় ।]

অনুবাদ । যিনি বুদ্ধিমান এবং সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, সেই পুরুষেরই এই ফল (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান) লাভ হয় ; কিন্তু বাহার সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটিও অসম্পূর্ণ থাকে, তাহার এই ফললাভ হয় না ॥ ১৩

চত্বারি সাধনান্যত্র বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ।

মুক্তির্যেবাং তু সদ্ভাবে নাভাবে সিধ্যতি ধ্রুবম্ ॥ ১৪

অম্বয় । পরমর্ষয়ঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠগণ) অত্র (এই ফললাভের প্রতি) চত্বারি (চারিটি) সাধনানি (সাধন অর্থাৎ উপায়) বদন্তি (নির্দেশ করিয়া থাকেন); যেবাং (যে চারিটি সাধন) সদ্ভাবে (থাকিলে) মুক্তিঃ (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), অভাবে (না থাকিলে) ন (হয় না) ॥ ১৪

অনুবাদ । মহর্ষিগণ এই (তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফললাভের) চারিটি সাধন (উপায়) নির্দেশ করিয়া থাকেন—এই চারিটি সাধন থাকিলে মুক্তি লাভ হয়, এই চারিটি না থাকিলে মুক্তিলাভ হয় না ॥ ১৪

আত্মং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ সাধনং মতম্ ।

ইহানুত্রে ফলভোগবিরাগো হি দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৫

অম্বয় । নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর ভেদজ্ঞান) আত্মং (প্রথম) সাধনম্ (উপায়) [বলিয়া] মতম্ (অভিমত); ইহ (এই সংসারে) অনুত্রে (পরলোকে) ফলভোগবিরাগঃ (ফল ভোগের প্রতি বিরক্তি) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়) [সাধনং মতমিতি শেষঃ—সাধন বলিয়া বিবেচিত হয়] ॥ ১৫

অনুবাদ । নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহার জ্ঞানই প্রথম সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । এই জগতে এবং স্বর্গাদি লোকে যত প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, সেই সকলেরই উপর বিরক্তিই দ্বিতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ১৫

শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ তৃতীয়ং সাধনং মতম্ ।

তুরীয়ং তু মুমুক্‌ষুং সাধনং শাস্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৬

অম্বয় । শমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ (শম প্রভৃতি ছয়টির সদ্ভাবে অর্থাৎ থাকা) তৃতীয়ং (তৃতীয়) সাধনম্ (উপায়) মতং (বিবেচিত হয়); মুমুক্‌ষুং তু (মোক্ষলাভের ইচ্ছাই) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রস্বীকৃত) তুরীয়ং (চতুর্থ) সাধনম্ (উপায়) শাস্ত্রসম্মতং (শাস্ত্রে কথিত হয়) ॥ ১৬

অনুবাদ । শম প্রভৃতি ছয়টির সদ্ভাবেই (থাকা) তৃতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হয় । মুক্তিলাভের ইচ্ছাই চতুর্থ উপায় বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকঃ ।

ত্রৈলোক্যে নিত্যমন্তঃ তু হ্যনিত্যমিতি বেদনম্ ।

সোহয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ১৭

অন্বয় । ব্রহ্ম (পরমাত্মা) এব (ই) নিত্যম্ (অবিনাশী) অন্তঃ (ব্রহ্ম-ভিন্ন) তু হি (প্রসিদ্ধ বস্তুমাত্রই) অনিত্যং (বিনাশী) ইতি (এই প্রকার) বেদনং (যে জ্ঞান) অয়ম্ (ইহা) সঃ (সেই) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য-জ্ঞান) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১৭

অনুবাদ । পরমাত্মাই একমাত্র অবিনাশী—তাহা ভিন্ন আর সকল বস্তুই বিনাশী—এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭

মুদাদি-কারণং নিত্যং ত্রিষু লোকেষু দর্শনাৎ ।

ঘটান্বনিত্যং তৎকার্যং যতস্তন্নাশমীক্ষতে ॥ ১৮ *

অন্বয় । ত্রিষু (তিন) লোকেষু (লোকে) দর্শনাৎ (দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া) মুদাদি (মৃত্তিকা প্রভৃতি) কারণম্ (উপাদান) নিত্যং (নিত্য অর্থাৎ কার্যদ্রব্য হইতে অধিককালস্থায়ী হইয়া থাকে) তৎকার্যং (সেই মৃত্তিকা প্রভৃতির কার্য) ঘটাদি (কলস প্রভৃতি দ্রব্য) অনিত্যম্ (অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী); যতঃ (যেহেতু) তন্নাশম্ (ঐ সকল ঘট প্রভৃতি কার্যদ্রব্যের নাশ) ইক্ষতে (লোকে দেখিয়া থাকে) ॥ ১৮

অনুবাদ । ত্রিলোকের মধ্যে সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ অর্থাৎ উপাদানদ্রব্যগুলি ঘট প্রভৃতি কার্য অপেক্ষা নিত্য অর্থাৎ অধিককালস্থায়ী । কিন্তু ঘটাদি কার্যদ্রব্যগুলি মৃৎ প্রভৃতি কারণ অপেক্ষা অনিত্য; কারণ লোকে দেখে যে ঘটাদি নষ্ট হইয়া গেলেও মৃত্তিকা থাকিয়া যায় ॥ ১৮

তথৈবৈতজ্জগৎ সর্বমনিত্যং ব্রহ্মকার্যতঃ ।

তৎকারণং পরং ব্রহ্ম ভবেন্নিত্যং মুদাদিবৎ ॥ ১৯

অন্বয় । তথৈব (সেই প্রকার) এতৎ সর্বং জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) ব্রহ্ম-

* যতস্তন্নাশ ইক্ষতে—ইতি বা পাঠঃ ।

কার্যতঃ (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া) অনিত্যম্ (বিনাশী) ; তৎকারণং (সেই জগতের কারণ) পরং ব্রহ্ম (নিরূপাধিক ব্রহ্ম) নিত্যম্ (অবিনাশী) ভবেৎ (হইয়া থাকে) মৃদাদিবৎ (যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি) ॥ ১৯

অনুবাদ । ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সমগ্র বিশ্ব অনিত্য, আর এই জগতের কারণ সেই পরব্রহ্ম (ঘটাদি কার্য অপেক্ষা তাহাদের কারণ মৃদাদি বেরূপ নিত্য সেইরূপ) পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯

তাৎপর্য । এই শ্লোকে ব্রহ্ম যে নিত্য, এই বিষয়ে মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কেহ কেহ এইপ্রকার শঙ্কা করিতে পারেন যে, বেদান্ত-সিদ্ধান্তে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য । তাহাই যদি স্থির হয়, তবে মৃৎপ্রভৃতিকে নিত্য বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে যে নির্দেশ করা হইতেছে, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? বাস্তবিক আচার্য্য শঙ্করের এইপ্রকার অভিপ্রায় নহে । কার্য্য হইতে কারণ অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ি ; সুতরাং কার্য্যাপেক্ষা কারণ নিত্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয় । আচার্য্য শঙ্কর ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, যেমন ঘট মাটির কার্য্য, এইজন্ত মাটি ঘট অপেক্ষা নিত্য ; এইরূপ যিনি সর্বজগতের কারণ, তিনি সর্বজগৎ অপেক্ষা নিত্য । ফলতঃ দাঁড়াইল এই যে, মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তু বেরূপ আপেক্ষিক নিত্য, ব্রহ্মের পক্ষে সেরূপ আপেক্ষিক নিত্যতা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই । কারণ, ব্রহ্ম উৎপত্তিশূন্য ও অবয়বশূন্য, সেই কারণে তাঁহার কোনকালেই বিনাশ হইবে এইপ্রকার সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না । কিন্তু মৃদাদি কারণ ঘটাদি কার্য্য দ্রব্য অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ি হইলেও যে হেতু তাহাদের উৎপত্তি এবং অবয়ব আছে, এই কারণে তাহাদের বিনাশও অবশ্যসম্ভাবী । এইজন্ত তাহা নিজ কার্য্য হইতে অধিক কাল স্থায়ি হইলেও তাহাকে কখনই অবিনাশী বলা যায় না । কিন্তু এইরূপে ব্রহ্মকে সকল কার্য্যাপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ি স্বীকার করিলেও, মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুর ত্রায় তাঁহার কোনকালে বিনাশ হইবার সম্ভাবনা করা যায় না । কারণ, বিনাশি দ্রব্যের বাহা ধর্ম্ম (অর্থাৎ অবয়ব ও উৎপত্তি থাকা) তাহা ব্রহ্মে বিद्यমান নাই ; এই কারণে ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯

সর্গং বস্তুশ্চ তস্মাদ্ বা এতস্মাদিত্যপি শ্রুতিঃ ।

সকাশাদ্ ব্রহ্মণস্তস্মাৎ অনিত্যত্বে ন সংশয়ঃ ॥ ২০

অর্থ । তস্মাৎ (সেই) এতস্মাৎ বা (এই ব্রহ্ম হইতেই) ইতি (এই প্রকার) শ্রুতিঃ (বেদ) অপি (ও) অশ্চ (এই জগতের) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) সকাশাৎ (সকাশ হইতে) সর্গং (সৃষ্টি) বক্তি (নির্দেশ করিতেছে) তস্মাৎ

(সেই কারণে) অনিত্যত্বে (এই জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (হইতে পারে না) ॥ ২০

অনুবাদ । “এই বা সেই ব্রহ্ম হইতে (আকাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে)” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্য স্পষ্টই নির্দেশ করিতেছে যে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সেই কারণে জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না ॥ ২০

সর্বস্বানিত্যত্বে সাব্যস্তত্বেন সর্বতঃ সিদ্ধে ।

বৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যত্বমতিভ্রমএব মূঢ়বুদ্ধীনাং ॥ ২১

অর্থঃ । সাব্যস্তত্বেন (অব্যস্তত্বের সহিত বিজ্ঞমান বলিয়া) সর্বত্র (সকল বস্তুরই) অনিত্যত্বে (বিনাশিত্ব) সর্বতঃ (সর্বপ্রকারে) সিদ্ধে (প্রতিপন্ন হইলে) বৈকুণ্ঠাদিষু (বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে) নিত্যত্বমতিঃ (ইহারা অবিনাশী এই প্রকার জ্ঞান) মূঢ়বুদ্ধীনাং (মূঢ়মতি মানবগণের) ভ্রম এব (ভ্রান্তি মাত্র) ॥ ২১

অনুবাদ । অব্যস্ত আছে বলিয়া সকল বস্তুরই (এইরূপে) অনিত্যত্ব প্রমাণিত হইলে, বৈকুণ্ঠাদি লোকসমূহে যে নিত্যত্ব বোধ, তাহা মূঢ়বুদ্ধি জনগণের ভ্রান্তি মাত্র ॥ ২১

অনিত্যত্বং চ নিত্যত্বমেবং যৎ শ্রুতিযুক্তিভিঃ ।

বিবেচনং নিত্যানিত্যবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ২২

অর্থঃ । এবং (সেই প্রকার) অনিত্যত্বং (বিনাশিত্ব) চ (এবং) নিত্যত্বং (অবিনাশিত্ব) [ভবতি ইতি শেষঃ—হইয়া থাকে] ; শ্রুতিযুক্তিভিঃ (বেদ ও তদনুসারী যুক্তির সাহায্যে) ইতি যৎ (এই প্রকার যে) বিবেচনং (বিচার) [তাহাই] নিত্যানিত্যবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্য বিষয়ে বোধ) কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২২

অনুবাদ । এইরূপে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব [সম্বন্ধে] বেদ ও তদনুসারী যুক্তির সাহায্যে যে বিচার, তাহাই নিত্যানিত্য-বিবেক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২২

বিরক্তিঃ ।

ঐহিকামুগ্ধিকার্থেষু হনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ ।

নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধিৰ্যৎ * তদবৈরাগ্যমিতীৰ্য্যতে ॥ ২৩

অন্থয় । ঐহিকামুগ্ধিকার্থেষু (এই লোকের এবং পরলোকের ভোগ্যবস্ত্তসমূহে) অনিত্যত্বেন (অনিত্য এই ভাবে) নিশ্চয়াৎ (নিশ্চয় হওয়ার জন্য) যৎ নৈস্পৃহ্যং (যে নিস্পৃহতা) তুচ্ছবুদ্ধিঃ (অকিঞ্চিংকর বলিয়া বোধ) তৎ (তাহাই) বৈরাগ্যং (বিরক্তি) ইতি (এই বলিয়া) ঈৰ্য্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২৩

অনুবাদ । ঐহিক ও পারলৌকিক সকল ভোগ্য বস্ত্তই অনিত্য এইরূপ জ্ঞান হওয়ার যে নিস্পৃহতা বা তুচ্ছবুদ্ধি (উদ্ভিত হয়) তাহাই বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

নিত্যানিত্যপদার্থবিরেকাৎ পুরুষস্ত জায়তে সত্ত্বঃ ।

অক্চন্দনবনিতাদৌ সৰ্ব্বত্রাহনিত্যবস্ত্তনি বিরক্তিঃ ॥ ২৪

অন্থয় । নিত্যানিত্যপদার্থবিরেকাৎ (নিত্য ও অনিত্য বস্ত্তর যথার্থরূপে জ্ঞান হওয়ার ফলে) অক্চন্দনবনিতাদৌ (পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি) সৰ্ব্বত্র (সকল) অনিত্যবস্ত্তনি (নস্তর পদার্থের উপর) পুরুষস্ত (পুরুষের) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ২৪

অনুবাদ । নিত্য ও অনিত্য বস্ত্তর স্বরূপ কি সে বিষয়ে যথার্থজ্ঞানের উদয় হওয়ার ফলে পুরুষের পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি বাবতীর অনিত্য বস্ত্ততেই বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে ॥ ২৪

কাকস্ত বিষ্ঠাবদসহবুদ্ধি-

ভোগ্যেষু সা তীব্রবিরক্তিরিয্যতে ।

বিরক্তিতীব্রত্বনিদানমাহ-

ভোগ্যেষু দোষেক্ষণমেব সন্তঃ ॥ ২৫

অন্থয় । ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্ত্তসমূহে) কাকস্ত (কাকের) বিষ্ঠাবৎ (বিষ্ঠার তায়) অসহবুদ্ধিঃ (যে অসহনীয়ত্ব-বোধ) সা (তাহাই) তীব্রবিরক্তিঃ (উৎকট বৈরাগ্য) ইয্যতে (বলিয়া স্বীকৃত হয়); সন্তঃ (সজ্জনগণ) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্ত্ত-

* তুচ্ছবুদ্ধা যৎ ইতি বা পাঠঃ ।

সমূহে) দোষেষ্ণুমেব (দোষদর্শনকেই) বিরক্তিতীত্বনিদানং (তীত্র বৈরাগ্যের মূল কারণ) আছঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ২৫

অনুবাদ । ভোগ্যবস্তুসমূহে কাকের বিষ্ঠার ত্যায় যে অসহনীয়তা বোধ, তাহাকেই সাধুগণ তীত্র বৈরাগ্যের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২৫

প্রদৃশ্যতে বস্তুনি যত্র দোষঃ

ন তত্র পুংসোহস্তি পুনঃ প্রবৃত্তিঃ ।

অন্তর্মহারোগবতীং বিজ্ঞানন্

কো নাম বেষ্ট্যামপি রূপিণীং ব্রজেৎ ॥ ২৬

অর্থঃ । যত্র (যে) বস্তুনি (বস্তুতে) দোষঃ (ছঃখকরত্ব প্রভৃতি দোষ) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তত্র (তাহাতে) পুংসঃ (পুরুষের) পুনঃ (পুনর্ব্বার) প্রবৃত্তিঃ (অত্যাগ) ন অস্তি (হয় না) । অন্তর্মহারোগবতীং (দেহমধ্যে বাহার মহারোগ আছে এই প্রকার) বিজ্ঞানন্ (জানিয়া) কো নাম (কোন্ ব্যক্তি) রূপিণীং (রূপবতী) অপি (হইলেও) বেষ্ট্যং ব্রজেৎ (ঐ বেষ্ট্যার নিকট যায়) ॥ ২৬

অনুবাদ । যে বস্তুতে দোষ আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে লোকের আর প্রবৃত্তি হয় না । ভিতরে কঠিন রোগগ্রস্তা বলিয়া জানিতে পারিলে, কোন ব্যক্তি রূপবতী বেষ্ট্যার নিকট যায় ? ॥ ২৬

অত্রোপি চান্দ্ৰে চ বিদ্যমান-

পদার্থসংমর্শনমেব কার্য্যম্ ।

যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং

সন্দর্শয়ত্যেব তদীয়-দোষম্ ॥ ২৭

অর্থঃ । অত্র (এই পৃথিবীতে) অপি (এবং) অত্র চ (পরলোকেও) বিদ্যমান-পদার্থসংমর্শনং (বিদ্যমান বস্তুসকলের কি স্বভাব তাহার বিচার) কার্য্যং (করা উচিত) । যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং (যথাযথভাবে বস্তুর ধর্ম্মসমূহের বিচার) তদীয়-দোষং (সেই বস্তুর দোষকে) সন্দর্শয়তি এব (নিশ্চয়ই দেখাইয়া দেয়) ॥ ২৭

অনুবাদ । এই লোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, বস্তু প্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাদের কি স্বভাব (অর্থাৎ তাহার অনিত্য এবং পরিণামে

দ্রুৎত্বের হেতু হয় কি না) তাহারই বিবেচনা করা উচিত। এইভাবে ভোগ্য-বস্তুসমূহের স্বরূপ বিচার তাহার দোষ (অর্থাৎ অনিত্যত্ব এবং পরিণামে দ্রুৎত্ব) প্রদর্শন করিয়া থাকে ॥ ২৭

কুক্ষৌ স্মাতুর্মলমূত্রমধ্যে

স্থিতিং তদা বিটক্রিমিদংশনঞ্চ ।

তদীয়-কৌক্ষ্যকবহ্নিদাহং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৮

অনুয়। স্মাতুঃ (নিজ জননীর) কুক্ষৌ (উদরে) মলমূত্রমধ্যে (মল ও মূত্রের মধ্যে) স্থিতিম্ (অবস্থান) তদা (সেই অবস্থানকালে) বিটক্রিমিদংশনং (বিষ্ঠাজাত ক্রিমিগণের দংশন) তদীয়-কৌক্ষ্যক-বহ্নিদাহম্ (এবং জননীর উদরমধ্যস্থিত অগ্নির তাপ দ্বারা দাহ) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৮

অনুবাদ। নিজ জননীর উদরে বিষ্ঠা ও মূত্রের মধ্যে অবস্থান ও সেই অবস্থানকালে বিষ্ঠাজাত ক্রিমি দ্বারা দংশন এবং জননীর উদরমধ্যস্থিত অগ্নির তাপ দ্বারা দাহ প্রভৃতির বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তির মনে (এই সংসারের উপর) বৈরাগ্য না জন্মে ? ॥ ২৮

স্বকীয়-বিগ্নুত্র-নিমজ্জনং যৎ *

চোত্তানগত্যা শয়নং তদা যৎ ।

বালগ্রহাচ্ছাহতিভাক্ চ শৈশবং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৯

অনুয়। তদা (সেই সময়ে) যৎ (যে) স্বকীয়বিগ্নুত্রনিমজ্জনং (নিজের বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকা) যৎ (যে) উত্তানগত্যা (উর্দ্ধদিকে পাদ করিয়া, চিৎ হইয়া) শয়নম্ (অবস্থান) চ (এবং) বালগ্রহাচ্ছাহতিভাক্ (বালকগণের পীড়াদায়ক গ্রহগণের আক্রমণীয়) শৈশবং (বাল্যকালকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ২৯

অনুবাদ। সেইকালে (অর্থাৎ মাতৃগর্ভে বাসকালে) নিজেরই বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যে উর্দ্ধদিকে পা রাখিয়া অবস্থান, এবং (জন্মের পর)

* বিসর্জনং তৎ ; ইতি বা পাঠঃ ।

বালকগণের পীড়াজনক গ্রহগণের উপদ্রবসঙ্কুল যে শৈশব, তাহা চিন্তা করিয়া কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত (সংসারবিরাগী) হয় না ? ॥ ২৯

স্বীয়ৈঃ পরৈস্তাড়নমজ্ঞতাবম্

অত্যন্তচাপল্যমসংক্রিয়াঞ্চ ।

কুমারভাবে প্রতিষিদ্ধবৃত্তিঃ

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩০

অর্থঃ । কুমারভাবে (কৌমারাবস্থাতে) স্বীয়ৈঃ (স্বজনকর্তৃক) পরৈঃ (এবং অনাদ্বীয় জনকর্তৃক) তাড়নম্ (প্রহার প্রভৃতি) অজ্ঞতাবম্ (মূর্থতা) অত্যন্ত-চাপল্যম্ (অতিশয় চপলতা) অসংক্রিয়াম্ (অনুচিত কার্য্য) প্রতিষিদ্ধবৃত্তিঃ চ (এবং নানাপ্রকার নিষিদ্ধবৃত্তি) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩০

অনুবাদ । (তাহার পর) কৌমারাবস্থাতে নিজ এবং পর জনকর্তৃক প্রহার ও তিরস্কার, মূর্থতা, অতিশয় চাপল্য, অনুচিত কার্য্য ও নানাপ্রকার নিষিদ্ধ বৃত্তি (প্রভৃতির বিষয়) চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩০

মদোদ্ধতিং মাশ্চতিরঙ্কতিং চ

কামাতুরত্বং সময়াতিলজ্জনম্ ।

তাং তাং যুবতোদিতদুষ্কচেষ্ঠাং

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩১

অর্থঃ । মদোদ্ধতিং (যৌবনমদে ঔদ্ধত্য) মাশ্চতিরঙ্কতিং (মাননীয়জনকে অবমাননা) কামাতুরত্বং (কামুকতা) সময়াতিলজ্জনম্ (মর্য্যাদার অতিক্রম) তাং তাং (সেই সেই) যুবত্যা (যুবতির সহিত) উদিত-দুষ্কচেষ্ঠাং (নব নব ভাবে আবির্ভূত মন্দ চেষ্টা) বিচার্য্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩১

অনুবাদ । যৌবন-মদে ঔদ্ধত্য, মাশ্চজনকে অবমাননা করা, কামাতুরতা, মর্য্যাদা লঙ্ঘন এবং যুবতীর সহিত সমাগমকালে সেই সেই নূতন নূতন আবির্ভূত কুৎসিত চেষ্টা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩১

বিরূপতাং সর্বজনাদবজ্ঞাং

সর্বত্র দৈন্ত্যং নিজবুদ্ধিহৈন্ত্যম্ ।

বুদ্ধয়-সম্ভাবিত-দুর্দশাং তাং

বিচার্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩২

অর্থঃ । বিরূপতাং (বার্ক্যজনিত কদাকারতা অর্থাৎ বিপ্রী চেহারা) সর্বজনানাং (সকল লোকের কাছে) অবজ্ঞাম্ (অবমান) সর্বত্র (সকল স্থলে) দৈন্ত্যম্ (দীনতা) নিজবুদ্ধিহৈন্ত্যং (নিজবুদ্ধির হীনতা) তাং (সেই) বুদ্ধয়-সম্ভাবিতদুর্দশাং (বার্ক্যজনিত দুরবস্থাকে) বিচার্য (চিন্তা করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩২

অনুবাদ । বিরূপ আকার, সকল লোকের নিকটে অবজ্ঞা, সকল স্থানেই দীনতা, নিজবুদ্ধির হ্রাস এবং সর্বজনবিদিত বার্ক্যজনিত দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি না বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয় ? ॥ ৩২

পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুন্মশূল-

শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখম্ ।

দুর্গন্ধমস্বাস্থ্যমনুচিন্তাং

বিচার্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৩

অর্থঃ । পিত্তজ্বরার্শঃক্ষয়গুন্মশূল-শ্লেষ্মাদি-রোগোদিত-তীব্রদুঃখং (পিত্তজ্বর, অর্শঃ, ক্ষয়, গুন্ম, শূল ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন তীব্র দুঃখ) দুর্গন্ধম্ (শরীরে দুর্গন্ধ), অস্বাস্থ্যং (স্বাস্থ্যহীনতা) অনুনচিন্তাম্ (এবং সর্বদা নানা চিন্তা) বিচার্য (বিচার করিয়া) কো বা (কেই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৩

অনুবাদ । (বুদ্ধাবস্থার) পিত্তজ্বর, ক্ষয়, গুন্ম, শূল ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগ-জনিত তীব্র দুঃখ, [শরীরে] দুর্গন্ধ, [সর্বদা] স্বাস্থ্যহীনতা এবং অপার চিন্তা [এই সকল বিষয়] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৩

যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্পমর্শব্যথোচ্ছ্বাসগতীশ্চ বেদনাম্ ।

প্রাণপ্রয়াণে পরিদৃশ্যমানাং বিচার্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৪

অর্থঃ । যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-মর্শব্যথোচ্ছ্বাসগতীঃ (যম দর্শনে যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প, মর্শব্যথা এবং উৎকট স্বাসের

ক্রিয়া) প্রাণপ্রয়াণে (প্রাণবিরোগকালে) পরিদৃশ্যমানাং (সর্বস্থানেই দৃশ্যমান) বেদনাং (যন্ত্রণা) বিচার্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৪

অনুবাদ। মৃত্যুসময়ে যমকে দেখিতে পাইয়া যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে উৎপন্ন কম্প, মৰ্ম্মপীড়া, ক্লেশজনক উৰ্দ্ধ্বাসের গতি, এই সকল পরিদৃশ্যমান (যাহা সব সময় দেখা যায়) যন্ত্রণার বিষয় বিচার করিয়া কোন ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৪

অঙ্গারনত্যাং তপনে চ কুন্তী-

পাকেহপি বীচ্যামসিপত্রকাননে ।

দূতৈর্মমস্ত্র ক্রিয়মাণবাধাং

বিচার্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৫

অর্থ। অঙ্গারনত্যাং (তপ্ত অঙ্গারময় নদীতে) তপনে (তপন নামক নরকে) কুন্তীপাকে (কুন্তীপাক নরকে) বীচ্যাং (বীচীনামক নরকে) অসিপত্রকাননে (এবং অসিপত্রকানন নরকে) যমস্ত্র (যমের) দূতৈঃ (দূতগণকর্তৃক) ক্রিয়মাণবাধাং (কৃত বা প্রদত্ত যন্ত্রণা) বিচার্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৫

অনুবাদ। অঙ্গার-নদী, তপন, কুন্তীপাক, বীচী এবং অসিপত্রকানন নামে প্রসিদ্ধ নরকসমূহে যমদূতগণ [দেহপাতের পর পাগিগণকে] যে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা বিচার করিয়া কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয়? ॥ ৩৫

পুণ্যক্ষয়ে পুণ্যকৃতো নভঃস্থৈ-

নিপাত্যমানান্ শিথিলীকৃতাস্তান্ ।

নক্ষত্ররূপেণ দিবশ্চ্যুতাস্তান্

বিচার্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৬

অর্থ। পুণ্যক্ষয়ে (পুণ্যের ক্ষয় হইলে) নভঃস্থৈঃ (আকাশস্থিত [অধিকারী] পুরুষগণ কর্তৃক) নিপাত্যমানান্ (অধোদেশে নিক্ষিপ্ত) শিথিলীকৃতাস্তান্ (অবশ-দেহ) নক্ষত্ররূপেণ (নক্ষত্রের রূপে) দিবঃ (আকাশ হইতে) চ্যুতান্ (নিপতিত) পুণ্যকৃতঃ (পুণ্যকারী ব্যক্তিগণকে) বিচার্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৬

অনুবাদ । [স্বর্গভোগের অন্তকূল] পুণ্যরাশি [ভোগাবসানে] ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, আকাশস্থিত পুরুষগণকর্তৃক [অধোদেশে বলপূর্বক] নিষ্কিপ্ত, অবশদেহ নক্ষত্ররূপে আকাশ হইতে বিচ্যুত পুণ্যকার্য্যকারী জীবগণের [অবস্থা] বিচার করিলে কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৬ ॥

বায়ুর্কবহীন্দ্রমুখান্ সুরেন্দ্রান্

ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্ ।

বিপক্ষলোকৈঃ পরিদূয়মানান্

বিচার্য্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৭

অর্থ । ঈশোগ্রভীত্যা গ্রথিতান্তরঙ্গান্ (পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে বাহাদের অন্তঃকরণ নিতান্ত কাতর) বিপক্ষলোকৈঃ (শত্রুগণকর্তৃক) পরিদূয়মানান্ (বাহাদিগকে কাঁপাইতেছে এমন, পরিভূত) বায়ুর্কবহীন্দ্রমুখান্ (বায়ু সূর্য্য বহি ও ইন্দ্রপ্রভৃতি) সুরেন্দ্রান্ (শ্রেষ্ঠদেবগণকে) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত না হয় ?) ॥ ৩৭

অনুবাদ । পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে [সর্বদা] কাতরচিত্ত [এবং অসুর প্রভৃতি] শত্রুগণের দ্বারা নিত্য লাক্ষিত বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠদেবগণের [অবস্থা] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৭

শ্রুত্যা নিরুক্তং স্মৃথতারতম্যং

কীটান্তমারভ্য মহামহেশম্ ।*

ঔপাধিকং তত্ত্ব ন বাস্তবং চেদ্

আলোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৮

অর্থ । মহামহেশং (পরমেশ্বর হইতে) আরভ্য (আরম্ভ করিয়া) কীটান্তম্ (কীট পর্য্যন্ত) স্মৃথতারতম্যং (স্মৃথের তারতম্য) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা) নিরুক্তং (নির্দ্ধারিত) তৎ ত্ব (সেই স্মৃথও) ঔপাধিকম্ (অজ্ঞানরূপ উপাধি হেতু) বাস্তবং (পারমার্থিক) ন ত্ব (কিন্তু নহে) আলোচ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত না হয় ?) ॥ ৩৮

* ব্রহ্মান্তমারভ্য মহীমহেশম্—ইতি বা পাঠঃ ।

অনুবাদ । পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্যন্ত স্রুতের তারতম্য
শ্রুতিতে উক্ত আছে ; সেই স্রুতও (অজ্ঞানকল্পিত দেহাদি) উপাধিরই ধর্ম,
উহা (আত্মার) পারমার্থিক ধর্ম নহে, ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা
বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না হয় ? ॥ ৩৮

সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-

ভেদস্ত সৎকর্মবিশেষসিদ্ধঃ ।

ন কর্মসিদ্ধস্ত তু নিত্যেতি

বিচার্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৯

অর্থ । সালোক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-ভেদঃ (সালোক্য অর্থ ইষ্টদেবতার
সহিত এক লোকে অবস্থান, সামীপ্য অর্থ অভীষ্ট দেবতার নিকটে অবস্থিতি,
এবং সরূপ্য অর্থ ইষ্টদেবতার গ্রাম মূর্তি ধারণ করা প্রভৃতি মুক্তির বত প্রকার
ভেদ, তাহা) সৎকর্মবিশেষসিদ্ধঃ (উৎকৃষ্ট কর্মবিশেষ হইতেই উৎপন্ন হয়) ।
কর্মসিদ্ধস্ত (বাহ্য কর্মদ্বারা সিদ্ধ, তাহার) নিত্যতা (অবিনাশিত্ব) ন (হইতে
পারে না), ইতি বিচার্য (ইহা বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা)
বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৩৯

অনুবাদ । ইষ্টদেবতার সহিত একলোকে অবস্থান, ইষ্টদেবতার নিকটে
থাকা এবং ইষ্টদেবতার সদৃশ মূর্তিলাভ করা প্রভৃতি যে কয়প্রকার মুক্তি আছে,
সে সকলই সৎকর্ম-বিশেষের ফল । বাহ্য কর্মের ফল, তাহা কখনই নিত্য হইতে
পারে না ; ইহা বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা (গৌণ মুক্তির প্রতি)
বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হয় না ? ॥ ৩৯

যত্রাস্তি লোকে গতি-তারতম্যম্

উচ্চাচছান্নিতমত্র তৎ কৃতম্ ।

যথেষ্ট তদ্বৎ খলু দুঃখমস্তী-

ত্যালোচ্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৪০

অর্থ । যত্র (যেখানে) লোকে (জগতে) উচ্চাচছান্নিতম্ (উৎকর্ষ ও
অপকর্ষযুক্ত) গতিতারতম্যং (ফলের তারতম্য) অস্তি (বিद्यমান আছে),
তৎ (তাহা) অত্র (এ সংসারে) কৃতং (কৃত) ইহ (এই লোকে) যথা (যেমন)
দুঃখং (দুঃখ) [হইয়া থাকে], তদ্বৎ (সেইরূপ) খলু (অবশ্যই) [অত্রাপি
লোকে (অত্র লোকেও)] অস্তি (হইয়া থাকে); ইতি (ইহা) আলোচ্য

(বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন বাতি
(প্রাপ্ত হয় না ?) ॥ ৪০

অনুবাদ । যে লোকে উৎকর্ষ-অপকর্ষযুক্ত গতির তারতম্য আছে তাহা
(সেই লোক) এই জগতেরই কৰ্ম দ্বারা অর্জিত । তাহাতে অবশ্যই এই জগতের
মত দ্বংস আছে—এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্যপ্রাপ্ত না
হয় ? [অর্থাৎ এই জন্মের ভালমন্দ কৰ্মের ফলে পরলোকে গতির তারতম্য হয় ।
এই লোকের মত পরলোকেও কৰ্মফলজনিত দ্বংস আছে—এই চিন্তায় মনে
বৈরাগ্য আসে ।] ॥ ৪০

কো নাম লোকে পুরুষো বিবেকী

বিনশ্বরে তুচ্ছস্থে গৃহাদৌ ।

কুর্যাদ্রতিং নিত্যমবেক্ষমাণো

বুথৈব মোহান্ত্রিয়মাণজন্তুন্ ॥ ৪১

অর্থ । লোকে (এই পৃথিবীতে) কো নাম (কোন্) বিবেকী (বিবেক-
সম্পন্ন) পুরুষঃ (মনুষ্য) বিনশ্বরে (বিনাশশীল) তুচ্ছস্থে (অল্পমাত্র স্থরের
হেতুভূত) গৃহাদৌ (গৃহ প্রভৃতিতে) ত্রিয়মাণান্ (মরণশীল) জন্তুন্ (প্রাণিগণকে)
নিত্যং (সর্বদা) অবেষ্টমাণঃ (দেখিয়াও) বুথা এব (মিছামিছি) রতিম্
(অনুরাগ) মোহাৎ (মোহবশতঃ) কুর্য্যাৎ (করিতে পারে ?) ॥ ৪১

অনুবাদ । এই সংসারে প্রতিদিন প্রাণিগণ মরিতেছে, ইহা দেখিয়াও,
কোন্ বিবেকশালী পুরুষ যৎসামান্য স্থরের হেতু অথচ বিনাশশীল গৃহ প্রভৃতি ভোগ্য
বস্তুতে বুথাই মোহবশতঃ আসক্ত হইয়া থাকে ? ॥ ৪১

স্থং কিমন্ত্যত্র বিচার্যমাণে

গৃহেহপি বা যোষিতি বা পদার্থে ।

মায়াতমোহন্ধীকৃতচক্ষুষো যে

ত এব মুহন্তি বিবেকশূণ্ঠাঃ ॥ ৪২

অর্থ । অত্র (এই সংসারে) গৃহে অপি (ঘর বাড়ী প্রভৃতিতেও) বা (অথবা)
যোষিতি (রমণীতে) বা পদার্থে (অশ্রাব্য বস্তুতে) স্থং (স্থখ) অস্তি কিম্ (আছে
কি ?) বিচার্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) যে (যাহারা) মায়াতমোহন্ধী-
কৃতচক্ষুঃ (মায়া অর্থাৎ অবিচাররূপ অন্ধকারে লুপ্তদৃষ্টি), তে এব (তাহারাই)
বিবেকশূণ্ঠাঃ (সদসদবোধহীন হইয়া) মুহন্তি (মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪২

অনুবাদ । এই সংসারে, গৃহ কিংবা স্ত্রী অথবা অগ্ন্যাশ্র ভোগ্য বস্তুতে কি সুখলাভ হয় ইহা বিচার করিয়া দেখিলে মায়ারূপ অন্ধকারে বাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সেই সকল বিবেকশূন্য ব্যক্তিই (এই সকল বিষয়ে) মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪২

অবিচারিতরমণীয়ং সর্বমুদ্বন্ধর-ফলোপমং ভোগ্যম্ ।

অজ্ঞানামুপভোগ্যং ন তু তজ্জ্ঞানাম্..... ॥ ৪৩

অর্থ । অবিচারিতরমণীয়ং (যে পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখা না যায়, সেই পর্য্যন্ত রমণীয়) উদ্বন্ধরফলোপমং (ডুমুরের ফলের ত্রায়) ভোগ্যং (ভোগের বিষয় বস্তু) অজ্ঞানং (বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণেরই) উপভোগ্যম্ (উপভোগের যোগ্য হইয়া থাকে), জ্ঞানং (বিবেকশালী ব্যক্তিগণের) তৎ (তাহা) ন তু (উপভোগের যোগ্য নহে) ॥ ৪৩

অনুবাদ । [জগতের] সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুই যে পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখা না হয়, সে পর্য্যন্তই রমণীয়; শেষে ডুমুর ফলের ত্রায় [আস্বাদে বিরস হইয়া থাকে]; বাহারী অজ্ঞ, তাহাদের নিকটেই ঐসকল বস্তু উপভোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু বাহারী জ্ঞানী, তাহাদের নিকট ঐ সকল বস্তু উপভোগ্য হইতে পারে না ॥ ৪৩

গতেহপি তোয়ে স্মিরং কুলীরো

হাতুং হশন্তো ত্রিয়তে বিমোহাৎ ।

যথা, তথা গেহসুখানুসক্তঃ

বিনাশমায়াতি নরো ভ্রমেণ ॥ ৪৪

অর্থ । তোয়ে (জল) গতে (চলিয়া গেলে) অপি (ও) স্মিরং (গর্তকে) হাতুং (পরিতি্যাগ করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ হইয়া) কুলীরঃ (কর্কট) যথা (যেমন), বিমোহাৎ (মোহবশতঃ) ত্রিয়তে (মরিয়া যায়), তথা (সেইরূপই) গেহসুখানুসক্তঃ (গৃহসুখে আসক্ত) নরঃ (মনুষ্য) ভ্রমেণ (মোহবশতঃ) বিনাশং (মৃত্যুকে) আয়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪৪

অনুবাদ । জল চলিয়া গেলেও, কর্কট মোহবশতঃ গর্ত ছাড়িতে অসমর্থ হইয়া পরিণামে যেমন মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গৃহ প্রভৃতির সুখে আসক্তচিত্ত মানবও মোহবশতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৪

কোশক্রিমিস্তত্ত্বভিরাগ্নদেহম্

আবেষ্ট্য চাবেষ্ট্য চ গুপ্তিমিচ্ছন্ ।

স্বয়ং বিনির্গন্তুমশক্ত এব সন্

ততস্তদন্তে ত্রিযতে চ লগ্নঃ ॥ ৪৫

অর্থঃ । গুপ্তিম্ (আত্মগোপন, আত্মরক্ষা) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া) কোশক্রিমিঃ (গুটিপোকা) তত্ত্বভিঃ (নিজদেহনির্মিত সূত্রসমূহের দ্বারা) আবেষ্ট্য আবেষ্ট্য চ (আপনাকে বার বার বেষ্টিত করিয়া) স্বয়ং (নিজে) বিনির্গন্তং (বাহিরে যাইতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) এব (ই) সন্ (হইয়া) ততঃ (তাহার পর) তদন্তে (তাহার মধ্যে) লগ্নঃ (সংলগ্ন থাকিয়াই) ত্রিযতে (মরিয়া যায়) ॥ ৪৫

অনুবাদ । গুটিপোকা আত্মরক্ষার জন্ত [নিজদেহপ্রসূত] সূত্রসমূহের দ্বারা বারংবার [আপনাকে] বেষ্টিত করিয়া, সেই সূত্রনির্মিত আত্মকায়াগারের মধ্যে সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে তাহার মধ্য হইতে বাহির হইতে না পারিয়া স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৪৫

যথা, তথা পুত্রকলত্রমিত্র-

স্নেহানুবন্ধৈর্গ্ৰথিতো গৃহস্থঃ ।

কদাপি বা তান্ পরিমুচ্য গেহাদ্

গন্তং ন শক্তো ত্রিযতে মুধৈব ॥ ৪৬

অর্থঃ । যথা (যেমন গুটিপোকা), তথা (সেইরূপই) গৃহস্থঃ (গৃহস্থামী) পুত্রকলত্রমিত্রস্নেহানুবন্ধৈঃ (পুত্র পত্নী ও মিত্র প্রভৃতির প্রতি স্নেহরূপ বন্ধনের দ্বারা) গ্ৰথিতঃ (বদ্ধ হইয়া) কদাপি (কোন সময়েও) তান্ (তাহাদিগকে) পরিমুচ্য (পরিত্যাগপূর্বক) গেহাৎ (গৃহ হইতে) গন্তং (বাহিরে যাইতে) ন শক্তঃ (সমর্থ না হইয়া) মুধৈব (অকৃতকার্য হইয়াই, বৃথাই) ত্রিযতে (মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়) ॥ ৪৬ [৪৫ ও ৪৬ শ্লোকের একসঙ্গে অর্থঃ ।]

অনুবাদ । গুটিপোকার অবস্থা বেরূপ, সেইরূপই গৃহস্থ ব্যক্তিও পুত্র পত্নী এবং মিত্র প্রভৃতির প্রতি যে স্নেহরূপ বন্ধন, তাহা দ্বারা বদ্ধ হইয়া, কোন কালেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে (অর্থাৎ বিরক্তি-সহকারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে) সমর্থ হয় না এবং (শেষে) বৃথাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৪৬

কারাগৃহস্থাস্ত চ কো বিশেষঃ

প্রদৃশ্যতে সাধু বিচার্যমাণে ।

মুক্তেঃ প্রতীপত্বমিহাপি পুংসঃ

কান্তাস্থখাভ্যুথিত-মোহপাশৈঃ ॥ ৪৭

অম্বয় । সাধু (ভাল করিয়া) বিচার্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) অস্ত্র (এই গৃহের) চ (এবং) কারাগৃহস্থ (কারাগৃহের) কঃ (কি) বিশেষঃ (পার্থক্য) প্রদৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হয়) ? ইহ (এইখানে) অপি (ও) কান্তাস্থখা-ভ্যুথিত-মোহপাশৈঃ (কান্তাসমাগম-জনিত স্থখরূপ মোহপাশে) মুক্তেঃ (মোক্ষের) প্রতীপত্বং (প্রতিকূলতা) পুংসঃ (পুরুষের) [সর্বদাই হইয়া থাকে] ॥ ৪৭

অনুবাদ । ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, এই গৃহের সহিত কারাগৃহের কি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ? [কিছুই নহে ।] কারণ, এই গৃহেও কান্তাসমাগম-জনিত স্থখ-রূপ মোহপাশের দ্বারা পুরুষের মুক্তির বাধাই হইয়া থাকে ॥ ৪৭

গৃহস্পৃহা পাদনিবন্ধশৃঙ্খলা

কান্তাস্থতাশা পটুকণ্টপাশঃ ।

শীর্ষে পতদ্ভূর্যশনির্হি সাক্ষাৎ

প্রাণান্তহেতুঃ প্রবলা ধনাশা ॥ ৪৮

অম্বয় । গৃহস্পৃহা (গৃহটিকে ভোগ করিবার ইচ্ছাই) পাদনিবন্ধশৃঙ্খলা (পাদদেশে সংলগ্ন শিকল), কান্তাস্থতাশা (পত্নী ও পুত্রের আশাই) পটুকণ্টপাশঃ (কণ্ঠের সূদৃঢ় রজ্জু), প্রবলা (অতিশয়) ধনাশা (ধনার্জনের আশাই) শীর্ষে (মাথার উপর) পতদ্ভূর্যশনিঃ (পতনশীল বহু বজ্রের ত্রায়) সাক্ষাৎ প্রাণান্তহেতুঃ (প্রাণ-বিনাশের কারণ) [হইয়া থাকে] ॥ ৪৮

অনুবাদ । গৃহভোগ করিবার আশাই [এখানে] চরণদেশে সংলগ্ন শিকলের সদৃশ, কান্তা ও পুত্র-বিষয়ে যে আশা, তাহাই [এখানে] সূদৃঢ় কণ্ঠপাশের সদৃশ, এবং অতিশয় ধনের আশাই [এখানে] মস্তকের উপর পতনোন্মুখ বহু বজ্রের ত্রায় প্রাণবিনাশের সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ বিद्यমান রহিয়াছে । [স্মরণ্য কারাগৃহ হইতে এই গৃহের পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাই তাৎপর্য] ॥ ৪৮

কাম-দোষঃ ।

আশাপাশ-শতেন পাশিতপদো নোত্থাতুম্বেব ক্ষমঃ

কাম-ক্রোধ-মদাদিভিঃ প্রতিভটেঃ সংরক্ষ্যমাণোহনিশম্ ।

সংমোহাবরণেন গোপনবতঃ সংসার-কারাগৃহাদ্

নির্গন্তুং ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ কঃ শক্নুয়াদ্রাগিষু ॥ ৪৯

অন্বয় । রাগিষু (আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে) আশাপাশশতেন (আশারূপ শত রজ্জুদ্বারা) পাশিতপদঃ (বন্ধচরণ) উত্থাতুম্বেব (উঠিতেই) ন ক্ষমঃ (অসমর্থ) কামক্রোধমদাদিভিঃ (কাম ক্রোধ এবং মদ প্রভৃতি) প্রতিভটেঃ (বিপক্ষ সৈনিকপুরুষগণ কর্তৃক) অনিশং (সর্বদা) সংরক্ষ্যমাণঃ (সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত) ত্রিবিধৈষণাপরবশঃ (পুত্র, অর্থ ও জন—এই তিনের এষণা অর্থাৎ কামনার পরবশ) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) সংমোহাবরণেন (সংমোহরূপ আবরণ দ্বারা) গোপনবতঃ (সুরক্ষিত) সংসারকারাগৃহাৎ (সংসার-স্বরূপ কারাগৃহ হইতে) নির্গন্তুং (বাহির হইতে) শক্নুয়াৎ (সমর্থ হইতে পারে ?) ॥ ৪৯

অনুবাদ । [সংসারে] আসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এই সংসার-রূপ কারাগৃহ হইতে নির্গত হইতে পারে ? [অর্থাৎ কেহই নির্গত হইতে পারে না] কারণ, এই সংসাররূপ কারাগৃহ সংমোহরূপ আবরণ [ভিত্তি] দ্বারা সুরক্ষিত, আর সেই আসক্ত ব্যক্তিরও চরণ আশারূপ শত রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ; সুতরাং তাহার উত্থান করিবারও শক্তি নাই । তাহার উপর কাম ক্রোধ মদ প্রভৃতি শত্রুসেনাগণ তাহাকে সর্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং পুত্র, অর্থ ও জন—এই তিনের এষণা বা কামনা তাহাকে সকল প্রকারে অধীন করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৯

কামান্ধকারেণ নিরুদ্ধদৃষ্টি-

মূহ্যত্যসত্যপ্যবলাস্বরূপে ।

নহন্ধদৃষ্টেরসতঃ সতো বা

সুখত্ব-দুঃখত্ব-বিচারণাস্তি ॥ ৫০

অন্বয় । কামান্ধকারেণ (কামরূপ অন্ধকারের দ্বারা) নিরুদ্ধদৃষ্টিঃ (যাহার

দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি) অসতি অপি (বস্তুতঃ সৎ না হইলেও) অবলাস্বরূপে (জীরূপ ভোগ্যবিষয়ে) মুহুতি (মোহ প্রাপ্ত হয়)। অন্ধদৃষ্টেঃ (বাহার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির) অসতঃ (অবিद्यমান বস্তুর) সতো বা (অথবা বিद्यমান বস্তুর মধ্যে) স্মৃৎ-দৃঃ-তৎ-বিচারণা (এইটি স্মৃৎ-দৃঃ-তৎ-বিচারণা) বা এইটি দৃঃ-তৎ-বিচারণা, এইপ্রকার বার্থ বিবেক) ন অস্তি (হয় না) ॥ ৫০

অনুবাদ । কামরূপ অন্ধকারে বাহার দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই অনিত্য জীরূপ ভোগ্যবিষয়ে মোহপ্রাপ্ত (আসক্ত) হইয়া থাকে। বাহার দেখিবার শক্তি নাই, সে ব্যক্তির নিত্য বস্তু স্মৃৎ-দৃঃ-তৎ এবং অনিত্য বস্তু দৃঃ-তৎ-বিচারণা, এই প্রকার বিচার করিবার শক্তি নাই ॥ ৫০

শ্লেষ্মোদগারি মুখং শ্রবণমলবতী নাসাশ্রমল্লোচনং

শ্বেদশ্রাবি মলাভিপূর্ণমভিতোদুর্গন্ধদুষ্কং বপুঃ ।

অত্ৰদ্বক্তৃমশ্যক্যমেব মনসা মন্তুং কচিন্নাহতি

জীরূপং কথমীদৃশং স্তমসসাং পাত্ৰীভবেনৈত্রয়োঃ ॥ ৫১

অর্থ । মুখং (মুখ) শ্লেষ্মোদগারি (শ্লেষ্মা উদগিরণ করে), নাসা (নাসিকা) শ্রবণমলবতী (কক্ষরূপমলশ্রাবিণী), লোচনং (নয়ন) অশ্রমং (অশ্রুবারিযুক্ত), বপুঃ (শরীর) শ্বেদশ্রাবি (অনবরত ঘর্ষক্ষরণযুক্ত), মলাভিপূর্ণং (ভিতরে বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতি মলে পরিপূরিত) অভিতঃ (সর্বাংশেই) দুর্গন্ধদুষ্কং (দুর্গন্ধরূপ দোষদ্বারা দুষ্ট), অত্ৰং (আর বাহা কিছু [অর্থাৎ জীলোকের সম্বন্ধে], তাহা) বক্তুং (বলিতে) অশক্যং (পারা যায় না), কচিৎ (আবার কোন কোন দোষবিষয়) মন্তুং (মনে করিতেও) ন অহতি (পারা যায় না), ইদৃশম্ (এই প্রকার) জীরূপং (রমণীমূর্তি) স্তমসসাং (স্বুদ্ধি ব্যক্তিগণের) কথং (কি প্রকারে) নৈত্রয়োঃ (নয়নদ্বয়ের) পাত্ৰীভবেৎ (দেখিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ?) ॥ ৫১

অনুবাদ । মুখ শ্লেষ্মা উদগিরণ করিয়া থাকে, নাসিকা কক্ষরূপযুক্ত, নয়ন অশ্রু-যুক্ত, শরীর সর্বাংশেই ঘর্ষশ্রাবি, অভ্যন্তর মলপরিপূর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত; ইহা ছাড়া অত্ৰা বাহা কিছু দোষ আছে, তাহা মুখেও বলা যায় না, এবং মনেও চিন্তা করা যায় না; এইত হইল জীলোকের স্বরূপ। এই জীরূপ কি প্রকারে স্বুদ্ধি ব্যক্তিগণের নয়নদ্বয়ের দর্শনযোগ্য বলিয়া মনে হয় ? ॥ ৫১

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ ।

২৫

দূরাদবেক্ষ্যাগ্নিশিখাং পতঙ্গে।

রম্যত্ব-বুদ্ধ্যা বিনিপত্য নশ্চতি ।

যথা তথা নষ্টদৃগেব সূক্ষ্মং

কথং নিরীক্ষেত বিমুক্তিমার্গম্ ॥ ৫২

অন্বয় । যথা (যেমন) পতঙ্গঃ (পোকামাকড় প্রভৃতি) দূরাং (দূর হইতে)
 অগ্নিশিখাম্ (আগুনের শিখাকে) রম্যত্ববুদ্ধ্যা (ইহা অতি সুন্দর, এই প্রকার
 বুদ্ধিতে) অবেক্ষ্য (দেখিয়া), বিনিপত্য (তাহার উপর পড়িয়া) নশ্চতি (নাশ
 প্রাপ্ত হয়), তথা (সেইরূপ) নষ্টদৃগ্ (মূঢ়বুদ্ধি) এব (নিশ্চয়ই) সূক্ষ্মং (দৃষ্টের)
 বিমুক্তিমার্গং (মুক্তির উপায়) কথং (কি প্রকারে) নিরীক্ষেত (দেখিবে ?) ॥ ৫২

অনুবাদ । পতঙ্গ যেমন দূর হইতে অগ্নিশিখাকে পরম সুন্দর বলিয়া মনে
 করিয়া তাহার উপর পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় [এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে
 নিজের বিমুক্তির পথ দেখিতে পায় না], মূঢ়চেতা ব্যক্তিও সেইরূপই অতি দৃষ্টের
 মুক্তির পথ কি প্রকারে দেখিতে পাইবে ? ॥ ৫২

কামেন কান্তাং পরিগৃহ্য তদ্বৎ

জনোহপ্যয়ং নশ্চতি নষ্টবুদ্ধিঃ । *

মাংসাস্তিমজ্জামলমূত্রপাত্রং

দ্রিয়ং তথা ন রম্যতয়ৈব পশ্চতি ॥ ৫৩

অন্বয় । তদ্বৎ (সেই প্রকার) অয়ম্ (এই) জনঃ (প্রাকৃত ব্যক্তি) অপি
 (ও) নষ্টবুদ্ধিঃ (মূঢ়চেতা হইয়া) কামেন (কামের বশে) কান্তাং পরিগৃহ্য (জীকে
 রমণীয়া বলিয়া বিবেচনা করিয়া) নশ্চতি (বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে), তথা
 (আরও) মাংসাস্তিমজ্জামলমূত্রপাত্রং (মাংস, অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের আধার-
 স্বরূপ) দ্রিয়ং (জীলোককে) রম্যতয়া (রমণীয় বলিয়া) এব (ই) পশ্চতি
 (দেখিয়া থাকে) ॥ ৫৩

অনুবাদ । এই প্রাকৃত (অর্থাৎ বিষয়াসক্ত) ব্যক্তিও সেইরূপ কামের বশেই
 (জীকে) কান্তা (অর্থাৎ পরম রমণীয়া) বলিয়া বোধ করে এবং সেই জন্তই
 বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । [আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ঈদৃশ ব্যক্তিই] মাংস,
 অস্থি, মজ্জা, মল ও মূত্রের আধারস্বরূপ জীমূর্তিকে মনোহারিণী বলিয়া মনে
 করিয়া থাকে ॥ ৫৩

* নষ্টদৃষ্টিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

+ দ্রিয়ং স্বয়ম্ ইতি বা পাঠঃ ।

কাম এব যমঃ সাক্ষাৎ কান্তা বৈতরণী নদী ।

বিবেকিনাং মুমুক্শুণাং নিলয়স্ত যমালয়ঃ ॥ ৫৪

অর্থঃ । বিবেকিনাং (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্শুণাং (মোক্ষার্থব্যক্তিগণের পক্ষে) কামঃ (কাম) এব (ই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) যমঃ (মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা), কান্তা (জীই) বৈতরণী নদী (যমালয়ের দ্বারে লইয়া যায় যে বৈতরণী নামক প্রসিদ্ধ নদীর), [এবং] নিলয়ঃ (গৃহ) তু (ই) যমালয়ঃ (যমগৃহের স্থান) [প্রতীত হইয়া থাকে] ॥ ৫৪

অনুবাদ । বিবেকসম্পন্ন মোক্ষার্থ-ব্যক্তিগণের নিকট কামই সাক্ষাৎ যম, জীই বৈতরণী নদী এবং নিজ গৃহই সাক্ষাৎ যমের গৃহ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ৫৪

যমালয়ে বাপি গৃহেহপি নো নৃণাং

তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিরস্তি ।

কিঞ্চিৎ সমালোক্য তু তদ্বিরামং

সুখাত্মনা পশ্চতি মূঢ়লোকঃ ॥ ৫৫

অর্থঃ । যমালয়ে (যমের ভবনে), অপি বা (অথবা) গৃহে (নিজভবনে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) তাপত্রয়ক্লেশনিবৃত্তিঃ (তাপত্রয়জনিত ক্লেশের বিরাম) ন অস্তি (হয় না), মূঢ়লোকঃ তু (মূঢ়বুদ্ধিলোক কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কোন একটা বস্তুকে) সুখাত্মনা (সুখহেতুস্বরূপে) সমালোক্য (দর্শন করিয়া) তদ্বিরামং (সেই তাপত্রয়ের নিবৃত্তি) পশ্চতি (ভাবিয়া থাকে) ॥ ৫৫

অনুবাদ । মনুষ্যগণের, কি যমালয়ে, অথবা নিজগৃহে—কোন স্থলেই তাপত্রয়জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না । কিন্তু, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি কোন একটা বস্তুকেই [সংস্কারবশে] সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে, আর তাহা দ্বারাই উক্ত তাপত্রয়জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে ॥ ৫৫

যমস্ত কামস্ত চ তারতম্যং

বিচার্যমাণে মহদস্তি লোকে ।

হিতং করোত্যস্ত যমোহপ্রিয়ঃ সন্

কামস্তন্বনর্থং কুরুতে প্রিয়ঃ সন্ ॥ ৫৬

অর্থঃ । লোকে (জগতে) বিচার্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) যমস্ত

(যমের) কামস্ত চ (এবং কামের মধ্যে) মহং (অতিশয়) তারতম্যং (পার্থক্য)
অস্তি (আছে) ; যমঃ (যম) অস্ত (এই পুরুষের) অপ্ৰিয়ঃ সন্ (অপ্ৰিয় হইয়াও)
হিতং (শুভ) করোতি (করিয়া থাকে) , কামঃ (কাম) তু (কিন্তু) প্রিয়ঃ সন্
(প্রিয় হইয়াও) অনর্থম্ (অহিত) করোতি (করিয়া থাকে) ॥ ৫৬

অনুবাদ । বিচার করিয়া দেখিলে [বুঝিতে পারা যায় যে,] যম ও কাম এই
উভয়ের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য বিद्यমান রহিয়াছে । [কারণ] যম অপ্ৰিয় হইয়াও
হিত সাধন করিয়া থাকে, কিন্তু কাম প্রিয় হইয়াও অহিতই করিয়া
থাকে ॥ ৫৬

যমোহসতামেব করোত্যনর্থং

সতাং তু সৌখ্যং কুরুতে হিতঃ সন্ ।

কামঃ সতামেব গতিং নিরুদ্ধন

করোত্যনর্থং হসতাং নু কথা কা ॥ ৫৭

অনুয় । যমঃ (যম) অসতাম্ (অসাধু জনগণের) এব (ই) অনর্থম্
(অনিষ্ট) করোতি (করিয়া থাকে) ; তু (কিন্তু) সতাং (সাধুগণের) হিতঃ সন্
(উপকারী হইয়া) সৌখ্যং (সুখ) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে) ; তু
(কিন্তু) কামঃ (কাম) সতাং (সাধুগণের) এব (ই) গতিং (সদগতিকে)
নিরুদ্ধন (রুদ্ধ করিয়া) অনর্থং করোতি (অহিত সম্পাদন করিয়া থাকে) ;
অসতাম্ (অসাধুগণের) কা (কি) কথা [বক্তব্য ?] ॥ ৫৭

অনুবাদ । যম অসাধুগণেরই অনিষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু (যম) সাধুগণের
উপকারী হইয়া সুখেরই বিধান করিয়া থাকে । কিন্তু কাম যখন সাধুগণেরও
সদগতি রুদ্ধ করিয়া অহিতই সাধন করে, তখন অসাধুগণের [যে অহিতাচরণ
করে, সে বিষয়ে] আর কথা কি ? ॥ ৫৭

বিশ্বস্ত বুদ্ধিং স্বয়মেব কাঙ্ক্ষন

প্রবর্তকং কামিজনং সসর্জ্জ ।

তেনৈব লোকঃ পরিমুহমানঃ

প্রবর্ততে চন্দ্রমসেব চাক্ৰিঃ ॥ ৫৮

অনুয় । [বিধাতা] স্বয়মেব (নিজেই) বিশ্বস্ত (বিশ্বের) বুদ্ধিং (বুদ্ধি)
কাঙ্ক্ষন (কামনা করিয়া) প্রবর্তকং (প্রবর্ত্তির জনক) কামিজনং (কামনাসূক্ত
জীবসমূহকে) সসর্জ্জ (সৃষ্টি করিয়াছেন) ; তেন (সেই হেতু দ্বারা) এব (ই)

পরিমুহমানঃ (মোহপ্রাপ্ত হইয়া) লোকঃ (এই জীব-সমূহ) চন্দ্রমসা (চন্দ্রের দ্বারা) অন্ধিঃ ইব (সমুদ্রের ত্যায়) প্রবৰ্দ্ধতে (প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে) ॥ ৫৮

অনুবাদ । [বিধাতা] নিজেই সংসারের বুদ্ধি কামনা করিয়া প্রবৃত্তির হেতুরূপ কামিজনকে সৃষ্টি করিয়াছেন । সেই কামের দ্বারাই মোহপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের দ্বারা সমুদ্রের ত্যায় এই জীবলোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৫৮

কামো নাম মহান্ জগদ্ভ্রময়িতা স্থিত্বাহন্তরঙ্গস্য যং

জীপুংসাবিতরেতরাঙ্গকণ্ঠগৈর্হাসৈশ্চ ভাবৈঃ স্ফুটম্ ।

অন্তোন্তং পরিমোহ নৈজতমসা প্রেমানুবন্ধেন তো

বদ্ধা ভ্রাময়তি প্রপঞ্চরচনাং সংবর্দ্ধয়ন্ ব্রহ্মহা ॥ ৫৯

অম্বর । কামঃ (কন্দর্প) নাম (প্রসিদ্ধ) মহান্ (বড়) জগদ্ভ্রময়িতা (সংসারের ভ্রান্তিজনক) স্বয়ং অন্তরঙ্গে (অঙ্গের মধ্যে, হৃদয়ে) পরং (প্রকৃষ্টভাবে) স্থিত্বা (অবস্থিতি করিয়া) ইতরেতরাঙ্গকণ্ঠগৈঃ (পরস্পরের অঙ্গে স্থিত নাবাণ্য প্রভৃতি গুণের সাহায্যে) হাসৈঃ (হাস্তের দ্বারা) ভাবৈঃ (নানাপ্রকার মনোবিকারের দ্বারা) তো (সেই) জীপুংসো (জী ও পুরুষকে) অন্তোন্তং (পরস্পর) পরিমোহ (অতিশয়রূপে মোহের বশীভূত করিয়া) নৈজতমসা (নিজের তমোগুণের দ্বারা) প্রেমানুবন্ধেন (প্রেমরূপ বন্ধনরজ্জু দ্বারা) বদ্ধা (বন্ধন করিয়া) প্রপঞ্চরচনাং (বিশ্বসৃষ্টিকে) সংবর্দ্ধয়ন্ (বাড়াইয়া) ব্রহ্মহা (পরব্রহ্মের তিরোধানকারী হইয়া) ভ্রাময়তি (ভ্রান্তিগ্রস্ত করিতেছে) ॥ ৫৯

অনুবাদ । কামই জগতে বিষম ভ্রান্তিজনক । এই কাম হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া জী ও পুরুষকে পরস্পর অনুরাগরূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে, কামজনিত মোহই সেই অনুরাগরূপ রজ্জুর উপাদান হইয়া থাকে ; এই কামের প্রভাবে জী ও পুরুষ পরস্পরের অঙ্গের সৌন্দর্য প্রভৃতি গুণ দেখিতে পায়, ইহারই প্রভাবে তাহাদের পরস্পরের হাস্ত, ভাব ও ভঙ্গি তাহাদের মোহের কারণ হইয়া থাকে ; এইরূপে কামই তাহাদিগকে পরিমোহিত করিয়া এবং মোহকল্পিত প্রেম-রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া প্রপঞ্চ-রচনাকে বাড়াইবার জন্ত ভ্রান্তি-জালের মধ্যে নিষ্কম্প করিতেছে । [এই কারণে] কামই ব্রহ্মহা (অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে) ॥ ৫৯

অতোহন্তরঙ্গস্থিত-কামবেগাদ্

ভোগ্যে প্রবৃত্তিঃ স্বতএব সিদ্ধা ।

সর্বস্ব জন্তোক্ষুবমন্তথা চেদ্

অবোধিতার্থেষু কথং প্রবৃতিঃ ॥ ৬০

অম্বয় । অতঃ (এই কারণে) সর্বস্ব (সকল) জন্তোঃ (জীবের) অন্তরঙ্গ-
স্থিতকামবেগাৎ (হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃ) ভোগ্যে (ভোগ্য বস্তুতে) প্রবৃতিঃ
(অভিরুচি) স্বতএব (স্বভাবতঃই) সিদ্ধা (উৎপন্ন হইয়া আছে) ; চেৎ (যদি)
অন্তথা (ইহা না হইবে), [তবে] অবোধিতার্থেষু (বাহ্যার স্বরূপ জ্ঞাত নহে,
তাদৃশ বস্তুসমূহে) প্রবৃতিঃ (অভিরুচি) কথং (কি প্রকারে হইয়া থাকে?) ॥ ৬০

অনুবাদ । এই কারণেই হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃই সকল জীবেরই
ভোগ্যবস্তুতে প্রবৃতি আপনা হতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহা যদি না হইবে, তবে
বাহ্যার ভালমন্দ জানা নাই এমন বস্তুর প্রতি ভোগ করিবার এই প্রকার প্রবৃতি
(লোকের) কি প্রকারে হইয়া থাকে? ॥ ৬০

তেনৈব সর্বজন্তুনাং কামনা বলবত্তরা ।

জীর্ঘ্যতাপি চ দেহেহস্মিন্ কামনা নৈব জীর্ঘ্যতি ॥* ৬১

অম্বয় । তেন (সেই কারণে) এব (ই) সর্বজন্তুনাং (সকল প্রাণীর)
কামনা (ভোগাভিলাষ) বলবত্তরা (অতিশয় প্রবল) [ভবতীতি শেষঃ (হইয়া
থাকে)] । অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীর) জীর্ঘ্যতি (জীর্ণ হইলে) অপি (ও)
কামনা (ভোগাভিলাষ) নৈব জীর্ঘ্যতি (জীর্ণ হয় না) ॥ ৬০

অনুবাদ । সেই কারণে (কামের প্রভাবেই) সকল প্রাণীর কামনা অতিশয়
প্রবল হইয়া থাকে । [এমন কি], এই দেহ জীর্ণ হইলেও, কামনা কিছুতেই জীর্ণ
হয় না ॥ ৬১

অবেক্ষ্য বিষয়ে দোষং বুদ্ধিযুক্তো বিচক্ষণঃ ।

কামপাশেন যো মুক্তঃ স মুক্তেঃ পথগোচরঃ ॥† ৬২

অম্বয় । যঃ (যে) বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিমান্) বিচক্ষণঃ (বিবেচক ব্যক্তি)
বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) দোষং (দোষ) অবেক্ষ্য (দেখিয়া, বিচার করিয়া)
কামপাশেন (কামপাশ হইতে) মুক্তঃ (মুক্তিলাভ করিয়াছে), সঃ (সেই ব্যক্তিই)
মুক্তেঃ (মুক্তির) পথগোচরঃ (পথে আরাঢ় হইয়াছে) ॥ ৬২

অনুবাদ । যে বুদ্ধিমান্ এবং বিবেচক ব্যক্তি এইরূপে ভোগ্য বস্তুতে দোষ
দর্শন করিয়া কাম-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির পথ অবলম্বন
করে ॥ ৬২

* জীর্ঘ্যতে ইতি পাঠঃ ।

† পদগোচরঃ ইতি বা পাঠঃ ।

কামবিজয়োপায়ঃ ।

কামশ্চ বিজয়োপায়ং সূক্ষ্মং বক্ষ্যাম্যহং সতাম্ ।

সংকল্পস্য পরিত্যাগ উপায়ঃ স্থলভো মতঃ ॥ ৬৩

অর্থঃ । অহম্ (আমি) সতাং (সজ্জনগণের) সূক্ষ্মং (দুর্বিজ্ঞের) কামশ্চ (কামের) বিজয়োপায়ং (জয় করিবার উপায়) বক্ষ্যামি (বলিব) । সংকল্পশ্চ (সংকল্পের) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জন) স্থলভঃ (সহজ) উপায়ঃ (কামবিজয়ের উপায়) মতঃ (বিবেচিত হইয়া থাকে) ॥ ৬৩

অনুবাদ । আমি সজ্জনগণের (পক্ষে) কামবিজয়ের দুর্জয়ের উপায় (কি, তাহা) বলিব । সংকল্পের পরিত্যাগই কামবিজয়ের সহজ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে ॥ ৬৩

শ্রুতে দৃষ্টেহপি বা ভোগ্যে যস্মিন্ কস্মিন্শ্চ বস্তুনি ।

সমীচীনত্ব-ধীত্যাগাৎ কামো নোদেতি কহিচিৎ ॥ ৬৪

অর্থঃ । শ্রুতে (শ্রুতিগোচরই হউক) দৃষ্টেহপি বা (দৃষ্টিগোচরই বা হউক) যস্মিন্ (যে) কস্মিন্ (কোন) ভোগ্যে (ভোগ্য) বস্তুনি (বস্তুতে) সমীচীনত্ব-ত্যাগাৎ (ইহা সমীচীন এই প্রকার বুদ্ধি পরিহার করিলে) কহিচিৎ (কোন কালেই) কামঃ (কাম) ন উদেতি (উদিত হইতে পারে না) ॥ ৬৪

অনুবাদ । শ্রুতিগোচরই হউক বা দৃষ্টিগোচরই হউক, যে কোন ভোগ্য বস্তু আছে, তাহাতে—ইহা সমীচীন (অর্থাৎ আমার সুখের উপায়স্বরূপ) এইপ্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিলে, কোন সময়েই আর কাম উদিত হইতে পারেনা ॥ ৬৪

কামশ্চ বীজং সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পাদেব জায়তে ।

বীজে নষ্টেহঙ্কুর ইব তস্মিন্ নষ্টে বিনশ্চতি ॥ ৬৫

অর্থঃ । সঙ্কল্পঃ (অভিলাষ) কামশ্চ (কামের) বীজং (বীজ, উৎপত্তির কারণ, মূল) ; [অতএব] সঙ্কল্লাৎ (সঙ্কল্প হইতে) এব (ই) [কামঃ] জায়তে (জন্মে) । বীজে নষ্টে (বীজ নষ্ট হইলে) অঙ্কুরঃ ইব (অঙ্কুরবৎ) তস্মিন্ নষ্টে (তাহা—সঙ্কল্প, নষ্ট হইলে) [কামঃ] বিনশ্চতি (বিনষ্ট হইয়া যায়) ॥ ৬৫

অনুবাদ । সংকল্প (অভিলাষ) কামের বীজ [মূল] ; [অতএব] সঙ্কল্প হইতেই কাম উৎপন্ন হইয়া থাকে ; বীজ নষ্ট হইলে অঙ্কুর যেমন বিনষ্ট হয় তেমনই অভিলাষ বিনষ্ট হইলে কামও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫

ন কোহপি সম্যক্তদ্বিধা বিনৈব
ভোগ্যং নরঃ কাময়িতুং সমর্থঃ ।

যতন্ততঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং

সম্যক্তদ্বুদ্ধিং বিষয়ে নিহত্যাং ॥ ৬৬

অর্থঃ । কোহপি (কোনও নরঃ (মনুষ্য) সম্যক্তদ্বিধা (ইহা সম্যক্ অর্থাৎ ভাল এই প্রকার বুদ্ধির) বিনা (বিরহে) ভোগ্যং (ভোগসাধন বস্তুকে) কাময়িতুং (কামনা করিতে) সমর্থঃ (যোগ্য) ন এব (হইতেই পারে না) । যতঃ (যেহেতু এই প্রকার) ততঃ (সেই কারণে) কামজয়েচ্ছুঃ (কাম বিজয় করিতে অভিলাষী) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাম্ (এই) সম্যক্তদ্বুদ্ধিং (সম্যক্ অর্থাৎ ভাল বলিয়া জ্ঞান) নিহত্যাং (বিনষ্ট করিবে) ॥ ৬৬

অনুবাদ । যেহেতু কোন মনুষ্যই ইহা সম্যক্ অর্থাৎ ভাল এইরূপ বোধ ভিন্ন কোন ভোগ্য বস্তু কামনা করিতে পারে না, সেইহেতু, যে ব্যক্তি কামকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে ভোগ্য বিষয়ে ইহা ভাল এইরূপ বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিবে ॥ ৬৬

ভোগ্যে নরঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং

সুখত্ববুদ্ধিং বিষয়ে নিহত্যাং ।

যাবৎ সুখত্ব-ভ্রমধীঃ পদার্থে

তাবন্ন জেতুং প্রভবেদ্ধি কামম্ ॥ ৬৭

অর্থঃ । কামজয়েচ্ছুঃ (কামকে জয় করিতে অভিলাষী) নরঃ (মনুষ্য) বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে) এতাম্ (এই) সুখত্ববুদ্ধিম্ (ইহা সুখের হেতু এইপ্রকার বুদ্ধিকে) নিহত্যাং (অবশ্যই বিনষ্ট করিবে) । হি (যেহেতু) যাবৎ (যেকাল পর্যন্ত) পদার্থে (ভোগ্য বস্তুতে) সুখত্বভ্রমধীঃ অস্তি (ইহা সুখের হেতু, এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান থাকে), তাবৎ (সেই কাল পর্যন্ত) কামম্ (কামকে) জেতুং (জয় করিতে) ন প্রভবেৎ (কেহই সমর্থ হয় না) ॥ ৬৭

অনুবাদ । কামকে জয় করিতে বাহার অভিলাষ আছে, সেই ব্যক্তি ভোগ্য বস্তুতে এই সুখকর-জ্ঞান (অর্থাৎ ইহা সুখজনক এইরূপ জ্ঞান) ত্যাগ করিবে ।

কারণ, যে পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্তুতে এইরূপ স্নেহজনক-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি বিद्यমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত কেহই কামকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬৭

সংকল্পানুদয়ে হেতুর্থথাভূতার্থদর্শনম্ ।

অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাবকাশোহস্ম বিদ্যতে ॥ ৬৮

অর্থ্য । যথাভূতার্থ-দর্শনং (যে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহারই বোধ) অনর্থচিন্তনং চ (এবং তাহা দ্বারা যে অনর্থ হইতে পারে, তাহার চিন্তা, এই দুইটিই) সংকল্পানুদয়ে (অভিলাষ না জন্মিবার) হেতুঃ (কারণ); আভ্যাম্ (এই দুইটির দ্বারাই) অস্ম (এই কামের) অবকাশঃ (অবসর) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥ ৬৮

অনুবাদ । বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বভাব তাহার বোধ এবং ঐ বস্তু হইতে যে প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহারও বোধ—এই দুই প্রকার জ্ঞানই অভিলাষ না জন্মিবার কারণ [হইয়া থাকে]; এই দুইপ্রকার বোধ দ্বারা কামের অবসর লুপ্ত হইয়া থাকে (অর্থাৎ এই দুইপ্রকার বোধ হৃদয়ে আগ্রহক থাকিলে, কামের উদয় হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না) ॥ ৬৮

রত্নে যদি শিলাবুদ্ধির্জায়তে বা ভয়ং ততঃ ।

সমীচীনত্বধীর্নৈতি নোপাদেয়ত্বধীরপি ॥ ৬৯

অর্থ্য । রত্নে (কোন রত্নে) যদি (যদি) শিলাবুদ্ধিঃ (ইহা প্রস্তর মাত্র এই প্রকার বুদ্ধি) জায়তে (উৎপন্ন হয়), ততঃ (তাহা হইতে) ভয়ং বা (ভয়ও) জায়তে (উৎপন্ন হয়) । সমীচীনত্বধীঃ (তাহা হইলে ইহা সমীচীন এই প্রকার বুদ্ধি) উপাদেয়ত্বধীঃ অপি (ইহা উপাদেয় এই প্রকার বুদ্ধি) ন এতি (কখনও মনে উদিত হয় না) ॥ ৬৯

অনুবাদ । কোন রত্নে যদি ইহা প্রস্তর মাত্র এইপ্রকার জ্ঞান হয়, অথবা ঐ রত্ন হইতে যদি কোন [অনিষ্ট-সম্ভাবনা প্রযুক্ত] ভয় হয়, তাহা হইলে তাহাতে কাহারও, ইহা উপাদেয় এইপ্রকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৯

যথার্থদর্শনং বস্তুজ্ঞানর্থশ্চাপি চিন্তনম্ ।

সংকল্পশ্চাপি কামশ্চ তদ্বোধোপায় ইয়তে ॥ ৭০

অর্থ্য । তৎ (সেই কারণে) বস্তুনি (ভোগ্য বস্তুতে) যথার্থদর্শনং (তাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহার জ্ঞান) অনর্থশ্চ চিন্তনং চ (এবং তাহা হইতে যে অনর্থ ঘটিতে পারে, তাহার চিন্তা) সংকল্পশ্চ (সংকল্পের) কামশ্চ অপি চ (এবং কামেরও) বোধোপায়ঃ (বিধবৎস করিবার হেতু বলিয়া) ইয়তে (অভিমত হইয়া থাকে) ॥ ৭০

অনুবাদ । সেই কারণে ভোগ্য বস্তুবিষয়ে যথার্থ দৃষ্টি (অর্থাৎ ঐ ভোগ্য বস্তুর বাহ্য প্রকৃত স্বভাব তাহার জ্ঞান) এবং ঐ ভোগ্য বস্তু হইতে যে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহার চিন্তা, এই দুইটিই সংকল্প এবং কামকে বিধ্বস্ত করিবার উপায় বলিয়া অভিমত হইয়া থাকে ॥ ৭০

ধনদোষঃ ।

ধনং ভয়নিবন্ধনং সততদুঃখসংবর্দ্ধনং

প্রচণ্ডতর-কর্দনং স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনম্ ।

বিশিষ্টগুণবান্ধনং রূপগণী-সমারাদনং

ন মুক্তিগতিসাধনং ভবতি নাপি হৃচ্ছাদনম্ ॥ ৭১

অনুবাদ । ধনম্ (অর্থ) ভয়নিবন্ধনং (ভীতির হেতু) ; [সূত্রার্থ] সততদুঃখ-সংবর্দ্ধনং (সর্বদা দুঃখ বাড়াইয়া থাকে), স্ফুটিত-বন্ধুসংবর্দ্ধনং (বন্ধুবিচ্ছেদকে বাড়াইয়া থাকে) প্রচণ্ডতরকর্দনম্ (ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনার হেতু), বিশিষ্ট-গুণবান্ধনম্ (উৎকৃষ্ট গুণসমূহের বাধাজনক) রূপগণীসমারাদনং (একমাত্র রূপগণেরই অভিরুচিজনক), মুক্তিগতিসাধনং (মুক্তিপ্রাপ্তির উপায়) ন ভবতি (হইতে পারে না), হৃচ্ছাদনং (চিত্তশুদ্ধিরও হেতু) ন অপি [ভবতি ইতি শেষঃ=হইতে পারে না] ॥ ৭১

অনুবাদ । ধন ভয়ের হেতু এবং সতত দুঃখবৃদ্ধির কারণ হয় । ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনারই হেতু । ইহা বন্ধুবিচ্ছেদের বৃদ্ধিকর, ইহা উৎকৃষ্ট গুণ সকলকে বিলুপ্ত করে, কেবল রূপগণেরই মতি ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে । এই ধন মুক্তিলাভের কারণ হয় না এবং ইহা চিত্তশুদ্ধিরও কারণ হইতে পারে না ॥ ৭১

রাজ্ঞো ভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাদ্

ভয়ং তথা জ্ঞাতীভয়ং চ বস্তুতঃ ।

ধনং ভয়গ্রাস্তমনর্থমূলং

যতঃ সতাং তন্ন স্মখায় কল্পতে ॥ * ৭২

অনুবাদ । রাজ্ঞঃ (নৃপতি হইতে) ভয়ং (ভয়) চৌরভয়ং (চোর হইতে

* নৈব স্মখায় কল্পতে ইতি বা পাঠঃ ।

ভয়) প্রমাদাৎ (অসাবধানতা হইতে) ভয়ং (ভয়), তথা (সেই প্রকার) জ্ঞাতি-ভয়ং (জ্ঞাতি হইতে ভয়) । বস্তুতঃ (যথার্থ কথা এই যে,) যতঃ (যে হেতু) ধনম্ (অর্থ) ভয়গ্রস্তং (ভয়সমূহ দ্বারা গ্রস্ত অর্থাৎ বিপজ্জনক) অনর্থমূলং (হুঃখের কারণ) ; তৎ (সেইজ্ঞ) স্মৃথায় (স্মৃথের হেতু বলিয়া) ন কল্পতে (কল্পিত হইতে পারে না) ॥ ৭২

অনুবাদ । (ধন থাকিলে) রাজ্য হইতে ভয়, চোর হইতে ভয়, অসাবধানতা হইতে ভয় এবং জ্ঞাতিজন হইতেও ভয় হইয়া থাকে । বাস্তবপক্ষে যেহেতু ধন এইরূপে (নানাপ্রকার) ভয়েরই হেতু এবং অনর্থেরই নিদান, সেইজ্ঞ (বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে) ইহা (কখনই) স্মৃথের হেতু বলিয়া বিবেচিত হয় না ॥ ৭২

অৰ্জ্জনে রক্ষণে দানে ব্যয়ে বাপি চ বস্তুতঃ ।

দুঃখমেব সদা নৃণাং ন ধনং স্মৃথসাধনম্ ॥ ৭৩

অর্থ । নৃণাং (মনুষ্যগণের) অৰ্জ্জনে (ধনের অৰ্জ্জনে) রক্ষণে (রক্ষায়) দানে (দানে), ব্যয়েহপি বা (কিংবা ব্যয়েও), সদা (সকল সময়েই) দুঃখং (দুঃখের কারণ) এব (ই) ; ধনং (ধন) বস্তুতঃ (বাস্তবিকপক্ষে) স্মৃথসাধনং (স্মৃথের সাধন) ন [ভবতীতি শেষঃ=হইতে পারে না] ॥ ৭৩

অনুবাদ । অৰ্জ্জনে রক্ষণে দানে এবং ব্যয়ে ধন মনুষ্যগণের সর্বদাই দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে ; এই কারণে, ইহা স্মৃথের সাধন (উপায়) নহে ॥ ৭৩

সতামপি পদার্থস্য লাভাল্লোভঃ প্রবর্ততে ।

বিবেকো লুপ্যতে লোভাৎ তস্মিন্ লুপ্তে বিনশ্চতি ॥ ৭৪

অর্থ । সতাং (সাধুগণের) অপি (ও) পদার্থস্য (ধনের) লাভাৎ (লাভ হইতে) লোভঃ (লোভ) প্রবর্ততে (উৎপন্ন হয়) । লোভাৎ (লোভ হইতে) বিবেকঃ (সদসদবিচারবুদ্ধি) লুপ্যতে (লুপ্ত হইয়া থাকে), তস্মিন্ (সেই বিবেক) লুপ্তে (বিনষ্ট হইলে) বিনশ্চতি (লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়) ॥ ৭৪

অনুবাদ । ধনলাভ হইলে (ক্রমে) সাধুগণেরও লোভের উদয় হইয়া থাকে । লোভ হইলে, ইহা সৎ, উহা অসৎ এইপ্রকার বৃষ্টিবার শক্তিরূপ যে বিবেক বুদ্ধি, তাহাও বিলুপ্ত হয় ; বিবেক বিলুপ্ত হইলে মনুষ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৪

দহত্যালাভে নিঃসত্ত্বং লাভে লোভো দহত্যমুম্ ।

তস্মাৎ সন্তাপকং বিভৎ কশ্চ সৌখ্যং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৫

অর্থ । অলাভে (ধনলাভ না হইলে) নিঃসত্ত্বং (দরিদ্র লোককে) দহতি

(তাপিত করে, হুঃখ দেয়), লাভে (লাভ হইলে) অমুম্ (এই ব্যক্তিকেই) লোভঃ (লোভ) দহতি (তাপিত করে); তস্মাৎ (সেই কারণে) সন্তাপকং (সন্তাপজনক) বিত্তং (ধন) কস্ম (কোন ব্যক্তির) সৌখ্যং (সুখ) প্রযচ্ছতি (দান করে?) ॥ ৭৫

অনুবাদ। যদি লব্ধ না হয়, তাহা হইলে ধনই দরিদ্র ব্যক্তিকে হুঃখ দেয়; আবার ধনলাভ হইলে লোভ (উদিত হইয়া) মনে গীড়া জন্মায়। এই কারণে (সর্বপ্রকারেই) (হৃদয়ের) তাপজনক ধন (এই সংসারে) কাহার সুখ প্রদান করে? অর্থাৎ কাহারও সুখের হেতু হয় না ॥ ৭৫

ভোগেন মত্ততা জন্তোদানেন পুনরুদ্ধবঃ ।

বুথৈবোভয়থা বিত্তং নাস্ত্যেব গতিরন্থথা ॥ ৭৬

অর্থ। ভোগেন (ধনভোগের দ্বারা) জন্তোঃ (জীবের) মত্ততা (গর্ভ) [ভবতি ইতি শেষঃ=হইয়া থাকে], দানেন (দানের দ্বারা) পুনরুদ্ধবঃ (দানজনিত পুণ্যের প্রভাবে সুখভোগ করিবার অগ্র—আবার জন্মলাভ) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে]। উভয়থা (উভয় প্রকারেই) বিত্তং (ধন) বুথা (নিরর্থক) এব (নিশ্চয়); অন্থথা (ধনের এই দুই প্রকার ছাড়া অগ্র কোন) গতিঃ (পরিগতি) ন অস্তি এব (নিশ্চয়ই বিদ্যমান নাই) ॥ ৭৬

অনুবাদ। ধনের ভোগে জীবের গর্ভ উপস্থিত হয়, (সৎ বা অসৎ কার্যে) দান করিলে (তজ্জনিত পুণ্য বা পাপের প্রভাবে সুখ বা হুঃখ ভোগ করিবার অগ্র) পুনর্বার জন্মলাভ করিতে হয়। উভয় প্রকারেই ধন বুথা; এই দুইটি প্রকার ছাড়া ধনের অগ্র কোনও প্রকার পরিগতি নাই ॥ ৭৬

ধনেন মদবুদ্ধিঃ শ্রান্মদেন স্মৃতিনাশনম্ ।

স্মৃতিনাশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রগণ্ঠতি ॥ ৭৭

অর্থ। ধনেন (ধনের দ্বারা) মদবুদ্ধিঃ (অভিমান বা গর্বের বুদ্ধি) শ্রাৎ (হইয়া থাকে), মদেন (গর্বের দ্বারা) স্মৃতিনাশনং (স্মৃতির বিলোপ হয়), স্মৃতি-নাশাৎ (স্মৃতির বিলোপ হইলে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধির নাশ হয়), বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধির নাশ হইলে) প্রগণ্ঠতি (লোক বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৭৭

অনুবাদ। ধন হইলে (লোকের) অভিমান অর্থাৎ গর্ব বাড়িয়া থাকে; অভিমান অতিশয় বাড়িলে, উহা স্মৃতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। স্মৃতির বিলোপ হইলে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৭

সুখয়তি ধনমেবেত্যন্তরাশা-পিশাচ্যা

দৃঢ়তরমুপগৃঢ়ো মুঢ়লোকো জড়াত্মা ।

নিবসতি তদুপান্তে সন্ততং প্রেক্ষমাণো

ব্রজতি তদপি পশ্চাৎ প্রাণমেতস্ত হৃদ্বা ॥ ৭৮

অর্থঃ । ধনং (ধন) সুখয়তি (সুখ প্রদান করে) এব (ই) ইতি (এই প্রকার) অন্তরাশা-পিশাচ্যা (মনের মধ্যে স্থিত আশারূপধারিণী পিশাচী কর্তৃক) দৃঢ়তরম্ (অতি দৃঢ়ভাবে) উপগৃঢ়ঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) জড়াত্মা (জড়ভাবে) মুঢ়লোকঃ (মূর্খ ব্যক্তি) তদুপান্তে (ধনের কাছে) সন্ততং (সর্বদা) প্রেক্ষমাণঃ (দেখিতে দেখিতে) নিবসতি (বাস করে) ; পশ্চাৎ (শেষে কিন্তু) তং (সেই ধনই) এতস্ত (এই মুঢ়ব্যক্তির) প্রাণং (প্রাণকে) হৃদ্বা (হরণ করিয়া) ব্রজতি (চলিয়া যায়) ॥ ৭৮

অনুবাদ । ধন আমাকে সুখপ্রদান করিবেই—এই প্রকার হৃদয়স্থিত যে আশা, তাহাই পিশাচীরূপে মুঢ় ব্যক্তিকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে ; তাহারই বশে জড়বুদ্ধি মূর্খ মনুষ্য ধনের দিকে চাহিয়া সর্বদাই ধনের নিকট বাস করিতে থাকে । শেষে কিন্তু, সেই ধনই তাহার প্রাণবিনাশের হেতু হয় এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ৭৮

সম্পন্নোহন্ধবদেব কিঞ্চিদপরং নো বীক্ষতে চক্ষুষা

সন্দির্বজ্জিতমার্গ এব চরতি প্রোৎসাহিতো বালিশৈঃ ।

তস্মিন্বেব মুহুঃ স্থলন্ প্রতিপদং গত্বান্ধকূপে পত-

ত্যস্তান্ধস্ত-নিবর্তকৌষধমিদং দারিদ্র্যমেবাঞ্জনম্ ॥ ৭৯

অর্থঃ । সম্পন্নঃ (ধনী) অন্ধবৎ (অন্ধের স্থায়) অপরম্ (অত) কিঞ্চিং (কোন বস্তুই) চক্ষুষা (নয়ন দ্বারা) নো বীক্ষতে এব (দেখিতেই পায় না), সন্দিঃ (সাধুগণকর্তৃক) বজ্জিতমার্গে (পরিত্যক্ত পথে) এব (ই) বালিশৈঃ (মূর্খগণকর্তৃক) প্রোৎসাহিতঃ (অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া) চরতি (বিচরণ করিয়া থাকে) । তস্মিন্ (সেই পথে) এব (ই) গত্বা (বাইয়া) প্রতিপদং (প্রত্যেক পদক্ষেপে) মুহুঃ (বারবার) স্থলন্ (স্থলিত হইয়া) অন্ধকূপে (অন্ধকূপ-সদৃশ মহাবিপদে) পততি (পতিত হইয়া থাকে), অস্ত (সেই ব্যক্তির) অন্ধস্তনিবর্তকং (অন্ধত্ব দূর করিতে সমর্থ) ইদং দারিদ্র্যম্ অঞ্জনম্ (দারিদ্র্যরূপ অঞ্জন) এব (ই) ঔষধম্ (ঔষধস্বরূপ) [ভবতি ইতি শেষঃ—হইয়া থাকে] ॥ ৭৯

অনুবাদ । সম্পত্তিশালী মনুষ্য অন্ধের ছায় (ধন ছাড়া) অপর কোন বস্তুই চোখে দেখিতে পায় না । সে মুখজনের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সাধুজন-বিগর্হিত পথে (অসৎ পথে) বিচরণ করিয়া থাকে । সেই পথে বাইতে বাইতে প্রতিপদক্ষেপেই বারংবার স্থলিত হইয়া সে অবশেষে অন্ধকূপসদৃশ মহাবিপদে পতিত হইয়া থাকে । দারিদ্র্যরূপ অগ্নিনই তাহার সেই ধনগর্ভরূপ অন্ধ দূর করিবার একমাত্র ঔষধ ॥ ৭৯

লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদো মৎসর এব চ ।

বর্দ্ধতে বিত্ত-সম্প্রাপ্ত্যা কথং তচ্চিত্তশোধনম্ ॥ ৮০

অর্থ । বিত্তসম্প্রাপ্ত্যা (অর্থপ্রাপ্তির দ্বারা) লোভঃ ক্রোধশ্চ দম্ভশ্চ মদঃ (লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, গর্ব) মৎসরঃ এব চ (এবং পরশ্রীকাতরতা) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়), তৎ (সেই ধন) কথং (কি প্রকারে) চিত্তশোধনং (চিত্তশুদ্ধির কারণ) [ভবতীতি শেষঃ=হয় ?] ॥ ৮০

অনুবাদ । অর্থলাভের দ্বারা লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, গর্ব এবং পরশ্রীকাতরতা বাড়িয়া থাকে । সেই ধন কি প্রকারে চিত্তকে শুদ্ধ করিবে ? ॥ ৮০

অলাভাদ্বিগুণং দুঃখং বিত্তশ্র ব্যয়সম্ভবে ।

ততোহপি দ্বিগুণং * দুঃখং দুর্ব্যয়ে বিদুৰ্যামপি ॥ ৮১

অর্থ । বিত্তশ্র (ধনের) ব্যয়সম্ভবে (ব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে) অলাভাৎ (না পাওয়া অপেক্ষা) দ্বিগুণং (দ্বিগুণ) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি=হইয়া থাকে], দুর্ব্যয়ে (অত্যাৱরূপে ব্যয় হইলে) বিদুৰ্যামপি (পণ্ডিত ব্যক্তিগণেরও) ততোহপি (তাহা হইতেও) দ্বিগুণং (দুইগুণ অধিক) দুঃখং (দুঃখ) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ৮১

অনুবাদ । ধনব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে, না পাওয়ার দুঃখ হইতে দ্বিগুণ অধিক দুঃখ হইয়া থাকে । অত্যাৱরূপে ব্যয় হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিগণেরও তাহা হইতে দ্বিগুণ দুঃখ হইয়া থাকে ॥ ৮১

নিত্যাহিতেন বিত্তেন ভয়চিন্তানপায়িনা ।

চিত্তস্বাস্থ্যং কুতো জন্তোঃ গৃহস্থেনাহিনা যথা ॥ ৮২

অর্থ । ভয়চিন্তানপায়িনা (ভয় ও চিন্তার সহিত সর্বদা যুক্ত) নিত্যাহিতেন (স্মৃতরাং সর্বদাই অহিতকর) বিত্তেন (বিত্তের দ্বারা) জন্তোঃ (প্রাণীর)

* ততোহপি দ্বিগুণং দুঃখম্ ইতি বা পাঠঃ ।

যথা (যেমন) গৃহস্থিতেন (গৃহেতে অবস্থিত) অহিনা (সর্পের দ্বারা) চিত্তবাস্ত্যং (চিত্তের স্বাস্থ্য, মনে শান্তি) কুতঃ (কি প্রকারে হইবে ?) ॥ ৮২

অনুবাদ । গৃহে সর্প থাকিলে যেমন [গৃহস্থের মনে সোয়াস্তি হয় না], সেইরূপ ভয় ও চিন্তার সহিত সর্বদা যুক্ত বলিয়া সর্বদা অনিষ্টকর ধন থাকিলে জীবের মনে স্বস্তি (সোয়াস্তি) কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৮২

কান্তারে বিজনে পুরে * জনপদে সেতো নিরীতো চ বা
চৌরৈর্বাপি তথৈতরৈর্নরবরৈ যুক্তো বিযুক্তোহপি বা ।
নিঃস্বঃ স্বস্থতয়া স্থথেন বসতি হ্যাদ্রোয়মাণো জনৈঃ
ক্লিপ্তাত্যেব ধনী সদাকুলমতিভীতশ্চ পুত্রাদপি ॥ ৮৩

অর্থ । বিজনে (জনহীন) কান্তারে (বনে), পুরে (নগরে) জনপদে (দেশে, গ্রামে), সেতো (সেতুতে), নিরীতো চ বা (কিংবা নিরূপদ্রব স্থানে), চৌরৈঃ (চোরগণ কর্তৃক) তথা (সেইরূপ) ইতরৈঃ (হীনপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ কর্তৃক) নরবরৈঃ (অথবা মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক) যুক্তঃ (মিলিত) বিযুক্তঃ অপি বা (কিংবা বিরহিত হইয়া) নিঃস্বঃ (নির্ধন ব্যক্তি) জনৈঃ (সকল লোক কর্তৃক) আদ্রিমাণঃ (আদৃত হইয়া) স্থথেন (অনায়াসে) বসতি (বাস করিয়া থাকে); পুত্রাদপি (পুত্র হইতেও) ভীতঃ (ভয়যুক্ত) ধনী (ধনবান্) সদা (সর্বদা) আকুলমতিঃ (ব্যাকুলচিত্ত হইয়া) ক্লিপ্তাতি (নিজকে ক্লেশ দিয়া থাকে) ॥ ৮৩

অনুবাদ । নির্জনবনে বা গ্রামে কিংবা নগরে অথবা সেতুতে কিংবা নিরূপদ্রব স্থানে,—যেখানেই নিঃস্ব ব্যক্তি বাস করে, সেখানে চোর বা ইতরজন কিংবা নৃপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিলিত হউক বা না হউক, সে বিনা ক্লেশেই বাস করিয়া থাকে এবং সকল লোকেই তাহাকে আদর করিয়া থাকে ; কিন্তু ধনী সর্বদাই ব্যাকুলচিত্ত (এমন কি) পুত্র হইতেও ভয়যুক্ত হইয়া—সর্বদাই ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৩

তস্মাদনর্থস্য নিদানমর্থঃ

পুমর্থসিদ্ধির্ন ভবত্যনেন ।

ততো বনাস্তে নিবসন্তি সন্তঃ

সন্ন্যস্ত সর্বং প্রতিকূলমর্থম্ ॥ ৮৪

* বনে ইতি বা পাঠঃ ।

অন্থয় । তস্মাৎ (সেই কারণে) অর্থঃ (ধন) অনর্থস্ত (অনর্থের) নিদানং (মূল কারণ), অনেন (এই অর্থের দ্বারা) পূমর্থসিদ্ধিঃ (পুরুষার্থের সিদ্ধি, পুরুষার্থ লাভ) ন ভবতি (হইতে পারে না); ততঃ (সেই কারণে) সন্তঃ (সাধুগণ) প্রতিকূলং (মুক্তির বিয়কারী) সর্বং (সকল) অর্থং (ধনকে) সন্ন্যস্ত (পরিত্যাগ করিয়া) বনান্তে (বনমধ্যে) নিবসন্তি (বাস করিয়া থাকেন) ॥ ৮৪

অনুবাদ । সেই হেতু অর্থ অনর্থের মূল । এই অর্থের দ্বারা পুরুষার্থ (অর্থাৎ মোক্ষ) লাভ হইতে পারে না ; সেই অত্ৰই মোক্ষের বিয়কারী বলিয়া সকলপ্রকার অর্থ ত্যাগ করিয়া সাধুগণ অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৮৪

বিরক্তি-ফলোপসংহারঃ ।

শ্রদ্ধাভক্তিমতীং সতীং গুণবতীং পুত্রান্ শ্রুতান্ সম্মতান্

অক্ষয়ং বস্তু ধনভোগবিভবৈঃ শ্রীসুন্দরং মন্দিরম্ ।

সর্বং নশ্বরমিত্যেবেত্য কবয়ঃ শ্রুতু্যক্তিভিষু ক্তিভিঃ

সংশ্রুতান্ত্যপরে তু তৎ সুখমিতি ভ্রাম্যন্তি দ্বঃখার্ণবে ॥ ৮৫

অন্থয় । শ্রদ্ধাভক্তিমতীং (শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন) গুণবতীং (গুণবতী) সতীং (সাক্ষী পত্নী), শ্রুতান্ (সুপণ্ডিত) সম্মতান্ (অনুগত) পুত্রান্ (পুত্রগণ) অক্ষয়ং (ক্ষয় হইবার নহে এইরূপ) বস্তু (ধন) ধনভোগবিভবৈঃ (পুণ্যের দ্বারা লব্ধ নানাবিধ ভোগের উপায় স্বরূপ অর্থবিত্তসমূহের দ্বারা) শ্রীসুন্দরং (পরম-শোভায় মনোহর) মন্দিরং (ভবন, গৃহ) সর্বম্ (এইপ্রকার সকল বস্তুই) নশ্বরং (বিনাশশীল) ইতি (ইহা) শ্রুতু্যক্তিভিঃ (শ্রুতির বচনসমূহের দ্বারা) যুক্তিভিঃ (এবং যুক্তি-সমূহের দ্বারা) অবৈত্য (বুঝিয়া) কবয়ঃ (তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ) সংশ্রুতান্তি (সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন) । অপরে তু (কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই বস্তুকেই) সুখম্ (সুখের হেতু) ইতি (এই প্রকার) [অবৈত্য=নিশ্চয় করিয়া] দ্বঃখার্ণবে (দ্বঃখ-সমুদ্রে) ভ্রাম্যন্তি (ভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ৮৫

অনুবাদ । শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্ন গুণবতী পতিব্রতা পত্নী, অনুগত এবং পণ্ডিত পুত্রগণ, প্রচুর ধন ও পুণ্যবলে লব্ধ নানাবিধ ভোগজনক বিলাসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ পরম সুন্দর গৃহ, এ সকল বস্তুই অচিরস্থায়ী, ইহা শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিসমূহের

সাহায্যে ব্রহ্মিতে পারিয়া, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন ; কিন্তু মোহান্বিত ব্যক্তিগণ এই সকল বস্তুকেই (একমাত্র) মুক্তির উপায় বিবেচনা করিয়া, দুঃখ-সমুদ্রে পতিত হইয়া ব্রহ্মিতে থাকে ॥ ৮৫

সুখমিতি মলরাশৌ যে রমন্তেহত্র গেহে

ক্রিময় ইব কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুযন্ত্যা ।

সুরপদ ইব তেষাং নৈব মোক্ষপ্রসঙ্গ-

সুপি তু নিরয়গর্ভাবাস-দুঃখপ্রবাহঃ ॥ ৮৬

অর্থ। অত্র (এই) মলরাশৌ (মলসমূহ-পরিপূর্ণ) গেহে (গৃহে) সুরপদে ইব (ইহা স্বর্গসদৃশ এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া) কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুযন্ত্যা (স্ত্রী, ভূমি এবং পুত্র প্রভৃতির প্রতি একান্ত অনুরাগের বশে) সুখমিতি (সুখ বলিয়া মনে করিয়া) ক্রিময়ঃ ইব (ক্রিমিসমূহের স্থায়), যে (বাহারা) রমন্তে (আনন্দ অনুভব করে), তেষাং (তাহাদিগের) মোক্ষপ্রসঙ্গঃ (মুক্তির সম্ভাবনা) নৈব [ভবতীতি শেষঃ=হইতে পারে না] । অপিতু (কিন্তু) নিরয়গর্ভাবাস-দুঃখ-প্রবাহঃ (নরক এবং গর্ভে বাসজনিত নিরন্তর দুঃখ) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে] ॥ ৮৬

অনুবাদ। এই মলরাশিপূর্ণ গৃহকেই স্বর্গসদৃশ বিবেচনা করিয়া—স্ত্রী, ভূমি এবং পুত্রগণের প্রতি একান্ত আসক্তিবশতঃ ক্রিমিসদৃশ যে সকল ব্যক্তি স্ত্রীতি অনুভব করে, তাহাদের মোক্ষের সম্ভাবনা নাই ; তাহাদের নিরন্তর নরক এবং গর্ভবাসজনিত দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৮৬

যেষামাশা নিরাশা স্মাতং দারাপত্যধনাদিষু ।

তেষাং সিধ্যতি নাশ্চেবাং মোক্ষাশাভিমুখী গতিঃ ॥ ৮৭

অর্থ। দারাপত্যধনাদিষু (পত্নী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতিতে) যেষাং (যাহাদের) নিরাশা (নৈরাশ্রয় অর্থাৎ অনাসক্তি) আশা (আশার স্থলাভিষিক্ত), স্মাতং (হঠরা থাকে) তেষাং (তাহাদিগেরই) মোক্ষাশাভিমুখী (মোক্ষের দিকে অগ্রসর) গতিঃ (যাত্রা) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়); নাশ্চেবাং (অপরাহৃত্য) (অপর ব্যক্তিগণের) ন [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না] ॥ ৮৭

অনুবাদ। পত্নী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুসমূহে নিরাশা অর্থাৎ অনাসক্তিই যাহাদের আশা, তাহাদেরই মুক্তির দিকে গতি (সিদ্ধ) হয়, অপরের হয় না ॥ ৮৭

সৎকৰ্মক্ষয়পাপুনাং শ্রুতিমতাং সিদ্ধান্তানাং ধীমতাং

নিত্যানিত্যপদার্থশোধনমিদং যুক্ত্যা মুহুঃ কুর্ব্বতাম্ ।

তস্মাদুত্থমহাবিরক্ত্যসিমতাং মোক্ষৈক-কাজ্জাবতাং

ধত্তানাং স্তলভং প্রিয়াদি-বিষয়েষাশালতাচ্ছেদনম্ ॥ ৮৮

অম্বয় । সৎকৰ্মক্ষয়পাপুনাং (সৎকার্যের দ্বারা বাহাদের পাপ ক্ষয় হইয়াছে), শ্রুতিমতাং (বাহারা বেদপাঠ করিয়াছে), সিদ্ধান্তানাং (বাহাদের আত্মা যোগবলে সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিয়াছে) ধীমতাং (প্রজ্ঞাবান্ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিদের) মুহুঃ (বারংবার) ইদম্ (এই পূর্বোক্ত প্রকার) নিত্যানিত্য-পদার্থশোধনম্ (এই প্রকার বস্তু নিত্য এবং এই প্রকার বস্তু অনিত্য, এই ভাবে বিচার) যুক্ত্যা (যুক্তি দ্বারা) কুর্ব্বতাম্ (করিয়া থাকেন) তস্মাৎ (সেই নিত্যানিত্য বিচার হইতে) উত্থমহাবিরক্ত্যসিমতাং (উত্থিত তীব্রবৈরাগ্যরূপ অসি বাহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে) মোক্ষৈককাজ্জাবতাং (একমাত্র মুক্তিকেই বাহারা অভিলাষ করে) ধত্তানাং (সেই ভাগ্যবান্ পুরুষগণেরই) প্রিয়াদি-বিষয়েষু (কান্তা প্রভৃতি ভোগ্য-বস্তুসমূহে) আশালতাচ্ছেদনম্ (আশা অর্থাৎ আসক্তিরূপ লতার ছেদন) স্তলভং (স্তলভ, সহজ) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে] ॥ ৮৮

অনুবাদ । সাধুকার্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা বাহাদের [পূর্ব এবং বর্তমান জন্মার্জিত] পাপের ক্ষয় হইয়াছে, বাহারা বেদ পাঠ করিয়াছেন, বাহারা প্রজ্ঞাবান্, বাহারা (প্রাণায়ামাদি দ্বারা) সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন, বাহারা সর্বদাই যুক্তির সাহায্যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তু কি তাহার বিচার করেন, বাহারা সেই বিবেক-জ্ঞান হইতে উদ্ভিত তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এবং বাহারা একমাত্র মুক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন, সেই সকল ধত্ত মানবগণের পক্ষেই কান্তা পুত্র প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহে আশালতা (অর্থাৎ আসক্তি) ছেদন করা সহজ হইয়া থাকে ॥ ৮৮

সংসার-মৃত্যোৰ্বলিনঃ প্রবেষ্টুং

দ্বারাণি চ ত্রীণি মহান্তি লোকে ।

কান্তা চ জিহ্বা কনকঞ্চ তানি

রুণন্ধি যন্তুশ্চ ভয়ং ন মৃত্যোঃ ॥ ৮৯

অম্বয় । বলিনঃ (বলবান্) সংসারমৃত্যোঃ (সংসাররূপ মৃত্যুর) প্রবেষ্টুং (প্রবেশ করিবার) কান্তা (প্রিয়তমা রমণী) জিহ্বা (রসনা) কনকঞ্চ (এবং

সুবর্ণ) ত্রীণি (এই তিনটি) মহাস্তি (বৃহৎ) দ্বারাণি (দ্বারস্বরূপ) [ভবস্তি ইতি শেষঃ=হইয়া থাকে] । যঃ (যে ব্যক্তি) তানি (সেই তিনটি দ্বারকে) রূপদ্ধি (রুদ্ধ করিয়া থাকে), তস্য (সেই ব্যক্তির) মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) ন ভয়ং (ভয় নাই) ॥ ৮৯

অনুবাদ । বলবান্ সংসার-রূপ মৃত্যুর (মনুষ্য-শরীরে) প্রবেশ করিবার অত্র কান্তা, রসনা ও সুবর্ণ—এই তিনটি বস্তুই সুপ্রশস্ত দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে । যিনি এই তিনটি দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারেন, অর্থাৎ এই তিনটি বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার আর মরণের ভয় থাকে না ॥ ৮৯

মুক্তি-শ্রীনগরস্য দুর্জয়তরং দ্বারং যদন্ত্যাদিমং

তস্য দ্বৈ অররে ধনং চ যুবতী তাভ্যাং পিনদ্ধং দৃঢ়ম্ ।

কামাখ্যার্গলদারুণা বলবতা দ্বারং তদেতৎ ত্রয়ং

ধীরো যস্ত ভিনত্তি সোহহঁতি স্মৃৎ ভোক্তুং বিমুক্তিশ্রিয়ম্ ॥ ৯০

অর্থ । মুক্তি-শ্রীনগরস্য (মুক্তি-লক্ষ্মী যে নগরে বিদ্যমান আছেন, সেই নগরের) দুর্জয়তরম্ (অতিশয় দুর্জয়) আদিমং (প্রথম) যৎ (যে) দ্বারম্ (একটি দ্বার) অস্তি (বিদ্যমান আছে), তস্য (সেই দ্বারের) ধনম্ (অর্থ) যুবতী চ (এবং যুবতী স্ত্রী) দ্বৈ (এই দুইটি) অররে (কপাট); তাভ্যাং (সেই দুইখানি কপাট দ্বারা) বলবতা (অতিশয় প্রবল) কামাখ্যার্গলদারুণা (কাম নামক কাঠের খিল দ্বারা) দ্বারম্ (ঐ দ্বার) [দৃঢ়ভাবে] পিনদ্ধম্ (আবৃত রহিয়াছে) । তদেতৎ ত্রয়ং (সেই তিনটি বস্তু অর্থাৎ যুবতী, অর্থ এবং কামকে) যঃ (যে) ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) ভিনত্তি (ভেদ করিতে পারে), সঃ (সেই ব্যক্তি) বিমুক্তিশ্রিয়ং (মুক্তি-লক্ষ্মীকে) স্মৃৎ (স্মৃথে) ভোক্তুং (ভোগ করিতে) অহঁতি (যোগ্য হয়, পারে) ॥ ৯০

অনুবাদ । যে নগরীতে মুক্তি-লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার প্রথম দ্বারটি অতিশয় দুর্জয় । কারণ, ধন এবং যুবতী এই দুইটি (ভোগ্য বস্তুই) সেই দ্বারের দুইখানি কপাট । সেই কপাট দুইখানির দ্বারা এবং কাম রূপ কাঠের খিলের সাহায্যে ঐ দ্বার সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে । এই তিনটি বস্তুকে যে ধীর ব্যক্তি ভেদ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তি-লক্ষ্মীকে ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৯০

আরুঢ়স্য বিবেকাশ্চ তীত্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ ।

তিতিক্ষা-বর্ষযুক্তস্য প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে ॥ ৯১

অন্থয় । বিবেকাত্মং (বিবেকরূপ অশ্বে) আকুচ্য (যে ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছে), তীত্রবৈরাগ্য-খড়্গিনঃ (তীত্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাহার আছে), তিতিক্ষা-বর্ষযুক্ত্য (এবং সহনশীলতারূপ বর্ষ যে ব্যক্তি পরিধান করিয়াছে, সেই ব্যক্তির) প্রতিযোগী (প্রতিদ্বন্দ্বী) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না) ॥ ১১

অনুবাদ । যে ব্যক্তি বিবেকরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন, তীত্র বৈরাগ্য-রূপ অসি যাহার অধিকৃত, এবং যিনি ক্ষমা বা সহনশীলতারূপ বর্ষ পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১১

বিবেকজাং তীত্রবিরক্তিমেব

মুক্তেন্নিদানং প্রবদন্তি সন্তঃ ।

তস্মাদ্বিবেকী বিরতিং মুমুক্শুঃ

সম্পাদয়েৎ তাং প্রথমং প্রযত্নাৎ ॥ ১২

অন্থয় । সন্তঃ (সাধুগণ) বিবেকজাং (সদসদ্বিচার হইতে প্রসূত) তীত্র-বিরক্তিমেব (তীত্র বৈরাগ্যকেই) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিদানং (মূলকারণ) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন); তস্মাৎ (সেই কারণে) বিবেকী (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্শুঃ (মোক্ষার্থী পুরুষ) প্রযত্নাৎ (যত্নের সহিত) তাং (সেই বৈরাগ্যকেই) প্রথমং (প্রথমে) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবেন) ॥ ১২

অনুবাদ । সৎ এবং অসদ্বস্তুর বিচার হইতে প্রসূত তীত্র বৈরাগ্যকেই সাধুগণ মুক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । সেইজন্ত বিবেক-সম্পন্ন মোক্ষার্থী পুরুষ যত্নের সহিত প্রথমে সেই বৈরাগ্যকেই সম্পাদিত করিবেন ॥ ১২

পুমানজাতনির্ব্বেদো দেহবন্ধং জিহাসিতুম্ ।

নহি শক্নোতি নির্ব্বেদো বন্ধভেদো মহানর্সো ॥ ১৩

অন্থয় । অজ্ঞাতনির্ব্বেদঃ (যাহার বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই এইরূপ) পুমান্ (পুরুষ) দেহবন্ধং (দেহরূপ বন্ধনকে) জিহাসিতুম্ (ছিন্ন করিবার ইচ্ছা করিতেও) নহি শক্নোতি (সমর্থ হয় না); [বস্মাৎ=যেহেতু] অর্সো (এই) নির্ব্বেদঃ (বৈরাগ্যই) মহান্ (প্রবল) বন্ধভেদঃ (বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায়) ॥ ১৩

অনুবাদ । যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, সেই পুরুষ দেহরূপ বন্ধনকে ছিন্ন করিবার ইচ্ছাও করিতে পারে না । এই বৈরাগ্যই বন্ধন ছিন্ন করিবার মহান উপায় ॥ ১৩

বৈরাগ্যরহিতা এব যমানয় ইবালয়ে ।

ক্লিন্ধস্তি ত্রিবিধৈস্তাপৈর্মোহিতা অপি পণ্ডিতাঃ ॥ ৯৪

অর্থঃ । বৈরাগ্যরহিতা এব (বাহাদের বৈরাগ্য উদিত হয় নাই তাহারা) আলয়ে (গৃহে) যমানয়ে ইব (যেন যমানয়ে), পণ্ডিতা অপি (পণ্ডিত হইলেও) মোহিতাঃ (মোহপরবশ হইয়া) ত্রিবিধৈঃ তাপৈঃ (তিন প্রকার তাপের দ্বারা) ক্লিন্ধস্তি (ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯৪

অনুবাদ । বাহারা বৈরাগ্যহীন, তাহারা পণ্ডিত হইলেও মোহপরবশ হইয়া গৃহে যমানয়ের মত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ তাপের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৪

শমাদিসাধন-নিরূপণম্ ।

শমো দমস্তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রদ্ধা ততঃ পরম্ ।

সমাধানমিতি প্রোক্তং ষড়্ভৈবেত শমাদয়ঃ ॥ ৯৫

অর্থঃ । শমঃ (শম) দমঃ (দম) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) উপরতিঃ (সন্ন্যাস) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস), ততঃ পরম্ (তাহার পর) সমাধানং (সমাধি), ইতি (ইহা) প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে) । এতে (এই) শমাদয়ঃ (শম প্রভৃতি উপায়) ষড়্ভৈবেত (ছয়টিই) [ভবন্তীতি শেষঃ—হইয়া থাকে] ॥ ৯৫

অনুবাদ । শম, দম, তিতিক্ষা, সন্ন্যাস, শ্রদ্ধা এবং তৎপরে সমাধান কথিত হইয়া থাকে ; এই শমাদি উপায় ছয়টিই হইয়া থাকে ॥ ৯৫

শমঃ ।

একবৃত্ত্যৈব মনসঃ স্বলক্ষ্যে নিয়তস্থিতিঃ ।

শম ইত্যুচ্যতে সত্ত্বিঃ শমলক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৬

অর্থঃ । মনসঃ (অন্তঃকরণের) স্বলক্ষ্যে (নিষ্পন্ন লক্ষ্য বস্তুতে) একবৃত্ত্যা (একনিষ্ঠভাবে) এব (ই) নিয়তস্থিতিঃ (অচঞ্চল ভাবে অবস্থানই) শম-লক্ষণবেদিভিঃ (শমের লক্ষণ বাহারা জানেন এই প্রকার) সত্ত্বিঃ (সাধুগণ কর্তৃক) শমঃ (শম) ইতি (এই বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৯৬

অনুবাদ । লক্ষ্য অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে একনিষ্ঠভাবে চিন্তের নিয়ত অবস্থিতিই শম এইরূপ শমলক্ষণবিৎ সাধুগণ বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

উত্তমো মধ্যমশ্চৈব জঘন্যশ্চেতি চ ত্রিধা । *

নিরূপিতো বিপশ্চিদ্ভিঃ তত্তল্লক্ষণবেদিভিঃ ॥ ১৭

অনুবাদ । তত্তল্লক্ষণ-বেদিভিঃ (বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ) বিপশ্চিদ্ভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) উত্তমঃ (উত্তম) মধ্যমঃ (মধ্যম) জঘন্যশ্চ (এবং অধম) ইতি (এইরূপে) স শমঃ (সেই শম) ত্রিধা (ত্রিবিধ) নিরূপিতঃ (নির্ণীত হইয়া থাকে) ॥ ১৭

অনুবাদ । বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই শম তিন প্রকার, এইরূপ নিরূপণ করিয়া থাকেন ; বথা—উত্তম, মধ্যম এবং অধম ॥ ১৭

স্ববিকারং পরিত্যজ্য বস্তুমাত্রতয়া স্থিতিঃ ।

মনসঃ সোত্তমা শান্তিঃ ব্রহ্মনির্বাণলক্ষণা ॥ ১৮

অনুবাদ । স্ববিকারং (নিজ বিকারকে) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) বস্তু-মাত্রতয়া (কেবল বস্তুস্বরূপে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) বা স্থিতিঃ (যে অবস্থান), সা (তাহাই) উত্তমা (উৎকৃষ্ট) ব্রহ্মনির্বাণলক্ষণা (পরব্রহ্মলয়স্বরূপা) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হয়] ॥ ১৮

অনুবাদ । নিজ বিকারকে [একেবারে] পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমার্থ-বস্তু-স্বরূপে চিন্তের যে অবস্থান, তাহাই উত্তম শম ; তাহাই ব্রহ্মনির্বাণ-স্বরূপ (অর্থাৎ পরব্রহ্মে লয়) ॥ ১৮

প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং ধিয়ঃ ।

যদেবা মধ্যমা শান্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ১৯

অনুবাদ । ধিয়ঃ (অন্তঃকরণের) যৎ (যে) প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং (বাহ বস্তু ব্যতিরেকে কেবল সেই আভ্যন্তর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধারা-বাহিকরূপে একাকার পরিণামরূপ প্রত্যয়সমূহের সৃষ্টি), এবা (ইহাই) শুদ্ধসত্ত্বৈক লক্ষণা (বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ) মধ্যমা (মধ্যম) শান্তিঃ (শম) [উচ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হইয়া থাকে] ॥ ১৯

অনুবাদ । (বাহ বস্তুর সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) মনের যে, আভ্যন্তর বস্তুতে একজাতীয় প্রত্যয়সমূহের ধারা সম্পাদন, তাহাই মধ্যম শান্তি অর্থাৎ শম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ; ইহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব ॥ ১৯

* জঘন্য ইতি চ ত্রিধা ইতি বা পাঠঃ ।

বিষয়-ব্যাপ্তিৎ ত্যক্ত্বা শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ ।

মনসশ্চেতরা শান্তিঃ মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ১০০

অন্বয় । বিষয়ব্যাপ্তিৎ (বিষয়ান্তরে সঞ্চার) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ (বেদান্তবাক্যের শ্রবণে মনের স্থিরতা) মনসঃ (অন্তঃকরণের) ইতরা শান্তিঃ (অধম শম) মিশ্রসত্ত্বৈকলক্ষণা (ইহা মিশ্রসত্ত্বরূপ) [কথ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হইয়া থাকে] ॥ ১০০

অনুবাদ । বাহ্যবিষয়সমূহে সঞ্চার পরিত্যাগপূর্বক বেদান্তবাক্যের দ্বারা আত্মার স্বরূপ শ্রবণরূপ বিষয়ে চিন্তের যে স্থিরতা, তাহাই চিন্তের অধম শম ; ইহারই নাম মিশ্রসত্ত্ব ॥ ১০০

প্রাচ্যোদীচ্যাস্ত-সদৃভাবে শমঃ সিধ্যতি নান্যথা ।

তীত্রা বিরক্তিঃ প্রাচ্যাস্তমুদীচ্যাস্তং দমাদয়ঃ ॥ ১০১

অন্বয় । প্রাচ্যোদীচ্যাস্ত-সদৃভাবে (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অঙ্গের সম্ভাব হই-লেই) শমঃ (শম) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে), অন্যথা (অন্যপ্রকারে) ন (সিদ্ধ হয় না) । তীত্রা (তীত্র) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) প্রাচ্যাস্তং (পূর্ববর্তী অঙ্গ), দমাদয়ঃ (দম প্রভৃতি) উদীচ্যাস্তম্ (উত্তরবর্তী অঙ্গ) ॥ ১০১

অনুবাদ । প্রাচ্য এবং উদীচ্য (অর্থাৎ পূর্ববর্তী এবং পশ্চাদ্বর্তী) অঙ্গের সম্ভাব (সমন্বয়) হইলেই এই শম সিদ্ধি লাভ করে । তীত্র বৈরাগ্যই ইহার পূর্ববর্তী অঙ্গ, এবং দম প্রভৃতি (বক্ষ্যমাণ উপায়গুলি) পরবর্তী [অঙ্গ হইয়া থাকে] ॥ ১০১

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদো মোহশ্চ মৎসরঃ ।

ন জিতাঃ ষড়্ভিমে যস্তা * তস্তা শান্তির্ন সিধ্যতি ॥ ১০২

অন্বয় । কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (কোপ) লোভঃ (লোভ) মদঃ (মদ, গর্ব) মোহঃ (মোহ) মৎসরশ্চ (এবং পরশ্রীকাতরতা), ইমে (এই) ষট্ (ছয়টি) যস্তা (যে ব্যক্তির) ন জিতাঃ (বশীকৃত হয় নাই), তস্তা (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ১০২

অনুবাদ । কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমান, মোহ এবং পরশ্রীকাতরতা, এই ছয়টি (রিপু) বাহার বশীকৃত হয় নাই, তাহার শম সিদ্ধ হয় না ॥ ১০২

শব্দাদি-বিষয়েভ্যো যো বিষয়ঃ নিবর্ততে ।

তীত্রমোক্ষেচ্ছয়া ভিক্ষুস্তস্তা শান্তির্ন বিঘতে ॥ ১০৩

অন্বয় । যঃ (যে) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) তীত্রমোক্ষেচ্ছয়া (মুক্তিতে উৎকট

* ষড়্ভিমে যেন ইতি বা পাঠঃ ।

অভিলাষ হেতু) বিষয়ঃ (বিষয়দৃশ) শব্দাদি-বিষয়েভ্যঃ (শব্দাদি-ভোগ্যবস্ত-
সমূহ হইতে) ন নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয় না), তস্মৈ (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন
বিত্ততে (হইতে পারে না) ॥ ১০৩

অনুবাদ । মোক্ষে তীব্র অভিলাষ বশতঃ যে সন্ন্যাসী বিষয়দৃশ শব্দাদি
ভোগ্যবস্ত হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাহার শম হইতে পারে না ॥ ১০৩

যেন নারাধিতো দেবো যস্য নো গুৰ্ব্বনুগ্রহঃ ।

ন বশ্যং হৃদয়ং যস্য তস্য শান্তির্ন সিধ্যতি ॥ ১০৪

অন্বয় । যেন (যে ব্যক্তি-কর্তৃক) দেবঃ (ইষ্ট দেবতা) ন আরাধিতঃ (উপা-
সিত হয় নাই), যস্য (যাহার উপর) নো গুৰ্ব্বনুগ্রহঃ (গুরুর কৃপা নাই) যস্য
(যাহার) হৃদয়ম্ (অন্তঃকরণ) ন বশ্যং (বশীভূত হয় নাই) তস্য (সেই ব্যক্তির)
শান্তিঃ (শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হইতে পারে না) ॥ ১০৪

অনুবাদ । যে দেবতার আরাধনা করে নাই, যাহার উপর গুরুর কৃপা নাই,
এবং যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত হয় নাই, সেই ব্যক্তির কখনই শম সিদ্ধ
হয় না ॥ ১০৪

মনঃপ্রসাদ-সাধনম্ ।

মনঃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং সাধনং শ্রয়তাং বুধৈঃ ।

মনঃপ্রসাদো যৎসম্ভে যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১০৫

অন্বয় । যৎসম্ভে (যাহা বিদ্যমান থাকিলে) মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রশমতা)
[ভবতীতি শেষঃ = হইয়া থাকে], যদভাবে (যাহার অভাব হইলে) ন সিধ্যতি
(মনঃপ্রসাদ সিদ্ধ হয় না); মনঃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং (মনের প্রশমতা-সিদ্ধির জন্ত)
সাধনং (সেই সাধন) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ-কর্তৃক) শ্রয়তাং (শ্রুত হউক) ॥ ১০৫

অনুবাদ । যাহা হইলে চিত্তের প্রশমতা অবশ্য হয়, [এবং] যাহার অভাবে
[চিত্তের প্রশমতা] হয় না, চিত্তের প্রশমতা সম্পাদনের সেই উপায় [কি, তাহা]
পণ্ডিতগণ শ্রবণ করুন ॥ ১০৫

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ দয়া ভূতেশ্ববজ্রতা ।

বিষয়েষতিবৈতৃষ্ণ্যং শৌচং দম্ভবিবর্জ্জনম্ ॥ ১০৬

অন্বয় । ব্রহ্মচর্য্যং (মৈথুনবর্জন), অহিংসা (প্রাণহিংসা-বর্জন), ভূতেশু

(জীবগণের প্রীতি) দয়া (করুণা), অবক্রতা (সরলতা), বিষয়েষু (বিষয়-সমূহে) অতিবৈতৃষ্ণ্যং (অত্যন্ত বিতৃষ্ণা) শৌচং (বাহু এবং আভ্যন্তর শুচিতা) দন্তবিবর্জনং (দান্তিকতা পরিহার) ॥ ১০৬

অনুবাদ । মৈথুন-বর্জন, প্রাণিহিংসা-পরিত্যাগ, জীবসমূহে করুণা, সরলতা, ভোগ্য বস্তুসমূহে অতিশয় বৈরাগ্য, বাহু এবং আভ্যন্তর শৌচ, অদাস্তিকতা ॥ ১০৬

সত্যং নিঃস্বমতা হৈর্হ্যমভিমানবিবর্জনম্ ।*

ঈশ্বরধ্যানপরতা ব্রহ্মবিদ্বিঃ সহ স্থিতিঃ ॥ ১০৭

অর্থ । সত্যং (মিথ্যাব্যবহার পরিত্যাগ), হৈর্হ্যং (স্থিরতা), অভিমান-বিবর্জনং (অভিমান ত্যাগ), ঈশ্বরধ্যানপরতা (ঈশ্বর-চিন্তাভ্যাস), ব্রহ্মবিদ্বিঃ (ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিগণের) সহ (সহিত) স্থিতিঃ (অবস্থান) ॥ ১০৭

অনুবাদ । সত্য অর্থাৎ মিথ্যা-ব্যবহার-বর্জন, স্থিরতা, অভিমানত্যাগ, ঈশ্বর-চিন্তাভ্যাস, ব্রহ্মবিদগণের সহিত অবস্থান ॥ ১০৭

জ্ঞানশাস্ত্রৈকপরতা সমতা স্মৃৎসুখয়োঃ ।

মানানাসক্তিরেকান্তশীলতা চ মুমুকুতা ॥ ১০৮

অর্থ । জ্ঞানশাস্ত্রৈকপরতা (অধ্যাত্মশাস্ত্রের একনিষ্ঠভাবে অনুশীলন), স্মৃৎসুখয়োঃ (স্মৃতে ও ছুঃখে) সমতা (অবিচলিতভাবে স্থিতি), মানানাসক্তিঃ (সম্মানে অনাসক্তি), একান্তশীলতা (নির্জনে বাসে অভ্যাস) মুমুকুতা চ (ও মোক্ষলাভের ইচ্ছা) ॥ ১০৮

অনুবাদ । অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন, স্মৃতে ও ছুঃখে চঞ্চল না হওয়া, সম্মানে অনাসক্তি, নির্জনে থাকার অভ্যাস ও মোক্ষলাভের ইচ্ছা ॥ ১০৮

যশ্চেতদ্ বিদ্বতে সর্বং তস্য চিন্ত্য প্রসীদতি ।

নহেতদ্ব্যর্থশূন্য প্রকারান্তরকোটিভিঃ ॥ ১০৯

অর্থ । যস্য (বাহার) এতৎ (এই) সর্বং (সকল) বিদ্বতে (বিদ্বমান আছে), তস্য (তাহার) চিন্ত্যং (অন্তঃকরণ) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়); এতদ্ব্যর্থ-শূন্য (এই কয়টি ধর্ম বাহার নাই তাহার) প্রকারান্তরকোটিভিঃ (অন্ত কোটি উপায়ের দ্বারাও) [ন প্রসীদতি ইতি শেষঃ=অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় না] ॥ ১০৯

অনুবাদ । এই সকল ধর্ম বাহার বিদ্বমান আছে, তাহারই অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু বাহার এই কয়টি ধর্ম নাই, তাহার অন্ত কোটি কোটি উপায়ের দ্বারাও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইতে পারে না ॥ ১০৯

* অভিমানবিসর্জনমিতি বা পাঠঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যম্ ।

স্মরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকর্মানুকীৰ্তনম্ ।

সমীচীনত্বধীস্তাস্থ প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ ॥ ১১০

সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অষ্টধা মৈথুনং বিদুঃ ।

এতদ্বিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চিত্ত-প্রসাদকম্ ॥ ১১১

অর্থঃ । স্ত্রীণাং (রমণীগণের) স্মরণং (চিন্তা), দর্শনং (বিলোকন), গুণকর্মানুকীৰ্তনং (গুণ ও কর্মের প্রশংসা), তাস্থ (তাহাদের উপর) সমীচীনত্বধীঃ (চারুতা-বোধ), প্রীতিঃ (ভালবাসা), মিথঃ (নিৰ্জনে) সম্ভাষণম্ (আলাপ), সহবাসঃ (একত্রবাস), সংসর্গঃ (সঙ্গ), অষ্টধা (এই অষ্টপ্রকার) মৈথুনং (মৈথুন) বিদুঃ (ইহা অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিয়া থাকেন); এতদ্বিলক্ষণং (এই কয়টির বিপরীত আচরণ) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তপ্রসাদনং (চিত্তের প্রশান্ততার কারণ) ॥ ১১০—১১১

অনুবাদ । রমণীগণের চিন্তা, দর্শন এবং গুণ ও কর্মের প্রশংসা, তাহাদিগকে রমণীয় বলিয়া বোধ করা, তাহাদের প্রতি প্রেম, এবং অনুরাগপূর্ব্বক পরস্পর বা নিৰ্জনে সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত একত্র অবস্থান এবং সঙ্গ, এই অষ্ট-প্রকার ব্যবহারকেই (পণ্ডিতগণ) মৈথুন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন । এই কয়টির পরিবৰ্জনই ব্রহ্মচর্য্য । (ব্রহ্মচর্য্যই) চিত্তের প্রশান্ততার হেতু [হইয়া থাকে] ॥ ১১০—১১১

অহিংসা ।

অহিংসা বাঙ্ মনঃকার্যৈঃ প্রাণিমাত্রাপ্রপীড়নম্ ।

স্বাত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু কায়েন মনসা গিরা ॥ ১১২

অর্থঃ । বাঙ্ মনঃকার্যৈঃ (বাক্য মনঃ এবং শরীরের দ্বারা) প্রাণিমাত্রা-প্রপীড়নং (জীবমাত্রকেই কোন প্রকার পীড়ন না করা) কায়েন (দেহ দ্বারা) মনসা (মনের দ্বারা) গিরা (বাক্যের দ্বারা) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণিতেই) স্বাত্মবৎ (নিজের আত্মার স্থায়) [ব্যবহারশ্রমিতিশেষঃ=ব্যবহার করাই] অহিংসা (অহিংসা) ॥ ১১২

অনুবাদ । বাক্য মনঃ এবং দেহের দ্বারা কোন প্রাণীকেই ক্রেশ প্রদান না করা এবং শরীর, মনঃ এবং বাক্যের দ্বারা সকল জীবের প্রতিই নিজের আত্মার গ্রাণ ব্যবহার করাই অহিংসা ॥ ১১২

দয়াবক্রতে ।

অনুকম্পা দয়া সৈব প্রোক্তা বেদান্তবাদিভিঃ ।

করণ-ত্রিতয়েষ্বেকরূপতাহবক্রতা মতা ॥ ১১৩

অর্থ । [বা লোকে=বাহ্য জগতে] অনুকম্পা (অনুকম্পা) [ইতি প্রসিদ্ধা =বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে] বেদান্তবাদিভিঃ (বেদান্তব্যাখ্যাতৃপণ্ডিতগণকর্তৃক) সৈব (তাহাই) দয়া প্রোক্তা (দয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে) ; করণত্রিতয়েষু (কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের) একরূপতা (এক ভাবে প্রবৃত্তিই) অবক্রতা (অবক্রতা বা সরলতা বলিয়া) মতা (মনে করা হইয়া থাকে) ॥ ১১৩

অনুবাদ । [লোকে বাহ্য] অনুকম্পা [বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে], বেদান্ত-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ তাহাকেই দয়া বলিয়া থাকেন । কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই প্রকার ব্যবহার (অর্থাৎ মনে একরূপ, চক্ষু প্রভৃতিতে আর একরূপ এবং বাক্য প্রভৃতিতে অপরূপ ব্যবহার, বাহ্য খল ও কুটিল ব্যক্তির অভ্যন্ত, তাহার একেবারেই বর্জন অর্থাৎ অন্তরে ঘেরণ, বাহিরেও সেইরূপ ব্যবহারই) অবক্রতা (সরলতা) বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ১১৩

বৈতৃষ্ণ্যম্ ।

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষু ।

যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্বি নির্মালম্ ॥ ১১৪

অর্থ । যথৈব (যে প্রকারে) কাকবিষ্ঠায়াং (কাকের বিষ্ঠার উপর), তথা (সেইরূপ) ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু (ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্যন্ত) বিষয়েষু (ভোগ্যবস্তুরূপে) বৈরাগ্যম্ (অনাসক্তি, বিরক্তি) অন্ত (অন্তঃ) যৎ (যাহা), তৎ (তাহাই) নির্মালং (বিমল) বৈরাগ্য (বৈরাগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে) ॥ ১১৪

অনুবাদ । কাকের বিষ্ঠাতে ঘেরণ বিরক্তি থাকে, ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর

পর্যন্ত ভোগ্যবস্তু মাত্রেই সেইরূপ বৈরাগ্য থাকা নির্মল বৈরাগ্য (বা বৈতৃক্য বলিয়া বিবেচিত হয়) ॥ ১৪৪

শৌচম্ ।

বাহ্যভ্যন্তরং চেতি দ্বিবিধং শৌচমুচ্যতে ।

মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং শৌচং বাহ্যং শারীরিকং স্মৃতম্ ॥ * ১১৫

অর্থঃ । বাহ্যম্ (বাহ্য) আভ্যন্তরং চ (এবং আভ্যন্তর) ইতি (এইভাবে) শৌচং (শৌচ) দ্বিবিধং (দুই প্রকার) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ; মৃজ্জ-লাভ্যাং (মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা সম্পাদিত) শারীরিকং (শরীর সম্বন্ধে) শৌচং (শৌচ) বাহ্যং (বাহ্য বলিয়া) স্মৃতম্ (ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১১৫

অনুবাদ । শৌচ দুই প্রকার কথিত হইয়াছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তর । মৃত্তিকা এবং জলের দ্বারা যে দৈহিক শৌচ তাহাই বাহ্য শৌচ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৫

অজ্ঞান-দূরীকরণং মানসং শৌচমাস্তরম্ ।

অন্তঃশৌচে স্থিতে সম্যগ্ বাহ্যং নাবশ্যকং নৃণাম্ ॥ ১১৬

অর্থঃ । মানসং (মনের) শৌচং (শৌচই) আস্তরম্ (আস্তর শৌচ) [তাহাই] অজ্ঞান-দূরীকরণম্ (অজ্ঞানের নিরাকরণ) [ভবতীতি শেষঃ—হইয়া থাকে] অন্তঃশৌচে (অন্তঃশৌচ) সম্যক্ (সম্যক্‌প্রকারে) স্থিতে (সিদ্ধ হইলে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) বাহ্যং (বাহ্য) শৌচং (শৌচ) ন আবশ্যকম্ (আবশ্যক হয় না) ॥ ১১৬

অনুবাদ । মনের বিশুদ্ধতাই আস্তর শৌচ, তাহাও অজ্ঞানকে দূর করা ছাড়া অগ্র কিছু নহে । অন্তঃশৌচ অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধি সম্যক্‌প্রকারে সিদ্ধ হইলে মনুষ্যগণের আর বাহ্য শৌচ আবশ্যক হয় না ॥ ১১৬

দস্ত্যবিবর্জনম্ ।

ধ্যানপূজাদিকং লোকে দ্রষ্টর্যেব করোতি যঃ ।

পারমার্থিক-ধীহীনঃ স দস্ত্যচার উচ্যতে ।

পুংসন্তথানাচরণমদস্তিত্বং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১১৭

অর্থঃ । দ্রষ্টরি (দেখিবার লোক বিত্তমান থাকিলে) এব (ই) লোকে

* শারীরকমিত বা পাঠঃ ।

(সংসারে) যঃ (যে ব্যক্তি) ধ্যানপূজাদিকং (ধ্যান ও পূজা প্রভৃতি) করোতি (করিয়া থাকে, কিন্তু) পারমার্থিক-দ্বীহীনঃ (শ্রদ্ধাহীন), সঃ (সেই ব্যক্তি) দম্ভাচারঃ (দম্ভাচারী বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) । পুংসঃ (পুরুষের) তথা অনাচরণং (সেইরূপ আচার না করাকেই) বৃথাঃ (পণ্ডিতগণ) অদস্তিত্বম্ (অদস্তিত্ব বলিয়া) বিহঃ (জানিয়া থাকেন) ॥ ১১৭

অনুবাদ । দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে (কেবল দেখাইবার জ্ঞাই) এই সংসারে যে ব্যক্তি ধ্যান ও পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই পরমার্থজ্ঞানশূন্য (শ্রদ্ধাবিহীন) ব্যক্তিকেই দম্ভাচারী বলা যায় । এই প্রকার দম্ভাচার পরিত্যাগ করাকেই পণ্ডিতগণ অদস্তিত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১১৭

সত্যম্ ।

যৎ স্বেন দৃষ্টং সম্যক্ চ শ্রুতং তস্মৈব ভাষণম্ ।

সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম সত্যমিত্যভিভাষণম্ ॥ ১১৮

অর্থ । স্বেন (নিজে) যৎ (বাহ্য) দৃষ্টং (দেখিয়াছে), সম্যক্ চ (এবং সমীচীনভাবে) শ্রুতং (শুনিয়াছে), তস্মৈ (তাহারই) ভাষণং (কথন) সত্যম্ ইতি (সত্য বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ; ব্রহ্ম (ব্রহ্মই) সত্যং (সত্য) ইত্যভিভাষণম্ (এই প্রকার সর্বদা মুখে বলাও) সত্যমিত্যুচ্যতে (সত্য বলিয়া কথিত হয়) ॥ ১১৮

অনুবাদ । বাহ্য স্বয়ং দেখিয়াছে বা ভাল করিয়া (বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে) শুনিয়াছে, তাহারই কথনকে সত্য বলা যায় এবং সর্বদা “ব্রহ্মই সত্য” এই প্রকার উক্তিকেও সত্য বলা যায় ॥ ১১৮

নির্মমতা ।

দেহাদিষু স্বকীয়ত্ব-দৃঢ়বুদ্ধি-বিসর্জনম্ ।

নির্মমত্বং স্মৃতং যেন কৈবল্যং লভতে বৃথাঃ ॥ ১১৯

অর্থ । দেহাদিষু (দেহ প্রভৃতি বস্তুতে) স্বকীয়ত্ব-বুদ্ধি-বিসর্জনম্ (ইহা

আমার—এই প্রকার বুদ্ধি হইতে না দেওয়াই) নির্মমত্ব (নির্মমতা বলিয়া) স্মৃতং (স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে); বেন (যে নির্মমতার দ্বারা) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) কৈবল্যং (নির্বাণ) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ১১৯

অনুবাদ। দেহ প্রভৃতি বস্তুতে—ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধি হইতে না দেওয়াই নির্মমত্ব বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; এই নির্মমত্ব দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১১৯

স্থৈর্য্যম্ ।

গুরু-বেদান্তবচনৈর্নিশ্চিতার্থে দৃঢ়স্থিতিঃ ।

তদেকবৃত্ত্যা তৎ স্থৈর্য্যং নৈশ্চল্যং ন তু বদ্ব্যং ॥ ১২০

অর্থ। গুরুবেদান্তবচনৈঃ (গুরুর এবং বেদান্তের বচনসমূহের দ্বারা) নিশ্চিতার্থে (যাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে, সেই বস্তুতে) তদেকবৃত্ত্যা (তাহাতে চিত্তকে একাগ্রভাবে সংলগ্ন করিয়া) বা (যে) দৃঢ়স্থিতিঃ (অবিচলভাবে অবস্থান), তৎ (তাহাই) স্থৈর্য্যং (স্থৈর্য্য), বদ্ব্যং (দেহের) নৈশ্চল্যং (নিশ্চল-তাই) ন তু [স্থৈর্য্যমিত্যুচ্যতে ইতি শেষঃ = স্থৈর্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয় না] ॥ ১২০

অনুবাদ। গুরুর উপদেশ এবং বেদান্তবচনসমূহ দ্বারা যে বস্তু নির্ণীত হয়, সেই বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতার সহিত সর্বদা অবস্থান অর্থাৎ ধ্যান করাই স্থৈর্য্য; কিন্তু কেবল শরীরকে নিশ্চল করিয়া রাখাই স্থৈর্য্য নহে ॥ ১২০

অভিমান-বিসর্জনম্ ।

বিত্তৈশ্বর্য্য-তপোরূপ-কুল-বর্ণাশ্রমাদিভিঃ ।

সম্প্রাতাহংকৃতেস্ত্যাগস্ত্ভিমানবিসর্জনম্ ॥ * ১২১

অর্থ। বিত্তৈশ্বর্য্য-তপোরূপ-কুল-বর্ণাশ্রমাদিভিঃ (বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, তপশ্চা, শরীরের সৌন্দর্য্য, বংশ এবং বর্ণাশ্রম প্রভৃতির দ্বারা) সম্প্রাতাহংকৃতেঃ ত্যাগঃ (উৎপন্ন হইয়া থাকে যে অহংকার, তাহারই পরিত্যাগ) অভিমানবিসর্জনম্ (অভিমান-বিসর্জন নামে কথিত হয়) ॥ ১২১

* সম্প্রাতাহংকৃতিত্যাগঃ ইতি বা পাঠঃ ।

অনুবাদ । বিজ্ঞা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, তপশ্চা, বর্ণ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা যে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, একেবারে তাহা পরিত্যাগ করাই অভিমান-বিসর্জন (বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১২১

ঈশ্বরধ্যানম্ ।

ত্রিভিষ্চ করণৈঃ সম্যগ্ হিহ্না বৈষয়িকীং ক্রিয়াম্ ।

স্বাত্মৈকচিন্তনং যত্তদীশ্বরধ্যানমীরিতম্ ॥ ১২২

অর্থ । ত্রিভিঃ (তিন প্রকার) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা) বৈষয়িকীং (বিষয়-সম্বন্ধিনী) ক্রিয়াং (ক্রিয়াকে) সম্যক্ (সর্ব প্রকারে) হিহ্না (পরিত্যাগ করিয়া) যৎ (যে) স্বাত্মৈকচিন্তনং (নিজের আত্মার ধ্যান), তৎ (তাহাই) ঈশ্বরধ্যানম্ (ঈশ্বর-ধ্যান বলিয়া) ঈরিতং (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১২২

অনুবাদ । জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যত প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার হইয়া থাকে, সে সকল পরিত্যাগ করিয়া, নিজের আত্মাকে একাগ্রভাবে চিন্তা করাকেই ঈশ্বরধ্যান বলিয়া (আচার্য্যগণ) নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১২২

ব্রহ্মবিৎসহবাসঃ ।

ছায়েব সর্বদা বাসো ব্রহ্মবিন্দিঃ সহ স্থিতিঃ ॥ ১২৩

অর্থ । ছায়া ইব (ছায়ার ত্যায়) সর্বদা (সকল সময়ে) ব্রহ্মবিন্দিঃ (ব্রহ্মজ ব্যক্তিগণের) সহস্থিতিঃ (সহ অবস্থানই) বাসঃ (ব্রহ্মবিৎ-সহবাস) [উচ্যতে ইতি শেষঃ=উক্ত হইয়া থাকে] ॥ ১২৩

অনুবাদ । ব্রহ্মজ পুরুষগণের সহিত সর্বদা ছায়ার ত্যায় যে অবস্থান, তাহাকেই ব্রহ্মবিৎ-সহবাস বলা যায় ॥ ১২৩

জ্ঞান-নিষ্ঠা ।

যদ্যহুত্তং জ্ঞানশাস্ত্রে শ্রবণাদিক্রমেণ যঃ ।

নিরতঃ কৰ্ম্মধীহীনো জ্ঞাননিষ্ঠঃ স এব হি ॥ ১২৪

অর্থ । জ্ঞানশাস্ত্রে (বেদান্তাদি জ্ঞানশাস্ত্রে) যদ যদ উক্তং (যাহা কিছু

বলা হইয়াছে), শ্রবণাদিক্রমেণু (সেই সেই শ্রবণ-মননাদিক্রমে) কৰ্ম্মবীহীনঃ (কৰ্ম্মবুদ্ধিকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) নিরতঃ (ব্যাপৃত হইয়া থাকে), স এব হি (সেই ব্যক্তিই) জ্ঞাননিষ্ঠঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়) ॥ ১২৪

অনুবাদ। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিষয়ে বোদান্তশাস্ত্রে বাহা কিছু বলা হইয়াছে, তদনুসারে ঐ শ্রবণাদিতে যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই জ্ঞাননিষ্ঠ বলা যায় ॥ ১২৪

সমত্বম্ ।

ধন-কান্তা-জ্বরাদীনাং প্রাপ্তিকালে সুখাদিভিঃ ।*

বিকারহীনতৈব স্মাৎ সুখদুঃখসমানতা ॥ ১২৫

অর্থ। ধনকান্তাজ্বরাদীনাং (অর্থ, রমণী বা জ্বর প্রভৃতি রোগাদির) প্রাপ্তিকালে (প্রাপ্তিসময়ে) সুখাদিভিঃ (সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা) বিকার-হীনতা (নির্বিকারতা) এব (ই) সুখদুঃখসমানতা (সুখ-দুঃখ-সমত্ব) স্মাৎ (বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১২৫

অনুবাদ। ধন, কান্তা (স্ত্রী) কিংবা জ্বর প্রভৃতির প্রাপ্তিকালে অন্তঃকরণে সুখদুঃখাদি দ্বারা কোন প্রকার বিকার না হইতে দেওয়াকেই সুখ-দুঃখ-সমানতা বলা যায় ॥ ১২৫

মানানাসক্তিঃ ।

শ্রেষ্ঠং পূজ্যং বিদিত্বা মাং মানয়ন্তু জনা ভুবি ।

ইত্যাসক্ত্যা বিহীনত্বং মানানাসক্তিরুচ্যতে ॥ ১২৬

অর্থ। মাম্ (আমাকে) শ্রেষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ) পূজ্যং (পূজনীয়) বিদিত্বা (বিবেচনা করিয়া) ভুবি (পৃথিবীতে) জনাঃ (জনসমূহ) মানয়ন্তু (সম্মানিত করুক), ইতি (এই প্রকার) আসক্ত্যা বিহীনত্বং (আসক্তিশূন্যতা) মানানাসক্তিঃ (মানে অনাসক্তি) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৬

অনুবাদ। আমাকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য বোধ করিয়া জনসমূহ সম্মানিত করুক, এইরূপ আসক্তি না থাকাই মানে অনাসক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২৬

*প্রাপ্তিকালে ইতি বা পাঠঃ ।

একান্তশীলতা ।

সচ্চিন্তনশ্চ সংবোধো বিঘ্নোহয়ং নির্জনে ততঃ ।

স্বেয়মিত্যেক এবাস্তি চেৎ সৈবৈকান্তশীলতা ॥ ১২৭

অর্থঃ । অয়ম্ (এই) সংবোধঃ (জনপূর্ণস্থান) সচ্চিন্তনশ্চ (ব্রহ্মচিন্তার পক্ষে) বিঘ্নঃ (ব্যাঘাতকর), ততঃ (সেইজ্ঞ) নির্জনে (জনশূন্য স্থানে) স্বেয়ং (বাস করিতে হইবে), ইতি (এইপ্রকার সংকল্প করিয়া) চেৎ (বদি) এক এব অস্তি (একাকীই অবস্থান করিতে থাকে), সা এব (তাহাই) একান্তশীলতা (একান্তশীলতা বলিয়া) [কথ্যতে ইতি শেষঃ=কথিত হইয়া থাকে] ॥ ১২৭

অনুবাদ । জনপূর্ণস্থান ব্রহ্মচিন্তার ব্যাঘাত করে, সুতরাং নির্জনেই অবস্থান করিতে হইবে; এই প্রকার সংকল্প করিয়া বদি কেহ একাকী বাস করে; তবে সে নির্জনবাসকেই একান্তশীলতা বলা যায় ॥ ১২৭

মুমুক্শুত্বম্ ।

সংসার-বন্ধনিম্মুক্তিঃ কদা বাটিতি মে ভবেৎ ।

ইতি বা সূদৃঢ়া বুদ্ধিরীরিতা সা মুমুক্শুতা ॥ ১২৮

অর্থঃ । কদা (কোন সময়ে) বাটিতি (শীঘ্র) মে (আমার) সংসারবন্ধ-নিম্মুক্তিঃ ভবেৎ (সংসার-বন্ধন হইতে মোক্ষ হইবে) ইতি (এই প্রকার) বা (যে) সূদৃঢ়া (সুস্থির) বুদ্ধিঃ (ভাবনা), সা (তাহাই) মুমুক্শুতা (মোক্ষকামনা বলিয়া) ঈরিতা (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৮

অনুবাদ । সত্তর কোন সময়ে এই সংসার-বন্ধন হইতে আমার মুক্তিলাভ হইবে, এই প্রকার যে সূদৃঢ় ভাবনা, তাহাই মুমুক্শুতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১২৮

দমঃ ।

ব্রহ্মচর্যাদিভির্ধর্মৈবুদ্বৈদোষনিবৃত্তয়ে ।

দণ্ডনং দম ইত্যাহ্বর্মনসঃ শান্তিসাধনম্ ॥ * ১২৯

অর্থঃ । দোষনিবৃত্তয়ে (কামাদি দোষসমূহকে বিধ্বস্ত করিবার জ্ঞ)

* দমশব্দার্থকোবিদাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রহ্মচর্যাদিভিঃ (ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি) ধৰ্মৈঃ (ধৰ্মের দ্বারা) মনসঃ (মনের) শান্তি-
সাধনং (শান্তির উপায়স্বরূপ) দণ্ডনং (দণ্ডপ্রদান অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকে) দমঃ
(দম) ইতি (এই নামে) আছঃ (পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন) ॥ ১২১

অনুবাদ । (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) দোষ নিবৃত্তি করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য
প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা মনের শান্তিবিধানের উপায়স্বরূপ যে দণ্ডন (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ),
তাহাই (পণ্ডিতগণ) দম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১২১

তত্তদ্বৃত্তিনিরোধেন বাহেন্দ্রিয়বিনিগ্রহম্ ।

যোগিনো দম ইত্যাহ্মর্মনসঃ শান্তিসাধনম্ ॥ ১৩০

অর্থঃ । যোগিনঃ (যোগীগণ) তত্তদ্বৃত্তিনিরোধেন (সেই সেই বৃত্তির নিরোধ
দ্বারা) বাহেন্দ্রিয়বিনিগ্রহম্ (বহিরিন্দ্রিয় সকলের দমনকে) দমঃ ইতি (দম নামে)
আছঃ (বলিয়া থাকেন) । [তৎ—তাহা] মনসঃ (মনের) শান্তিসাধনম্ (শান্তি
বা শমের উপায়) ॥ ১৩০

অনুবাদ । সেই সেই বৃত্তির নিরোধ দ্বারা বাহ ইন্দ্রিয়সমূহের দমনকে
যোগীরা দম বলিয়া থাকেন । ইহা মনের শান্তির উপায় ॥ ১৩০

ইন্দ্রিয়েষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু প্রবৃত্তেষু যদৃচ্ছয়া ।

অনুধাবতি তাশ্চেব মনো বায়ুমিবানলঃ ॥ ১৩১

অর্থঃ । ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-
ভোগ্য বিষয়সমূহে) যদৃচ্ছয়া (ঘটনাক্রমে) প্রবৃত্তেষু (প্রবৃত্ত হইলে) অনলঃ ইব
(অগ্নি যেমন) বায়ুং (বায়ুকে) [অনুগমন করে, সেইরূপ] মনঃ (অন্তঃকরণও)
তানি এব (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকেই) অনুধাবতি (অনুসরণ করিয়া থাকে) ॥ ১৩১

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইলে
অগ্নি যেমন বায়ুর অনুসরণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণও স্বভাবের বশে সেই
ইন্দ্রিয়গণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১৩১

ইন্দ্রিয়েষু নিরুদ্ধেষু ত্যক্ত্বা বেগং মনঃ স্বয়ম্ ।

সত্যভাবমুপাদত্তে প্রসাদস্তেন জায়তে ।

প্রসন্নো সতি চিত্তেহস্ম মুক্তিঃ সিধ্যতি নাত্মথা ॥ ১৩২

অর্থঃ । ইন্দ্রিয়েষু (ইন্দ্রিয়সমূহ) নিরুদ্ধেষু (নিরুদ্ধ হইলে পর) মনঃ (অন্তঃকরণ)
স্বয়ং (নিজেই) বেগং (বেগ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সত্যভাবং
(সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি) উপাদত্তে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে), তেন (তাহা
দ্বারাই) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রশান্ততা) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ।
চিত্তে (মনঃ) প্রসন্নো সতি (প্রশান্ত হইলে) অস্ম (সাধকের) মুক্তিঃ (মোক্ষ)

সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) অত্রথা ন (অত্র প্রকারে নহে) [যোক্ষ হইতে পারে না] ॥ ১৩২

অনুবাদ । ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হইলে, অন্তঃকরণ (বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার) বেগ নিষেই পরিত্যাগ করিয়া, সত্যস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান লাভ করে, তাহাতেই চিত্তের প্রসন্নতা উৎপন্ন হয় । এইরূপে চিত্ত যদি প্রসন্ন হয়, তাহা হইলেই মুক্তি সিদ্ধ হয়, অত্রথা হয় না ॥ ১৩২

মনঃপ্রসাদস্ত নিদানমেব

নিরোধনং যৎ সকলেন্দ্রিয়াণাম্ ।

বাহ্যেন্দ্রিয়ে সাধু নিরুদ্ধ্যমানে

বাহ্যার্থভোগো মনসো নিবর্ততে ॥ * ১৩৩

অর্থঃ । যৎ (যাহা) সকলেন্দ্রিয়াণং (সকল ইন্দ্রিয়ের) নিরোধনং (নিরোধ করা) এব (নিশ্চয়) মনঃপ্রসাদস্ত (অন্তঃকরণের প্রসন্নতার) নিদানম্ (মূল কারণ) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে] । বাহ্যেন্দ্রিয়ে (বহিরিন্দ্রিয়) সাধু (সম্যগ্ভাবে) নিরুদ্ধ্যমানে (নিরুদ্ধ হইলে) মনসঃ (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থভোগঃ (বাহ্যবস্তুর উপভোগ) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৩৩

অনুবাদ । সকল ইন্দ্রিয়ের যে নিরোধ তাহাই অন্তঃকরণের প্রসন্নতার কারণ । বহিরিন্দ্রিয় সম্যগ্ভাবে যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই অন্তঃকরণেরও বাহ্যার্থের প্রতি ভোগ-বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৩

তেন স্বদৌষ্ট্যং পরিমুচ্য চিত্তং

শনৈঃ শনৈঃ শান্তিমুপাদদাতি ।

চিত্তস্ত বাহ্যার্থবিমোক্ষমেব

মোক্ষং বিদ্রুমোক্ষণ-লক্ষণজ্ঞাঃ ॥ ১৩৪

অর্থঃ । তেন (সেই দমের দ্বারা) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) স্বদৌষ্ট্যং (নিজের দৃষ্টভাব) পরিমুচ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) শান্তিং (শান্তিকে) উপাদদাতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) । মোক্ষণলক্ষণজ্ঞাঃ (মোক্ষের লক্ষণ বাঁহারা জানেন, তাঁহারা) চিত্তস্ত (অন্তঃকরণের) বাহ্যার্থবিমোক্ষং (বাহ্যার্থ হইতে নিবৃত্তি লাভ করাকে) এব (ই) মোক্ষং (মোক্ষ) বিদ্রুঃ (বলিয়া বুঝিয়া থাকেন) ॥ ১৩৪

অনুবাদ । সেই দমের দ্বারা অন্তঃকরণ নিজের দৃষ্টভাব পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ধীরে ধীরে শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মোক্ষের লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাহ্যার্থ হইতে চিত্তের মোক্ষকেই মোক্ষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন ॥ ১৩৪

* বিদ্রুজ্যতে ইতি বা পাঠঃ ।

দমং বিনা সাধু মনঃপ্রসাদ-

হেতুং ন বিদ্যাঃ স্করং মুমুক্শোঃ ।

দমেন চিত্তং নিজদোষজাতং

বিসৃজ্য শান্তিং সমুপৈতি শীঘ্রম্ ॥ ১৩৫

অর্থঃ । দমং (দমকে) বিনা (ছাড়িয়া) মুমুক্শোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির) স্করম্ (অনার্যসলভ্য) মনঃপ্রসাদহেতুং (চিত্তপ্রসন্নতার কারণ) সাধু (সম্যক-প্রকারে) ন বিদ্যাঃ (আমরা জানি না) । দমেন (দমের দ্বারাই) চিত্তম্ (অন্তঃ-করণ) নিজদোষজাতং (স্বীয় দোষসমূহকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) শীঘ্রং (সত্ত্বর) শান্তিং (শান্তিকে) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৩৫

অনুবাদ । দম ব্যতিরেকে মোক্ষার্থী ব্যক্তির অল্প কোন প্রকার সহজলভ্য চিত্তপ্রসাদের হেতু যে সম্যগভাবে হইতে পারে, ইহা আমরা জানি না । চিত্ত দমের দ্বারা দোষসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শান্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩৫

প্রাণায়ামান্তবতি মনসো নিশ্চলত্বং প্রসাদো

যস্তাপ্যন্ত্য প্রতিনয়িতদিগ্দেশকানাথবেক্ষ্য ।

সম্যগদৃষ্ট্যা কচিদপি তয়া নো দমো হন্ততে তৎ

কুর্যাদ্ ধীমান্ দমমনসশ্চিহ্নশান্ত্যে প্রযত্নাৎ ॥ ১৩৬

অর্থঃ । প্রতিনয়িতদিগ্দেশকানাথি (শাস্ত্রবিহিত নিয়ত দিক্, নিয়ত কাল এবং নিয়ত দেশ প্রভৃতি) অবেষ্য (ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) প্রাণায়ামাৎ (প্রাণায়াম দ্বারা) যন্ত (যাহার) মনসঃ (মনের) নিশ্চলত্বং (নিশ্চলতা) [ভবতীতি শেষঃ=হইয়া থাকে] ; অস্ত্য (এই ব্যক্তির) কচিদপি (কোনও ভোগ্যবস্তুর) তয়া (সেই পূর্বকথিত) সম্যগদৃষ্ট্যা (ইহা পরম সুন্দর এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হইলে) প্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) ন [ভবতীতি=হইতে পারে না] ; তৎ (সেইজন্ত) অদমঃ (দম যাহার সিদ্ধ হয় নাই, এই প্রকার ব্যক্তি) হন্ততে (সিদ্ধি হইতে স্থলিত হইয়া থাকে) ; [অতএব=এই কারণেই] ধীমান্ (সুবোধ ব্যক্তি) অনলসঃ (আলস্কারহিত হইয়া) প্রযত্নাৎ (যত্নের সহিত) চিত্তশান্ত্যে (চিত্তের শান্তির জন্ত) দমং (দমকেই) কুর্য্যাৎ (অভ্যাস করিবে) ॥ ১৩৬

অনুবাদ । শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে নিয়ত দিক্, দেশ ও কালাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণায়াম করিলে যে ব্যক্তির [সময়বিশেষে] চিত্তের নিশ্চলত্ব হয়, দৈববশে উপগত কোন ভোগ্য বস্তুতে চারুতাবুদ্ধির উদয় হইলে, সেই ব্যক্তির [দমসিদ্ধি হয় নাই বলিয়া] চিত্তের প্রসাদ হইতে পারে না ; সেই জন্ত [ইহা স্থির যে,] যাহার দমসিদ্ধি হয় নাই, [তাহার প্রাণায়ামাদি হঠযোগের সিদ্ধি হইলেও] সমাধিপথ হইতে স্থলন, এমন কি বিনাশও হইতে পারে ; এই কারণে

৬০

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ ।

[বাহু হঠযোগাদির উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া] সুবোধ ব্যক্তি প্রবৃত্তির সহিত আনন্দ ত্যাগ করিয়া মনের শান্তির অত্র দম অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ১৩৬

সর্বেন্দ্রিয়াণাং গতিনিগ্রহেণ

ভোগ্যেযু দোষাণুবমর্শনেন ।

ঈশপ্রসাদাচ্চ গুরোঃ প্রসাদা-

চ্ছান্তিং সমায়াত্যচিরেণ চিত্তম্ ॥ ১৩৭

অর্থঃ । সর্বেন্দ্রিয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) গতিনিগ্রহেণ (অভীষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তির নিরোধ দ্বারা) ভোগ্যেযু (ভোগ্যবস্তুসমূহে) দোষাণুবমর্শনেন (দোষ বিচার দ্বারা) ঈশপ্রসাদাৎ (ভগবানের অনুগ্রহে) [এবং] গুরোঃ (শ্রীগুরুদেবের) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহ দ্বারা) অচিরেণ (অল্পকালের মধ্যেই) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) শান্তিং (শান্তিকে) সমায়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৩৭

অনুবাদ । অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়সমূহের যে গতি তাহা নিরোধ করিয়া এবং ভোগ্য বস্তুসমূহের দোষ বিচার করিয়া পরমেশ্বরের রূপায় এবং শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে অল্পকালের মধ্যেই চিত্ত শান্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৩৭

তিতিক্ষা ।

আধ্যাত্মিকাদি যদ্‌ দৃঃখং প্রাপ্তং প্রারব্ধবেগতঃ ।

অচিন্তয়া তৎসহনং তিতিক্ষেতি প্রচক্ষতে ॥ ১৩৮

অর্থঃ । প্রারব্ধবেগতঃ (প্রারব্ধ কর্মের গতিবশতঃ অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফলে) যৎ (বাহ্য কিছু) আধ্যাত্মিকাদি (আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি) দৃঃখং (দঃখ) প্রাপ্তম্ (উপস্থিত হয়), অচিন্তয়া (সে বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া) তৎসহনং (তাহা সহ করাই) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা এই শব্দের অর্থ) প্রচক্ষতে [পণ্ডিতগণ] (বলিয়া থাকেন) ॥ ১৩৮

অনুবাদ । প্রারব্ধকর্মের বেগবশতঃ (অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফলে) আধ্যাত্মিক প্রভৃতি যে কোন দৃঃখ উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া তাহার সহনকেই তিতিক্ষা বলে ॥ ১৩৮

রক্ষা তিতিক্ষাসদৃশী মুমুক্ষো-

র্ন বিত্ততেহসৌ পবিনা ন ভিঙতে ।

যামেব ধীরাঃ কবচীয় বিদ্বান্ *

সর্ববাংস্তৃণীকৃত্য জয়ন্তি মায়াং ॥ ১৩৯

অর্থঃ । যুগ্মাঃ (মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি) তিতিক্ষা-সদৃশী (তিতিক্ষার সমান) রক্ষা (অথ কোন রূপ রক্ষা) ন বিদ্বতে (বিদ্বমান নাই) । অর্সো (এই তিতিক্ষা) পবিনা (বজ্রের দ্বারা) ন ভিদ্বতে (বিদীর্ণ হইতে পারে না) ; ধীরাঃ (ধীরগণ) যাং (যাহাকে) কবচীয় (কবচস্বরূপ করিয়া) সর্বান্ (সমস্ত) বিদ্বান্ (বিদ্বকে) তৃণীকৃত্য (তৃণের দ্বারা উপেক্ষা করিয়া) মায়াং (মায়াকে) জয়ন্তি (জয় করেন) ॥ ১৩৯

অনুবাদ । মোক্ষার্থী ব্যক্তির পক্ষে তিতিক্ষার দ্বারা আত্মরক্ষার উপায় আর নাই । তিতিক্ষা বজ্রের দ্বারাও বিদীর্ণ হয় না । এই তিতিক্ষার দ্বারা ধীর ব্যক্তিগণ দেহরক্ষার বাবতীয় বিষকে উপেক্ষা করিয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ১৩৯

ক্ষমাবতামেব হি যোগসিদ্ধিঃ

স্বারাজ্যলক্ষ্মী-সুখভোগসিদ্ধিঃ ।

ক্ষমাবিহীনা নিপতন্তি বিদ্বৈ-

বীতৈর্হতাঃ পর্ণচয়া ইব দ্রুমাং ॥ ১৪০

অর্থঃ । ক্ষমাবতাং (ক্ষমাশীল অর্থাৎ তিতিক্ষু ব্যক্তিগণের) এব (ই) যোগসিদ্ধিঃ (সমাধিসিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে] ; স্বারাজ্যলক্ষ্মী-সুখভোগসিদ্ধিঃ [চ] (এবং স্বর্গ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্মী দ্বারা যত প্রকার সুখভোগ হইতে পারে, তাহারও সিদ্ধি) [ভবতি=হইয়া থাকে] ; বীতৈঃ (বায়ুসমূহ দ্বারা) হতাঃ (তাড়িত) পর্ণচয়াঃ (পত্রসমূহ) দ্রুমাং (যেমন বৃক্ষ হইতে) নিপতন্তি (পতিত হয়), ক্ষমাবিহীনাঃ (ক্ষমাহীন জনগণও) [তথা=সেইরূপ] বিদ্বৈঃ (বিদ্বসমূহের দ্বারা) নিপতন্তি (যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ১৪০

অনুবাদ । যাহারা ক্ষমাশীল (অর্থাৎ সহিষ্ণু), তাঁহাদেরই যোগসিদ্ধি হয় এবং তাঁহারা স্বর্গীয় সম্পদ লাভজনিত সকল প্রকার সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন । যাহারা ক্ষমাশীল (সহিষ্ণু) নহে, তাঁহারা বায়ু দ্বারা আহত পত্রসমূহ যেমন বৃক্ষ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ (যোগমার্গ হইতে) পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৪০

তিতিক্ষয়া তপো দানং যজ্ঞস্তীর্থং ব্রতং শ্রুতম্ ।

ভূতিঃ স্বর্গোহপবর্গশ্চ প্রাপ্যতে ততদর্থিভিঃ ॥ ১৪১

* কবচীবিদ্বান্ ইতি বা পাঠঃ ।

অথ। তত্ত্বদর্শিভিঃ (সেই সেই ফল কামনা বাহারা করে, তাহারা)
 তিতিক্ষরা (ক্ষমা বা সহিষ্ণুতার প্রভাবেই) তপঃ (তপস্যা) দানং (দান), বজ্রঃ
 (বাগ-হোম প্রভৃতি), তীর্থং (বারাণসী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র), ব্রতং (চান্দ্রায়ণাদি
 ব্রত), শ্রুতং (বিত্তা), ভূতিঃ (ঐশ্বর্য), স্বর্গঃ (স্বর্গ), অপবর্গশ্চ (এবং মোক্ষ)
 প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৪১

অনুবাদ । তত্ত্বফলকামী ব্যক্তিগণ এক তিতিক্ষার (সহিষ্ণুতার) দ্বারাই তপস্যা,
 দান, বজ্র, তীর্থ, ব্রত, বিত্তা, ঐশ্বর্য এবং মোক্ষ পর্যন্তও লাভ করিতে পারে ॥ ১৪১

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাধু নামপি চার্হণম্ ॥*

পরাক্ষেপাদিসহনং তিতিক্ষোরেষ সিধ্যতি ॥ ১৪২

অথ। ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা (হিংসা পরিত্যাগ) সাধুনাং (সাধু-
 গণের) অর্হণং (পূজন), অপিচ (এবং) পরাক্ষেপাদিসহনং (পরের তিরস্কার
 প্রভৃতির সহন) তিতিক্ষোঃ এব (তিতিক্ষাশীল অর্থাৎ সহিষ্ণু ব্যক্তিরই) সিধ্যতি
 (সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১৪২

অনুবাদ । ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সাধুগণের সেবা এবং পরের নিকট হইতে লব্ধ
 তিরস্কার প্রভৃতি সহন, তিতিক্ষাশীল (সহিষ্ণু) ব্যক্তিরই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৪২

সাধনেষপি সর্বেষু তিতিক্ষোভ্রমসাধনম্ ।

যত্র বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে দৈবিকা অপি ভৌতিকাঃ ॥ ১৪৩

অথ। সর্বেষু (সকল) সাধনেষু (সাধনের মধ্যে) তিতিক্ষা (সহন-
 শীলতাই) উত্তমসাধনম্ (উৎকৃষ্ট সাধন) যত্র (যে তিতিক্ষা সিদ্ধ হইলে)
 দৈবিকাঃ (দৈব) ভৌতিকা অপি (এবং ভৌতিক) বিঘ্নাঃ (বিঘ্নসমূহ) পলায়ন্তে
 (পলায়ন করিয়া থাকে) ॥ ১৪৩

অনুবাদ । সকল প্রকার [মোক্ষ] সাধনের মধ্যে সহিষ্ণুতাই অত্যুৎকৃষ্ট
 সাধন ; (কারণ) ইহা দ্বারা দৈবিক এবং ভৌতিক সকল প্রকার বিঘ্নই (সাধকে
 ছাড়িয়া) পলায়ন করিয়া থাকে ॥ ১৪৩

তিতিক্ষোরেষ বিঘ্নেভ্যস্ত্বনিবর্তিতচেতসঃ ।

সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বা অগ্নিমাচ্ছাঃ সমুদ্রয়ঃ ॥ ১৪৪

অথ। বিঘ্নেভ্যঃ (বিঘ্নসমূহ হেতু) অনিবর্তিতচেতসঃ (যাহার চিত্ত
 মোক্ষমার্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করে না, এই প্রকার) তিতিক্ষোঃ এব

* সাধুনামপ্যর্হণম্ ইতি বা পাঠঃ ।

(সহিষ্ণু ব্যক্তিরই) সৰ্বাঃ (সকল প্রকার) অগ্নিমাণ্ডাঃ (অগ্নিমাণ্ডি) সমৃদ্ধয়ঃ (সমৃদ্ধিরূপ) সিদ্ধয়ঃ (সিদ্ধিকরটিই) সিধ্যন্তি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৪

অনুবাদ । বিদ্বন্মহের উদয় হইলেও, মোক্ষপথ হইতে বাহার চিত্ত বিনিবৃত্ত হয় না, এইরূপ সহিষ্ণু ব্যক্তিরই অগ্নিমাণ্ডি ঐশ্বর্য নামে প্রসিদ্ধ সিদ্ধিসমূহ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৪৪

তন্মান্বমুক্ষোঁরধিকা তিতিক্ষা

সম্পাদনীয়েপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে ।

তীত্রা মুমুক্ষা চ মহতু্যপেক্ষা

চোভে তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ ॥ ১৪৫

অর্থঃ । তন্মাৎ (সেই কারণে) ঈপ্সিতকার্য্যসিদ্ধয়ে (অভিলষিত কার্য্য অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধির জন্য) মুমুক্ষাঃ (মোক্ষকাম ব্যক্তির) অধিকা (অধিক) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) সম্পাদনীয়া (সম্পাদনীর অর্থাৎ সম্পাদন করা উচিত); তীত্রা (উৎকট) মুমুক্ষা (মুক্তির ইচ্ছা) চ (এবং) মহতী (প্রবল) উপেক্ষা (বৈরাগ্য), উভে (এই দুইটিই) তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ (তিতিক্ষার সহকারি কারণ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৫

অনুবাদ । সেই কারণে অভিলষিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তির অধিক তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) বাহাতে হয়, তাহা কর্তব্য । তীত্র মোক্ষাভিলাষ এবং উৎকট বৈরাগ্য এই দুইটিই তিতিক্ষার (সহিষ্ণুতার) সহকারি কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৪৫

ততৎকালসমাগতাময়ততেঃ শান্ত্যৈ প্রবৃত্তো যদি

শ্রাৎ ততৎপরিহারকৌষধরতস্তচ্চিস্তনে তৎপরঃ ।

তত্ত্বিক্ষুঃ শ্রবণাদিধর্ম্মরহিতো ভূত্বা মৃতশ্চততঃ

কিং সিদ্ধং ফলমাপ্নু যাদুভয়থা লক্টো ভবেৎ স্বার্থতঃ ॥ ১৪৬

অর্থঃ । ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) যদি (যদি) ততৎকালসমাগতাময়ততেঃ (সেই-সেই যথানির্দিষ্টকালে উপস্থিত ব্যাধি প্রভৃতির) শান্ত্যৈ (উপশমের জন্য) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত) শ্রাৎ (হয়); ততৎপরিহারকৌষধরতঃ (সেই সকল ব্যাধি সারাইবার যে সকল ঔষধ আছে, তাহাতেই রত হইয়া) তচ্চিস্তনে (তাহারই চিন্তায়) তৎপরঃ (সর্বদা ব্যাপৃত হয়), শ্রবণাদিধর্ম্মরহিতঃ (এইরূপে শ্রবণ মনন প্রভৃতি অবশ্যকর্তব্য ভিক্ষুধর্ম্ম হইতে লষ্ট) ভূত্বা (হইয়া) চেৎ (যদি) মৃতঃ (সেই ভিক্ষু মৃত্যুমুখে পতিত হয়), ততঃ (তাহা হইলে) সঃ (সেই ভিক্ষুঃ) কিং সিদ্ধং ফলং

(কি সর্বজনপ্রসিদ্ধ ফল) আপুয়াৎ (প্রাপ্ত হয় ?) উভয়থা (উভয় প্রকারে) স্বার্থতঃ (নিজের স্বার্থ হইতে) ভ্রষ্টঃ (ভ্রষ্ট) ভবেৎ (হইয়া থাকে) ॥ ১৪৬

অনুবাদ । ভিক্ষু যদি বখনই যে সকল ব্যাধি হয় তাহা সহ না করিয়া ব্যাধির প্রতীকারের জন্ত যে ব্যাধির যে ঔষধ সেই সেই ঔষধ সংগ্রহে প্রবৃত্ত ও সেই চিন্তায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং (অদৃষ্টবশতঃ তাহার রোগনিবৃত্তি যদি না হয়, প্রত্যুত সন্ন্যাসীর অবশ্য-কর্তব্য) শ্রবণাদি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে যদি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে সে সেই ঔষধাদির বাহা প্রসিদ্ধ ফল অর্থাৎ আরোগ্য, তাহা কি প্রাপ্ত হয় ? (কখনই না; প্রত্যুত তাহার আরোগ্যও হইল না এবং সন্ন্যাসীর ধর্মও নষ্ট হইল; এইরূপে তিতিক্ষার অভাবে) সে উভয় প্রকারেই স্বার্থভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪৬

যোগমভ্যস্যতো ভিক্ষোর্যোগাচ্চলিতমানসঃ ।*

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ ইত্যাদি গ্রাহ কেশবঃ ॥ ১৪৭

অর্থ । যোগম্ অভ্যাসতঃ (যোগ অভ্যাসে নিরত) ভিক্ষাঃ (সন্ন্যাসীর) [যদি অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে], কেশবঃ (ভগবান্ নারায়ণ) যোগাচ্চলিতমানসঃ (যোগ হইতে বাহার মনঃ বিচলিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (মৃত্যুর পর পুণ্যার্জিত) লোকান্ (লোকসমূহকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) ইত্যাদি (এই প্রকার বাক্যের দ্বারা) [কি গতি হয়, তাহা], [গীতাতে] গ্রাহ (স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন) ॥ ১৪৭

অনুবাদ । যোগ অভ্যাস করিতে করিতে ভিক্ষুর [দৈববশে যত্নের শৈথিল্য ঘটিলে, তাঁহার কীদৃশী গতি হয়, অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে] ভগবান্ কেশব, “যোগ হইতে বিচলিতচিত্ত ব্যক্তি পুণ্যোপার্জিত লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়া” ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন ॥ ১৪৭

ন তু কৃত্ত্বৈব সন্ন্যাসং তুষ্টীমেব য়তস্য চ । †

পুণ্যলোকগতিং ক্রতে ভগবান্ন্যাসমাত্রতঃ ॥ ১৪৮

অর্থ । তু (কিন্তু) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস মাত্র) কৃত্ত্বৈব (করিয়াই) তুষ্টীমেব (কোন প্রকার যোগানুষ্ঠান না করিয়া) য়তস্য (মৃত ব্যক্তির) ত্রাসমাত্রতঃ (কেবল সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই) পুণ্যলোকগতিং (পুণ্যলোকসমূহে গতি) ভগবান্ (নারায়ণ) ন ক্রতে (বলেন নাই) ॥ ১৪৮

* চলিতচেতনঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† মৃতস্য হি ইতি বা পাঠঃ ।

অনুবাদ । কেবল সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়া কোন প্রকার বোগানুষ্ঠান না করিয়া যদি কোন সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে কেবল সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার পুণ্যলোকসমূহে গতি হইবে, এই প্রকার উপদেশ ভগবান্ প্রদান করেন নাই ॥ ১৪৮

ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ।

ইত্যনুষ্ঠেয়সন্ত্যাগাৎ সিদ্ধ্যভাবমুবাচ হ ॥ ১৪৯

অর্থঃ । সন্ন্যাসনাৎ এব (কেবল অনুষ্ঠের কর্মের ত্যাগ করিলেই) সিদ্ধিং (সিদ্ধিকে) ন সমধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় না) ইতি (এইপ্র কার বাক্যের দ্বারা) [ভগবান্ ইতি শেষঃ = ভগবান্ বাসুদেব] অনুষ্ঠেয়সন্ত্যাগাৎ (কেবল অনুষ্ঠের কর্মের পরিত্যাগ করিলে) সিদ্ধ্যভাবং (সিদ্ধির অভাব অর্থাৎ সিদ্ধি হয় না) উবাচ (বলিয়াছেন) ॥ ১৪৯

অনুবাদ । “কেবল সন্ন্যাস (অর্থাৎ কর্মত্যাগ) করিলেই সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না” এই প্রকার উক্তি দ্বারা [ভগবান্] কেবল কর্তব্য কর্মের পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না, তাহা [স্পষ্টই] নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৪৯

তস্মাৎ তিতিক্ষয়া সোঢ়া তত্তদুৎকৃষ্টমুপাগতম্ ।

কুর্য্যাচ্ছত্যানুরূপেণ শ্রবণাদি শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৫০

অর্থঃ । তস্মাৎ (সেই কারণে) উপাগতং (সমুপস্থিত) তত্তৎ (সেই সেই) উৎকৃষ্টং (উৎকৃষ্টকে) তিতিক্ষয়া (সহনশীলতা দ্বারা) সোঢ়া (সহ্য করিয়া) শত্যানুরূপেণ (নিজ সামর্থ্য অনুসারে) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) শ্রবণাদি (শ্রবণ ও মনন প্রভৃতি) কুর্য্যাৎ (করিবে) ॥ ১৫০

অনুবাদ । সেই কারণে [অদৃষ্টবশে] উপস্থিত সেই সেই উৎকৃষ্ট সহনশীলতার দ্বারা সহ্য করিয়া [সন্ন্যাসী] নিজ সামর্থ্য অনুসারে শ্রবণ ও মননাদি করিবে ॥ ১৫০

প্রয়োজনং তিতিক্ষায়াঃ সাধিতায়াঃ প্রযত্নতঃ ।

প্রাপ্তুঃখাসহিষ্ণুত্বে ন কিঞ্চিদপি দৃশ্যতে ॥ ১৫১

অর্থঃ । প্রাপ্তুঃখাসহিষ্ণুত্বে (উপস্থিত উৎকৃষ্ট যদি সহিতে না পারা যায়, তাহা হইলে) প্রযত্নতঃ (যত্নপূর্বক) সাধিতায়াঃ (অভ্যস্ত) তিতিক্ষায়াঃ (সহনশীলতার) কিঞ্চিদপি (কিছুই) প্রয়োজনং (ফল) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না) ॥ ১৫১

অনুবাদ । [প্রাক্তন কর্মবশে] উপস্থিত উৎকৃষ্ট যদি সহিতে না পারা যায়, তাহা হইলে যত্নপূর্বক সাধিত সহনশীলতার কোনই ফল দৃষ্ট হয় না ॥ ১৫১

সন্ন্যাসঃ ।

সাধনত্বেন দৃষ্টানাং সর্বেষামপি কৰ্ম্মণাম্ ।

বিধিনা যঃ পরিত্যাগঃ স সন্ন্যাসঃ সতাং মতিঃ * ॥ ১৫২

অন্বয় । সাধনত্বেন (স্বর্গাদির সাধন অর্থাৎ উপায় স্বরূপে) দৃষ্টানাং (শাস্ত্রে দৃষ্ট) সর্বেষাং (সকল প্রকার) কৰ্ম্মণাম্ অপি (কৰ্ম্মেরই) বিধিনা (শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে) যঃ (যে) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জন), সঃ (তাহাই) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস ইহা) সতাং (সাধুগণের) মতিঃ (জ্ঞান, মত) ॥ ১৫২

অনুবাদ । স্বর্গাদির উপায় বলিয়া যে সকল কৰ্ম্ম শাস্ত্রবিহিত, সেই সকল [নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাৰ্য্য] কৰ্ম্মের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যে পরিত্যাগ, তাহাই সন্ন্যাস—এইপ্রকারই সাধুগণের মত ॥ ১৫২

উপরময়তি কৰ্ম্মাণীভূত্য়পরতিশব্দেন কথ্যতে ত্রাসঃ ।

ত্রাসেন হি সর্বেষাং শ্রুত্যা প্রাপ্তো† বিকৰ্ম্মণাং ত্যাগঃ ॥ ১৫৩

অন্বয় । কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহকে) উপরময়তি (পরিত্যাগ করাইয়া থাকে) ইতি (এজ্ঞ) উপরতিশব্দেন (উপরতি এই শব্দটির দ্বারা) ত্রাসঃ (সন্ন্যাস) কথ্যতে (বুঝাইয়া থাকে) ; সর্বেষাং (সকল) কৰ্ম্মণাং (কৰ্ম্মেরই) ত্রাসেন (পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া) বিকৰ্ম্মণাং (বিরুদ্ধ কৰ্ম্মসমূহেরও) ত্যাগ (পরিত্যাগও) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা) প্রাপ্তঃ (বুঝিতে পারা যায়) ॥ ১৫৩

অনুবাদ । কৰ্ম্মসমূহকে পরিত্যাগ করাইয়া থাকে বলিয়া, উপরতি শব্দে সন্ন্যাস বুঝায় । সকল কৰ্ম্মেরই পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া, [এই সন্ন্যাস-শ্রমে] বিরুদ্ধ কৰ্ম্মসকলেরও ত্যাগ শ্রুতি দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৫৩

কৰ্ম্মণা সাধ্যমানশ্চানিত্যত্বং শ্রীয়েতে যতঃ ।

কৰ্ম্মণাহনেন কিং নিত্যফলেপ্সোঃ পরমার্থিনঃ ॥ ১৫৪

অন্বয় । যতঃ (যেহেতু) কৰ্ম্মণা (কৰ্ম্মের দ্বারা) সাধ্যমানশ্চ (বাহ্য সাধিত হয় তাহার) অনিত্যত্বম্ (বিনাশ) শ্রীয়েতে (বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে) [তন্নাৎ=সেই কারণে] পরমার্থিনঃ ; (ব্রহ্মনিষ্ঠ) নিত্যফলেপ্সোঃ (নিত্যফলার্থী অর্থাৎ মোক্ষাকাশী সন্ন্যাসীর) অনেন কৰ্ম্মণা (এই কৰ্ম্মের দ্বারা) কিম্ ? (কি ফল হইতে পারে ?) ॥ ১৫৪

অনুবাদ । যেহেতু কৰ্ম্মের দ্বারা লব্ধ ফলের অনিত্যত্ব বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে, অতএব এই কৰ্ম্মের দ্বারা মোক্ষার্থীর (সন্ন্যাসীর) কি

* সতাং মতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† প্রাপ্তো বিকৰ্ম্মণাং ত্যাগঃ ইতি বা পাঠঃ ।

প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? (অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না) ॥ ১৫৪

উৎপাদ্যমাপ্যং সংস্কার্যং বিকার্যং পরিগণ্যতে ।

চতুর্বিধং কর্মসাধ্যং ফলং নান্যদিতঃ পরম্ ॥ ১৫৫

অর্থঃ । কর্মসাধ্যং (ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদ্য) ফলং (ফল) উৎপাদ্যম্ (উৎপাদ্য) আপ্যম্ (আপ্য) সংস্কার্যং (সংস্কার্য) বিকার্যং চ (এবং বিকার্য) চতুর্বিধম্ (এই চারি প্রকার) পরিগণ্যতে (পরিগণিত হইয়া থাকে); ইতঃ (ইহা হইতে) পরং (ভিন্ন) অন্তঃ (অন্ত কোন ফল) ন [অন্তি=নাই] ॥ ১৫৫

অনুবাদ । ক্রিয়া দ্বারা বাহ্য নিষ্পন্ন হয়, এইরূপ ফল উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য এবং বিকার্য এই চারি প্রকার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । ইহার অতিরিক্ত ক্রিয়াসাধ্য কোন ফলই হইতে পারে না ॥ ১৫৫

মন্তব্য । ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত যে ফল, তাহাই ক্রিয়ার কর্ম বলিয়া পরিগণিত হয় । এই ফল বা কর্ম বৈয়াকরণগণের মতামুসারে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে । যথা,—উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য এবং বিকার্য । উপাদান কারণ বিহীন হয় না, অথচ ক্রিয়া দ্বারা সেই উপাদান হইতে একটি নূতন বস্তু যদি উৎপন্ন হয়, তাহাকে (সেই বস্তুকে) উৎপাদ্য কর্ম বলা যায় । ইহার উদাহরণ যথা,—পটং করোতি (অর্থাৎ পট করিতেছে) । এই স্থলে পটরূপ যে দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে । কিন্তু ঐ পটের উপাদানস্বরূপ যে সকল তত্ত্ব বা সূত্র—তাহাদের বিনাশ বা বিকার কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না; সূত্ররূপ ধাতুর অর্থ যে ক্রিয়া, পট সেই ক্রিয়ার উৎপাদ্য কর্ম হইতেছে । দ্বিতীয় আপ্য কর্ম—ক্রিয়া দ্বারা কোন বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না, অথচ বাহ্য ক্রিয়ার কর্ম বলিয়া ব্যবহৃত, সেই জাতীয় কর্মের নাম আপ্য কর্ম । উদাহরণ যথা,—দেবদত্তঃ ঘটং জ্ঞানোতি (অর্থাৎ দেবদত্ত ঘটকে জানিতেছে) । এই স্থলে জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা ঘটের কোন প্রকার বিকার বা অবস্থান্তর কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না, অথচ ঘটকে আমরা জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম বলিয়া ব্যবহার করিতেছি; এই কারণে ঘট জ্ঞান ক্রিয়ার আপ্য কর্ম হইতেছে । তৃতীয় সংস্কার্য কর্ম—ক্রিয়ার দ্বারা যে কর্মে কোন প্রকার সংস্কার বা অদৃষ্ট ধর্ম্মবিশেষ উৎপন্ন হয়, সেই কর্মকে সংস্কার্য কর্ম বলা যায় । যথা,—ব্রাহ্মীন্ প্রোক্ষতি (ধাতুকে প্রোক্ষিত করিতেছে) । এই স্থলে প্রোক্ষণ শব্দের অর্থ জলছিটান, এই প্রোক্ষণরূপ ক্রিয়া দ্বারা ধাতুে কোন প্রকার দৃষ্ট বিশেষ না হইলেও, যজ্ঞের প্রকরণে যখন ধাতুে জল ছিটাইবার বিধান করা হইয়াছে এবং ঐ প্রকার ধাতুর দ্বারা পুরোডাশ নির্মাণ (পিষ্টক প্রস্তুত করা) বিহিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ধাতুে জল ছিটাইলে তাহাতে কোন অদৃষ্ট বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় । যাহাতে তাদৃশ অদৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, সেই ধাতু দ্বারা পুরোডাশ নিষ্পন্ন করিয়া তাহা দ্বারা বাগ করিলেই ঐ বাগ সিদ্ধ হয়; প্রোক্ষণ করিলে বা জল ছিটাইলে ধাতুে যে অদৃষ্ট ফল হয়, তাহারই নাম সংস্কার—এই সংস্কার প্রোক্ষণ দ্বারা ধাতুে হয় বলিয়া

ধাতুকে প্রোক্ষণ ক্রিয়ার সংস্কার্য কর্ম বলা বাইতে পারে। চতুর্থ বিকার্য কর্ম—একটি দ্রব্যকে রূপান্তরিত করিয়া যে ক্রিয়া আর একটি দ্রব্য উৎপাদন করে, সেই ক্রিয়ার কর্মকে বিকার্য কর্ম কহে। যেমন—দুগ্ধং দধি কৰোতি বা কাষ্ঠং ভগ্ন কৰোতি (দুগ্ধকে দধি করিতেছে বা কাষ্ঠকে ভগ্ন করিতেছে)। দুগ্ধকে রূপান্তরিত করিয়া দধি উৎপন্ন করিতেছে বা কাষ্ঠকে রূপান্তরিত করিয়া ভগ্ন উৎপন্ন করিতেছে বলিয়া কু ধাতুর অর্থ যে ক্রিয়া—তাহার দধি বা ভগ্নরূপ যে কর্ম, তাহাকে বিকার্য কর্ম বলা যায়। ইহাই হইল চতুর্বিধ কর্ম—এই চতুর্বিধ কর্ম ছাড়া ধাতুর্ধ ক্রিয়ার অথ কোন প্রকার কর্ম হইতে পারে না।—ইহাই হইল এই শ্লোকটির তাৎপর্যার্থ।

নৈতদন্ততমং * ব্রহ্ম কদা ভবিতুমর্হতি ।

স্বতঃসিদ্ধং সর্বদাপ্তং শুদ্ধং নিশ্চলমক্রিয়ম্ ॥ ১৫৬

অর্থ। ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) [যতঃ=যেহেতু] স্বতঃসিদ্ধং (স্বয়ংসিদ্ধ) সর্বদাপ্তং (সর্বদা প্রাপ্ত) শুদ্ধং (বিশুদ্ধস্বভাব) নিশ্চলং (মলহীন) অক্রিয়ম্ (এবং সর্বপ্রকার ক্রিয়া-বিবর্জিত) [অতঃ=এই কারণে] [তৎ=সেই ব্রহ্ম] এতদন্ত-তমম্ (এই চারি প্রকার কর্মের মধ্যে একটি) কদা (কখনও) ন ভবিতুমর্হতি (হইতে পারে না) ॥ ১৫৬

অনুবাদ। যেহেতু পরমাত্মা স্বতঃসিদ্ধ, সর্বদাপ্রাপ্ত, বিশুদ্ধ, মলরহিত এবং নিষ্ক্রিয়; এই কারণে তিনি এই চারিপ্রকার কর্মের মধ্যে কোন একটি বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারেন না ॥ ১৫৬

ন চাহস্য কশ্চিচ্ছ্রুতেনিত্যাগমেন নিষিধ্যতে ।

কারণং ব্রহ্ম তত্তস্মাদ্ ব্রহ্ম নোৎপাদ্যমিষ্যতে ॥ ১৫৭

অর্থ। অস্ত (ইহার, এই ব্রহ্মের) কশ্চিৎ (কেহই) জ্ঞানিতা (উৎপাদয়িতা) ন [অস্তি=নাই] ইতি (এই প্রকার) আগমেন (শ্রুতি দ্বারা) [ব্রহ্মণঃ] কারণং (ব্রহ্মের কারণ) নিষিধ্যতে (নিরাকৃত হইতেছে) তস্মাৎ (সেই কারণে) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) উৎপাদ্যম্ (উৎপাদ্য কর্ম বলিয়া) ন ইষ্যতে (অঙ্গীকৃত হইতে পারেন না) ॥ ১৫৭

অনুবাদ। “ইহার কেহই উৎপাদয়িতা নাই” এই প্রকার শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের কারণ (উৎপত্তিহেতু) নিরাকরণ করিতেছে, এই কারণে সেই ব্রহ্ম [কোন ক্রিয়ার] উৎপাদ্য কর্ম বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারেন না ॥ ১৫৭

আপ্তাপ্যায়োস্ত ভেদশ্চেদ আপ্তা। চাপ্যমবাপ্যতে ।

আপ্তস্বরূপমেবৈতদ্ ব্রহ্ম নাপ্যং কদাচন ॥ ১৫৮

অর্থ। তু (পরন্তু) আপ্তাপ্যায়োঃ (প্রাপ্তির কর্তা এবং কর্ম এই দুইটির মধ্যে)

* অন্ততরম্ ইতি বা পাঠঃ ।

চেৎ (যদি) ভেদঃ (ভেদ) [থাকাই স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম হয়] [তদা=তাহা হইলে] আপ্ত^১ (প্রাপ্তির কর্তা দ্বারা) আপ্যম্ (প্রাপ্তির কৰ্ম) অবাধ্যতে (অবাধ্য অর্থাৎ লব্ধ হইবে) ; এতৎ (এই) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) আপ্তৃস্বরূপমেব (আত্মস্বরূপে সর্বদা সকল বস্তুকেই পাইয়া রহিয়াছেন) [এই কারণে] কদাচন (কোন সময়েই) [এতৎ ব্রহ্ম=এই ব্রহ্ম] আপ্যম্ (প্রাপ্তিক্রিয়ার কৰ্ম) ন [ভবিতুমর্হতি=হইতেই পারেন না] ॥ ১৫৮

অনুবাদ । পরন্তু প্রাপ্তির কর্তা এবং প্রাপ্তির কৰ্ম এই দুইটি বস্তুর মধ্যে ভেদ থাকাই যদি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হয়, তাহা হইলে যে প্রাপ্তির কর্তা, সে অপ্রাপ্ত কৰ্মকে প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্ম সর্বদা সকল বস্তু-প্রাপ্তির কর্তা [এরূপ যদি হইল তবে], এই ব্রহ্ম প্রাপ্তি ক্রিয়ার কৰ্ম কিছতেই হইতে পারেন না ॥ ১৫৮

মলিনশ্চৈব সংস্কারো দর্পণাদেৱিহেয্যতে ।

ব্যোমবস্মিত্যশুদ্ধস্য ব্রহ্মণো নৈব সংক্ষিয়া ॥ ১৫৯

অর্থঃ । মলিনশ্চ (মলিন) এব (হইলেই) দর্পণাদেঃ (দর্পণ প্রভৃতির) ইহ (এই সংসারে) সংস্কারঃ (মার্জনা দ্বারা সংস্কার অর্থাৎ পরিষ্করণ) ইহ্যতে (ইষ্ট হইয়া থাকে) ; ব্যোমবৎ (আকাশের স্থায়) নিত্যশুদ্ধস্য (নিত্য বিশুদ্ধস্বভাব) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) সংক্ষিয়া (সংস্কার অর্থাৎ শোধন) নৈব [ভবিতুমর্হতি=হইতে পারে না] ॥ ১৫৯

অনুবাদ । মলিন হইলেই এই সংসারে দর্পণাদির সংস্কার (অর্থাৎ পরিষ্করণ) ইষ্ট হইয়া থাকে । আকাশের স্থায় নিত্য বিশুদ্ধস্বভাব ব্রহ্মের সংস্কারের প্রয়োজন নাই ॥ ১৫৯

কেন দুষ্টেন যুজ্যেত বস্তু নিশ্চলমক্রিয়ম্ ।

যদ্বোগাদাগতং দোষং সংস্কারো বিনিবর্তয়েৎ ॥ ১৬০

অর্থঃ । নিশ্চলং (নির্দোষ) অক্রিয়ং (ক্রিয়ারহিত) বস্তু (ব্রহ্মস্বরূপ বস্তু) কেন দুষ্টেন (কোন্ দুষ্ট বস্তুর সহিত) যুজ্যেত (যুক্ত হইতে পারে ?) যদ্বোগাৎ (যে দুষ্ট বস্তুর সহিত যোগ হইয়াছে বলিয়া) আগতম্ (আগত) দোষং (দোষকে) সংস্কারঃ (সংস্কার) বিনিবর্তয়েৎ (নিবৃত্ত করিতে পারে) ॥ ১৬০

অনুবাদ । ব্রহ্ম স্বয়ং নির্দোষ ও নিষ্ক্রিয়; কোন্ দুষ্ট বস্তুর সহিত তিনি মিলিত হইতে পারেন, বাহার সহিত মিলনের ফলে জাত দোষকে সংস্কার দ্বারা দূর করিতে হয় ? অর্থাৎ কোন প্রকার দূষিত বস্তু-সংযোগে স্বভাবতঃ নির্দোষ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সদোষ হইতে পারেন আর সংস্কার দ্বারা সেই দোষ নিরাকৃত হইতে পারে এরূপ কল্পনাও করা বাইতে পারে না ॥ ১৬০

নিগুণস্য গুণাধানমপি নৈবোপপত্ততে ।

কেবলো নিগুণশ্চেতি নৈগুণ্যং শ্রীযতে যতঃ ॥ ১৬১

অম্বয়। যতঃ (যেহেতু) কেবলঃ (একমাত্র অর্থাৎ অদ্বিতীয়) নিগুণশ্চ (এবং নিগুণ) ইতি (এইরূপ) নৈগুণ্যং (নিগুণত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব) শ্রুয়তে (শ্রুতিদ্বারা) [প্রতিপাদিত হইয়াছে] [অতঃ=এই কারণে] নিগুণশ্চ (নিগুণ আত্মার) গুণাধানম্ অপি (কোন প্রকার নূতন গুণের আরোপও) নৈব উপপত্ততে (যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না) ॥ ১৬১

অনুবাদ। যেহেতু “[সেই আত্মা] অদ্বিতীয় এবং নিগুণ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আত্মার নিগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, অতএব সেই নিগুণ আত্মাতে কোনপ্রকার গুণের আধান [-রূপ সংস্কারও] যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ১৬১

সাবয়বস্য ক্ষীরাদের্বস্তনঃ পরিণামিনঃ ।

যেন কেন বিকারিত্বং স্ত্রাম্নো নিকর্ম্মবস্তনঃ ॥ ১৬২

অম্বয়। সাবয়বশ্চ (অবয়বযুক্ত) পরিণামিনঃ (অতএব পরিণামী অর্থাৎ বাহ্য রূপান্তরিত হইতে পারে এমন) ক্ষীরাদেঃ (দুগ্ধ প্রভৃতি) বস্তনঃ (দ্রব্যের) যেন কেন (কোন একটি বস্তুর দ্বারা) বিকারিত্বং (বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তি) স্ত্রাং (হইয়া থাকে) নিকর্ম্মবস্তনঃ (ক্রিয়াহীন পরমার্থ বস্তুর) ন বিকারিত্বং স্ত্রাং (বিকার হইতে পারে না) ॥ ১৬২

অনুবাদ। অবয়ববিশিষ্ট অতএব বিকারশীল দুগ্ধাদি বস্তুরই কোন বস্তুর দ্বারা বিকার বা অবস্থান্তর-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আত্মা নিষ্ক্রিয় (সুতরাং নিরবয়ব বস্তু) এই কারণে তাঁহার বিকার হইতে পারে না ॥ ১৬২

নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবত্য়ং নিরঞ্জনম্ ।

ইত্যেব বস্তনস্তত্ত্বং শ্রুতিযুক্তিব্যবস্থিতম্ ॥ ১৬৩

অম্বয়। নিকলম্ (অবয়বশূন্য) নিষ্ক্রিয়ং (ক্রিয়াহীন) শাস্তং (সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত) নিরবত্য়ং (নির্দোষ) নিরঞ্জনঞ্চ (এবং নির্লিপ্ত) ইত্যেব (এই প্রকারই) বস্তনঃ (পরমাত্মস্বরূপ বস্তুর) তত্ত্বং (স্বরূপ) শ্রুতিযুক্তিব্যবস্থিতং (শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে) ॥ ১৬৩

অনুবাদ। নিরবয়ব, ক্রিয়াহীন, সর্বোপদ্রবশূন্য, নির্দোষ এবং নির্লিপ্ত এইপ্রকার বিশেষণদ্বারাই আত্মার (অর্থাৎ ব্রহ্মের) তত্ত্ব শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১৬৩

তস্মান্ন কর্ম্মসাধ্যত্বং ব্রহ্মাণোহস্তি কুতশ্চন ।

কর্ম্মসাধ্যং ত্বনিত্যং হি ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্ ॥ ১৬৪

অম্বয়। তস্মাৎ (সেই কারণে) কুতশ্চন (কোন প্রকারেই) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) কর্ম্মসাধ্যত্বং (কর্ম্মসাধ্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা উৎপত্তি) ন [ভবিতুমর্হতি= হইতে পারে না]। কর্ম্মসাধ্যং (যাহা কর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন, তাহাই)

অনিত্যং (বিনাশী) ; সনাতনং (সর্বকালেই বিद्यমান) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) নিত্যম্ (অবিনাশী) ॥ ১৬৪

অনুবাদ । অতএব ব্রহ্মের কোন প্রকার কর্মসাধ্যত্ব নাই, অর্থাৎ কোনরূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম উৎপন্ন হন না । বাহ্য কর্মসাধ্য, তাহাই বিনাশী ; ব্রহ্ম সনাতন [অতএব] নিত্য ॥ ১৬৪

দেহাদিঃ ক্ষীয়তে লোকেণ যথৈবং কর্মণা চিতঃ ।

তথৈবামুদ্বিকো লোকঃ সঞ্চিতঃ পুণ্যকর্মণা ॥ ১৬৫

অর্থ । কর্মণা (কর্মের দ্বারা) চিতঃ (অর্জিত) দেহাদিঃ (দেহপ্রভৃতি) লোকঃ (ভোগসাধন দ্রব্য) যথা (যেমন) ক্ষীয়তে (কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়), তথৈব (সেইরূপেই) পুণ্যকর্মণা (পুণ্যকর্ম দ্বারা) সঞ্চিতঃ (অর্জিত) আমুদ্বিকঃ (পারলৌকিক) লোকঃ (ভোগসাধন দ্রব্যসমূহও) এবম্ (এই প্রকারেই) [ক্ষীয়তে=ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে] ॥ ১৬৫

অনুবাদ । কর্ম দ্বারা সঞ্চিত দেহাদি ভোগসাধন (ভোগের উপার) দ্রব্য যেমন কালে (নিশ্চয়ই) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যকর্মের দ্বারা অর্জিত স্বর্গপ্রভৃতি পারলৌকিক ভোগসাধনসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬৫

কৃতকল্পমনিত্যত্বে হেতুর্জাগর্তি সর্বদা ।

তস্মাদনিত্যে স্বর্গাদৌ পণ্ডিতঃ কো নু মুহতি ॥ ১৬৬

অর্থ । অনিত্যত্বে (বিনাশিত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধির পক্ষে) কৃতকল্প (ক্রিয়া-সাধ্যব্রহ্ম), হেতুঃ (সাধক হেতু) সর্বদা (সকল সময়েই) জাগর্তি (জাগিয়া রহিয়াছে) ; তস্মাৎ (সেই কারণে) অনিত্যে (বিনশ্বর) স্বর্গাদৌ (স্বর্গপ্রভৃতি ভোগ্য বস্তুতে) কঃ (কোন) পণ্ডিতঃ (বিদ্বান্) মুহতি (মোহপ্রাপ্ত হয় ?) ॥ ১৬৬

অনুবাদ । ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অনিত্যতার হেতুরূপে সর্বদা বিद्यমান অর্থাৎ বাহ্য ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত তাহাই অনিত্য । অতএব কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বর্গ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ? (অর্থাৎ কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই এই সকল বিনশ্বর ভোগ্য বস্তুকে স্থায়ী বলিয়া ভ্রান্ত হন না ।) ॥ ১৬৬

জগদ্বেতোস্তু নিত্যত্বং সর্বেষামপি সম্মতম্ ।

জগদ্বেতুত্বমশ্চেব বাবদীতি শ্রুতির্মূহুঃ ॥ ১৬৭

অর্থ । জগদ্বেতোঃ (বাহ্য জগতের মূলকারণ, তাহার) নিত্যত্বম্ (অবিনাশিত্ব) সর্বেষামপি (সকল দার্শনিকেরই) সম্মতম্ (অভিমত) । শ্রুতিঃ (বেদ) মুহুঃ (বারংবার) অস্মি এব (এই ব্রহ্মেরই) জগদ্বেতুত্বং (জগৎকারণত্ব) বাবদীতি (অতিশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন) ॥ ১৬৭

অনুবাদ । বাহ্য জগতের কারণ, তাহা যে অবিনাশী, ইহা সকল

দার্শনিকেরই অভিমত । শ্রুতি বারংবার এই ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে সুস্পষ্ট-নির্দেশ করিতেছে, [স্তবরাং এই ব্রহ্ম অবিনাশী ।] ॥ ১৬৭

ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যমিতি চ শ্রুতিঃ ।

অশ্বেষ নিত্যতাং ক্রতে জগদ্বৈতেন্ততঃ * স্মৃটম্ ॥ ১৬৮

অর্থ । “ইদম্” (এই) “সর্বং” (সকলই) “ঐতদাত্ম্যং” (ব্রহ্মকে আত্ম-স্বরূপে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে) [এবং] “তৎ” (তাহাই) “সত্যং” (সত্য) ইতি চ (এই প্রকার বহুতর) শ্রুতিঃ (বেদবাক্য) জগদ্বৈতঃ (জগতের হেতুভূত) অশ্বেষ (এই ব্রহ্মেরই) নিত্যতাম্ (অবিনাশিত্ব) ক্রতে (প্রতিপাদন করিতেছে) ; ততঃ (সেই কারণে) স্মৃটং (বিশদভাবে) [ব্রহ্মণো নিত্যত্বং জ্ঞায়তে=ব্রহ্মের নিত্যত্ব বুঝা বাইতেছে] ॥ ১৬৮

অনুবাদ । “এই সকল বিশ্বই ব্রহ্মরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত” এবং “সেই ব্রহ্মই সত্য” এই প্রকার বহুতর শ্রুতিবাক্য জগতের হেতুভূত এই ব্রহ্মেরও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; এইজন্ত তাঁহার নিত্যত্ব স্পষ্টই বুঝা বাইতেছে ॥ ১৬৮

ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেনেতি স্বয়ং শ্রুতিঃ ।

কর্মণো মোক্ষহেতুত্বং সাক্ষাদেব নিষেধতি ॥ ১৬৯

অর্থ । কর্মণা (কর্মের দ্বারা) [অমৃতত্ব] ন (হয় না), প্রজয়া (সন্তানের দ্বারা) [অমৃতত্ব] ন (হয় না), ধনেন (ধনের দ্বারা) [অমৃতত্ব] ন (হয় না), ইতি (এইরূপ) শ্রুতিঃ (বেদবাক্য) স্বয়ং (নিজেই) কর্মণঃ (সকল প্রকার কর্মেরই) মোক্ষহেতুত্বং (মোক্ষকারণত্ব) সাক্ষাৎ এব (প্রত্যক্ষভাবেই) নিষেধতি (নিষেধ করিতেছে) ॥ ১৬৯

অনুবাদ । “কর্মের দ্বারা [অমৃতত্ব লাভ] হয় না, সন্তানের দ্বারা [অমৃতত্ব] হয় না, ধনের দ্বারাও [অমৃতত্ব পাওয়া যায় না]” এই প্রকার শ্রুতিবাক্য নিজেই প্রত্যক্ষভাবে কর্মের মোক্ষহেতুত্ব প্রতিষেধ করিতেছে ॥ ১৬৯

প্রত্যগ্‌ব্রহ্মবিচারপূর্ব্বমুভয়োরেকত্ববোধঃ বিনা †

কৈবল্যং পুরুষশ্চ সিধ্যতি পরব্রহ্মাত্মতালক্ষণম্ ।

ন স্নানৈরপি কীৰ্ত্তনৈরপি জপৈ নো কৃচ্ছ্চান্দ্রায়ণৈ-

নো বাপ্যধ্বরযজ্ঞদাননিগমৈ নো মন্ত্রতন্ত্রৈরপি ॥ ১৭০

অর্থ । পুরুষশ্চ (পুরুষের) পরব্রহ্মাত্মতালক্ষণং (পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্তিরূপ) কৈবল্যং (মোক্ষ) প্রত্যগ্‌ব্রহ্মবিচারপূর্ব্বং (বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা সর্বাস্তরাত্মার স্বরূপ বিচারপূর্ব্বক) উভয়োঃ (জীব এবং ব্রহ্মের) একত্ববোধম্ (অভেদ-জ্ঞান) বিনা (ব্যতিরেকে) স্নানৈঃ অপি (প্রচুর স্নান দ্বারাও) ন

* সন্তঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† বোধাদ্বিনা ইতি বা পাঠঃ ।

সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না), কীৰ্ত্তনৈরপি (কীৰ্ত্তনসমূহের দ্বারাও) [ন সিধ্যতি= সিদ্ধ হয় না], জপৈঃ (বহুসংখ্যক জপ করিলেও) [ন সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না], কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণৈঃ (ক্রেশসাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতসমূহের দ্বারাও) নো [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না], বা (কিংবা) অধ্বরবজ্রদাননিগমৈরপি (বহুবিধ বাগ বজ্র দান এবং অধ্যাপন দ্বারাও) নো [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না], মন্ত্রতন্ত্রৈঃ অপি (মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারাও) নো [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয় না] ॥ ১৭০

অনুবাদ । পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্তিই জীবের মোক্ষ । এই মোক্ষ— ব্রহ্মের স্বরূপ-বিচার হইতে উৎপন্ন জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধ বিনা (অত্ৰ) কোন উপায় দ্বারা হয় না অর্থাৎ প্রচুর জ্ঞান দ্বারা, বহু কীৰ্ত্তন দ্বারা, জপসমূহ দ্বারা, ক্রেশসাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতসমূহ দ্বারা, নানাপ্রকার বাগ বজ্র, (বহুবিধ) দান বা বহু ছাত্রকে অধ্যাপন ও মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি কৰ্ম্মের দ্বারাও [কিছুতেই] ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ১৭০

“জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্” ইতি শ্রুত্যা নিগদ্যতে ।

জ্ঞানস্য মুক্তিহেতুত্বমন্তব্যাবৃতিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭১

অর্থঃ । “জ্ঞানং এব (একমাত্র জ্ঞান হইতেই) কৈবল্যম্” (মোক্ষ) [ভবতি=হয়] ইতি (এইপ্রকার) শ্রুত্যা (শ্রুতি দ্বারা) অন্তব্যাবৃতিপূর্ব্বকং (অপর কারণের প্রতিবেদ করিয়া) জ্ঞানস্য (আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই) মুক্তিহেতুত্বং (মোক্ষকারণত্ব) নিগদ্যতে (প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ১৭১

অনুবাদ । “একমাত্র জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়” এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা অত্ৰ সব কিছুই মোক্ষকারণত্ব প্রতিবেদ করিয়া কেবল জ্ঞানই মোক্ষকারণরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১৭১

বিবেকিনো বিরক্তস্য ব্রহ্মনিত্যত্ববেদিনঃ ।

তদ্ভাবচ্ছেদরনিত্যার্থে তৎসামগ্ৰ্যে কুতো রতিঃ ॥ ১৭২

অর্থঃ । বিবেকিনঃ (বাহার নিত্যানিত্যবস্তুর বিবেক হইয়াছে, সেই) ব্রহ্মনিত্যত্ববেদিনঃ (ব্রহ্মই নিত্য এই প্রকার জ্ঞানশালী) বিরক্তস্য (বিরাগী) তদ্ভাবচ্ছেদাঃ (অতএব ব্রহ্মভাবপ্রার্থী ব্যক্তির) অনিত্যার্থে (কোন প্রকার অনিত্য ভোগ্য বস্তুতে) তৎসামগ্ৰ্যে (অথবা বাবতীর অনিত্য ভোগ্যমাত্র) কুতো (কি প্রকারে) রতিঃ (অনুরাগ হইতে পারে ?) ॥ ১৭২

অনুবাদ । নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বভাব যে বুঝিয়াছে, ব্রহ্মই নিত্য এই প্রকার বোধ বাহার হইয়াছে, সংসারে বাহার বৈরাগ্য হইয়াছে এবং ব্রহ্মভাব লাভ করিবার ইচ্ছা বাহার হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির কোন একটি অনিত্য বস্তুতে কিংবা সকলপ্রকার ভোগ্য বস্তুতে কি কারণে অনুরাগ হইবে ? ॥ ১৭২

তস্মাদনিত্যে স্বর্গাদৌ সাধনত্বেন চোদিতম্ ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং চাপি সর্বং কৰ্ম্ম সমাধনম্ ।

মুমুক্শুণা পরিত্যজ্যং ব্রহ্মভাবমভীপ্সুনা ॥ ১৭৩

অথ। ব্রহ্মভাবমভীপ্সুনা (ব্রহ্ম-ভাবকে যে পাইতে ইচ্ছা করে এইরূপ) মুমুক্শুণা (মোক্ষার্থী-ব্যক্তি কর্তৃক) সাধনং (সাধনসমূহের সহিত) স্বর্গাদৌ (স্বর্গ প্রভৃতি) অনিত্যে (অনিত্য বস্তুর প্রতি) সাধনত্বেন (সাধন বলিয়া) চোদিতং (শাস্ত্রবিহিত) অপিচ (এবং) নিত্যং (নিত্য) নৈমিত্তিকম্ (এবং নৈমিত্তিক) সর্বং কৰ্ম্ম (অর্থাৎ সকল প্রকার কৰ্ম্মই) পরিত্যজ্যং (ত্যাগ হওয়া উচিত) ॥ ১৭৩

অনুবাদ। যিনি ব্রহ্মভাব অভিলাষ করেন, এইরূপ মুমুক্শু ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গাদি অনিত্য ফলের সাধন (উপায়) বলিয়া শাস্ত্রবিহিত যে সকল কাম্য নিত্য বা নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম আছে, তৎ সমস্তই সাধনের সহিত পরিত্যাজ্য ॥ ১৭৩

মুমুক্শোরপি কৰ্ম্মাস্তু শ্রবণং চাপি সাধনম্ ।

হস্তবদ্ধয়মেতশ্চ স্বকার্য্যং সাধয়িষ্যতি ॥ ১৭৪

অথ। শ্রবণং (বেদান্তবাক্য শ্রবণ) কৰ্ম্ম চ (এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম) মুমুক্শোঃ (মোক্ষার্থী) সাধনং (মোক্ষের সাধন) অস্তু (হউক) এতশ্চ (এই মুমুক্শু ব্যক্তির) দ্বয়ম্ (এই দ্বিবিধ কার্য্যই) হস্তবৎ (হস্তের ত্রায়) স্বকার্য্যং (তত্ত্বজ্ঞানরূপ নিজকার্য্য) সাধয়িষ্যতি (সাধন করিবে) ॥ ১৭৪

অনুবাদ। বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ—এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম এই দুইটিই মুমুক্শু ব্যক্তির মোক্ষলাভের উপায় হউক, মুমুক্শু ব্যক্তির এই দ্বিবিধ কার্য্যই দুইটি হস্তের ত্রায় তত্ত্বজ্ঞানরূপ নিজ কার্য্য সাধন করিবে ॥ ১৭৪

যথা বিজৃম্বতে দীপঃ ঋজুকরণকৰ্ম্মণা ।

তথা বিজৃম্বতে * বোধঃ পুংসো বিহিতকৰ্ম্মণা ॥ ১৭৫

অথ। ঋজুকরণকৰ্ম্মণা (ঋজুকরণকৰ্ম্ম অর্থাৎ সলিতাকে সরল করিয়া দেওয়া রূপ কৰ্ম্মের দ্বারা) যথা (যেমন) দীপঃ (দীপশিখা) বিজৃম্বতে (বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়), তথা (সেইরূপ) বিহিতকৰ্ম্মণা (শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম দ্বারা) পুংসোঃ (মুমুক্শু ব্যক্তির) বোধঃ (তত্ত্বজ্ঞান) বিজৃম্বতে (ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে) ॥ ১৭৫

অনুবাদ। সলিতাকে সরল করিয়া দিলে যেমন দীপ-শিখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান করিলে মুক্তিকামী সাধকের বোধ অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানও ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে ॥ ১৭৫

অতঃ সাপেক্ষিতং জ্ঞানমথবাহপি সমুচ্চয়ম্ ।

মোক্ষশ্চ সাধনমিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৭৬

অথ। অতঃ (এই কারণে) জ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান) সাপেক্ষিতম্ (এইভাবে নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের অপেক্ষা করিয়া থাকে)। অথবাহপি (পক্ষান্তরে)

* তথা শ্রবণজ্ঞো বোধঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ) সমুচ্চয়ঃ (নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের সহিত মিলিত তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞান ও কৰ্ম্মের সমুচ্চয়কে) সাধনং (মোক্ষের সাধন অর্থাৎ উপায়) বদন্তি (বলিয়া নির্দেশ করেন) ॥ ১৭৬

অনুবাদ । এই কারণে—নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্মের দ্বারা পরিপুষ্ট জ্ঞান অথবা নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম এবং জ্ঞান মিলিত ভাবে মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন (উপায়) হইয়া থাকে—ব্রহ্মবাদিগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ১৭৬

মুমুক্শোযুজ্যতে ত্যাগঃ কথং বিহিতকৰ্ম্মণঃ ॥ ১৭৭

ইতি শঙ্কা ন কর্তব্য মূঢ়বৎ পণ্ডিতোত্তমৈঃ ।

কৰ্ম্মণঃ ফলমশ্রুত্ব শ্রবণস্য ফলং পৃথক্ ॥ ১৭৮

অন্বয় । বিহিতকৰ্ম্মণঃ (সন্ধ্যা বন্দনা এবং অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রুতিবিহিত কৰ্ম্মের) ত্যাগঃ (একেবারে পরিত্যাগ) মুমুক্শোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির পক্ষে) কথং (কি প্রকারে) যুক্ত্যতে (যুক্তিযুক্ত হইতে পারে) ইতি (এইপ্রকার) শঙ্কা (আশঙ্কা) মূঢ়বৎ (মূর্খ ব্যক্তিগণের দ্বারা) পণ্ডিতোত্তমৈঃ (পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণের) ন কর্তব্য (করা উচিত নহে) । কৰ্ম্মণঃ (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কৰ্ম্মের) ফলং (ফল) অশ্রুত্ব (অশ্রুত্ব) তু (এবং) শ্রবণস্য (সন্ধ্যাসের পরে বিহিত বেদান্তবাক্য শ্রবণের) ফলং (ফল) পৃথক্ (তাহা হইতে ভিন্ন) ॥ ১৭৭—১৭৮

অনুবাদ । [সন্ধ্যা বন্দনা এবং অগ্নিহোত্র প্রভৃতি] বিহিত কৰ্ম্মের ত্যাগ মুমুক্শু ব্যক্তির পক্ষে কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ?—এই প্রকার শঙ্কা মূর্খ ব্যক্তির দ্বারা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণের হওয়া উচিত নহে । কারণ, [অগ্নিহোত্রাদি] বিহিত কৰ্ম্মের ফল হইতে মুমুক্শু ব্যক্তির পক্ষে বিহিত শ্রবণাদির ফল সম্পূর্ণ পৃথক্ ॥ ১৭৭—১৭৮

বৈলক্ষণ্যং চ সামগ্র্যোচ্চোভয়ত্রাহিকারিণোঃ ।

কামী কৰ্ম্মণ্যধিকৃতো নিকামী শ্রবণে মতঃ ॥ ১৭৯

অন্বয় । উভয়ত্র (উভয়পক্ষে অর্থাৎ কৰ্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে) অধিকারিণোঃ (দ্বিবিধ অধিকারীর) সামগ্র্যোঃ (দ্বিবিধ সাধনসমূহের) বৈলক্ষণ্যং (পার্থক্য, বিভিন্নতা) [অস্তি=আছে] । কামী (বাহার কামনা আছে এইরূপ ব্যক্তিই) কৰ্ম্মণি (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিহিত কৰ্ম্মে) অধিকৃতঃ (অধিকারী হইয়া থাকে), নিকামী (সুখকামনারহিত ব্যক্তিই) শ্রবণে (বেদান্তবাক্য শ্রবণে) মতঃ (অনুমোদিত হইয়া থাকেন) ॥ ১৭৯

অনুবাদ । কৰ্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় মার্গে দ্বিবিধ অধিকারী ও সাধনসামগ্রী পরস্পর পৃথক্ হইয়া থাকে । [যে ব্যক্তি] কামী [সেই ব্যক্তি] কৰ্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকে, [আর যিনি] নিকামী অর্থাৎ কামনাশূন্য (সেই ব্যক্তিই) বেদান্ত-বাক্য শ্রবণে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭৯

অর্থী সমর্থ ইত্যাদি লক্ষণং কৰ্ম্মিণো মতম্ ।

পরীক্ষ্য লোকানিত্যাদি লক্ষণং মোক্ষকাজিঞ্চণঃ ॥ ১৮০

অথবা । অর্থী (ধনবান্) সমর্থঃ (সামর্থ্যযুক্ত) ইত্যাদি (এই সকল বিশেষণ) কৰ্ম্মিণঃ (কৰ্ম্মানুষ্ঠান-কর্ত্তার) লক্ষণং (স্বরূপ) মতম্ (বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে) । পরীক্ষ্য (পরীক্ষা করিয়া) [কৰ্ম্মচিহ্নান্] লোকান্ (কৰ্ম্ম দ্বারা অৰ্জ্জিত লোকসমূহকে) [ব্রাহ্মণ তৎপ্রতি নির্ভেদ লাভ করিবে] ইত্যাদি (এই প্রকার শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত ধৰ্ম্মই) মোক্ষকাজিঞ্চণঃ (মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির) লক্ষণং (স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে) ॥ ১৮০

অনুবাদ । “ধনবান্” এবং “সামর্থ্যযুক্ত” এই প্রকার বিশেষণগুলিই কৰ্ম্মিব্যক্তির লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । “কৰ্ম্ম দ্বারা অৰ্জ্জিত লোক [কখনই নিত্য হইতে পারে না এই প্রকার] পরীক্ষা করিয়া [ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে]” এই প্রকার শ্রুতি দ্বারা মোক্ষার্থীর লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ॥ ১৮০

মোক্ষাধিকারী সন্ন্যাসী গৃহস্থঃ কিল কৰ্ম্মণি ।

কৰ্ম্মণঃ সাধনং ভার্য্যা শ্রক্শ্রবাদিপরিগ্রহঃ ॥ ১৮১

অথবা । সন্ন্যাসী (যে সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই) মোক্ষাধিকারী (মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকে) ; গৃহস্থঃ (যে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই) কিল (নিশ্চয়ই) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকে) । ভার্য্যা (পত্নী) শ্রক্শ্রবাদিপরিগ্রহঃ (শ্রক্ এবং শ্রব নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষের পরিগ্রহ) কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্মের) সাধনং (সিদ্ধির হেতু হয়) ॥ ১৮১

অনুবাদ । সন্ন্যাসীই মোক্ষের অধিকারী এবং গৃহস্থ ব্যক্তিই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী । পত্নী এবং শ্রক্ শ্রব প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্রের পরিগ্রহই কৰ্ম্মের সাধন (উপায়) ॥ ১৮১

নৈবাস্ত্র সাধনাপেক্ষা * শুশ্রূষোন্ত গুরুং বিনা ।

উপযু্যপরিগ্রহংকারো বর্দ্ধতে কৰ্ম্মণা ভূশম্ ॥ ১৮২

অথবা । অস্ত্র (এই) শুশ্রূষাঃ (বেদান্তবাক্য-শ্রবণাভিলাষীর) গুরুং বিনা (গুরু বিনা) সাধনাপেক্ষা (অস্ত্র সাধনের অপেক্ষা) নৈব [অস্তি=নাই] । কৰ্ম্মণা (কৰ্ম্ম দ্বারা) অহংকারঃ (অভিমান) উপযু্যপরি (পরে পরে, ক্রমশঃই) ভূশম্ (অতিশয়রূপে) বর্দ্ধতে (বাড়িয়া থাকে) ॥ ১৮২

অনুবাদ । বেদান্তবাক্য শ্রবণে বাহার অভিলাষ হইয়াছে, তাদৃশ সন্ন্যাসীর গুরু ভিন্ন অস্ত্র কোন সাধনের অপেক্ষা নাই । কৰ্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা কিন্তু উপযু্যপরি অতিরিক্ত ভাবে লোকের অভিমানই বাড়িয়া থাকে ॥ ১৮২

* নৈবাস্ত্রসাধনাপেক্ষা ইতি বা পাঠঃ ।

অহঙ্কারস্য বিচ্ছিত্তিঃ শ্রবণেন প্রতিক্ষণম্ ।

প্রবর্তকং কর্মশাস্ত্রং জ্ঞানশাস্ত্রং নিবর্তকম্ ॥ ১৮৩

অর্থঃ । শ্রবণেন (বেদান্তবাক্যের শ্রবণ দ্বারা) প্রতিক্ষণং (সর্বদা) অহঙ্কারস্ত (অভিমানের) বিচ্ছিত্তিঃ (উচ্ছেদ) [ভবতি=হইয়া থাকে] । কর্মশাস্ত্রং (কর্মকাণ্ড) প্রবর্তকং (লোকের হৃদয়ে প্রবৃত্তির জনক), জ্ঞানশাস্ত্রং (বেদান্ত-শাস্ত্ররূপ জ্ঞান-কাণ্ড) নিবর্তকং (নিবৃত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে) ॥ ১৮৩

অনুবাদ । [বেদান্তবাক্যের] শ্রবণ দ্বারা সর্বদাই অহঙ্কারের উচ্ছেদ হইয়া থাকে । কর্মশাস্ত্র প্রবৃত্তির হেতু, জ্ঞানশাস্ত্র নিবৃত্তির হেতু ॥ ১৮৩

ইত্যাদি বৈপরীত্যং তৎসাধনে চাধিকারিণোঃ ।

দ্বয়োঃ পরস্পরাপেক্ষা বিদ্যতে ন কদাচন ॥ ১৮৪

অর্থঃ । অধিকারিণোঃ (মোক্ষ এবং স্বর্গাদি স্তূথের অধিকারী এই দুই জনের) তৎসাধনে (সেই ফলের সাধনে) ইত্যাদি (এইরূপ নানা) বৈপরীত্যং (পার্থক্য ও বিরুদ্ধ ভাব) [বিদ্যতে=বর্তমান রহিয়াছে] । [এই কারণে] দ্বয়োঃ (মোক্ষসাধন এবং জ্ঞানসাধন এই উভয়বিধ সাধনের) কদাচন (কোন কালেও) পরস্পরাপেক্ষা (পরস্পরের অপেক্ষা) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই) ॥ ১৮৪

অনুবাদ । জ্ঞান এবং কর্মের অধিকারী দুইজনের নিজ নিজ ইষ্ট ফল সাধনের এইরূপ নানাপ্রকার পার্থক্য দেখা যায় । এই কারণে মোক্ষের সাধন এবং কর্মের সাধনের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষা একেবারেই বিদ্যমান নাই অর্থাৎ একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল নহে ॥ ১৮৪

সামগ্র্যোচ্চাভয়োস্তদ্বৎ উভয়ত্রাধিকারিণোঃ ।

উর্দ্ধং নয়তি বিজ্ঞানমধঃ প্রাপয়তি ক্রিয়া ॥ ১৮৫

অর্থঃ । উভয়ত্র (জ্ঞানমার্গ এবং কর্মমার্গ এই উভয় মার্গে) তদ্বৎ (সেই পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সাধনের স্থায়) অধিকারিণোঃ (অধিকারিণ্যয়ের) সামগ্র্যোচ্চ (উপকরণ সামগ্রীরও) উভয়োঃ (উভয়ের) [বৈপরীত্যম্ অস্বীতি স্বপ্ন্যভে=বৈপরীত্য বিদ্যমান রহিয়াছে] । বিজ্ঞানম্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) উর্দ্ধং (উর্ধ্বে) নয়তি (লইয়া যায়), ক্রিয়া (সকাম কর্ম) অধঃ (নিম্নে) প্রাপয়তি (লইয়া যায়) ॥ ১৮৫

অনুবাদ । (যেমন) সাধনের মধ্যে (পরস্পর পার্থক্য আছে ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে), সেইরূপই জ্ঞান ও কর্মমার্গের অধিকারিণ্য এবং সামগ্রীদ্বয়ও পরস্পর পৃথক্ হইয়া থাকে । তত্ত্বজ্ঞান পুরুষের আত্মোৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকে, আর সকাম কর্মাত্মস্থান তাহার অধোগতির কারণ হয় ॥ ১৮৫

কথমন্তোত্তমতোহপেক্ষা * কথং বাহপি সমুচ্চয়ঃ ।

যথাম্নেস্তু গৃকুটস্ত তেজসস্তিমিরস্ত চ ॥ ১৮৬

* কথমন্তোত্তমতোহপেক্ষা ইতি বা পাঠঃ ।

অথ। যথা (যেমন) অগ্নেঃ (অগ্নির) তৃণকূটস্থ (এবং তৃণসমূহের) তেজসঃ (তেজের) তিমিরস্থ চ (এবং অন্ধকারের) [অপেক্ষা সমুচ্চয়ঃ বা ন সম্ভবতি=পরস্পরাপেক্ষা কিংবা মিলিত হইয়া একত্র কার্য করা সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ] অত্রোক্তঃ (তত্ত্বজ্ঞানসাধনাদির এবং কর্মসাধনাদির মধ্যে পরস্পর) কথং (কিরাপে) অপেক্ষা (পরস্পর নির্ভর) [সম্ভবতি=সম্ভবে] কথং বাহপি (কি প্রকারেই বা) সমুচ্চয়ঃ (মিলন) [সম্ভবতি=সম্ভবপর হইতে পারে ?] ॥ ১৮৬

অনুবাদ। যেমন অগ্নি ও তৃণের কিংবা তেজঃ এবং অন্ধকারের মধ্যে পরস্পর নির্ভর বা মিলিত হইয়া কার্য করা সম্ভব নহে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গের এবং কর্মমার্গের সাধনের মধ্যে পরস্পর নির্ভর এবং মিলিত হইয়া একত্র কার্য করা কিরাপে সম্ভবপর হইতে পারে ? ॥ ১৮৬

সহযোগে ন ঘটতে তথৈব জ্ঞানকর্মণোঃ ।

কিমূপকুর্য্যাজ্ জ্ঞানস্থ কর্ম স্বপ্রতিযোগিনঃ ॥ ১৮৭

অথ। তথা এব (সেই প্রকারেই) জ্ঞানকর্মণোঃ (জ্ঞান এবং কর্মের) সহযোগঃ (মিলন, এক পুরুষের দ্বারা এককালে অনুষ্ঠান) ন ঘটতে (ঘটিতে পারে না) কর্ম (বিহিত কর্ম) স্বপ্রতিযোগিনঃ (নিজের প্রতিকূল) জ্ঞানস্থ (জ্ঞানের) কিমু (কি) উপকুর্য্যাজ্ (উপকার করিবে ?) ॥ ১৮৭

অনুবাদ। সেই প্রকারেই (অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের সাধন প্রভৃতির যেমন সহযোগ হয় না, সেইরূপই) জ্ঞান এবং কর্মের সহযোগ হইতে পারে না। কর্ম নিজের প্রতিকূল জ্ঞানের কি সাহায্য করিতে পারে ? (অর্থাৎ কোন প্রকার সাহায্যই করিতে পারে না) ॥ ১৮৭

যশ্চ সন্নিধিমাত্রেন স্বয়ং ন স্ফূর্তিমুচ্ছতি ॥ ১৮৮

অথ। যশ্চ (যাহার) সন্নিধিমাত্রেন (সন্নিধান হইলে) স্বয়ং (নিজেই) স্ফূর্তিঃ (বিকাশ) ন ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ১৮৮

অনুবাদ। যে জ্ঞানের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম স্বয়ং প্রকট হইতে পারে না [কর্ম কিরাপে সেই জ্ঞানের সাহায্য করিতে পারে ?] ॥ ১৮৮

কোটীক্ষনাদিঞ্জলিতোহপি বহি-

রকশ্চ নার্ত্যুপকর্তুর্নীয়ৎ ।

যথা তথা কর্মসহস্রকোটীঃ

জ্ঞানস্থ কিং তু * স্বয়মেব লীয়তে ॥ ১৮৯

অথ। যথা (যেমন) কোটীক্ষনাদিঞ্জলিতঃ অপি (পর্বতপ্রমাণ কোটি কাষ্ঠ দ্বারা প্রঞ্জলিত হইলেও) বহিঃ (অগ্নি) অর্কশ্চ (সূর্য্যের) দ্বয়ং (অল্প-মাত্রাও) উপকর্তুম্ (উপকার করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না), তথা

* কিং তু স্বয়মেব লীয়তে ইতি বা পাঠঃ ।

(তেনমই) কর্মসহস্রকোটিঃ (সহস্র কোটি সংখ্যক কর্ম) জ্ঞানশ্রু (জ্ঞানের) [ঈষৎ উপকর্ত্ত্বং ন অর্হতি ইতি বাবৎ—অল্পমাত্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় না] । কিং তু (পরন্তু) স্বয়ম্ এব (কর্ম নিজেই) নীরতে (বিলীন হয়) ॥ ১৮৯

অনুবাদ । যেমন পর্বত-পরিমাণ কোটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নি সূর্যের অল্পমাত্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সহস্রকোটি কর্মও জ্ঞানের ঈষন্মাত্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় না ; পরন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম নিজেই লয় পায় ॥ ১৮৯

এককর্ত্ত্বাশ্রয়ো হন্তো কর্মণ্যধিক্তাবুভৌ ।

সহযোগস্তয়োযুক্তৌ ন তথা জ্ঞানকর্মণোঃ ॥ ১৯০

অর্থ । উভৌ হন্তৌ (হস্তদ্বয়) এককর্ত্ত্বাশ্রয়ো (একই কর্ত্তার আশ্রিত বলিয়া) কর্মণি (একই প্রকার কর্মে) অধিক্তৌ (নিযুক্ত হইয়া থাকে) ; তয়োঃ (সুতরাং সেই হস্তদ্বয়ের) সহযোগঃ (সংযোগ) যুক্তঃ (যুক্তিযুক্ত বা সম্ভবপর) তথা (সেইরূপ) জ্ঞানকর্মণোঃ (জ্ঞান এবং কর্মের) ন (বিহিত নহে) ॥ ১৯০

অনুবাদ । হস্তদ্বয় এক কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে বলিয়া এক প্রকার কর্ম সম্পাদনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই কারণে সেই হস্তদ্বয়ের সংযোগ (এককার্য্যসম্বন্ধ) হইয়া থাকে ; কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের এই প্রকার সংযোগ হইতে পারে না ॥ ১৯০

কর্ত্ত্বা কর্ত্তুমকর্ত্ত্বং বাহপ্যন্থথা কর্ম শক্যতে ।

ন তথা বস্তনো জ্ঞানং কর্ত্তৃত্ত্বং কদাচন ॥ ১৯১

অর্থ । কর্ত্ত্বা (কার্য্য যে করে সেই ব্যক্তি দ্বারা) কর্ম (কার্য্য) কর্ত্ত্বং (করিতে) অকর্ত্ত্বং (না করিতে) অন্থথা বা অপি (অথবা অন্য প্রকারও করিতে) শক্যতে (পারা যায়) ; তথা (সেইরূপ) বস্তনো জ্ঞানং (যথাভূত বস্তুর জ্ঞান) কর্ত্তৃত্ত্বং (কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন) কদাচন (কোন সময়েই) ন (হইতে পারে না) ॥ ১৯১

অনুবাদ । কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে কর্ম করিতে বা না করিতে অথবা অন্য প্রকার করিতে পারে ; কিন্তু বস্তুর জ্ঞান কোন সময়ে এই প্রকার কর্ত্তার ইচ্ছানু-সারি হইতে পারে না ॥ ১৯১

যথা বস্ত তথা জ্ঞানং প্রমাণেন বিজায়তে ।

নাপেক্ষতে চ যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম বা যুক্তিকৌশলম্ ॥ ১৯২

অর্থ । প্রমাণেন (প্রমাণের দ্বারা) যথা বস্ত (বস্ত বৈরূপ) তথা (সেই প্রকারেরই) জ্ঞানং (জ্ঞান) বিজায়তে (হইয়া থাকে) ; [তৎ বস্ততত্ত্বজ্ঞানং—সেই বস্ততত্ত্বজ্ঞান] যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম (যে কোনপ্রকার কর্ম) যুক্তিকৌশলং বা (অথবা যুক্তির কৌশলকে) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে না) ॥ ১৯২

অনুবাদ । প্রমাণ দ্বারা বস্ত বৈরূপ, জ্ঞানও সেইরূপই হইয়া থাকে ; এই

(বস্তুস্বভাবাবীন) জ্ঞান কোন প্রকার কৰ্ম বা যুক্তির কৌশলকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ তাহা কৰ্ম বা যুক্তিকৌশলের উপর নির্ভর করে না ॥ ১২২

জ্ঞানস্ত বস্তুতত্ত্বস্বৈ সংশয়াদ্যদয়ঃ কথম্ ।

অতো ন বাস্তবং জ্ঞানমিতি নো শক্যতাং বুধৈঃ ॥ ১২৩

অনুবাদ । জ্ঞানস্ত (জ্ঞানের) বস্তুতত্ত্বস্বৈ (বস্তুপরতত্ত্বতা সিদ্ধ হইলে) কথং (কি প্রকারে) সংশয়াদ্যদয়ঃ (সংশয়াদির উৎপত্তি হইতে পারে?) অতঃ (এই কারণে) জ্ঞানং (জ্ঞান) বাস্তবং (বস্তুর যাহা স্বরূপ তদ্রূপই) ন (হইতে পারে না) ইতি (এই প্রকার) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ) নো শক্যতাং (যেন শঙ্কা না করেন) ॥ ১২৩

অনুবাদ । জ্ঞান যদি বস্তুপরতত্ত্ব হয় [অর্থাৎ বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হইবে, ইহার অত্থা হইতে পারে না—এই প্রকার সিদ্ধান্ত যদি মানিয়া লওয়া যায়], তাহা হইলে সংশয় এবং ভ্রান্তির উৎপত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? এই কারণে [বলিতে হইবে যে] জ্ঞান বস্তুপরতত্ত্ব নহে [অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ও বেক্রপ, জ্ঞানও যে সেইরূপ হইবে, ইহা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না]—এই প্রকার আশঙ্কা পণ্ডিতগণের করা উচিত নহে ॥ ১২৩

প্রমাণাসৌষ্ঠবকৃতং * সংশয়াদি ন বাস্তবম্ ।

শ্রুতিপ্রমাণস্বর্ভূতস্বৈ জ্ঞানং ভবতি বাস্তবম্ ॥ ১২৪

অনুবাদ । প্রমাণাসৌষ্ঠবকৃতং (প্রমাণের অনুৎকর্ষজাত) সংশয়াদি (সংশয় প্রভৃতি অর্থাৎ সংশয় বা ভ্রম) ন বাস্তবং (বাস্তব হয় না অর্থাৎ যে বস্তুর আশ্রয়ে উহা উৎপন্ন হয়, ঠিক তদনুরূপ হয় না); [কিন্তু] শ্রুতিপ্রমাণস্বর্ভূতস্বৈ (শ্রুতির প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সপ্রমাণ হইলে) জ্ঞানং (জ্ঞান) বাস্তবং (বাস্তব অর্থাৎ পরমার্থনিষ্ঠ) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥ ১২৪

অনুবাদ । প্রমাণের অনুৎকর্ষ হেতু সংশয়াদি যে যে দোষ জন্মে, সে সকল বাস্তব (বস্তু-পরতত্ত্ব) হইতে পারে না । পরন্তু শ্রুতি-প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা হেতু তাহা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বাস্তবজ্ঞান (পরমার্থজ্ঞান) ॥ ১২৪

বস্তু তাবৎ পরং ব্রহ্ম নিত্যং সত্যং ধ্রুবং বিভূ ।

শ্রুতিপ্রমাণে তজ্জ্ঞানং স্যাদেব নিরপেক্ষকম্ ॥ ১২৫

অনুবাদ । পরং বস্তু (পরমপদার্থ) তাবৎ (ইহার অর্থ 'ত') ব্রহ্ম (ব্রহ্ম; অর্থাৎ পরম বস্তুই ত ব্রহ্ম); [তৎ=তিনি] নিত্যং (নিত্য) সত্যং (সত্য) ধ্রুবম্ (অপরিবর্তনশীল) বিভূ (সর্বব্যাপক); শ্রুতিপ্রমাণে [সতি] (বেদ-প্রমাণ উপস্থিত হইলে) তজ্জ্ঞানং (সেই ব্রহ্মজ্ঞান) নিরপেক্ষকং (যাহা কাহারও অপেক্ষা রাখে না একরূপ অর্থাৎ স্বাধীন) স্যাদেব (নিশ্চয়ই হইয়া থাকে) ॥ ১২৫

* প্রমাণাসৌষ্ঠব-কৃতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

অনুবাদ । পরমপদার্থই ত ব্রহ্ম ; তিনিই নিত্য, সত্য এবং ও সর্বব্যাপী ।
শ্রুতিপ্রমাণ ব্যবস্থাপিত হইলেই সেই জ্ঞান (পরমবস্ত্ত জ্ঞান) অথ বস্ত্ত বা প্রমাণের
অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ স্বাধীনভাবে স্মৃতি হইয়া থাকে ॥ ১২৫

রূপজ্ঞানং যথা সম্যক্ দৃষ্টৌ সত্যং ভবেৎ তথা ।

শ্রুতিপ্রমাণে সত্যেব জ্ঞানং ভবতি বাস্তবম্ ॥ ১২৬

অর্থ । সম্যক্ (নির্দোষভাবে) দৃষ্টৌ সত্যং (চক্ষু বর্ত্তমান থাকিলে) যথা
(বেরূপ) রূপজ্ঞানং (রূপের বোধ) [বাস্তবং=যথার্থ] ভবেৎ (হইয়া থাকে),
তথা (সেইরূপ) শ্রুতিপ্রমাণে সত্যেব (বেদ প্রমাণ উপস্থিত হইলেই) বাস্তবং
(যথার্থ) জ্ঞানং (পরমাত্মজ্ঞান) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥ ১২৬

অনুবাদ । চক্ষু যদি নির্দোষ হয়, তাহা হইলে যেমন রূপের প্রকৃত জ্ঞান হয়,
সেইরূপ বেদরূপ স্বতঃসিদ্ধ নির্দোষ প্রমাণে যে জ্ঞান উদ্ভিত হয়, তাহাও বাস্তবই
হইয়া থাকে ॥ ১২৬

ন কর্ম্ম যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে হি

রূপোপলকৌ পুরুষশ্চ চক্ষুঃ ।

জ্ঞানং তথৈব শ্রবণাদিজ্ঞং

বস্ত্তপ্রকাশে নিরপেক্ষমেব ॥ ১২৭

অর্থ । হি (যেহেতু) পুরুষশ্চ (পুরুষের) চক্ষুঃ (নেত্র) রূপোপলকৌ
(রূপের উপলক্ষি বিষয়ে) যৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) কর্ম্ম (নিজের ব্যাপার ছাড়া
অথ কর্ম্মকে) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে না), তথা এব (সেইরূপই) শ্রবণাদি-
জ্ঞং (বেদান্তবাক্যের শ্রবণাদি জ্ঞাত) জ্ঞানং (জ্ঞান) বস্ত্তপ্রকাশে (স্বীয় বিষয়কে
প্রকাশ করিতে) নিরপেক্ষম্ এব (কাহারও অপেক্ষা করে না) ॥ ১২৭

অনুবাদ । পুরুষের (স্মৃতি) নয়ন রূপের উপলক্ষি বিষয়ে যেমন (স্বব্যাপার-
ব্যতিরিক্ত অথ কোন প্রকার কর্ম্মের অপেক্ষা করে না) সেইরূপই বেদান্ত শ্রবণাদি
জ্ঞানও পরমাত্মরূপ বস্ত্তকে প্রকাশ করিবার জ্ঞাত অথ কোন প্রকার কর্ম্মের
অপেক্ষা করে না ॥ ১২৭

কর্ত্তৃতন্ত্রং ভবেৎ কর্ম্ম কর্ম্মতন্ত্রং শুভাশুভম্ ।

প্রমাণতন্ত্রং বিজ্ঞানং মায়াতন্ত্রমিদং জগৎ ॥ ১২৮

অর্থ । কর্ম্ম (ক্রিয়া) কর্ত্তৃতন্ত্রং (কর্ত্তার অধীন), শুভাশুভং (শুভ বা অশুভ
এই দুইটিই) কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মের অধীন), বিজ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান) প্রমাণতন্ত্রং
(প্রমাণের অধীন), ইদম্ (এই) জগৎ (সংসার) মায়াতন্ত্রং (মায়াই অধীন)
ভবেৎ (হয়) ॥ ১২৮

অনুবাদ । ক্রিয়া কর্ত্তার অধীন, শুভ এবং অশুভ ফল কর্ম্মেরই অধীন,

আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রমাণের অধীন, আর এই সংসার একমাত্র মায়ারই অধীন (হইয়া থাকে) ॥ ১২৮

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চেতি সহোক্তিরিয়মুপক্রম্যতাং * সন্দিঃ ।

সৎকর্মোপাসনয়ো নীতাত্মজ্ঞানকর্মণোঃ কাপি ॥ ১২৯

অর্থঃ । বিদ্যাম্ (উপাসনারূপ জ্ঞান) অবিদ্যাং চ (এবং অজ্ঞানসাধ্য কর্মকে) ইতি ইয়ম্ (এই প্রকার) সহোক্তিঃ (শ্রুতাত্ম জ্ঞান ও কর্মের যে একসঙ্গে উক্তি), [তাহা দ্বারা] সন্দিঃ (সজ্জনগণ) সৎকর্মোপাসনয়োঃ (সাধু কর্ম এবং উপাসনারূপ বোধের) [সহোক্তিঃ=সমুচ্চয়] উপক্রম্যতাং (বুঝিয়া লউন), আত্ম-জ্ঞানকর্মণোঃ (পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্মের) কাপি (বেদের কোন স্থানেই) ন তু [সহোক্তিঃ অস্তি=সমুচ্চয় উক্ত হয় নাই] ॥ ১২৯

অনুবাদ । “বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই দুইটিকে যে বুঝিবে” এই প্রকার শ্রুতি-বাক্যে যে জ্ঞান ও কর্মের একসঙ্গে উক্তি, স্বধীগণ তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিবে যে, তদ্বারা উপাসনারূপ জ্ঞানের সহিতই সাধু কর্মের সমুচ্চয় (মিলন) প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্মের পরস্পর সমুচ্চয় শ্রুতির কুত্রাপি উক্ত হয় নাই ॥ ১২৯

নিত্যানিত্যপদার্থবোধরহিতো যশ্চেভ্যস্তত্র শ্রগা-

দুর্থানামনুভূতিলগ্নহৃদয়োহনির্ব্বিঞ্চবুদ্ধির্জনঃ ।

তশ্চৈবাহস্য জড়স্য কর্ম বিহিতং শ্রুত্যা বিরজ্যাহভিতো

মোক্ষেচ্ছো ন বিধীয়তে তু পরমানন্দার্থিনো ধীমতঃ ॥ ২০০

অর্থঃ । নিত্যানিত্যপদার্থবোধরহিতঃ (যাহার নিত্য ও অনিত্য বস্তুর পার্থক্য বোধ নাই) যশ্চ (এবং যে ব্যক্তি) উভয়ত্র (ইহলোকে এবং পরলোকে) শ্রগা-
র্থানাং (পুষ্পমালা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহের) অনুভূতিলগ্নহৃদয়ঃ (অনুভবে অর্থাৎ ভোগে আসক্তচিত্ত), অনির্ব্বিঞ্চবুদ্ধিঃ (অথচ যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদিত হয় নাই এইরূপ), জনঃ (মনুষ্য) তস্য (এই প্রকার, সেই) জড়স্য এব (মূঢ় ব্যক্তিরই পক্ষে) কর্ম (নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম) শ্রুত্যা (শ্রুতি দ্বারা) বিহিতং (বিহিত হইয়াছে) । অভিতঃ (সকল বিষয়েই) বিরজ্য (বিরক্ত হইয়া), পরমানন্দার্থিনঃ (পরব্রহ্মস্বরূপ পরমানন্দাভিলাষী) ধীমতঃ (বুদ্ধিমান্) মোক্ষেচ্ছোঃ (মুমুকুর পক্ষে) তু (কিন্তু) ন বিধীয়তে (বিহিত হয় নাই) ॥ ২০০

অনুবাদ । নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বরূপ বোধ যাহার হয় নাই, ঐহিক এবং পারত্রিক মালা চন্দন প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়ের ভোগ করিবার লগ্ন যাহার অন্তঃকরণ সর্বদা আগ্রহযুক্ত, এবং যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদিত হয় নাই সেই মূঢ়মতি ব্যক্তির পক্ষেই শ্রুতি কর্মের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু যাহার ঐহিক এবং পারলৌকিক

বিষয়সমূহে বিরক্তি হইয়াছে, সেই পরমানন্দার্থী বুদ্ধিমান্ মুমুকুর পক্ষে কৰ্ম বিহিত হয় নাই ॥ ২০০

মোক্ষচ্ছয়া যদহরেব বিরজ্যতেহসৌ

ত্ৰাসস্তদৈব বিহিতো বিদ্রুষো মুমুক্শোঃ ।

শ্রুত্যা তথৈব পরয়া চ ততঃ স্মৃধীভিঃ

প্রামাণিকোহয়মিতি চেতসি নিশ্চিতব্যম্ * ॥ ২০১

অন্থয় । অসৌ (এই গৃহস্থ) যদহরেব (যে দিবসেই) মোক্ষচ্ছয়া (মোক্ষলাভ করিব এইপ্রকার অভিলাষ বশতঃ) বিরজ্যতে (এই সংসারের প্রতি বিরক্ত হইবে), তদৈব (সেই দিনেই) বিদ্রুষঃ (বিদ্বান্, জ্ঞানী) মুমুক্শোঃ (মোক্ষার্থী) ত্ৰাসঃ (সন্ন্যাস আশ্রম) তথৈব (সেই) পরয়া (পরম প্রমাণস্বরূপ) শ্রুত্যা (বেদের দ্বারা) বিহিতঃ (বিহিত হইয়াছে); ততঃ (সেই কারণে) অয়ম্ (এই সন্ন্যাসাশ্রম) প্রামাণিকঃ (প্রমাণসিদ্ধ) ইতি (ইহা) স্মৃধীভিঃ (স্মৃদ্ধিজন কর্তৃক) নিশ্চিতব্যম্ (নির্ণীত হওয়া উচিত) ॥ ২০১

অনুবাদ । যে দিনই মোক্ষলাভেচ্ছু গৃহস্থ সংসারে বিরক্ত হইবে, সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ শ্রুতি সেই দিনই সেই জ্ঞানী মুমুকুর পক্ষে সন্ন্যাস বিধান করিতেছেন। এই কারণে স্মৃধীগণ মনে ইহা নিশ্চয় করিবেন যে, এই সন্ন্যাসাশ্রম প্রামাণিক ॥ ২০১

স্বাপরোক্ষশ্চ বেদাদেঃ সাধনত্বং নিষেধতি ।

নাহং বেদৈর্ন তপসেত্যাদিনা ভগবানপি ॥ ২০২

অন্থয় । অহম্ (আমি অর্থাৎ পরমাত্মা) ন বেদৈঃ (বেদের দ্বারা জ্ঞেয় নহি) ন তপসা (তপস্যা দ্বারা জ্ঞেয় নহি) ইত্যাদিনা (ইত্যাদি গীতার বাক্য দ্বারা) ভগবান্ অপি (ভগবান্ও) স্বাপরোক্ষশ্চ (আত্মার অপরোক্ষানুভবের প্রতি) বেদাদেঃ (বেদাদি প্রমাণেরও) সাধনত্বং (হেতুত্ব) নিষেধতি (নিরাকরণ করিয়াছেন) ॥ ২০২

অনুবাদ । “আমি বেদসমূহের দ্বারাও প্রত্যক্ষীকৃত হই না এবং তপস্যা দ্বারাও প্রত্যক্ষের বিষয় হই না” এই প্রকার বাক্যের দ্বারা ভগবান্ও পরমাত্মার অপরোক্ষানুভবের প্রতি যে বেদাদি সাধন (অর্থাৎ উপায়) নহে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ২০২

প্রবৃতিশ্চ নিবৃতিশ্চ হে এতে শ্রুতিগোচরে ।

প্রবৃত্ত্যা বধ্যতে জন্তু নিবৃত্ত্যা তু বিমুচ্যতে ॥ ২০৩

অন্থয় । প্রবৃতিশ্চ (প্রবৃতি) নিবৃতিশ্চ (এবং নিবৃতি) এতে (এই) হে (দুইটি মার্গই) শ্রুতিগোচরে (বেদের বিষয় অর্থাৎ বেদে প্রতিপাদিত হইয়া

* নিশ্চিতব্যঃ ইতি বা পাঠঃ ।

থাকে)। প্রবৃত্ত্য (প্রবৃত্তি দ্বারা) জন্তুঃ (জীব) বধ্যতে (সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে), নিবৃত্ত্য তু (কিন্তু নিবৃত্তি দ্বারা) বিমুচ্যতে (জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে) ॥ ২০৩

অনুবাদ। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুইপ্রকার মার্গই বেদে বিদ্যমান আছে। প্রবৃত্তি দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, কিন্তু নিবৃত্তি দ্বারা জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০৩

যন্ন স্ববন্ধোহভিমতো মূঢ়স্তাপি কচিৎ ততঃ ।

নিবৃত্তিঃ কৰ্ম্মসন্ন্যাসঃ কৰ্ত্তব্যো মোক্ষকাজিহিঃ ॥ ২০৪

অর্থ। মূঢ়স্তাপি (মূর্খ ব্যক্তিরও) যৎ (যে কারণে) কচিৎ (কোন স্থলে) স্ববন্ধঃ (নিজের বন্ধন) ন অভিমতঃ (মনোমত হয় না), ততঃ (সেই কারণে) মোক্ষকাজিহিঃ (যাহারা মোক্ষকামী তাহাদিগের) নিবৃত্তিঃ (নিবৃত্তি অর্থাৎ) কৰ্ম্মসন্ন্যাসঃ (বিহিত কৰ্ম্মসমূহের পরিত্যাগ) কৰ্ত্তব্যঃ (করা উচিত) ॥ ২০৪

অনুবাদ। যেহেতু মূর্খ ব্যক্তিরও কোন স্থলে বা কোন কালে নিজের বন্ধন মনঃপূত হয় না, সেই কারণে মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণের নিবৃত্তি অর্থাৎ বিহিত কৰ্ম্মসমূহের পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ২০৪

ন জ্ঞানকৰ্ম্মণো র্ষস্মাৎ সহযোগস্ত যুজ্যতে ।

তস্মাৎ ত্যাজ্যং প্রযত্নেন কৰ্ম্ম জ্ঞানেচ্ছুনা ধ্রুবম্ ॥ ২০৫

অর্থ। র্ষস্মাৎ (যে কারণে) জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং কৰ্ম্মের) সহযোগঃ (সমুচ্চর অর্থাৎ উভয়ে মিলিত হইয়া মোক্ষের উৎপাদন) ন যুজ্যতে (যুক্তিসিদ্ধ হয় না) তস্মাৎ (সেই কারণে) জ্ঞানেচ্ছুনা (জ্ঞানার্থী সাধকের) ধ্রুবং (নিশ্চিতই) প্রযত্নেন (বত্নসহকারে) কৰ্ম্ম (নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি কার্য্য) ত্যাজ্যম্ (অবশ্য পরিত্যাগ করা উচিত) ॥ ২০৫

অনুবাদ। যেহেতু (জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ) তত্ত্বজ্ঞান এবং কৰ্ম্মের পরস্পর যোগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, এই কারণে (মুক্তির জগত) জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তি নিশ্চিতই বত্ন সহকারে কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০৫

ইষ্টসাধনতাবুদ্ধ্যা গৃহীতস্তাপি বস্তনঃ ।

বিজ্ঞায়াহফলতাং * পশ্চাৎ কঃ পুনস্তৎ প্রতীক্ষতে ॥ ২০৬

অর্থ। ইষ্টসাধনতাবুদ্ধ্যা (এই বস্তু আমার সুখের উপায় এই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা) বস্তনঃ (কোন বস্তু) গৃহীতস্তাপি (গৃহীত হইলেও) পশ্চাৎ (পরে বিচার দ্বারা) অফলতাং (নিষ্ফলতা) বিজ্ঞায় (বুঝিতে পারিয়া) কঃ পুনঃ (কে পুনর্বার) তৎ (সেই বস্তুর) প্রতীক্ষতে (প্রতীক্ষা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে?) ॥ ২০৬

অনুবাদ। অগ্রে যে বস্তুটি সুখের উপায় বলিয়া মনে হইয়াছে, পরে

* বিজ্ঞায় ক্ষমতাস্থ ইতি বা পাঠঃ ।

বিচার দ্বারা যদি বুঝা যায় যে, তাহা নিকল, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি আবার সেই বস্তুর আকাজক্ষা করিয়া থাকে ? ২০৬

উপরতিশকার্থো হ্যুপরমণং পূর্বদৃষ্টপ্রবৃত্তিভ্যঃ ।

সোহয়ং মুখ্যো গোণশ্চেতি চ বৃত্ত্যা দ্বিরূপতাং ধত্তে * ॥ ২০৭

অর্থঃ । পূর্বদৃষ্টপ্রবৃত্তিভ্যঃ (পূর্বে স্মৃথের হেতু বলিয়া জ্ঞাত বস্তৃসমূহে যে সকল প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইতে) উপরমণং (নিবৃত্তিই) উপরতিশকার্থঃ (উপরতি শব্দের অর্থ) সোহয়ং (সেই এই উপরতি পদার্থ) বৃত্ত্যা (ব্যবহার দ্বারা) মুখ্যঃ (প্রধান) গোণশ্চ (এবং গোণ) ইতি (এইরূপে) দ্বিরূপতাং ধত্তে (দুইপ্রকার হইয়া থাকে) ॥ ২০৭

অনুবাদ । পূর্বে যে সকল বস্তৃ স্মৃথের হেতু বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছে, সেই সকল বস্তৃতে যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই সকল প্রবৃত্তি হইতে যে নিবৃত্তি, তাহাই উপরতি শব্দের অর্থ । ইহা ব্যবহারতঃ মুখ্য এবং গোণ-ভেদে দুই প্রকার হইয়া থাকে ॥ ২০৭

বৃত্তেদৃশ্যপরিত্যাগো মুখ্যার্থ ইতি কথ্যতে ।

গোণার্থঃ কৰ্ম্মসন্ন্যাসঃ শ্রুতেরঙ্গতয়া মতঃ ॥ ২০৮

অর্থঃ । বৃত্তেঃ (অন্তঃকরণবৃত্তির) দৃশ্যপরিত্যাগঃ (বাহ্যবিষয়-পরিহার) মুখ্যার্থঃ (সন্ন্যাস শব্দের মুখ্য অর্থ) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে (কথিত হয়) ; কৰ্ম্মসন্ন্যাসঃ (বিহিত কৰ্ম্মের পরিত্যাগ) অঙ্গতয়া (সন্ন্যাসের অঙ্গ বলিয়া) গোণার্থঃ (সন্ন্যাস শব্দের গোণ অর্থ) শ্রুতঃ (বেদের) মতঃ (অভিমত) ॥ ২০৮

অনুবাদ । দৃশ্য বস্তুর সহিত অন্তঃকরণবৃত্তির সর্ববিধ সম্বন্ধত্যাগই সন্ন্যাস-শব্দের মুখ্যার্থ ; বিহিত কৰ্ম্মের পরিত্যাগ সন্ন্যাসের অঙ্গ হয় বলিয়া তাহা সন্ন্যাস শব্দের গোণার্থ, ইহাই শ্রুতির অভিমত ॥ ২০৮

পুংসঃ সাধনসিদ্ধার্থং † অঙ্গশ্চাশ্রয়ণং ধ্রুবম্ ।

কর্তব্যমঙ্গহীনং চেৎ প্রধানং নৈব সিধ্যতি ॥ ২০৯

অর্থঃ । সাধনসিদ্ধার্থং (সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে) পুংসঃ (পুরুষের পক্ষে) অঙ্গশ্চ (অঙ্গের) আশ্রয়ণম্ (আশ্রয় করা) ধ্রুবম্ (একান্ত আবশ্যক) কর্তব্যং (বাহা করণীয় তাহা) অঙ্গহীনম্ (অঙ্গহীন) চেৎ (যদি হয় তবে) প্রধানং (প্রধান কার্য) নৈব সিধ্যতি (নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয় না) ॥ ২০৯

অনুবাদ । সাধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অঙ্গের (অর্থাৎ কৰ্ম্ম-সন্ন্যাসের) আশ্রয় পুরুষের পক্ষে অবশ্যই করিতে হইবে ; কারণ কর্তব্যসাধন যদি অঙ্গহীন হয়, তাহা হইলে প্রধান কখনই সিদ্ধ হয় না ॥ ২০৯

* পূর্বদৃষ্টপ্রবৃত্তিভ্যঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† প্রধানসিদ্ধার্থং ইতি বা পাঠঃ ।

সংগ্ৰহেৎ স্তবিরক্তঃ সন্ ইহামুত্রার্থতঃ স্তথাৎ ।

অবিরক্তস্ত সংগ্ৰাসো নিষ্ফলোহ্যাজ্যবাগবৎ ॥ ২১০

অর্থঃ । ইহ (এই লোকে) অমৃত (পরলোকে) অর্থতঃ (ভোগ্য বস্তু হইতে) স্তথাৎ (যে স্তথ হইতে পারে তাহা হইতে) স্তবিরক্তঃ সন্ (সম্পূর্ণভাবে আসক্তি-হীন হইয়া) সংগ্ৰহেৎ (সন্ন্যাসী হইবে) । অযাজ্যবাগবৎ (বাগে অনধিকারীর বাগানুষ্ঠানের দ্বারা) অবিরক্তস্ত (বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির) সংগ্ৰাসঃ (চতুর্থাশ্রম গ্রহণ) নিষ্ফলঃ (বৃথা) [হইয়া থাকে] ॥ ২১০

অনুবাদ । এই লোকে এবং পরলোকে যতপ্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, তাহা হইতে সম্ভাবিত যে স্তথ, তাহাতে সম্পূর্ণভাবে আসক্তিহীন হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিবে । বাহার বৈরাগ্য হয় নাই, তাহার পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার—বজ্রে অনধিকারীর পক্ষে বাগানুষ্ঠানের দ্বারা বৃথা হইয়া থাকে ॥ ২১০

সন্ন্যস্ত তু বতিঃ কুর্য্যান্ন পূর্ববিষয়শ্চুতিম্ ।

তাং তাং তৎস্মরণে তস্ত জুগুপ্সা জায়তে যতঃ ॥ ২১১

অর্থঃ । সন্ন্যস্ত (সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর) বতিঃ (সন্ন্যাসী) তাং তাং (সেই সেই) পূর্ববিষয়শ্চুতিং (পূর্ববর্তী আশ্রমের ভোগ্য বস্তুসমূহের স্মরণ) ন কুর্য্যৎ (করিবে না) ; যতঃ (যেহেতু) তৎস্মরণে (সেই সকলের স্মৃতি হইলে) তস্ত (সেই সন্ন্যাসীর) জুগুপ্সা (নিজের বর্তমান অবস্থার প্রতি ঘৃণা) জায়তে (হইয়া থাকে) ॥ ২১১

অনুবাদ । সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পরে সন্ন্যাসী (যেন আর কখনও) সেই সেই পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ না করে ; কারণ, সেই সকল বস্তুর স্মরণে সেই সন্ন্যাসীর নিজের বর্তমান অবস্থার প্রতি ঘৃণা হইতে পারে ॥ ২১১

শ্রদ্ধা ।

গুরুবেদান্তবাক্যেষু বুদ্ধির্বা নিশ্চয়াত্মিকা ।

সত্যমিত্যেব সা শ্রদ্ধা নিদানং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ২১২

অর্থঃ । গুরুবেদান্তবাক্যেষু (গুরু এবং বেদান্তবাক্যসমূহে) সত্যমিত্যেব (ইহা সত্য—এই প্রকার) বা (যে) নিশ্চয়াত্মিকা (নিশ্চয়স্বরূপ) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান), সা (তাহাই) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ) । মুক্তিসিদ্ধয়ে (মোক্ষসিদ্ধির পক্ষে) নিদানং (মূলীভূত কারণ) ॥ ২১২

অনুবাদ । গুরুবাক্য এবং বেদান্তবাক্যসমূহে 'ইহা সত্য' এইপ্রকার যে নিশ্চয়রূপ জ্ঞান, তাহাই শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধাই মোক্ষসিদ্ধির মূল কারণ ॥ ২১২

শ্রদ্ধাবতামেব সতাং পুমর্থঃ

সমীরিতঃ সিধ্যতি নেতরেষাম্ ।

উক্তং সূক্ষ্মং পরমার্থতত্ত্বং

শ্রদ্ধংস্ব সৌম্যেতি চ বক্তি বেদঃ ॥ ২১৩

অন্বয় । শ্রদ্ধাবতাং (যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সেই সকল) সতামেব (সাধুগণেরই) সমীরিতঃ (শাস্ত্রে কথিত) পুমর্থঃ (পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) ; ইতরেবাং (যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের) ন (ন সিধ্যতি=পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না) ; সূক্ষ্মং (অতি দুর্জের) পরমার্থতত্ত্বং (পরমার্থতত্ত্ব) উক্তং (এইরূপে কথিত হইল) । হে সৌম্য (হে প্রিয়দর্শন) শ্রদ্ধংস্ব (তুমি শ্রদ্ধাবান হও) বেদশ্চ (শ্রুতিও) ইতি (এই প্রকার) বক্তি (উপদেশ দিতেছেন) ॥ ২১৩

অনুবাদ । শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধুগণেরই শাস্ত্রবিহিত পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধ হয়; যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের হয় না । ইহাই ত অতি নিগূঢ় পরমার্থতত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । “হে প্রিয়দর্শন, তুমি শ্রদ্ধাবান হও” শ্রুতিবাক্যও এইরূপ উপদেশ করিয়া থাকে ॥ ২১৩

শ্রদ্ধাবিহীনশ্চ তু ন প্রবৃতিঃ

প্রবৃতিশূন্যশ্চ ন সাধ্যসিদ্ধিঃ ।

অশ্রদ্ধায়েবাভিহতাশ্চ সর্বৈ

মজ্জন্তি সংসার-মহাসমুদ্রে ॥ ২১৪

অন্বয় । শ্রদ্ধাবিহীনশ্চ (যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার) প্রবৃতিঃ (মোক্ষসাধন শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃতি) ন ভবতীতি শেষঃ (হয় না) ; প্রবৃতিশূন্যশ্চ (যে প্রবৃত্ত হয় না তাহার) সাধ্যসিদ্ধিঃ (অতীষ্ট কার্য্যসিদ্ধি) ন ভবতি (হয় না) অশ্রদ্ধা এব (অবিবাসের দ্বারাই) অভিহতাঃ (আক্রান্ত হইয়া) সর্বৈ (সকল লোক) সংসারমহাসমুদ্রে (সংসাররূপ মহাসমুদ্রে) মজ্জন্তি (নিমগ্ন হইয়া থাকে) ॥ ২১৪

অনুবাদ । শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কার্য্যে প্রবৃতি হয় না, প্রবৃতি না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না ; (এইরূপে) অশ্রদ্ধার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সকলে সংসার-রূপ (দুঃখময়) মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ২১৪

দেবে চ * বেদে চ গুরো চ মন্ত্রে

তীর্থে মহাত্মন্যপি ভেষজে চ ।

শ্রদ্ধা ভবত্যশ্চ যথা যথাহন্তঃ

তথা তথা সিদ্ধিরুদেতি পুংসাম্ ॥ ২১৫

* দেবে চ ইতি বা পাঠঃ ।

অম্বয় । দেবে (দেবতাতে) বেদে (বেদে) গুরো (গুরুর প্রতি) মন্ত্রে (ইষ্টমন্ত্রে) তীর্থে (তীর্থে) মহাঅনি (মহাপুরুষে) ভেবজে চ (এবং ঔষধে) যথা যথা (যেমন যেমন) অস্ত্র (এই ব্যক্তির) অন্তঃ (অন্তঃকরণে) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) ভবতি (হয়), তথা তথা (সেইরূপেই) পুংসাং (পুরুষগণের) সিদ্ধিঃ (অভিলষিত বস্তুর সিদ্ধি) উদেতি (উৎপন্ন হয়) ॥ ২১৫

অনুবাদ । ইষ্টদেবতা, বেদ, গুরু, মন্ত্র, তীর্থ, মহাপুরুষ এবং ঔষধ এই সকলের উপরে যেমন যেমন বিশ্বাস হইবে, তেমনই তাহাদের ইষ্টসিদ্ধির উদয় হইবে ॥ ২১৫

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যং বস্তু সদভাবনিশ্চয়াৎ ।

সদভাবনিশ্চয়ন্তুশ্চ শ্রদ্ধয়া শাস্ত্রসিদ্ধয়া ॥ ২১৬

অম্বয় । সদভাবনিশ্চয়াৎ (সৎপদার্থের বাহা প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, তাহার নির্ণয় হেতু) বস্তু (ব্রহ্মস্বরূপ পরমার্থ বস্তু) অস্তি ইত্যেব (সর্বদাই বিদ্যমান আছে— এইরূপেই) উপলব্ধব্যং (বুঝিতে হইবে), তশ্চ (সেই সাধকের) সদভাবনিশ্চয়ঃ (সৎপদার্থের স্বরূপ-নির্ণয়) শাস্ত্রসিদ্ধয়া (শাস্ত্রানুযায়ী) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধা দ্বারাই) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ২১৬

অনুবাদ । সৎপদার্থের বাহা স্বরূপ, তাহার নির্ণয় দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বাহা পরমার্থ সৎ বস্তু, তাহা সকল সময়েই বর্তমান থাকে । তাহার (সাধকের) সদবস্তুর স্বরূপ নির্ণয় শাস্ত্রানুসারিণী শ্রদ্ধার দ্বারাই হইয়া থাকে ॥ ২১৬

তস্মাচ্ছ্রদ্ধা স্তসম্পাত্তা গুরুবেদান্তবাক্যয়োঃ ।

মুমুক্শোঃ শ্রদ্ধদানস্ত ফলং সিধ্যতি নাতৃথা ॥ ২১৭

অম্বয় । তস্মাৎ (সেই কারণে) গুরুবেদান্তবাক্যয়োঃ (গুরু এবং বেদান্ত-বাক্যের প্রতি) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) স্তসম্পাত্তা (ভাল করিয়া সম্পাদিত করিতে হইবে) । শ্রদ্ধদানস্ত (শ্রদ্ধাসম্পন্ন) মুমুক্শোঃ (মোক্ষার্থীরই) ফলং (মোক্ষ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) অতৃথা ন (অত্ৰ প্রকারে হয় না) [অর্থাৎ শ্রদ্ধা না থাকিলে মোক্ষ সিদ্ধ হয় না] ॥ ২১৭

অনুবাদ । সেই কারণে গুরু এবং বেদান্তের বাক্যে যে প্রকারে অচলা শ্রদ্ধা হয়, তাহা অবশ্যকর্তব্য । মুমুকু ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেই তাহার মোক্ষ লাভ হয়, অতৃথা মোক্ষ লাভ হইতে পারে না ॥ ২১৭

যথার্থবাদিতা পুংসাং শ্রদ্ধাজননকারণম্ ।

বেদশ্রেষ্ঠরবাক্যত্বাৎ যথার্থত্বে ন সংশয়ঃ ॥ ২১৮

অম্বয় । পুংসাং (পুরুষগণের) যথার্থবাদিতা (সত্যবাদিতাই) শ্রদ্ধা-জননকারণং (শ্রদ্ধা জন্মাইবার কারণ হইয়া থাকে) ; বেদশ্চ (বেদের) জৈশ্বর-বাক্যত্বাৎ (জৈশ্বরবাক্য হেতুই) যথার্থত্বে (যথার্থতা বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন ভবতীতিশেষঃ (হইতে পারে না) ॥ ২১৮

অনুবাদ । পুরুষগণের সত্যবাদিতাই শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া থাকে ; যেহেতু বেদ ঈশ্বরবাক্য, সেই কারণে বেদের যথার্থত্ব (সত্যতা) বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না ॥ ২১৮

মুক্তশ্রেণ্যরূপত্বাৎ গুরোর্বাগপি তাদৃশী ।

তস্মাৎ তদ্বাক্যয়োঃ শ্রদ্ধা সতাং সিধ্যতি ধীমতাম্ ॥ ২১৯

অর্থ । মুক্তশ্র (মুক্তব্যক্তির) ঈশ্বররূপত্বাৎ (যেহেতু ঈশ্বররূপতা হয়, সেই কারণে) গুরোঃ (গুরুর) বাগপি (বাক্যও) তাদৃশী (ঈশ্বরবাক্যের ত্রায় যথার্থ ই হইয়া থাকে) । তস্মাৎ (সেই কারণে) ধীমতাং (বুদ্ধিমান্) সতাং (সাধু পুরুষগণের) তদ্বাক্যয়োঃ (ঈশ্বরবাক্য বেদ এবং গুরুবাক্যের উপর) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ২১৯

অনুবাদ । যেহেতু মুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরতাব প্রাপ্ত হয়েন, এই কারণে (জীবমুক্ত) গুরুর বাক্যও বেদবাক্যের ত্রায় যথার্থ ই হইয়া থাকে । সেই কারণেই গুরু এবং বেদের বাক্যের উপর বুদ্ধিমান্ সাধুগণের (সমানই) শ্রদ্ধা হইয়া থাকে ॥ ২১৯

চিত্তসমাধানম্ ।

শ্রুত্যান্তার্থাবগাহায় বিদুষা জ্ঞেয়বস্তুনি ।

চিত্তশ্চ সম্যগাধানং সমাধানমিতীর্ঘ্যতে ॥ ২২০

অর্থ । শ্রুত্যান্তার্থাবগাহায় (শ্রুতিতে বাহ্য কথিত হইয়াছে, সেই অর্থকে ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য) জ্ঞেয়বস্তুনি (জ্ঞেয় পরব্রহ্মস্বরূপ বস্তুতে) চিত্তশ্চ (অন্তঃকরণের) সম্যক্ (সম্পূর্ণরূপে) আধানং (স্থাপন, অর্থাৎ একাগ্রতা), [তৎ=তাহা] সমাধানং (সমাধান) ইতি (এইরূপ) বিদুষা (পণ্ডিতব্যক্তি কর্তৃক) ঈর্ষ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২২০

অনুবাদ । শ্রুতিতে বাহ্য উক্ত হইয়াছে, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সেই জ্ঞেয় বস্তুতে যে চিন্তের একাগ্রতা, তাহাই সমাধান ; পণ্ডিত ব্যক্তি এই-প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ২২০

চিত্তশ্চ সাধৈকপরত্বমেব

পূমর্থসিদ্ধেৰ্নিয়মেন কারণম্ ।

নৈবানুত্থা সিধ্যতি সাধ্যমীষৎ

মনঃপ্রসাদে বিফলঃ প্রযত্নঃ ॥ ২২১

অন্থয় । পুরুষার্থসিদ্ধির পক্ষে (চিত্তস্ত (অন্তঃকরণের) সাধ্যৈকপদত্বমেব (সাধ্য বস্তুতে একাগ্রতা) নিয়মেন (নিয়তভাবে) কারণং (হেতু হইয়া থাকে) ; অত্থা (অতঃপ্রকারে) সাধ্যম্ (অভিলষিত কার্য) নৈব সিধ্যতি (সিদ্ধ হইতেই পারে না) । ঈষৎ (অল্পমাত্র) মনঃপ্রসাদে (মনের নির্মলতা হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চিত্ত নির্মল হইয়া প্রসন্ন না হইলে) প্রযত্নঃ (মোক্ষলাভ বিষয়ে প্রযত্ন) বিফলঃ (নিফল হইয়া থাকে) ॥ ২২১

অনুবাদ । অন্তঃকরণ যদি জ্ঞেয় বস্তুতে একান্তভাবে একাগ্রতায়ুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই একাগ্রতাই [মোক্ষরূপ] পুরুষার্থসিদ্ধির কারণ হইয়া থাকে । ইহা ছাড়া অতঃ কোন প্রকারে মোক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না । চিত্তের প্রসাদ যদি অল্প হয় (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে একাগ্রতা হেতু চিত্তের পরিপূর্ণ প্রসাদ না হয়) তাহা হইলে, মোক্ষলাভ বিষয়ে প্রযত্ন নিফল হইয়া থাকে ॥ ২২১

চিত্তং চ দৃষ্টিং করণং তথাচ

একত্র বদ্ধাতি হি লক্ষ্যভেত্তা ।

কিঞ্চিৎপ্রমাদে সতি লক্ষ্যভেত্তুঃ

বাণপ্রয়োগো বিফলো যথা তথা ॥ ২২২

অন্থয় । লক্ষ্যভেত্তা (যে ব্যক্তি শরের দ্বারা কোন লক্ষ্য ভেদ করিতে চাহে) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) দৃষ্টিং (দৃষ্টি) তথা অত্ৰং করণং চ (এবং অত্ৰাচ্চ সাধন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি) একত্র (একটি বিষয়ে) বদ্ধাতি হি (সন্নিবেশিত করিয়া থাকে) ; লক্ষ্যভেত্তুঃ (লক্ষ্যভেদকারীর) কিঞ্চিৎ (অল্পমাত্রও) প্রমাদে সতি (অনবধানতা হইলে) যথা (যেমন) বাণপ্রয়োগঃ (শরক্ষেপণ) বিফলঃ (নিফল) [ভবতি=হইয়া থাকে] তথা (সেইরূপই) [প্রকৃতস্থলে বুঝিতে হইবে] ॥ ২২২

অনুবাদ । যে ব্যক্তি লক্ষ্য ভেদ করিবে, সে চিত্ত, দৃষ্টি ও হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি একটি লক্ষ্যের উদ্দেশে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করে । সেই লক্ষ্যভেত্তার যদি এই বিষয়ে অল্পমাত্রও অসাবধানতা হয়, তাহা হইলে যেমন তাহার শরপ্রয়োগ নিফল [প্রকৃত স্থলেও] সেইরূপ [জানিতে হইবে] ॥ ২২২

সিদ্ধেচ্চিচ্চিন্তসমাধানমসাধারণকারণম্ ।

যতস্ততো মুমুক্ক্ষুণাং ভবিতব্যং সদামুনা ॥ ২২৩

অন্থয় । যতঃ (যেহেতু) চিত্তসমাধানং (চিত্তের একাগ্রতা) সিদ্ধেঃ (সিদ্ধিলাভের) অসাধারণকারণম্ (অসামান্য হেতু), ততঃ (সেই কারণে) মুমুক্ক্ষুণাং (মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণের) সদা (সর্বদাই) অমুনা (এই চিত্তসমাধানের সহিত) ভবিতব্যম্ (অবস্থান করা উচিত) ॥ ২২৩

অনুবাদ । যেহেতু চিত্তের একাগ্রতাই সিদ্ধিলাভের অসাধারণ কারণ

[বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে], সেই কারণে মুমুকু ব্যক্তিগণের বাহাতে চিন্তের একাগ্রতা হয়, তাহা একান্ত কর্তব্য ॥ ২২৩

অত্যন্ততীত্রবৈরাগ্যং ফললিপ্সা মহত্তরা ।

তদেতদুভয়ং বিদ্যাং সমাধানশ্চ কারণম্ ॥ ২২৪

অর্থঃ । অত্যন্ততীত্রবৈরাগ্যং (সংসারের উপর অত্যন্ত তীত্র বৈরাগ্য) [অথচ=এবং] মহত্তরা (অতি মহতী) ফললিপ্সা (মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা) এতৎ (এই) তৎ (প্রসিদ্ধ) উভয়ং (বস্তু দুইটিই) সমাধানশ্চ (চিন্তের একাগ্রতার) কারণং (কারণ বলিয়া) বিদ্যাং (জানিতে হইবে) ॥ ২২৪

অনুবাদ । [ঐহিক এবং পারত্রিক ভোগ্যসমূহের উপর] অত্যন্ত তীত্র বিরক্তি এবং অতি প্রবল মোক্ষলাভেচ্ছা এই প্রসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ই চিন্তের একাগ্রতার সাধন অর্থাৎ উপায়, ইহা জানিবে ॥ ২২৪

বহিরঙ্গং শ্রুতিঃ প্রাহ ব্রহ্মচর্যাদি মুক্তয়ে ।

শমাদি-ষট্‌কমেবৈতৎ অন্তরঙ্গং বিদ্যুর্বুধাঃ ॥ ২২৫

অর্থঃ । শ্রুতিঃ (বেদ) ব্রহ্মচর্যাদি (ব্রহ্মচর্য প্রভৃতিকে) মুক্তয়ে (মুক্তির প্রতী) বহিরঙ্গং (বাহ্য সাধন বলিয়া) প্রাহ (নির্দেশ করিয়া থাকে) এতৎ (এই) শমাদিষট্‌কং (শম প্রভৃতি ছয়টিকে) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) অন্তরঙ্গং (মোক্ষলাভের পক্ষে অন্তরঙ্গ সাধন) বিদ্যুঃ (জানেন) ॥ ২২৫

অনুবাদ । শ্রুতি (বেদ) ব্রহ্মচর্য প্রভৃতিকে মোক্ষের বহিরঙ্গ সাধন (উপায়) বলেন ; কিন্তু এই শমপ্রভৃতি ছয়টিকে পণ্ডিতগণ মোক্ষের অন্তরঙ্গ সাধন (উপায়) বলিয়া জানেন ॥ ২২৫

অন্তরঙ্গং হি বলবদ্ বহিরঙ্গাদ্ যতন্ততঃ ।

শমাদি-ষট্‌কং জিজ্ঞাসোরবশ্যং ভাব্যমান্তরম্ ॥ ২২৬

অর্থঃ । যতঃ (যেহেতু) হি (নিশ্চয়) বহিরঙ্গাৎ (বহিরঙ্গ অপেক্ষা) অন্তরঙ্গম্ (অন্তরঙ্গ) বলবৎ (বলশালী) ততঃ (সেইজন্য) জিজ্ঞাসোঃ (মুমুকু ব্যক্তির) শমাদিষট্‌কং (শমাদি ছয়টিকে) অবশ্যম্ (অবশ্যই) আন্তরম্ (অন্তরঙ্গ) ভাব্যম্ (করিয়া লইতে হইবে) ॥ ২২৬

অনুবাদ । যেহেতু বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গ নিশ্চয়ই [অধিকতর] বলশালী, সেইজন্য মোক্ষার্থী ব্যক্তির শমাদি ছয়টিকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে হইবে ॥ ২২৬

অন্তরঙ্গবিহীনশ্চ কৃতশ্রবণকোটয়ঃ ।

ন ফলন্তি যথা যোদ্ধুরধীরশাস্ত্রসম্পাদঃ ॥ ২২৭

অন্য। বথা (যেমন) অধীরশু (ধৈর্যহীন) বোদ্ধুঃ (বোদ্ধার) অস্ত্র-সম্পদঃ (বহু অস্ত্ররূপ সম্পদ) ন ফলন্তি (ফল হয় না) [তথা=সেইরূপই] অন্তরঙ্গবিহীনশু (যে মুমুক্শু ব্যক্তির এই শমাদি অন্তরঙ্গ সাধন নাই তাহার) কৃতশ্রবণকোটয়ঃ (কোটিবার বেদের শ্রবণ সম্পাদিত হইলেও তাহা) ন ফলন্তি (ফল হইতে পারে না) ॥ ২২৭

অনুবাদ। যেমন অস্থিরচিত্ত বোদ্ধার বহু অস্ত্র বিদ্যমান থাকিলেও তাহা দ্বারা কোন ফল সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ, যে মুমুক্শুর শমপ্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধন-সিদ্ধি নাই, তাহার কোটি বার বেদান্ত শ্রবণ করা হইলেও কোন ফল সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ২২৭

মুমুক্শুত্বম্ ।

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ যদবিদ্বান্ মোক্তুমিচ্ছতি ।

সংসারপাশবন্ধং তৎ মুমুক্শুত্বং নিগততে ॥ ২২৮

অন্য। বিদ্বান্ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ (জীব ও ব্রহ্ম একই এই প্রকার জ্ঞানের সাহায্যে) সংসারপাশবন্ধং (সংসাররূপ রজ্জুদ্বারা কৃত বন্ধনকে) মোক্তুং (ছেদন করিতে অর্থাৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে) যৎ (যে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন), তৎ (তাহা) মুমুক্শুত্বং (মুমুক্শু এই শব্দের অর্থ বলিয়া) নিগততে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২২৮

অনুবাদ। “জীব ও ব্রহ্ম একই” এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি সংসার-পাশ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার যে ইচ্ছা করেন, তাহাকে মুমুক্শুত্ব বলা যায় ॥ ২২৮

সাধনানাং তু সর্বেষাং মুমুক্শা মূলকারণম্ ।

অনিচ্ছোরপ্রবৃত্তশ্চ ক শ্রুতিঃ ক নু তৎফলম্ ॥ ২২৯

অন্য। সর্বেষাং (সকল) সাধনানাং (সাধনের মধ্যে) তু [কিন্তু] মুমুক্শা (মোক্ষ লাভের ইচ্ছা) মূলকারণং (প্রধান কারণ) [বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কারণ] অনিচ্ছাঃ (ইচ্ছাহীন) অপ্রবৃত্তশ্চ (স্বতরাং মোক্ষোপায় সাধনে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে) শ্রুতিঃ (বেদই বা) ক (কোথায়?) তৎফলং (তাহার ফলই বা) ক নু (কোথায়?) ॥ ২২৯

অনুবাদ। মোক্ষলাভ করিবার ইচ্ছাই সকল প্রকার সাধনের প্রধান কারণ; বাহার মোক্ষলাভে ইচ্ছা নাই, স্বতরাং সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি নাই, সেই ব্যক্তির শ্রুতিই বা কোথায়? আর সেই শ্রুতিসিদ্ধ ফলই বা কোথায়? ॥ ২২৯

তীত্র-মধ্যম-মন্দাতিমন্দ-ভেদাচ্চতুর্বিধা ।

মুমুক্ষা তৎপ্রকারোহপি কীর্ত্যতে শ্রয়তাং বুধৈঃ ॥ ২৩০

অর্থঃ । তীত্র-মধ্যম-মন্দাতিমন্দ-ভেদাৎ (তীত্র, মধ্যম, মন্দ এবং অতিমন্দ ভেদে) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) চতুর্বিধা (চারি প্রকার) ; তৎপ্রকারোহপি (সেই চারিপ্রকার ভেদও) কীর্ত্যতে (কথিত হইতেছে), বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ) শ্রয়তাং (শ্রবণ করুন) ॥ ২৩০

অনুবাদ । মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) তীত্র, মধ্যম, মন্দ ও অতিমন্দ ভেদে চারিপ্রকার ; সেই চারিপ্রকার ভেদও কথিত হইতেছে, পণ্ডিতগণ তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২৩০

তাপৈস্তিভিনিত্যমনেকরূপৈঃ

সন্তপ্যমানঃ ক্ষুভিতান্তরাহ্মা ।

পরিগ্রহং সর্বমনর্থবুদ্ধ্যা

জহাতি সা তীত্রতরা মুমুক্ষা ॥ ২৩১

অর্থঃ । অনেকরূপৈঃ (অসংখ্যরূপ) ত্রিভিঃ (ত্রিবিধ) তাপৈঃ (দ্বঃখ-সমূহের দ্বারা) নিত্যং (প্রতিদিন) সন্তপ্যমানঃ (পরিপীড়িত হইয়া) ক্ষুভিতান্তরাহ্মা (নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তি) অনর্থবুদ্ধ্যা (অনিষ্টকর এইপ্রকার বিবেচনা-পূর্বক) সর্বং (সকলপ্রকার) পরিগ্রহং (সংসর্গ) [যন্না=যে ইচ্ছার বশে] জহাতি (পরিত্যাগ করিয়া থাকে), সা (সেই) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) তীত্রতরা (অতিশয় তীত্র) ॥ ২৩১

অনুবাদ । মূলতঃ দ্বঃখ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তিন প্রকার হইলেও প্রকার-ভেদে অনেকরূপ দ্বঃখের দ্বারা সর্বদা নিপীড়িত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া (সাধক) সকলপ্রকার আসঙ্গকেই 'ইহা অনর্থকর' এই প্রকার বুদ্ধিতে যে ইচ্ছার বশে পরিত্যাগ করা হয়, সেই মুমুক্ষাই অতিশয় তীত্র ॥ ২৩১

তাপত্রয়ং তীত্রমবেক্ষ্য বস্ত

দৃষ্ট্বা কলত্রং তনয়ান্ বিহাতুম্ ।

মধ্যে দ্বয়োলৌড়নমাত্মনো যৎ

সৈষা মতা মাধ্যমিকী মুমুক্ষা ॥ ২৩২

অর্থঃ । তীত্রং (ভয়ানক) তাপত্রয়ং (ত্রিবিধ দ্বঃখ) অবেষ্য (অনুভব করিয়া) বস্ত (বেদান্তাদির সাহায্যে পরম বস্তুটি) দৃষ্ট্বা (আপাততঃ বুঝিয়া) কলত্রং (পত্নী) তনয়ান্ (এবং পুত্রগণকে) বিহাতুম্ (পরিত্যাগ করিতে) দ্বয়োঃ (সংসার ও বৈরাগ্য এই দুইটির) মধ্যে [কোনটিকে আশ্রয় করিব এইরূপে]

আত্মনঃ (আত্মার) যৎ (যে) লোড়নং (আলোড়ন, সংশয়) এষা (এই) সা
(সেই) মাধ্যমিকী (মধ্যম) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) মতা (স্বীকৃত হইয়া
থাকে) ॥ ২৩২

অনুবাদ। ভয়ঙ্কর ত্রিবিধ তাপ অনুভব করিয়া এবং কোন্ বস্তুটি পরমার্থ
সং তাহা জানিয়া, যদি কেহ (মুক্তির ইচ্ছা থাকিলেও) জ্ঞী এবং পুত্রগণকে
পরিত্যাগ করিতে সমুৎসুক হইয়া সংসার ও সন্ন্যাসাশ্রমের মধ্যে কোন্টিকে
অবলম্বন করিব—এইরূপে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার যে মুমুক্ষা,
তাহাই মধ্যম মুমুক্ষা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ২৩২

মোক্ষস্ত কালোহিস্তি কিমগ্ৰ মে ত্বরা

ভুতৈল্লব ভোগান্ কৃতসর্বকার্য্যঃ ।

মুক্ত্যৈ যতিষ্যেহমথৈতি বুদ্ধিঃ

এবৈব মন্দা কথিতা মুমুক্ষা ॥ ২৩৩

অর্থ। মোক্ষস্ত (মোক্ষের) [সাধনমুষ্ঠাতুং=সাধন অনুষ্ঠান করিতে]
কালঃ (এখনও কাল) অস্তি (পড়িয়া রহিয়াছে) অগ্ৰ (আজই) মে (আমার)
ত্বরা (সত্বরতা) কিং (নিপ্রয়োজন), ভোগান্ (সকলপ্রকার ভোগ) ভুত্বা
এব (আশ্বাদন করিয়াই) কৃতসর্বকার্য্যঃ (সকলপ্রকার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া)
অথ (অনন্তর) অহম্ (আমি) মুক্ত্যৈ (মোক্ষের জ্ঞাত) যতিষ্যে (বন্ধ করিব)
এষা (এই) বুদ্ধিঃ এব (বুদ্ধিই) মন্দা (মন্দ) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা বলিয়া)
কথিতা (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২৩৩

অনুবাদ। মোক্ষের জ্ঞাত প্রস্তুত হইতে এখনও বথেষ্ট সময় পড়িয়া আছে,
মোক্ষলাভের জ্ঞাত অগ্ৰই আমার এইরূপ ত্বরা কেন? অগ্রে আমার বত প্রকার
কর্তব্য কার্য্য আছে, তাহা সম্পাদন করিয়া লই এবং ইচ্ছামত বত প্রকার পারা বায়
ভোগ করিয়া লই, তাহার পর আমি মুক্তিলাভের জ্ঞাত চেষ্টা করিব—এই প্রকার
যে বুদ্ধি, তাহাকেই মন্দ মুমুক্ষা বলা যায় ॥ ২৩৩

মার্গে প্রয়াতুর্মণিলাভবন্মে

লভ্যেত মোক্ষো যদি নাম ধন্যঃ ।*

ইত্যাশয়া মুচ্যিয়াং মতি ধী

সৈষাতিমন্দাভিমতা মুমুক্ষা ॥ ২৩৪

অর্থ। প্রয়াতুঃ (চলিয়া বাইতে বাইতে কাহারও) মার্গে (পথে) মণি-
লাভবৎ (হঠাৎ ভাগ্যক্রমে মণি লাভের ছায়) মে (আমার) মোক্ষঃ (মোক্ষ)

* লভ্যেত মোক্ষো যদি ভবি ধন্যঃ ইতি বা পাঠঃ ।

যদি (যদি) লভ্যেত (ভাগ্যবশতঃ লাভ হয় তাহা হইলে) ধৃত্যঃ (আমি ধৃত্য হইতে পারি), ইত্যাদি (এইপ্রকার আশায়) মুচমতিগণের (বা (যে) মতিঃ (বুদ্ধি), সৈবা মুমুক্ষা (সেই এই মুমুক্ষাই) অতিমন্দা (অতিমন্দ বলিয়া) অভিমতা (বিবেচিত হইয়া থাকে) ॥ ২৩৪

অনুবাদ । যেমন কোন ব্যক্তি পথে চলিয়া বাইতেছে এমন সময় হঠাৎ সেই পথে একটি মণি রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া সে তাহা কুড়াইয়া লয়, সেইপ্রকার আমি এই সংসারাম্রেরই কর্তব্য কর্ম করিয়া বাইতেছি—ভাগ্যবশতঃ যদি মোক্ষ-লাভ আমার হয়, তাহা হইলে আমি সেই মণিলাভকর্তা পাত্র ব্যক্তির ত্যায় ধৃত্য হইতে পারিব, এইপ্রকার আশায় সহিত মুচমতিগণের যে বুদ্ধি বিত্তমান থাকে, তাহাকেই অতিমন্দ মুমুক্ষা বলা যায় ॥ ২৩৪

জন্মানেকসহস্রেষু তপসারাদিতেশ্বরঃ ।

তেন নিঃশেষ-নির্ধৃত-হৃদয়স্থিত-কল্মষঃ ॥ ২৩৫

অর্থ । জন্মানেকসহস্রেষু (বহুসহস্র জন্ম ব্যাপিয়া) তপসা (তপস্তা দ্বারা) আরাধিতেশ্বরঃ (যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া আসিতেছে) তেন (সেই ঈশ্বরারাধনার ফলে) নিঃশেষ-নির্ধৃত-হৃদয়স্থিত-কল্মষঃ (বাহার হৃদয়স্থিত সকল-প্রকার পাপই নিঃশেষভাবে বিনাশিত হইয়াছে) ॥ ২৩৫

অনুবাদ । বহু-সহস্র জন্ম-ব্যাপী কঠোর তপস্তা দ্বারা যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া আসিতেছে এবং সেই ঈশ্বরারাধনের প্রভাবে বাহার হৃদয়স্থিত সকলপ্রকার পাপ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৩৫

শাস্ত্রবিদগুণদোষজ্ঞো ভোগ্যমাত্রে বিনিম্পৃহঃ ।

নিত্যানিত্যপদার্থজ্ঞো মুক্তিকামো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২৩৬

অর্থ । শাস্ত্রবিদ (যে শাস্ত্রজ্ঞ), গুণদোষজ্ঞঃ (গুণ ও দোষের বোধ বাহার হইয়াছে), ভোগ্যমাত্রে (সকলপ্রকার ভোগ্য বস্তুতেই) বিনিম্পৃহঃ (বাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে), নিত্যানিত্যপদার্থজ্ঞঃ (নিত্য এবং অনিত্য পদার্থের স্বরূপ যে বুঝিয়াছে), মুক্তিকামঃ (মুক্তির জন্য বাহার কামনার উদয় হইয়াছে), দৃঢ়ব্রতঃ (বাহার কার্য্য করিবার অবিচলিত ব্রত) ॥ ২৩৬

অনুবাদ । বাহার শাস্ত্রজ্ঞান আছে, গুণ ও দোষ কাহাকে বলে তাহা যে বুঝিয়াছে, সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুতেই বাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে, যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তু কাহাকে বলে তাহা বেশ বুঝিয়াছে, যে মুক্তিকামী এবং যে অধ্যবসায় সহকারে কর্তব্য কর্ম করিয়া থাকে ॥ ২৩৬

নিষ্ঠপুত্রমগ্নিনা পাত্রমুদ্বৃত্য ত্বরয়া যথা ।

জহাতি গেহং তদ্বচ্চ তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া দ্বিজঃ ॥ ২৩৭

অথ। অগ্নি (অগ্নি দ্বারা) নিষ্টপ্ত (অত্যন্ত তপ্ত) পাত্র (পাত্রকে), উদ্ধৃত্য (হস্তের দ্বারা উঠাইয়া) যথা (যেমন) দ্বরয়া (তাড়াতাড়ি) জ্বহতি (লোকে পরিত্যাগ করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) তীত্রমোক্ষচ্ছয়া (তীত্র মোক্ষচ্ছা-বশতঃ) বিজঃ (যে ব্রাহ্মণ) গেহং (নিজের গৃহ) জ্বহতি (পরিত্যাগ করিয়া থাকে) ॥ ২৩৭

অনুবাদ। অগ্নি দ্বারা অতিশয় তপ্ত পাত্র হাতে ধরিয়া লোকে যেমন তাড়া-তড়ি তাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তীত্র মোক্ষচ্ছাবশতঃ যে ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি নিজের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ২৩৭

স এব সগুস্তরতি সংসৃতিং গুর্বনুগ্রহাৎ ।

বস্তু তীত্রমুমুক্ষুঃ স্মৃৎ স জীবন্নেব মুচ্যতে ॥ ২৩৮

অথ। স এব (তিনিই) গুর্বনুগ্রহাৎ (গুরু রূপায়) সগুঃ (অতি শীঘ্রই) সংসৃতিং (সংসারকে) তরতি (অতিক্রম করেন) বস্তু (পরন্তু যে ব্যক্তি) তীত্রমুমুক্ষুঃ (তীত্র মোক্ষচ্ছাসম্পন্ন) স্মৃৎ (হন) সঃ (তিনি) জীবন্নেব (বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই) মুচ্যতে (মোক্ষলাভ করেন অর্থাৎ জীবমুক্ত হইয়া থাকেন) ॥ ২৩৮

অনুবাদ। তিনিই গুরু রূপায় অতি শীঘ্র সংসারকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। বাঁহার মোক্ষলাভের জন্ত তীত্র অভিলাষ উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি জীবদ্দশাতেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ অর্থাৎ তিনি জীবমুক্ত ॥ ২৩৮

জন্মান্তরে মধ্যমস্ত তদন্তস্ত যুগান্তরে ।

চতুর্থঃ কল্পকোট্যাং বা নৈব বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ২৩৯

অথ। তু (পরন্তু) মধ্যমঃ (বাঁহার মুমুক্ষা মধ্যম সেই ব্যক্তি) জন্মান্তরে (পরজন্মে) [মুচ্যতে=মুক্তি লাভ করিতে পারেন], তদন্তস্ত (বাঁহার মুমুক্ষা মন্দ সেই ব্যক্তি) যুগান্তরে (যুগান্তর উপস্থিত হইলে) [মুচ্যতে=মুক্তিলাভ করিতে পারে], চতুর্থঃ (বাঁহার মুমুক্ষা অতিশয় মন্দ সেই ব্যক্তি) কল্পকোট্যাং (কোটি কল্প অতীত হইয়া গেলে) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধ হইতে) বিমুচ্যতে বা নৈব (মুক্তি-লাভ করিতে পারে অথবা পারে না) ॥ ২৩৯

অনুবাদ। বাঁহার মুমুক্ষা মধ্যম, সেই ব্যক্তি পর জন্মে মোক্ষ লাভ করেন; বাঁহার মুমুক্ষা মন্দ, সেই ব্যক্তি যুগান্তরে মোক্ষলাভ করিতে পারে; কিন্তু বাঁহার মুমুক্ষা অতিশয় মন্দ, সেই ব্যক্তি কোটিকল্প অতীত হইবার পরও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে কি না, তাহা সংশয়ের বিষয় ॥ ২৩৯

বৃজ্ঞম্ জন্তোরতিতুর্লভং বিদু-

স্ততোহপি পুংস্ত্বং চ ততো বিবেকঃ ।

লক্ষ্য তদেতৎ ত্রিতয়ং মহাত্মা

যতেত মুক্ত্যৈ সহসা বিরক্তঃ ॥ ২৪০

অর্থঃ । জ্ঞানোঃ (প্রাণীর) নৃজন্ম (মনুষ্য-জন্ম) অতি-দুর্লভম্ (অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া) বিদ্বঃ (পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন) । ততঃ অপি (সেই মনুষ্যজন্ম হইতেও) পুংস্বং (পুরুষ হওয়া) [অতিদুর্লভঃ=আরও দুর্লভ] ; ততশ্চ (সেই পুরুষ হইয়া জন্মান অপেক্ষা) বিবেকঃ (সদসদ্বিচার করিবার সামর্থ্য) [অতিদুর্লভঃ=আরও দুর্লভতর] । তৎ (সেই) এতৎ (এই) ত্রিতয়ং (তিনটি অতি দুর্লভ বস্তু) লক্ষ্য (লাভ করিয়া) মহাত্মা (যে ব্যক্তি মহাত্মা হইবেন, তিনি) সহসা (হঠাৎ) বিরক্তঃ (সংসারে বিরক্ত হইয়া) মুক্ত্যৈ (মুক্তিলাভের জন্ত) যতেত (অবশ্য যত্ন করিবেন) ॥ ২৪০

অনুবাদ । (এই সংসারে) জীবের পক্ষে প্রথমতঃ মনুষ্যজন্মই অতি দুর্লভ । আবার পুরুষত্ব তদপেক্ষা আরও দুর্লভ ; সেই পুরুষত্ব অপেক্ষা সদসদ্বিবেক আরও অত্যন্ত দুর্লভ, এই প্রকারই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন । সুতরাং এই সেই অতি দুর্লভ তিনটি বস্তু (ভাগ্যক্রমে) প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, তিনি যেন অকস্মাৎ (অর্থাৎ ভাবনাচিন্তা না করিয়া) সংসারে বিরাগী হইয়া, মুক্তিলাভের জন্ত যত্ন করেন ॥ ২৪০

পুত্রমিত্রকলত্রাদিসুখং জন্মানি জন্মানি ।

মর্ত্যত্বং পুরুষত্বং চ বিবেকশ্চ ন লভ্যতে ॥ ২৪১

অর্থঃ । জন্মানি জন্মানি (প্রত্যেক জন্মেই) পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিসুখং (পুত্র মিত্র এবং কলত্র অর্থাৎ পত্নী প্রভৃতির সহিত মিলন সুখ) লভ্যতে (লাভ হইয়া থাকে) ; মর্ত্যত্বং (মানুষ হওয়া) পুরুষত্বং (পুরুষ হওয়া) বিবেকশ্চ (এবং সদসদ্বিচারবুদ্ধি লাভ করা) [জন্মানি জন্মানি=প্রত্যেক জন্মে] ন লভ্যতে (লাভ করা যায় না) ॥ ২৪১

অনুবাদ । প্রতি জন্মেই পুত্র মিত্র ও পত্নী প্রভৃতির সহিত মিলন-জনিত সুখ লাভ হইয়া থাকে ; কিন্তু মানুষ হওয়া—পুরুষ হওয়া—এবং সদসদ্বিচারবুদ্ধি লাভ করা কখনই প্রত্যেক জন্মে সম্ভবপর হয় না ॥ ২৪১

লক্ষ্য সুদুর্লভতরং নরজন্ম জন্তু-

স্তত্রাপি পৌরুষমতঃ সদসদ্বিবেকম্ ।

সংপ্রাপ্য চৈহিকসুখাভিরতো যদি স্মাৎ

ধিক্ তস্য জন্ম কুমতেঃ পুরুষাধমস্য ॥ ২৪২

অর্থঃ । অতঃ (অতএব) সুদুর্লভতরম্ (অতিশয় সুদুর্লভ) নরজন্ম (মনুষ্যজন্ম) লক্ষ্য (লাভ করিয়া) তত্রাপি (সেই মনুষ্যজন্মেও) পৌরুষং (পুরুষত্ব) সদ-

সদ্বিবেকম্ (এবং সদসদ্বিবেকও) সংপ্রাপ্য (লাভ করিয়া) জন্তুঃ (জীব) যদি (যদি) ঐহিকস্থিতিভিত্তিকঃ (ঐহিক স্থিতেই আসক্ত) জ্ঞানং (হইয়া পড়ে), [ততঃ=তাহা হইলে] তন্তু (সেই) কুমতেঃ (দুর্গতি) পুরুষাধমশ্চ (পুরুষাধমের) জন্ম ধিক্ (জন্মকেই ধিক্) ॥ ২৪২

অনুবাদ । অতএব অতিশয় সূক্ষ্মলভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া এবং সেই জন্মে পুরুষকার ও সদসদ্বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও, জীব যদি পাখিব স্থিতিভোগেই একান্ত আসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুমতি পুরুষাধমের জন্মকে ধিক্ ॥ ২৪২

খাদতে মোদতে নিত্যং শুনকঃ শূকরঃ খরঃ ।

ভেষামেষাং বিশেষঃ কো বৃত্তির্যেষাং তু তৈঃ সমা ॥ ২৪৩

অর্থঃ । শুনকঃ (কুকুর) শূকরঃ (শূকর) খরঃ (এবং গর্দভ) নিত্যং (প্রত্যহ) খাদতে (ভক্ষণ করে) মোদতে [চ] (এবং আনন্দানুভবও করিয়া থাকে) যেষাং (যে মনুষ্যগণের) বৃত্তিঃ (ব্যবহার, কার্য) তৈঃ (সেই কুকুর প্রভৃতির সহিত) সমা (সমান) ভেষাং (তাহাদের) এবাম্ (এই কুকুর প্রভৃতির) বিশেষঃ (পার্থক্য, প্রভেদ) কঃ (কি আছে?) ॥ ২৪৩

অনুবাদ । কুকুর, শূকর ও গর্দভ প্রভৃতিও আহার করে এবং আনন্দানুভবও করিয়া থাকে । তাহাদের কার্য কুকুর প্রভৃতির সমান, তাহাদের এবং ঐ সকল কুকুর প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ কি ॥ ২৪৩

যাবন্নাশ্রয়তে রোগো যাবন্নাশ্রয়তে জরা । *

যাবন্ম ধীর্বিপর্যেতি যাবন্মৃত্যুং ন পশ্যতি ॥ ২৪৪

তাবদেব নরঃ স্বস্থঃ সারগ্রহণ-তৎপরঃ ।

বিবেকী প্রযতেতাশু ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ২৪৫

অর্থঃ । যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) রোগঃ (ব্যাধি) [শরীরঃ=শরীরকে] ন আশ্রয়তে (আশ্রয় না করিতেছে) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) জরা (বার্দ্ধক্য) ন আশ্রয়তে (আশ্রয় না করিতেছে), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) ধীঃ (বুদ্ধি) ন বিপর্যেতি (বিপরীত না হইতেছে), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) মৃত্যুং (মরণকে) ন পশ্যতি (দেখিতে পায় না), তাবদেব (সেই কালের মধ্যেই) সারগ্রহণ-তৎপরঃ (সারসংগ্রহনিরত) স্বস্থঃ (প্রকৃতিস্থ) বিবেকী (সদসদ্বস্তুবিষয়ে বিবেকসম্পন্ন হইয়া) নরঃ (মনুষ্য) ভববন্ধবিমুক্তয়ে (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্ত) আশু (শীঘ্র) প্রযতেত (চেষ্টা করিবে) ॥ ২৪৪—২৪৫

অনুবাদ । যে পর্য্যন্ত ব্যাধি শরীরকে আশ্রয় না করে, যে পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্য শরীরকে অবলম্বন না করে, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির বিপর্যয় না ঘটে, এবং যে পর্য্যন্ত

* যাবন্মাক্রমতে জরা ইতি বা পাঠঃ ।

মৃত্যুকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে না পার, তাহার পূর্বেই সারগ্রাহী মৃত্ত
মানব বিবেকসম্পন্ন হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জ্ঞান শীঘ্র যত্ন
করিবে ॥ ২৪৪—২৪৫

দেবর্ষিপিতৃমর্ত্যর্গবন্ধমুক্তান্ত কোটিশঃ ।

ভববন্ধবিমুক্তস্ত যঃ কশ্চিদ ব্রহ্মবিভক্তমঃ ॥ ২৪৬

অন্বয় । কোটিশঃ (কোটি কোটি ব্যক্তি) দেবর্ষিপিতৃমর্ত্যর্গবন্ধমুক্তাঃ (দেব-ঋণ,
ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও মনুষ্য-ঋণ রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত) [ভবন্তি=হইয়া থাকে],
তু (কিন্তু) যঃ কশ্চিৎ (যেকোন একজন) ব্রহ্মবিভক্তমঃ (ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে
উৎকৃষ্ট ব্যক্তিই) ভববন্ধবিমুক্তঃ (সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত) [ভবতি=
হইয়া থাকেন] ॥ ২৪৬

অনুবাদ । দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও মনুষ্য-ঋণ হইতে কোটি কোটি
ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতেছে কিন্তু ব্রহ্মবিদগণের অগ্রণী কোন এক ব্যক্তিই
[কদাচিৎ] ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৪৬

বিশদ ব্যাখ্যা । স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—মনুষ্য কতকগুলি
ঋণের সহিতই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । ঐ সকল ঋণের মধ্যে দেবঋণ হইতে
মুক্তি লাভ করিতে হইলে, বাগ হোম পূজা প্রভৃতি কার্য অবশ্য কর্তব্য । প্রতিদিন
বেদাধ্যয়ন ও বিদ্যাধিগণকে বেদ পাঠ করান—এই প্রকার অধ্যয়ন ও অধ্যা-
পনাদি দ্বারা ঋষিঋণ হইতে গৃহস্থ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । সন্তানোৎপাদন
দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় ; এবং অতিথি-সেবা দ্বারা
মনুষ্যঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, এই ভাবে গার্হস্থ্য-বিহিত কর্ত্বের
সাহায্যে পূর্বোক্ত কয়টি ঋণ হইতে কোটি কোটি মনুষ্য প্রত্যহই মুক্তি লাভ
করিতেছে—ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার
দ্বারা সংসারবন্ধ হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতেছেন, এইরূপ মহাত্মাকে
কদাচিৎই দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ২৪৬

অন্তর্বন্ধেন বদ্ধস্ত কিং বহির্বন্ধমোচনৈঃ ।

তদন্তর্বন্ধমুক্ত্যর্থং ক্রিয়তাং কৃতিভিঃ কৃতিঃ ॥ ২৪৭

অন্বয় । অন্তর্বন্ধেন (ভিতরের বন্ধনের দ্বারা) বদ্ধস্ত (বদ্ধ ব্যক্তির) বহির্বন্ধ-
মোচনৈঃ (বাহিরের বন্ধন মোচনের দ্বারা) কিং (প্রয়োজন কি সিদ্ধ
হইতে পারে ?) তৎ (সেই নিমিত্ত) কৃতিভিঃ (কুশল অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ)
অন্তর্বন্ধমুক্ত্যর্থং (ভিতরের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্ত) কৃতিঃ (যত্ন, চেষ্টা) ক্রিয়তাম্
(করুন) ॥ ২৪৭

অনুবাদ । ভিতরের বন্ধনের দ্বারা যে সর্বদা বদ্ধ তাহার পূর্বোক্ত কয়টি
বাহিরের বন্ধন হইতে মোচন দ্বারা কি ফল হইতে পারে ? সেইজন্য ভিতরের
সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যত্ন করুন ॥ ২৪৭

কৃতিপর্যবসানৈব মতা তীত্রমুমুকুতা ।

অথা তু রঞ্জনাংমাত্রা যত্র নো দৃশ্যতে কৃতিঃ ॥ ২৪৮

অর্থঃ । তীত্রমুমুকুতা (মোক্ষলাভের জন্ত তীত্র ইচ্ছা) কৃতিপর্যবসান (মোক্ষলাভের জন্ত প্রযত্নেই পরিণত হয়) মতা (ইহাই পণ্ডিতগণের মত); যত্র (যে মুমুকুতায়) কৃতিঃ (মোক্ষলাভের জন্ত প্রযত্ন) ন দৃশ্যতে (দেখিতে পাওয়া যায় না), [সা] (সেই) [মুমুকুতা=মোক্ষের ইচ্ছা] অথা (অথ অর্থাৎ তীত্র নহে) তু (কিন্তু) রঞ্জনাংমাত্রা (সামান্য অনুরাগ মাত্র) ॥ ২৪৮

অনুবাদ । যে মোক্ষেচ্ছা কার্যে পর্যবসিত হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভার্থ চেষ্টায় পরিণত হয়, তাহাকেই তীত্র মুমুকুতা বলিয়া স্বীকার করা যায় । আর যে মোক্ষেচ্ছার কার্য অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্ত প্রযত্ন দৃষ্ট হয় না—অর্থাৎ ইচ্ছা থাকিলেও মোক্ষলাভার্থ প্রযত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাদৃশ মোক্ষেচ্ছা তীত্র মুমুকুতা নহে; তাহা মোক্ষের জন্ত যৎসামান্য অনুরাগমাত্র ॥ ২৪৮

গেহাদি সর্বমপহায় লঘুত্ববুদ্ধ্যা

সৌখ্যেচ্ছয়া স্বপতিনানলমাবিবিক্ষোঃ ।

কান্তাজনশ্চ নিয়তা স্তদৃঢ়া ত্বরা বা

সৈবা ফলান্তগমনে করণং মুমুক্শোঃ ॥ ২৪৯

অর্থঃ । লঘুত্ববুদ্ধ্যা (কিছুই নহে, নিতান্ত তুচ্ছ—এই প্রকার বুদ্ধির দ্বারা) গেহাদি (গৃহ প্রভৃতি) সর্বং (সকল ঐহিকভোগ্যবস্তু) অপহায় (পরিত্যাগ করিয়া) স্বপতিনা (নিজ কান্দের সহিত) সৌখ্যেচ্ছয়া (পরলোকে সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছায়) অনলম্ (অগ্নির মধ্যে) আবিবিক্ষোঃ (প্রবেশ করিতে অভিলাষিণী) কান্তাজনশ্চ (পতিব্রতা নারীর) বা (যে) নিয়তা (নিয়ত) স্তদৃঢ়া (অতি দৃঢ়) ত্বরা (সত্বরতা) সা এবা (সেই এই) মুমুক্শোঃ (মোক্ষার্থীর) [ত্বরা=সত্বরতা] ফলান্তগমনে (মোক্ষরূপ শেষ ফল পাইবার পক্ষে) করণং (উপায়, হেতু) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ২৪৯

অনুবাদ । এ সকল তুচ্ছ—এই মনে করিয়া গৃহ প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্বক পতিব্রতা রমণী পরলোকে পতির সহিত মিলনজনিত সুখভোগের আশায় অগ্নিতে প্রবেশ করিবার জন্ত যে প্রকার স্তদৃঢ় এবং নিয়ত (অপরিহার্য) সত্বরতা অবলম্বন করেন, :মোক্ষলাভের জন্ত মুমুকু ব্যক্তির সেই প্রকার স্তদৃঢ় এবং নিয়ত ত্বরাই তাহার চরম ফল অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় হইয়া থাকে ॥ ২৪৯

নিত্যানিত্যবিবেকশ্চ দেহকণিকতামতিঃ ।

মৃত্যোর্ভীতিশ্চ তাপশ্চ মুমুক্ষাবুদ্ধিকারণম্ ॥ ২৫০

অম্বয় । নিত্যানিত্যবিবেকঃ (কোন বস্তু নিত্য এবং কোন বস্তু অনিত্য, তাহার জ্ঞান) দেহক্ষণিকতামতিঃ (এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর এই প্রকার মতি) মৃত্যোঃ (মরণ হইতে) ভীতিঃ (ভয়) তাপশ্চ (এবং সাংসারিক ত্রিবিধ দুঃখ) মুমুক্ষা-বুদ্ধিকারণঃ (মোক্ষাভিলাষ বুদ্ধির কারণ) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ২৫০

অম্ববাদ । ব্রহ্মই নিত্য এবং তাহা ভিন্ন আর সকলই অনিত্য—এই প্রকার জ্ঞান, দেহ ক্ষণভঙ্গুর এই প্রকার মতি, মরণ হইতে ভীতি এবং [আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই] তিনপ্রকার সাংসারিক তাপ এই কয়টি মিলিত হইয়া, মোক্ষলাভের ইচ্ছাকে আরও বাড়াইয়া থাকে ॥ ২৫০

শিরো বিবেকস্তৃত্যন্তং বৈরাগ্যং বপুরুচ্যতে ।

শমাদয়ঃ ষড়ঙ্গানি মোক্ষেচ্ছা প্রাণ উচ্যতে ॥ ২৫১

অম্বয় । বিবেকঃ (নিত্যানিত্যবস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়) শিরঃ (মস্তকস্বরূপ) অত্যন্তম্ (অতিশয়) বৈরাগ্যং (বিরক্তি, অনাসক্তি) বপুঃ (শরীর-স্বরূপ) উচ্যতে (উক্ত হইয়া থাকে); শমাদয়ঃ (শম ও দম প্রভৃতি) বটু (ছয়টি) অঙ্গানি (হস্তপদাদি অঙ্গ) [এবং] মোক্ষেচ্ছা (মুক্তিলাভের ইচ্ছাই) প্রাণঃ (প্রাণ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে) ॥ ২৫১

অম্ববাদ । নিত্যানিত্য বস্তুর জ্ঞানই মস্তকরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তীব্র বৈরাগ্যই শরীর বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, শম দম প্রভৃতি ছয়টি সাধন হস্তপদাদি অঙ্গ বলিয়া কথিত হয় এবং মোক্ষলাভের ইচ্ছাই প্রাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫১

ঈদৃশাঙ্গসমাযুক্তো জিজ্ঞাসুযুক্তিকোবিদঃ ।

শূরো মৃত্যুং নিহন্তেয সম্যক্ জ্ঞানাসিনা ধ্রুবম্ ॥ ২৫২

অম্বয় । ঈদৃশাঙ্গসমাযুক্তঃ (এই প্রকার অঙ্গযুক্ত) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানার্থী) যুক্তিকোবিদঃ (তর্কের স্বরূপজ্ঞাতা যুক্তি বিষয়ে নিপুণ) শূরঃ (নির্ভীক ব্যক্তিই) সম্যক্ (স্বার্থ) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা) মৃত্যুং (মরণকে) নিহন্তি (বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়া থাকে) ধ্রুবম্ (ইহা স্থির) ॥ ২৫২

অম্ববাদ । যে এই প্রকার অঙ্গসম্পন্ন, যে তত্ত্বজ্ঞানার্থী—কোনটি সদযুক্তি এবং কোনটিই বা অসদযুক্তি ইহা যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে,—সেই ভয়মূহ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানরূপ অসির দ্বারা অজ্ঞানরূপ মৃত্যুর উচ্ছেদ করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২৫২

উক্তসাধনসম্পন্নো জিজ্ঞাসুর্বাতিরাত্মনঃ ।

জিজ্ঞাসায়ৈ গুরুং গচ্ছেৎ সমিৎপার্শ্বনিয়োজ্জ্বলঃ ॥ ২৫৩

অম্বয় । উক্তসাধনসম্পন্নঃ (পূর্বোক্ত সাধনগুলি বাহার সিদ্ধ হইয়াছে, সেই) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানার্থী) যতিঃ (সন্ন্যাসী) সমিৎপার্শ্বঃ (গুরু

জ্ঞ উপহারার্থ অন্ততঃ কিছু কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ করিয়া) নরোজ্জলঃ (এবং বিনয় দ্বারা উদ্ভাসিত-শরীর হইয়া) আত্মনঃ জিজ্ঞাসার (আত্মার স্বরূপ কি তাহা জানিবার ইচ্ছায়) গুরুং (গুরুর নিকটে) গচ্ছেৎ (গমন করিবে) ॥ ২৫৩

অনুবাদ । পূর্বে যে সকল শম-দমাদি সাধন উক্ত হইয়াছে তাহা আয়ত্ত হইবার পরে আত্মার তত্ত্ব কিরূপ তাহা জানিবার জ্ঞান বাহার অভিনাব হইয়াছে সেই মন্যাসী উপহারার্থ অন্ততঃ কিছু কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ পূর্বক বিনয়োজ্জল দেহে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জ্ঞান গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে ॥ ২৫৩

শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ প্রশান্তঃ সমদর্শনঃ ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ নির্বন্দ্যঃ নিম্পরিগ্রহঃ ॥ ২৫৪

অর্থ । যঃ (যে ব্যক্তি) শ্রোত্রিয়ঃ (যিনি গুরুকুলে বাস করিয়া সাদ্র, বেদের অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন, তাঁহারই নাম শ্রোত্রিয়) ব্রহ্মনিষ্ঠঃ (ব্রহ্মধ্যান-নিরত) প্রশান্তঃ (শান্তস্বভাব) সমদর্শনঃ (সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন) নির্মমঃ (মমতাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ (অভিমানবর্জিত) নির্বন্দ্যঃ (শীতাতপ সূত্বদুঃখ প্রভৃতিতে অবিচলিত) নিম্পরিগ্রহঃ (আসক্তিহীন) ॥ ২৫৪

অনুবাদ । যিনি [গুরুকুলে অবস্থানপূর্বক] সাদ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, সর্বদা ব্রহ্মচিন্তা-নিরত, শান্তস্বভাব, সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, মমতাহীন এবং অভিমানশূন্য, শীতাতপ প্রভৃতিতে অবিচলিত এবং সংসারে অনাসক্ত ॥ ২৫৪

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ করুণামৃতসাগরঃ ।

এবংলক্ষণসম্পন্নঃ স গুরু ব্রহ্মবিতমঃ ॥

উপাসাত্তঃ প্রযত্নেন জিজ্ঞাসোঃ সাধ্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৫৫ *

অর্থ । অনপেক্ষঃ (অপেক্ষাহীন) শুচিঃ (বাহু এবং আভ্যন্তর শৌচ-বিশিষ্ট) দক্ষঃ (কুশল) করুণামৃতসাগরঃ (দয়ারূপ অমৃতের সাগর) [যঃ=যিনি] এবংলক্ষণসম্পন্নঃ (ঈদৃশ লক্ষণবান) ব্রহ্মবিতমঃ (ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) গুরুঃ (গুরু) সঃ (তিনিই) জিজ্ঞাসোঃ (তত্ত্বজ্ঞানার্থী) সাধ্যসিদ্ধয়ে (ইষ্ট-লাভের জ্ঞান) প্রযত্নেন (যত্নের সহিত) উপাসাত্তঃ (আশ্রয়ণীয়) ॥ ২৫৫

অনুবাদ । যিনি কাহারও অপেক্ষা করেন না, যিনি বাহু ও আভ্যন্তর এই দুইপ্রকার শৌচ-সম্পন্ন, যিনি উপদেশদানে কুশল, যিনি সাতিশয় দয়ালু এবং যিনি ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই গুরু হইয়া থাকেন । তত্ত্বজ্ঞানার্থী নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির জ্ঞান এই প্রকার লক্ষণসম্পন্ন গুরুকে প্রযত্নের সহিত আশ্রয় করিবে ॥ ২৫৫

* স্বার্থসিদ্ধয়ে—ইতি বা পাঠঃ ।

জন্মানেকশতৈঃ সদাদরযুক্তা ভক্ত্যা সমারাধিতো

ভক্তৈর্বৈদিকলক্ষণেন বিধিনা সন্তুষ্ট ঈশঃ স্বয়ম্ ।

সাক্ষাৎ শ্রীগুরুরূপমেত্য কৃপয়া দৃগ্গোচরঃ সন্ প্রভুঃ

তত্ত্বং সাধু বিবোধ্য তারয়তি তান্ সংসার-দুঃখার্ণবাৎ ॥ ২৫৬

অন্বয় । জন্মানেকশতৈঃ (বহুশত পূর্ববর্তী জন্মে) ভক্তৈঃ (ভক্তগণ কর্তৃক) সদাদরযুক্তা (সর্বদা আদরযুক্ত) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) বৈদিক-লক্ষণেন (বেদবিহিত) বিধিনা (বিধান দ্বারা) সমারাধিতঃ (উপাসিত) প্রভুঃ ঈশঃ (প্রভু পরমেশ্বর) সন্তুষ্টঃ (সম্যকপ্রকারে তুষ্ট হইয়া) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ-ভাবে) শ্রীগুরুরূপং (শ্রীগুরুর মূর্তি) এত্যা (ধারণপূর্বক) [ভক্তানাং=ভক্ত-গণের] দৃগ্গোচরঃ সন্ (নয়নগোচর হইয়া) কৃপয়া (করুণার বশে) তত্ত্বং (পরমাত্মার স্বরূপ) সাধু (সম্যগ্রূপে) বিবোধ্য (বুঝাইয়া দিয়া) তান্ (সেই ভক্তগণকে) সংসার-দুঃখার্ণবাৎ (সংসাররূপ দুঃখময় সমুদ্র হইতে) তারয়তি (পার করিয়া দেন) ॥ ২৫৬

অনুবাদ । ভক্তগণ বহুশত জন্ম ব্যাপিয়া সমাদরযুক্ত ভক্তি এবং শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করিয়া থাকেন—ভগবান্ ভক্তগণের সেই আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, সাক্ষাৎ শ্রীগুরু-মূর্তি ধারণ করেন এবং ভক্তগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখা দিয়া থাকেন । সেই গুরুরূপধারী পরমেশ্বরই কৃপাপূর্বক তত্ত্ববস্তুর উপদেশ সম্যগ্ভাবে প্রদান করিয়া, ভক্তগণকে সংসাররূপ দুঃখময় সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ২৫৬

অবিজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিবন্ধমোকো ভবেদ্ যতঃ । *

তমেব গুরুরিত্যাহঃ গুরুশব্দার্থবেদিনঃ ॥ ২৫৭

অন্বয় । গুরুশব্দার্থবেদিনঃ (গুরু এই শব্দের প্রকৃত অর্থ বাঁহারা জ্ঞানেন তাঁহারা) অবিজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিবন্ধমোকঃ (অজ্ঞানরূপ যে হৃদয়ের গ্রন্থি, তাহা দ্বারা যে সংসারে বন্ধন, তাহা হইতে মুক্তি) যতঃ (বাঁহা দ্বারা) ভবেৎ (হইয়া থাকে), তমেব (তাঁহাকেই) গুরুরিতি আহঃ (গুরু বলিয়া নির্দেশ করেন) ॥ ২৫৭

অনুবাদ । গুরু এই শব্দের অর্থ বাঁহারা জ্ঞানেন, তাঁহারা বলেন যে, “বাঁহারা সাহায্যে হৃদয়ের অবিজ্ঞানরূপ (মায়ারূপ) গ্রন্থি দ্বারা বিরচিত এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তিনিই গুরু” ॥ ২৫৭

শিব এব গুরুঃ সাক্ষাদ্ গুরুরেব শিবঃ স্বয়ম্ ।

উভয়োরন্তরং কিঞ্চিৎ ন দ্রষ্টব্যং মুমুক্শুভিঃ ॥ ২৫৮

অন্বয় । সাক্ষাৎ শিবঃ এব (সাক্ষাৎ ঈশ্বরই) গুরুঃ (গুরু হইয়া থাকেন)

* বিমোকোহপি ভবেদ্যতঃ—ইতি বা পাঠঃ ।

গুরুরূপে (এবং গুরুই) স্বয়ং শিবঃ (স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ) । মুমুক্শুভিঃ (মোক্ষ-
কামী ব্যক্তিগণ) তয়োঃ (সেই ঈশ্বর এবং গুরুর মধ্যে) কিঞ্চিৎ (কোন প্রকার)
অন্তরং (পার্থক্য) ন দৃষ্টব্যং (যেন না দেখেন) ॥ ২৫৮

অনুবাদ । সাক্ষাৎ শিবই গুরু এবং গুরুই সাক্ষাৎ শিব । গুরু এবং শিবের
মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য আছে—এই বোধ যেন কখনও মুমুক্শুগণের [হৃদয়ে]
উৎপন্ন না হয় ॥ ২৫৮

বন্ধমুক্তং ব্রহ্মনিষ্ঠং কৃতকৃত্যং ভজেদগুরুম্ ।

বশ্য প্রসাদাৎ সংসার-সাগরো গোপ্পদায়তে ॥ ২৫৯

অর্থ । বশ্য (বঁহার) প্রসাদাৎ (অনুগ্রহে) সংসার-সাগরঃ (এই সংসার-
রূপ সমুদ্র) গোপ্পদায়তে (গোপ্পদের ত্রায় মনে হয়) তং (সেই) ব্রহ্মনিষ্ঠং
(ব্রহ্মনিষ্ঠ) বন্ধমুক্তং (সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত) কৃতকৃত্যম্ (অতএব চরিতার্থ)
গুরুং (গুরুকে) ভজেৎ (ভজনা করিবে) ॥ ২৫৯

অনুবাদ । বঁহার অনুগ্রহে এই সংসার-রূপ সমুদ্র গোপ্পদ-সদৃশ হইয়া যায়,
সেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভে চরিতার্থ গুরুকে
ভজনা করিবে ॥ ২৫৯

শুশ্রূষয়া সদা ভক্ত্যা প্রণামৈর্বিনয়োক্তিভিঃ ।

প্রসন্নং গুরুমাসাঢ় প্রফব্যং জ্ঞেয়মান্ননঃ ॥ ২৬০

অর্থ । শুশ্রূষয়া (পরিচর্যা দ্বারা) সদা (সর্বদা) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা)
প্রণামৈঃ (নমস্কার দ্বারা) বিনয়োক্তিভিঃ (এবং বিনয়পূর্ণ বাক্য দ্বারা) প্রসন্নং
(সন্তুষ্ট) গুরুং (গুরুকে) আসাঢ় (প্রাপ্ত হইয়া) আন্ননঃ (নিজের) জ্ঞেয়ং
(জ্ঞাতব্য বিষয়) প্রষ্টব্যম্ (প্রিজ্ঞাসা করিবে) ॥ ২৬০

অনুবাদ । পরিচর্যা, সর্বদা ভক্তি, প্রণাম ও বিনয়পূর্ণ বচন দ্বারা প্রসন্ন
গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া, নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিবে ॥ ২৬০

ভগবন্ করুণাসিন্ধো ভবসিন্ধোৰ্ভবাংস্তুরিঃ ।

যমাপ্তিত্যাশ্রমেণৈব পরং পারং গতা বুধাঃ ॥ ২৬১

অর্থ । [কি প্রকারে প্রশ্ন করিতে হইবে, তাহাই দেখান হইতেছে]
ভগবন্ (হে ভগবন্!) করুণাসিন্ধো! (করুণাসাগর!) ভবান্ (আপনি) ভব-
সিন্ধোঃ (সংসাররূপ সমুদ্রের) তুরিঃ (নৌকাস্বরূপ) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) বং
(বে আপনাকে) আশ্রিতা (আশ্রয় করিয়া) অশ্রমেণৈব (বিনা আশ্রমেই)
পরং পারং (সংসার-সমুদ্রের পরপারে) গতাঃ (চলিয়া গিয়াছেন) [অর্থাৎ মুক্ত
হইয়াছেন] ॥ ২৬১

অনুবাদ । হে ভগবন্! হে করুণাসিন্ধো! এই সংসাররূপ সমুদ্রে আপনিই

আমার পক্ষে নৌকাস্বরূপ অবলম্বন । আপনাকে অবলম্বন করিয়া বহু পণ্ডিত
অনায়াসে এই সংসার-সাগরের পরপারে বাইতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ২৬১

জন্মান্তর-কৃতানন্তপুণ্যকৰ্ম্ম-ফলোদয়ঃ ।

অত্ৰ সন্নিহিতো যস্মাৎ ত্বৎকৃপাপাত্রমস্ম্যাহম্ ॥ ২৬২

অর্থঃ । অত্ৰ (আত্ম) জন্মান্তর-কৃতানন্তপুণ্যকৰ্ম্ম-ফলোদয়ঃ (পূর্বজন্মে আমি
যে অনন্ত পুণ্যকৰ্ম্ম করিয়াছি, তাহারই ফলপ্রাপ্তি) সন্নিহিতঃ (উপস্থিত হইয়াছে) ;
যস্মাৎ (যেহেতু) অহম্ (আমি) ত্বৎকৃপাপাত্রম্ (আপনার অনুগ্রহপাত্র) অস্মি
(হইতে পারিয়াছি) ॥ ২৬২

অনুবাদ । জন্মান্তরে আমি যে অনন্ত পুণ্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অত্ৰ
সেই সকল পুণ্যকৰ্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে ; যেহেতু আমি আপনার অনুগ্রহের
পাত্র হইতে পারিয়াছি ॥ ২৬২

সম্প্রীতিমঙ্কোর্বদনপ্রসাদ-

মানন্দমন্তঃকরণশ্চ সত্ত্বঃ ।

বিলোকনং ব্রহ্মবিদন্তনোতি

ছিনতি মোহং স্মৃতিং ব্যনক্তি ॥ ২৬৩

অর্থঃ । ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের) বিলোকনং (দর্শন লাভ) অঙ্কোঃ
(নয়নদ্বয়ের) সম্প্রীতিং (সম্প্রীতিকে) তনোতি (বিস্তার করিয়া থাকে)
বদনপ্রসাদং (মুখমণ্ডলের প্রসন্নভাব) [তনোতি=বিস্তার করে] ; সত্ত্বঃ (দর্শন
মাত্রেরই) অন্তঃকরণশ্চ (হৃদয়ের) আনন্দং (সুখ) [তনোতি=বাড়াইয়া থাকে] ;
মোহং (মোহকে) ছিনতি (ছিন্ন করিয়া থাকে) স্মৃতিং (ভবিষ্যতে যে স্মৃতি
হইবে তাহাও) ব্যনক্তি (হুচনা করিয়া থাকে) ॥ ২৬৩

অনুবাদ । [আপনার ঠায়] ব্রহ্মবিৎ পুরুষের দর্শন নয়নদ্বয়ের প্রীতি বর্দ্ধন
করে, মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা আনয়ন করে এবং সত্ত্বঃ হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার করে,
মোহকে নাশ করে এবং ভবিষ্যতে যে উৎকৃষ্ট গতি হইবে, তাহারও হুচনা করিয়া
থাকে ॥ ২৬৩

হতাশনানাং শশিনামিনানা-

মপ্যৰ্কবুদং বাপি ন যন্নিহন্তুম্ ।

শাক্নোতি তদধ্বান্তমনন্তমান্তরং

হন্ত্যাত্মবেত্তা সৰ্বদীক্ষণেন ॥ ২৬৪

অর্থঃ । হতাশনানাং (অগ্নিসমূহের) শশিনাম্ (চন্দ্রসমূহের) ইনানাম্
(এবং সূর্য্যসমূহের) অৰ্কবুদং অপি (শত কোটি সংখ্যা অর্থাৎ শত কোটি

সংখ্যক অগ্নি চন্দ্র ও সূর্য্য) ষৎ (বাহাকে) নিহন্তং (বিনষ্ট করিতে) ন শক্নোতি (পারে না) তৎ (সেই) অনন্তম্ (অনন্ত) আন্তরং (হৃদয়স্থিত) ধ্বাস্তম্ (অন্ধকার অর্থাৎ মোহকে) আত্মবেত্তা (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি) সঙ্কদীপণেন (একবার দর্শন দ্বারাই) হন্তি (বিনষ্ট করেন) ॥ ২৬৪

অনুবাদ । শতকোটি অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিত হইয়াও বাহা দূর করিতে পারে না, সেই হৃদয়স্থিত অনন্ত মোহরূপ অন্ধকারকে ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ একবার দর্শনদানেই বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২৬৪

দুষ্পারে ভবসাগরে জনি-মৃতি-ব্যাধ্যাদি-দুঃখোৎকটে

ঘোরে পুত্র-কলত্র-মিত্র-বহুল-গ্রাহাকরে ভীকরে ।

কর্মোদ্ভূঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গ-নিকরৈরাঙ্কুশমাণো মুহঃ

যাতায়াত-গতিভ্রমেণ শরণং কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যহম্ ॥ ২৬৫

অমর । অহম্ (আমি) ভবসাগরে (এই সংসাররূপ সমুদ্রে) কিঞ্চিং (কিছুই) শরণম্ (অবলম্বন) ন পশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না) [এই সংসার কি প্রকার, তাহাই বলা হইতেছে] দুষ্পারে (বাহার পার হওয়া কঠিন এমন) জনি-মৃতি-ব্যাধ্যাদি-দুঃখোৎকটে (জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের দ্বারা অতিশয় উৎকট) [তথা=এবং] পুত্র-কলত্র-মিত্র-বহুল-গ্রাহাকরে [আবার সেই সমুদ্র কিরূপ, তাহা বলিতেছেন] (পুত্র, পত্নী ও মিত্ররূপ অতি হিংস্র জলজন্তুদের আকরস্বরূপ) [তথা=এবং] ঘোরে ভীকরে (অতি ঘোর ও ভয়দায়ক) [এই ভবসমুদ্রে আমি কি প্রকার, তাহাই বলিতেছেন] কর্মোদ্ভূঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গ-নিকরৈঃ মুহঃ আঙ্কুশমাণঃ (জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত পাপ ও পুণ্য-রূপ যে সকল কর্ম, তাহারাই উন্নত তরঙ্গের উত্থান-পতনের দ্বারা বারংবার আঙ্কুশমাণ) যাতায়াত-গতিভ্রমেণ (ইহলোকে এবং পরলোকের পথে বার বার গমন ও আগমনজনিত ভ্রান্তি হেতু) ॥ ২৬৫

অনুবাদ । সংসার সমুদ্র-সদৃশ, ইহা আবার জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতি জনিত দুঃখরাশি দ্বারা অতি ভীষণ, পুত্র, পত্নী ও মিত্র প্রভৃতি এই সমুদ্রে হিংস্র জলজন্তুরূপে প্রচুর ভাবে বিচরণ করিতেছে । অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত শুভ এবং অশুভ কর্মরূপ উত্তাল তরঙ্গভঙ্গসমূহ-বিশিষ্ট এই সমুদ্র আমাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে । ইহলোক এবং পরলোকের পথে সর্বদা যাতায়াত হেতু আমি ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—এই অতিভরাবহ সংসারে আমি কোন অবলম্বন দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২৬৫

কেন বা পুণ্যশেষেণ তব পাদাম্বুজদ্বয়ম্ ।

দৃষ্টবানস্মি মামার্তং মৃত্যোস্ত্রাহি দয়াদৃশা ॥ ২৬৬

অম্বয় । কেন বা (কোন অসাধারণ) পুণ্যশেষেণ (অবশিষ্ট পুণ্যের প্রভাবে)
তব (তোমার) পাদাম্বুজদ্বয়ং (দুইটি চরণপদ্ম) দৃষ্টবান্ অস্মি (আমি দেখিতে
পাইয়াছি), আৰ্ত্তং (পীড়িত) মাম্ (আমাকে) দয়াদৃশা (করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা)
মৃত্যোঃ (মরণ হইতে) ত্রাহি (রক্ষা করুন) ॥ ২৬৬

অনুবাদ । [হে গুরুদেব !] অবশিষ্ট কোন পুণ্যের প্রভাবে আমি তোমার
চরণকমল দুইটি দেখিতে পাইয়াছি । [হে দেব !] আমি নিতান্ত পীড়িত,
আমাকে দয়াপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা মরণ হইতে রক্ষা কর ॥ ২৬৬

বদন্তমেবং তং শিষ্যং দৃষ্টেদ্ব দয়য়া গুরুঃ । *

দত্তাদভয়মেতস্মৈ মা ভৈষেতি মুহুমূহঃ ॥ ২৬৭

অম্বয় । এবম্ (এই প্রকার) বদন্তং (বলিতেছে যে) তং শিষ্যং (সেই
শিষ্যকে) গুরুঃ (গুরু) দয়য়া (করুণা সহকারে) দৃষ্টা এব (দেখিয়াই) এতস্মৈ
(ইহাকে) মা ভৈষে (ভয় পাইও না) ইতি (এই প্রকার বাক্যের দ্বারা) মুহুমূহঃ
(বারংবার) অভয়ম্ (অভয়) দত্তাৎ (প্রদান করিবেন) ॥ ২৬৭

অনুবাদ । এইপ্রকার বাক্য যখন শিষ্য বলিবে, তখন তাহাকে গুরু দয়ার
সহিত দেখিয়া, “বৎস ভয় করিও না” এইপ্রকার বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অভয়
প্রদান করিবেন ॥ ২৬৭

বিদ্বন্ মৃত্যুভয়ং জহীহি ভবতো নাস্ত্যেব মৃত্যুঃ কচিৎ

নিত্যশ্চ দ্বয়বর্জিতশ্চ পরমানন্দাত্মনো ব্রহ্মণঃ ।

ভ্রান্ত্যা কিঞ্চিদবেক্ষ্য ভীতমনসা মিথ্যা ত্বয়া কথ্যতে

মাং ত্রাহীতি হি হৃদ্বৎ প্রলপনং শূন্যাত্মকং তে মূষা ॥ ২৬৮

অম্বয় । বিদ্বন্ ! (হে পণ্ডিত !) মৃত্যুভয়ং (মরণ হইতে ভয়) জহীহি
(পরিত্যাগ কর) নিত্যশ্চ (নিত্য) দ্বয়বর্জিতশ্চ (অদ্বিতীয়) পরমানন্দাত্মনঃ
(পরমানন্দস্বরূপ) ব্রহ্মণঃ (সূতরাং পরমাত্মস্বরূপ) ভবতঃ (তোমার) কচিৎ
(কোন কালেও) মৃত্যুঃ (মরণ) ন অস্তি এব (নাই ইহা নিশ্চিত) ; ভ্রান্ত্যা
(ভ্রমবশতঃ) মিথ্যা (অলোক) কিঞ্চিৎ (কিছু) বস্ত্ত (পদার্থ) অবেক্ষ্য
(দেখিয়া) ত্বয়া (তুমি) ভীতমনসা (ভ্রস্ত হইয়া) কথ্যতে (বলিতেছে যে) মাম্
(আমাকে) ত্রাহি (রক্ষা কর) ইতি (এইরূপ) হৃদ্বৎ (স্বপ্নদর্শীর স্থায়) তে
(তোমার) প্রলপনং (প্রলাপ) শূন্যাত্মকং (অর্থশূন্য, অবাস্তব) মূষা (সূতরাং
মিথ্যা) ॥ ২৬৮

* দৃষ্টেদ্ব দয়য়া গুরু রিতি বা পাঠঃ ।

১০৮

সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ ।

অনুবাদ । [তখন গুরু বলেন যে,] হে বিদ্বন্ ! এই মরণ হইতে [বুঝা] ভয় তুমি পরিত্যাগ কর, তোমার কোনকালেই মরণ হইতে পারে না ; কারণ, তুমি নিত্য, অদ্বিতীয়, পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম । তুমি ভ্রমবশতঃ কোন কল্পিত বস্তু দেখিয়া এই প্রকার ভয় পাইতেছ এবং সেই জগুই বলিতেছ যে, ‘আমাকে রক্ষা কর’ ; সুপ্ত ব্যক্তির প্রলাপের আয় তোমার এই বাক্য অর্থহীন, স্মরণীয় ইহা মিথ্যা ॥ ২৬৮

নিদ্রাগাঢ়তমোবৃতঃ কিল জনঃ স্বপ্নে ভুজঙ্গাদিনা

গ্রন্থং স্বং সমবেক্ষ্য যৎ প্রলপতি ত্রাসাদ্ভতোহস্মীত্যলম্ ।

আপ্তেন প্রতিবোধিতঃ করতলেনাতাড্য পৃষ্ঠঃ স্বয়ং

কিঞ্চিন্নেতি বদত্যমুখ্য বচনং স্মাৎ তৎ কিমর্থং বদ ॥ ২৬৯

অর্থ । কিল (ইহা প্রসিদ্ধই আছে) নিদ্রাগাঢ়তমোবৃতঃ (নিদ্রারূপ প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত, গভীর নিদ্রায় মগ্ন) জনঃ (ব্যক্তি) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) স্বপ্ন (আপনাকে) ভুজঙ্গাদিনা (সর্পাদি দ্বারা) গ্রন্থং (গ্রন্থ) সমবেক্ষ্য (দেখিয়া) ত্রাসাৎ (ভয়ে) হতোহস্মি (আমি হত হইলাম) ইতি অলম্ (এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে) বৎ প্রলপতি (প্রলাপ বকিয়া থাকে) আপ্তেন (কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি) [তাহা শুনিয়া] করতলেন (করতল দ্বারা) আতাড্য (ঈষৎ তাড়না করিয়া) প্রতিবোধিতঃ (জাগরিত) পৃষ্ঠঃ (এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া) স্বয়ং (সেই জাগরিত ব্যক্তি নিজেই) কিঞ্চিন্ন ইতি (কিছুই নহে এই প্রকারে) বদতি (উত্তর দেয়) ; অমুখ্য (উহার) তৎ (সেই বাক্য অর্থাৎ ভয়কারণ না থাকিলে, আমাকে রক্ষা কর এইরূপ) বাক্যং (বচন) কিমর্থং (কি অর্থ প্রকাশ করে) বদ (বল) ॥ ২৬৯

অনুবাদ । গভীর নিদ্রায় মগ্ন ব্যক্তি [কোন সময়] স্বপ্নাবস্থায় সর্পপ্রভৃতির দ্বারা আপনাকে গ্রন্থ (আক্রান্ত) বলিয়া দেখিয়া থাকে এবং ভয়ে ‘আমি হত হইলাম’ এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপও বকিয়া থাকে ; এইরূপ দেখিয়া কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাহাকে হততল দ্বারা তাড়না করিয়া জাগাইয়া দেয় এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করে [যে, তুমি কেন হত হইলাম বলিয়া চীৎকার করিলে ?], তখন সেই জাগরিত ব্যক্তি নিজেই বলিয়া থাকে যে, না আমি কিছুই ভয়ের কারণ দেখি নাই । [এক্ষণে বল দেখি,] ঐ সুপ্তব্যক্তির ঐ বাক্যের কি সার্থকতা আছে ? ॥ ২৬৯

রজ্জ্বাস্ত তত্ত্বমনবেক্ষ্য গৃহীতসর্প-

তাৰঃ পুমানয়মহির্বসতীতি মোহাৎ ।

আক্ৰোশতি প্রতিবিভেতি চ কল্পতে চ *

মিথৈব নাহত্র ভুজগোহস্তি বিচার্যমাণে ॥ ২৭০

অর্থঃ । অরম্ (এই) পুমান্ (পুরুষ) রজ্জোঃ (দড়ির) তত্ত্বং (বথার্থ-
স্বরূপ) অনবেক্ষ্য (না বুঝিতে পারিয়া) [অত্র=এখানে] অহিঃ (সর্প)
বসতি (বাস করিতেছে) ইতি (এইরূপ) মোহাৎ (মোহবশতঃ, ভ্রমহেতু)
গৃহীতসর্পভাবঃ (সর্প রহিয়াছে এই প্রকার মনে করিয়া) আক্ৰোশতি (চীৎকার
করিয়া উঠে) প্রতিবিভেতি (বিলক্ষণরূপে ভয় পায়) কল্পতে চ (এবং
কল্পিত হইয়া থাকে)—অত্র (এই স্থানে) ভুজগঃ (সর্প) ন অস্তি (নাই)
[ইতি] বিচার্যমাণে (এইরূপ বিচার করিলে) মিথৈব (মিথ্যা হইয়া
যায়) ॥ ২৭০

অনুবাদ । রজ্জুর স্বরূপ বুঝিতে না পারায় মহাশয় [অনেক সময়ে] সেই
রজ্জুকেই সর্প বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং সেই ভ্রমহেতু চীৎকার করে,
বিলক্ষণ ভয় পায়, এবং কাঁপিয়াও থাকে ; কিন্তু বিচার দ্বারা যখন সে স্থির করে
যে, ইহা সর্প নহে,—রজ্জু, তখন তাহার সেই সর্পদৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রলাপাদি
মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ২৭০

তদ্বৎ ত্বয়াহপ্যাত্মন উক্তমেত-

জন্মাপ্যব্যাধিজরাদিযুক্তম্ ।†

মু্যৈব সর্বৎ ভ্রমকল্পিতং তে

সম্যগ্ বিচার্যাত্মনি মুঞ্চ ভীতিম্ ॥ ২৭১

অর্থঃ । তদ্বৎ (সেইরূপ) ত্বয়াহপি (তুমিও) আত্মনঃ (আত্মার)
জন্মাপ্যব্যাধিজরাদিযুক্তং (জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা প্রভৃতির সহিত মিলিত)
[সুখদুঃখাদি] উক্তম্ এতৎ (এই বাহা বলিয়াছ) [তৎ] সর্বৎ (তাহা সকলই)
তে (তোমার) ভ্রমকল্পিতম্ (অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত) [সুতরাং] মু্যৈব
(মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে) সম্যক্ (এই ভাবে ভাল করিয়া) বিচার্য
(বিচার করিয়া) আত্মনি (আত্মবিষয়ে) ভীতং (মরণাদিভয়) মুঞ্চ (পরিত্যাগ
কর) ॥ ২৭১

অনুবাদ । সেইরূপ জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা প্রভৃতি হেতু আত্মার দুঃখ
প্রভৃতি বিষয়ে তুমি বাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা সকলই মিথ্যা ; এই সকলই
তোমার অজ্ঞানের দ্বারা পরিকল্পিত ; এইভাবে বস্তুতত্ত্বের সম্যকরূপে বিচার করিয়া
তুমি আত্মবিষয়ে ভয় পরিত্যাগ কর ॥ ২৭১

* কল্পতে তৎ ইতি বা পাঠঃ ।

† জন্মাপ্যব্যাধিজরাদিযুক্তম্ ইতি বা পাঠঃ ।

ভবান্নান্নানো ধর্ম্মান্নান্নারোপ্য শোচতি ।

তদজ্ঞানকৃতং সর্বং ভয়ং ত্যক্ত্বা স্মৃথী ভব ॥ ২৭২

অন্নয়। অনান্নানঃ ধর্ম্মান্ (আত্মা ভিন্ন অথ বস্তুর ধর্ম্মসমূহ) আত্মনি (আত্মাতে) আরোপ্য (আরোপিত করিয়া) ভবান্ (তুমি) শোচতি (শোক করিতেছে) তৎ (সেই কারণে) অজ্ঞানকৃতম্ (অবিজ্ঞানজনিত) সর্বং ভয়ং (সকল প্রকার ভয়কে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) স্মৃথী ভব (স্মৃথী হও) ॥ ২৭২

অনুবাদ। যে সকল বস্তু আত্মা হইতে পৃথক্, তাহাদের ধর্ম্মসমূহ আত্মাতে আরোপিত করিয়া তুমি শোক করিতেছ, সেই কারণে [বক্তব্য এই যে], অজ্ঞানকৃত সর্বপ্রকার ভয় ত্যাগ করিয়া তুমি স্মৃথী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হও ॥ ২৭২

শিষ্যঃ—

শ্রীমদ্ভিত্তিক্তং সকলং ম্বেতি

দৃষ্টান্ত এব হু পপদ্যতে তৎ ।

দাষ্টান্তিকে নৈব ভবাদিহুঃখং

প্রত্যক্ষতঃ সর্বজনপ্রসিদ্ধম্ ॥ ২৭৩

অন্নয়। শিষ্যঃ (ছাত্র) [কহিলেন]। সকলং (সমস্ত বস্তু) ম্বেতি (মিথ্যা) ইতি (ইহা) শ্রীমদ্ভিঃ (আপনার কর্তৃক) [বৎ] উক্তং (কথিত হইয়াছে) হি (নিশ্চিত) তৎ (তাহা) দৃষ্টান্তে এব (রজ্জুসর্পস্থলেই) উপপদ্যতে (উপপন্ন—বুক্তিব্যুক্ত হয়) দাষ্টান্তিকে (আত্মার জন্ম নাশ প্রভৃতি মিথ্যায়ে) ন (না, উপপন্ন অর্থাৎ প্রমাণিত হয় না) এব (নিশ্চিত) [যেহেতু] ভবাদিহুঃখং (জন্ম-বিনাশাদিজনিত ক্লেশ) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা) সর্বজন-প্রসিদ্ধম্ (সমস্ত লোকের বিদিত) ॥ ২৭৩

অনুবাদ। শিষ্য কহিলেন,—আপনি যে সমস্ত বস্তুকে মিথ্যা বলিলেন, ইহা দৃষ্টান্ত স্থলেই (রজ্জুসর্পস্থলে অর্থাৎ যেখানে রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হয় তথায়) বুক্তিব্যুক্ত হয়, কিন্তু দাষ্টান্তিকে (আত্মার জন্ম, নাশ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতির মিথ্যায়ে) বুক্তিব্যুক্ত হয় না। [যেহেতু] আত্মার জন্ম, বিনাশ, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি সকল লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য ॥ ২৭৩

প্রত্যক্ষেনানুভূতোহর্থঃ কথং মিথ্যাত্বমর্হতি ।

চক্ষুষ্যোর্বিসয়ং কুস্তং কথং মিথ্যা করোম্যহম্ ॥ ২৭৪

অন্নয়। প্রত্যক্ষেন (প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা) অনুভূতঃ (বাহ্য অনুভবের) বিষয় হয় সেই অর্থঃ (বস্তু) কথং (কিরূপে) মিথ্যাত্বং (মিথ্যারূপতা) অর্হতি (প্রাপ্ত হইবে?) চক্ষুষোঃ (নয়নেন্দ্রিয়ের) বিষয়ং (বিষয়) [অর্থাৎ

দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত] কুন্তং (ঘটকে) অহম্ (আমি) কথং (কিভাবে) মিথ্যা করোমি (মিথ্যা করিব) ? ॥ ২৭৪

অনুবাদ। যে বস্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়, তাহা কিভাবে মিথ্যা হইবে? চক্ষুর দ্বারা ঘট দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে মিথ্যা কিভাবে বলিব? ॥ ২৭৪

বিদ্যমানস্য মিথ্যাত্বং কথং নু ঘটতে প্রভো ।

প্রত্যক্ষং খলু সর্বেষাং প্রমাণং প্রস্মৃটার্থকম্ ॥ ২৭৫

অম্বয়। প্রভো! (হে প্রভো) বিদ্যমানস্য (বাহ্য বর্তমান রহিয়াছে সেই বস্তুর) মিথ্যাত্বং (মিথ্যারূপতা) কথং (কিভাবে) ঘটতে (হইতে পারে) প্রস্মৃটার্থকং (বাহ্য বিষয় পরিস্মৃতভাবে প্রকাশিত হয়), প্রত্যক্ষং (চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হেতু ইন্দ্রিয়) খলু (নিশ্চিতই) সর্বেষাং (সকলেরই) প্রমাণং (প্রমাণ) [বলিয়া স্বীকৃত] ॥ ২৭৫

অনুবাদ। হে প্রভো! বর্তমান বস্তুর অর্থাৎ বাহ্য সত্যই রহিয়াছে তাহার মিথ্যাত্ব কিভাবে সম্ভব হয়? প্রত্যক্ষ প্রমাণই বিশদভাবে বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ২৭৫

মর্ত্যস্য মম জন্মাদিহুঃখভাজোহ্লজীবিনঃ ।

ব্রহ্মত্বমপি নিত্যত্বং পরমানন্দতা কথম্ ॥ ২৭৬

অম্বয়। মর্ত্যস্য (মরণশীল) জন্মাদিহুঃখভাজঃ (জন্ম প্রভৃতি ক্লেশভাগী) অহ্লজীবিনঃ (স্বল্পকাল প্রাণধারণকারী) মম (আমার) ব্রহ্মত্বম্ (ঈশ্বর-স্বরূপত্ব) অপি (ও) নিত্যত্বং (নিত্যতা) পরমানন্দতা (পরমানন্দস্বরূপতা) কথং (কিভাবে) ॥ ২৭৬

অনুবাদ। আমি মরণশীল, জন্মাদিজন্মিত ক্লেশভাগী, এবং আমার জীবনও স্বল্পকালস্থায়ী, আমাতে ব্রহ্মস্বরূপত্ব, নিত্যত্ব এবং পরমানন্দস্বরূপতা কিভাবে সম্ভব হয়? ॥ ২৭৬

ক আত্মা কন্তুনাত্মা চ কিমু লক্ষণমেতয়োঃ ।

আত্মন্তানাভ্রধর্ম্মাণামারোপঃ ক্রিয়তে কথম্ ॥ ২৭৭

অম্বয়। কঃ (কোনটি) আত্মা (আত্মা) কঃ (কোন পদার্থ) তু (কিন্তু) অনাত্মা (আত্মাভিন্ন বস্তু) চ (ও) এতয়োঃ (এতদুভয়ের) লক্ষণং (চিহ্ন) কিমু (কি)? আত্মনি (স্বরূপে) অনাত্মধর্ম্মাণাং (দেহাদিধর্ম্ম স্থূলত্ব কৃশত্বাদির) আরোপঃ (অধ্যাস, আরোপ) কথং (কিভাবে) ক্রিয়তে (করা হইয়া থাকে) ॥ ২৭৭

অনুবাদ। আত্মা ও অনাত্মা কাহাকে বলে (অর্থাৎ ইহাদের স্বরূপ কি) এবং আত্মা ও অনাত্মার লক্ষণই বা কি? কেনই বা লোকে আত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদির স্থূলত্ব-বধিরত্বাদি ধর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে? ॥ ২৭৭

কিমজ্ঞানং তদুৎপন্নভয়ত্যাগোহপি বা কথম্ ।

কিমু জ্ঞানং তদুৎপন্নসুখপ্রাপ্তিশ্চ বা কথম্ ॥ ২৭৮

অম্বয় । অজ্ঞানম্ (অবিজ্ঞা) কিম্ (কি—কাহাকে বলে) বা (অথবা) তদুৎপন্নভয়ত্যাগঃ (অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ভয়ের নিবারণ) অপি (ও) কথং (কিরূপ) জ্ঞানং (বিজ্ঞা) কিমু (কি) তদুৎপন্নসুখপ্রাপ্তিঃ (জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সুখলাভ) চ (ও) বা (অথবা) কথম্ (কিরূপ) ॥ ২৭৮

অনুবাদ । অজ্ঞান কাহাকে বলে ? কিরূপেই বা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ভীতি দূর হয় ? জ্ঞানের স্বরূপ কি ? এবং তজ্জনিত সুখপ্রাপ্তিই বা কিরূপে হয় ? ॥ ২৭৮

সর্বমেতদ্ যথাপূর্বং করামলকবৎ শ্মুটম্ ।

প্রতিপাদয় মে স্বামিন্ ! শ্রীগুরো করুণানিধে ॥ ২৭৯

অম্বয় । স্বামিন্ (হে প্রভো) শ্রীগুরো (হে গুরো) করুণানিধে (হে দয়ার সাগর) এতৎ (এই পূর্বোক্ত) সর্বং (সমস্ত) মে (আমার নিকট) করামলকবৎ (হস্তস্থিত আমলক ফলের গ্রায়) শ্মুটং (বিশদভাবে) যথাপূর্বং (যথাক্রমে) প্রতিপাদয় (প্রতিপাদন করুন—বুঝাইয়া বলুন) ॥ ২৭৯

অনুবাদ । হে প্রভো ! হে গুরো ! হে দয়ার সাগর ! এই সমস্ত বিষয় বাহাতে আমি হস্তস্থিত আমলকের গ্রায় (অনার্যাসেই) বিশদরূপে জানিতে পারি, তাহাই আমাকে যথায়থ উপদেশ প্রদান করুন ॥ ২৭৯

শ্রীগুরুঃ—

ধন্যঃ কৃতার্থস্তুমহো বিবেকঃ

শিবপ্রসাদস্তব বিদ্যতে মহান্ ।

বিশ্বজ্য তু প্রাকৃতলোকমার্গং

ব্রহ্মাবগন্তং যতসে যতস্তম্ ॥ ২৮০

অম্বয় । শ্রীগুরুঃ (গুরু) [কহিলেন] স্বং (তুমি) ধন্যঃ (ধন্যবাদের যোগ্য) কৃতার্থঃ (সফলকাম) অহো (আনন্দ) বিবেকঃ (জ্ঞান) তব (তোমার) [প্রতি] মহান্ (অতিশয়) শিবপ্রসাদঃ (শিবের অলুগ্রহ) বিদ্যতে (আছে) যতঃ (যেহেতু) স্বং (তুমি) প্রাকৃতলোকমার্গং (সাধারণ লোকের পথ) তু (পাদপূরণার্থক) বিশ্বজ্য (ত্যাগ করিয়া) ব্রহ্ম (ঈশ্বরকে) অবগন্তং (জানিতে) যতসে (চেষ্টা করিতেছ) ॥ ২৮০

অনুবাদ । গুরু কহিলেন,—তুমি ধন্য ও কৃতার্থ ; বড়ই আনন্দের বিষয় যে তোমার বিবেক জন্মিয়াছে, তোমার উপর শিবের যথেষ্ট অলুগ্রহ আছে ;

যেহেতু সাধারণ লোকের পথ ত্যাগ করিয়া তুমি ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছ ॥ ২৮০

শিবপ্রসাদেন বিনা ন সিদ্ধিঃ

শিবপ্রসাদেন বিনা ন বুদ্ধিঃ ।

শিবপ্রসাদেন বিনা ন যুক্তিঃ

শিবপ্রসাদেন বিনা ন মুক্তিঃ ॥ ২৮১

অর্থঃ । শিবপ্রসাদেন (মহাদেবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত) সিদ্ধিঃ (সফলতা) ন (না—হয় না) শিবপ্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) ন (না—হয় না) শিবপ্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত) যুক্তিঃ (বোগ) ন (না—হয় না) শিবপ্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ন (না—হয় না) ॥ ২৮১

অনুবাদ । শিবের অনুগ্রহ ভিন্ন সিদ্ধি হয় না, শিবানুগ্রহ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, শিবানুগ্রহ ভিন্ন বোগ হয় না, শিবানুগ্রহ ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না ॥ ২৮১

যস্য প্রসাদেন বিমুক্তসঙ্গাঃ

শুকাদয়ঃ সংসৃতিবন্ধমুক্তাঃ ।

তস্য প্রসাদো বহুজন্মলভ্যো

ভক্ত্যৈকগম্যো ভবমুক্তিহেতুঃ ॥ ২৮২

অর্থঃ । যস্য (যাঁহার, যে শিবের) প্রসাদেন (অনুগ্রহ দ্বারা) শুকাদয়ঃ (শুক প্রভৃতি মুনিগণ) বিমুক্তসঙ্গাঃ (আসক্তি ত্যাগ করিয়া) সংসৃতিবন্ধমুক্তাঃ (সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন) তস্য (তাঁহার) প্রসাদঃ (অনুগ্রহ) বহুজন্মলভ্যঃ (অনেক জন্মে লাভ করা যায়) ভক্ত্যৈকগম্যঃ (একমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য) ভব-মুক্তিহেতুঃ (সংসার হইতে মুক্তির কারণ) ॥ ২৮২

অনুবাদ । যাঁহার (শিবের) অনুগ্রহে শুক প্রভৃতি মুনিগণ আসক্তিত্যাগ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহ অনেক জন্মে পাওয়া যায়, তাহাই একমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য এবং সংসার হইতে মুক্তির উপায় ॥ ২৮২

বিবেকো জন্তুনাং প্রভবতি জনিষেব বহুযু

প্রসাদাদেবৈশাদ্ বহুস্কৃতপাকোদয়বশাৎ ।

যতন্তস্মাদেব ত্বমপি পরমার্থাবগমনে

কৃতারম্ভঃ পুংসামিদমিহ বিবেকস্য তু ফলম্ ॥ ২৮৩

অম্বয় । যতঃ (যেহেতু) বহুযু (অনেক) জনিযু (জন্মে) এব (ই) বহু-
স্কৃতপাকোদয়বশাৎ (অনেক পুণ্যের পরিণাম ফলে) ত্রৈশাৎ (ঈশ্বরের)
প্রসাদাৎ (অনুগ্রহবশতঃ) এব (নিশ্চিত) জন্তুনাং (প্রাণিগণের) বিবেকঃ
(বিচারবুদ্ধি) প্রভবতি (উৎপন্ন হয়) তস্মাৎ (সেইজন্তু) এব (ই) ত্বং (তুমি)
অপি (ও) পরমার্থাবগমনে (যথার্থ বস্তুর জ্ঞানে) কৃতারন্তঃ (উদযোগী) ইহ
(এই সংসারে) ইদম্ (ইহা) তু (পাদপূরণার্থক) পুংসাং (পুরুষের) বিবেকন্ত
(বিচারের) ফলম্ (ফল্য) ॥ ২৮৩

অনুবাদ । যেহেতু অনেক পুণ্যফলে ঈশ্বরানুগ্রহে বহুজন্মের পর প্রাণিগণের
বিবেক উৎপন্ন হয়, তজ্জন্তু তুমিও পরমার্থ-তত্ত্ব বুঝিতে উদ্যোগী হইয়াছ; ইহা
মহুয়ের বিবেকেরই ফল ॥ ২৮৩

মর্ত্যত্বসিদ্ধেরপি পুংস্ত্বসিদ্ধে-

বিপ্রত্বসিদ্ধেশ্চ বিবেকসিদ্ধেঃ ।

বদন্তি মুখ্যং ফলমেব মোক্ষং

ব্যর্থং সমস্তং যদি চেন্ন মোক্ষঃ ॥ ২৮৪

অম্বয় । মর্ত্যত্বসিদ্ধেঃ (মহুয়ত্ব লাভ) অপি (এবং) পুংস্ত্বসিদ্ধেঃ (পুরুষজন্ম লাভ)
বিপ্রত্বসিদ্ধেঃ (বিপ্রজন্ম লাভ) চ (এবং) বিবেকসিদ্ধেঃ (বিচারবুদ্ধি লাভের) মোক্ষং
(মুক্তিকে) এব (নিশ্চিত) মুখ্যং (প্রধান) ফলং (প্রয়োজন) বদন্তি (বলিয়া
থাকেন) যদি চেৎ (যদ্যপি) মোক্ষঃ (মুক্তি) ন (না) [ভবেৎ=হয়] [তহি
=তবে] সমস্তং (সকল) ব্যর্থং (মিথ্যা) ॥ ২৮৪

অনুবাদ । পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন :—মহুয়ত্বপ্রাপ্তি, পুরুষজন্মলাভ, ব্রাহ্মণজন্ম-
প্রাপ্তি এবং বিবেকলাভের একমাত্র মুখ্য ফল মুক্তি; যদি মুক্তি না হইল, তাহা
হইলে এই সমস্তই ব্যথা ॥ ২৮৪

প্রশ্নঃ সমীচীনতরস্তবায়ং

যদাত্মতত্ত্বাবগমে প্রবৃত্তিঃ ।

ততস্তবৈতৎ সকলং সমূলং

নিবেদয়িষ্যামি মুদা শৃণু ॥ ২৮৫

অম্বয় । তব (তোমার) অয়ম্ (এই) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) সমীচীনতরঃ (অতি
উৎকৃষ্ট) যৎ (যেহেতু) আত্মতত্ত্বাবগমে (আত্মতত্ত্বজ্ঞানে) প্রবৃত্তিঃ (ইচ্ছা), ততঃ
(তজ্জন্তু) তব (তোমার) এতৎ (এই) সকলং (সমস্ত) সমূলং (মূলতঃ)
নিবেদয়িষ্যামি (বলিব) মুদা (আনন্দের সহিত) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২৮৫

অনুবাদ । তোমার প্রশ্নটি উত্তম, যেহেতু তোমার আত্মতত্ত্বজ্ঞানে বাসনা
হইয়াছে; অতএব তোমাকে এই সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি, তুমি দৃষ্ট-
চিন্তে শ্রবণ কর ॥ ২৮৫

(মৃষাস্বনিক্রপণম্ ।)

মর্ত্যত্বং ত্বয়ি কল্পিতং ভ্রমবশাৎ তেনৈব জন্মাদয়ঃ

তৎসম্ভাবিতমেব দুঃখমপি তে নো বস্তুতন্তুম্ভবা ।

নিদ্রামোহবশাদুপাগতসুখং দুঃখং চ কিমু ত্বয়া

সত্যত্বেন বিলোকিতং কচিদপি ক্রহি প্রবোধাগমে ॥ ২৮৬

অম্বয় । ভ্রমবশাৎ (ভ্রান্তিবশতঃ) ত্বয়ি (তোমাতে—আত্মায়) মর্ত্যত্বং (মরণ-শীলত্ব—মনুষ্যত্ব) কল্পিতম্ (আরোপিত হইয়াছে) তেন (ভ্রমবশতঃ) এব (ই) জন্মাদয়ঃ (জন্ম, নাশ প্রভৃতি) তৎসম্ভাবিতং (ভ্রমজনিত) এব (ই) দুঃখং (ক্লেশ) অপি (ও) তে (তোমার) নো (নাই) বস্তুতঃ (স্বার্থতঃ) তৎ (দুঃখ) মৃষা (মিথ্যা) হু (সম্বোধন) নিদ্রামোহবশাৎ (নিদ্রারূপ অজ্ঞানজনিত) উপাগতসুখং (প্রাপ্ত সুখ) দুঃখং (ক্লেশ) চ (ও) ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) প্রবোধাগমে (জাগরণে) কচিং (কোথায়) অপি (ও) সত্যত্বেন (স্বার্থত্বরূপে) বিলোকিতং (দৃষ্ট) কিং (কি) ক্রহি (বল) ॥ ২৮৬

অনুবাদ । তুমি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া আপনাতে (আত্মায়) মনুষ্যত্বের আরোপ করিয়াছ, সেই অজ্ঞানবশতঃ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি হইয়া থাকে; বস্তুতঃ তজ্জনিত দুঃখ মিথ্যা বলিয়া তোমাতে তাহার সম্ভাবনা নাই, নিদ্রারূপ মোহে অভিভূত হইয়া লোকে সুখ কিংবা দুঃখ প্রাপ্ত হয়, বল দেখি, জাগ্রদবস্থায় তাহার সত্যত্ব কোথাও দেখিয়াছ কি? ॥ ২৮৬

নাশেষলোকৈরনুভূয়মানঃ

প্রত্যক্ষতোহয়ং সকলপ্রপঞ্চঃ ।

কথং মৃষা স্মাদিতি শঙ্কনীয়ং

বিচারশূন্যেন বিমুহতা ত্বয়া ॥ ২৮৭

অম্বয় । অশেষলোকৈঃ (সমস্ত জনকর্তৃক) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষরূপে) অনুভূয়মানঃ (যাহা জানা বাইতেছে) এরূপ (এই) সকলপ্রপঞ্চঃ (সমস্ত জগৎ) কথং (কিভাবে) মৃষা (মিথ্যা) স্মাৎ (হয়) ইতি (এইরূপ) বিচারশূন্যেন (বিবেকবিহীন) বিমুহতা (মোহপ্রাপ্ত) ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) ন শঙ্কনীয়ং (শঙ্কা করা কর্তব্য নহে) ॥ ২৮৭

অনুবাদ । সকল লোকই যখন [ঘটপট প্রভৃতি] সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছেন, তখন তাহা কিভাবে মিথ্যা হইবে,—বিবেকশূন্য এবং মোহের বশীভূত হইয়া এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে ॥ ২৮৭

দিবাক্ষদৃষ্টেস্ত দিবাক্ষকারঃ

প্রত্যক্ষসিদ্ধোহপি স কিং যথার্থঃ ।

তদ্বদ্ব্রমেণাবগতঃ পদার্থো

ভ্রান্তস্ত সত্যঃ স্মৃতে য়ৈব ॥ ২৮৮

অন্বয় । দিবাক্ষদৃষ্টেঃ (দিবসে দৃষ্টিশক্তিবিহীন লোকের) তু (কিন্তু) দিব্য (দিবসে) অক্ষকারঃ (তমঃ) প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ অপি (প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইলেও) সঃ (তাহা) যথার্থঃ (প্রকৃত) কিং (কি) ? তদ্বৎ (সেইরূপ) ভ্রমেণ (ভ্রান্তি দ্বারা) অবগতঃ (জ্ঞাত) পদার্থঃ (বস্তু) ভ্রান্তস্ত (ভ্রমযুক্ত জনের) সত্যঃ (যথার্থ) স্মৃতেঃ (বুদ্ধিমানের) য়া (মিথ্যা) এব (ই) ॥ ২৮৮

অনুবাদ । [প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ হইলেই যে অভ্রান্ত হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই, কেননা,] যে ব্যক্তি দিবসে দৃষ্টিশক্তিহীন (অর্থাৎ প্রথর জ্যোতির্ময় পদার্থে দৃষ্টিপাত করায় বাহার দর্শনশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে), সে দিব্যভাগে অক্ষকার দেখে ; সুতরাং সেই অক্ষকার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বটে ; তাই বলিয়া কি তাহা সত্য বলা বাইবে । সেইরূপ ভ্রমবশতঃ যে পদার্থ অনুভূত হইতেছে, ভ্রান্তের নিকট তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, পরন্তু বুদ্ধিমান তাহা মিথ্যা বলিয়াই জানেন ॥ ২৮৮

ঘটোহয়মিত্যত্র ঘটোভিমানঃ *

প্রত্যক্ষতঃ কশ্চিদুদেতি দৃষ্টেঃ ।

বিচার্যমাণে স তু নাস্তি তত্র

মুদস্তি তদ্ভাব-বিলক্ষণা সা ॥ ২৮৯

অন্বয় । অত্র (এই স্থানে) অয়ম্ (এই) ঘটঃ (কলসী) [অস্তি=আছে] ইতি (ইহা) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষভাবে, সাক্ষাৎ) দৃষ্টেঃ (দর্শন বা বোধ হইতে) কশ্চিৎ (কোন এক) ঘটোভিমানঃ (ঘটবুদ্ধি) উদেতি (উৎপন্ন হয়) ; তু (কিন্তু) বিচার্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) সঃ (ঘট) তত্র (তথায়) নাস্তি (নাই) তদ্ভাব-বিলক্ষণা (ঘটস্বভাব হইতে ভিন্ন) সা (সেই) নৃং (নৃত্তিকা) অস্তি (আছে) ॥ ২৮৯

অনুবাদ । ‘এখানে এই ঘটটি রহিয়াছে’—বলিলে প্রত্যক্ষরূপে ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ঘট বলিয়া কোন বস্তু নাই, কেবল ঘট হইতে ভিন্নস্বভাব-বিশিষ্ট নৃত্তিকাই বিদ্যমান আছে [দেখা যায়] ॥ ২৮৯

* ঘটোভিধানঃ ইতি বা পাঠঃ ।

প্রাদেশমাত্রঃ পরিদৃশ্যতেহর্কঃ

শাস্ত্রেণ সন্দর্শিত-লক্ষযোজনঃ ।

মানান্তরেণ কচিদেতি বাধাং

প্রত্যক্ষমপ্যত্র হি ন ব্যবস্থা ॥ ২৯০

অবয়ব । অর্কঃ (সূর্য্য) প্রাদেশমাত্রঃ (প্রাদেশ-পরিমিত অর্থাৎ এক হাতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ) পরিদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) শাস্ত্রেণ (শাস্ত্র কর্তৃক) সন্দর্শিত-লক্ষযোজনঃ (লক্ষ যোজন পরিমিত বলিয়া জানা যায়) মানান্তরেণ (অল্প প্রমাণের দ্বারা) কচিৎ (কখন কখন) বাধাম্ (অপবাদ) এতি (প্রাপ্ত হয়) হি (যেহেতু) অত্র (এখানে) প্রত্যক্ষং (প্রত্যক্ষ প্রমাণ) অপি (ও) ব্যবস্থা (সত্যনির্ণায়ক) ন (নহে) ॥ ২৯০

অনুবাদ । সূর্য্য প্রাদেশ-পরিমিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, [পরন্তু] শাস্ত্র দ্বারা লক্ষযোজন-পরিমিত বলিয়া জানা যায় ; প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তু যখন অল্প প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণই বস্তুর নিরূপক হইতে পারে না ॥ ২৯০

তস্মাৎ ত্বয়ীদং ভ্রমতঃ প্রতীতং

মুর্ষেব নো সত্যমবেহি সাক্ষাৎ ।

ব্রহ্ম ত্বমেবাসি সূখস্বরূপং

ত্বন্তো ন ভিন্নং বিচিন্তুষ বুদ্ধৌ ॥ ২৯১

অবয়ব । তস্মাৎ (সেই জ্ঞাত) ত্বয়ি (তোমাতে) ভ্রমতঃ (ভ্রান্তিবশতঃ) প্রতীতং (জ্ঞাত, উপলব্ধ) ইদম্ (ইহা) মুষা (মিথ্যা) এব (ই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) সত্যং (ষপার্থ) নো (না) অবেহি (জানিও) ; ত্বমেব (তুমিই) সূখস্বরূপম্ (আনন্দস্বভাব) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) অসি (হও) ; ত্বন্তঃ (তোমা হইতে) [ব্রহ্ম] ভিন্নং (পৃথক্) ন (না) বুদ্ধৌ (অন্তঃকরণে) [ইতি=ইহা] বিচিন্তুষ (বিচার কর) ॥ ২৯১

অনুবাদ । অতএব তোমার নিকট ভ্রম হেতু যাহা (মনুষ্যাদি) মনে হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ মিথ্যা জানিও । তুমি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ; বিচার করিয়া দেখ, তোমা হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ নহেন ॥ ২৯১

লোকান্তরে বাত্র গুহান্তরে বা

তীর্থান্তরে কৰ্ম্মপরম্পরান্তরে ।

শাস্ত্রান্তরে নাস্ত্যনুপশ্যতামিহ

স্বয়ং পরং ব্রহ্ম বিচার্যমাণে ॥ ২৯২

অবয়ব । অত্র (এই সংসারে) লোকান্তরে (স্বর্গাদি লোকে) বা (কিংবা) গুহান্তরে (গুহামধ্যে) বা (অথবা) তীর্থান্তরে (ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে) কৰ্ম্ম-

পরম্পরান্তরে (কর্মরাশির মধ্যে) শাস্ত্রান্তরে (শাস্ত্রের ভিতরে) [ব্রহ্ম] নাতি (নাই) ; অল্পপশ্চতাং (তদ্বজ্ঞানিগণের) ইহ (এ বিষয়ে) বিচার্যমাণে (বিচার করিলে) স্বয়ং (নিজেই) পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ॥ ২৯২

অনুবাদ । এই সংসারে, স্বর্গাদি লোকান্তরে, গিরিগুহার অভ্যন্তরে, ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে কিংবা কর্মসমূহের মধ্যে অথবা শাস্ত্রের ভিতর ব্রহ্ম নাই (খুঁজিয়া পাওয়া যায় না), [কিন্তু] জ্ঞানিগণ বিচার করিয়া আপনাকেই ‘পরং ব্রহ্ম’ বলিয়া জানিয়া থাকেন ॥ ২৯২

তদ্বমাত্মস্বমজ্ঞাত্বা মূঢ়ঃ শাস্ত্রেষু পশ্চতি ।

গোপঃ কক্ষগতং ছাগং যথা কূপেষু দুর্গতিঃ ॥ ২৯৩

অর্থ । মূঢ়ঃ (অজ্ঞ) আত্মস্বং (নিজের মধ্যে স্থিত) তদ্বম্ (স্বরূপ) অজ্ঞাত্বা (না জানিয়া) শাস্ত্রেষু (শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতিতে) পশ্চতি (দেখে), যথা (যেদ্রুপ) দুর্গতিঃ (নির্বোধ) গোপঃ (গোপ) কক্ষগতং (বাহুস্থলে—বগলে স্থিত) ছাগং (ছাগকে) কূপেষু (কূপে) [পশ্চতি=দেখে] ॥ ২৯৩

অনুবাদ । যেমন অজ্ঞ গোপ নিজের বগলে অবস্থিত ছাগকে [না জানিয়া] কূপ মধ্যে (প্রতিবিদ্রুপে) দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ মূঢ়ব্যক্তি আত্মার অবস্থিত ব্রহ্মকে না জানিয়া শাস্ত্রে অন্বেষণ করে ॥ ২৯৩

স্বমাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমত্বা ।

বিমৃগ্যতে পুনঃ স্বাত্মা বহিঃ কোশেষু পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৯৪

অর্থ । স্বম্ (স্বীয়ম্) আত্মানং (স্বরূপকে) পরং (অত্ম—ব্রহ্মভিন্ন) [মত্বা=জানিয়া] পরমাত্মানং (ব্রহ্মকে) অত্বা (অত্মরূপ—জীবব্যতিরিক্ত) মত্বা (জানিয়া) পণ্ডিতৈঃ (পণ্ডিতমানীরা) কোশেষু (পঞ্চকোশের) বহিঃ (বাহিরে) পুনঃ (বাক্যান্ধার) স্বাত্মা (নিজস্বরূপ) বিমৃগ্যতে (অন্বেষণ করে) ॥ ২৯৪

অনুবাদ । [শব্দার্থবিৎ] পণ্ডিতমানী ব্যক্তিগণ নিজের আত্মাকে ব্রহ্মভিন্ন এবং ব্রহ্মকে আত্মভিন্ন মনে করিয়া অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বাহিরে আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৯৪

বিশ্বত্যা বস্তুনস্তদ্ব্যধ্যারোপ্য চ বস্তুনি ।

অবস্তুতাঞ্চ তদ্বর্মান্ মুখা শোচতি নাত্মা ॥ ২৯৫

অর্থ । বস্তুনঃ (পদার্থের) তৎসং (স্বরূপ) বিশ্বত্যা (ভুলিয়া) বস্তুনি (বস্তুতে) অবস্তুতাং (মিথ্যাবস্তুতাব) তদ্বর্মান্ (অবস্তুর ধর্মসমূহ) চ (এবং) অধ্যারোপ্য (আরোপ করিয়া) মুখা (বুখা) শোচতি (শোক করে) অত্বা (অত্মপ্রকার) ন (না) ॥ ২৯৫

অনুবাদ । [অজ্ঞলোক] বস্তুর স্বরূপ বিশ্বত হইয়া যথার্থ বস্তুতে (বস্তু

প্রভৃতিতে) অবস্ত (সর্পাদি) ও তাহার ধর্মসমূহ (ভীষণত্বাদি) আরোপ করিয়া
বুঝা শোক করিয়া থাকে, ইহার অত্থা হয় না ॥ ২৯৫

আত্মানাত্মবিবেকঃ ।

আত্মানাত্মবিবেকং তে বক্ষ্যামি শৃণু সাদরম্ ।

যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতেহনাত্মবন্ধনাৎ ॥ ২৯৬

অর্থঃ । আত্মানাত্মবিবেকম্ (আত্মা ও অনাত্মার ভেদ) তে (তোমাকে)
বক্ষ্যামি (বলিব) সাদরং (আদরের সহিত) শৃণু (শ্রবণ কর), যস্য (যাহার)
শ্রবণমাত্রেণ (শুনিবামাত্র) অনাত্মবন্ধনাৎ (অনাত্মবস্তুরদ্বারা বন্ধন হইতে)
মুচ্যতে (মুক্ত হয়) ॥ ২৯৬

অনুবাদ । আমি তোমাকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেক (পার্থক্য) উপদেশ
দিব, তুমি সমাদরপূর্বক শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণ করিলে আত্ম ভিন্ন বস্তুর বন্ধন
হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ২৯৬

ইত্যুক্তাভিমুখীকৃত্য শিষ্যং করুণয়া গুরুঃ ।

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিস্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চয়ন্ ॥ ২৯৭

সম্যক্ প্রাবোধয়ৎ তত্ত্বং শাস্ত্রদৃষ্টেন বর্ত্তনা ।

সর্বেষামুপকারায় তৎপ্রকারোহত্র দর্শ্যতে ॥ ২৯৮

অর্থঃ । গুরুঃ (উপদেষ্টা) ইতি (এইরূপ) উক্তা (বলিয়া) করুণয়া
(দয়াবশতঃ) শিষ্যং (ছাত্রকে) অভিমুখীকৃত্য (সম্মুখীন করিয়া) অধ্যা-
রোপাপবাদাভ্যাম্ (অধ্যারোপ এবং অপবাদের দ্বারা) নিস্প্রপঞ্চং (প্রপঞ্চ-
রহিত ব্রহ্ম) প্রপঞ্চয়ন্ (বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়া) শাস্ত্রদৃষ্টেন (শাস্ত্র দ্বারা
জ্ঞাত) বর্ত্তনা (উপায় দ্বারা) তত্ত্বং (স্বরূপ) সম্যক্ (উত্তমরূপে) প্রাবোধয়ৎ
(অববোধিত করিলেন, বুঝাইলেন) অত্র (এ বিষয়ে) সর্বেষাং (সকল লোকের)
উপকারায় (হিতের নিমিত্ত) তৎপ্রকারঃ (তাহার রীতি) দর্শ্যতে (প্রদর্শিত
হইতেছে) ॥ ২৯৭—২৯৮

অনুবাদ । এই বলিয়া গুরু শিষ্যকে সম্মুখীন করিয়া করুণা-পরবশ হইয়া
অধ্যারোপ এবং অপবাদ দ্বারা প্রপঞ্চশূন্য ব্রহ্মকে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়া
শাস্ত্রানুসারী উপায় দ্বারা সম্যগরূপে [শিষ্যকে] তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ;
সকল লোকের উপকারের জন্ত তাহার প্রণালী এস্থলে প্রদর্শিত হই-
তেছে ॥ ২৯৭—২৯৮

অধ্যারোপঃ ।

বস্তুবস্ত্বারোপো যঃ সৌহৃদ্যারোপ ইতীর্ষ্যতে ।

অসর্পভূতে রজ্জ্বাদৌ সর্পস্বারোপণং যথা ॥ ২৯৯

অম্বয় । বস্তুনি (সত্যপদার্থে) যঃ (যে) অবস্ত্বারোপঃ (মিথ্যাবস্তুর কল্পনা) সঃ (তাহা) অধ্যারোপঃ (আরোপ) ইতি (ইহা) ঈর্ষ্যতে (কথিত হয়) যথা (যেৰূপ) অসর্পভূতে (বস্তুতঃ যাহা সর্প নহে তাদৃশ) রজ্জ্বাদৌ (দড়ি প্রভৃতিতে) সর্পস্বারোপণং (সর্পের অধ্যাস—কল্পনা) ॥ ২৯৯

অনুবাদ । [এক্ষণে পূর্বোক্ত অধ্যারোপ ও অপবাদের মধ্যে অধ্যারোপ বলা যাইতেছে]—[প্রকৃত] বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর আরোপকে পণ্ডিতেরা অধ্যারোপ বলিয়া থাকেন ; যেমন রজ্জু সর্প না হইলেও লোকে (ভ্রমবশতঃ) তাহাতে সর্পের আরোপ করিয়া থাকে ॥ ২৯৯

বস্তু তাবৎ পরং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্ ।

ইদমারোপিতং যত্র ভাতি খে নীলতাদিবৎ ॥ ৩০০

অম্বয় । পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) বস্তু (যথার্থ পদার্থ) তাবৎ (বাক্যালঙ্কার) সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং (সত্য, জ্ঞান, আনন্দ যাহার স্বরূপ লক্ষণ), খে (আকাশে) নীলতাদিবৎ (নীলত্ব প্রতীতির স্থায়) যত্র (যাহাতে—ব্রহ্মে) ইদম্ (ইহা—জগৎ) আরোপিতং (কল্পিত) ভাতি (প্রকাশ পায়) ॥ ৩০০

অনুবাদ । পরং ব্রহ্ম প্রকৃত বস্তু, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ তাহার স্বরূপ লক্ষণ ; আকাশে যেমন নীলরূপ কল্পিত, সেইরূপ ব্রহ্মে আরোপিত জগৎ প্রতীত হয় ॥ ৩০০

অজ্ঞানম্ ।

তৎ কারণং বদজ্ঞানং সকার্য্যং সদ্বিলক্ষণম্ ।

অবস্থিত্যুচ্যতে সন্দির্ঘশ্চ বাধা প্রদৃশ্যতে ॥ ৩০১

অম্বয় । সকার্য্যং (ঘটপটাদি সমস্ত জগৎরূপ কার্য্যের সহিত বিद्यমান) সদ্বিলক্ষণং (ব্রহ্ম ভিন্ন) যৎ (যে) কারণং (সমস্ত জগতের উপাদান কারণ) অজ্ঞানম্ (অবিজ্ঞা) তৎ (তাহা) সন্দিঃ (সাদৃশ্যগণকর্তৃক) অবস্ত্ব (মিথ্যা বস্তু—কিছুই নহে) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়) যশ্চ (যাহার) বাধা (নিবৃত্তি) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) ॥ ৩০১

অনুবাদ । যাহা সমস্ত বস্তুর মূলকারণ, নিখিলজগৎ যাহার কার্য্য, যাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং যাহার বাধা (নিবৃত্তি) দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ অজ্ঞানকে পণ্ডিতগণ ‘অবস্ত্ব’ বলিয়া থাকেন ॥ ৩০১

অবস্ত তৎ প্রমাণৈর্ঘদ্বাধ্যতে শুক্তিরৌপ্যবৎ ।

ন বাধ্যতে যতদবস্ত ত্রিষু কালেষু শুক্তিবৎ ॥ ৩০২

অথর । বৎ (বাহা) শুক্তিরৌপ্যবৎ (শুক্তিতে—ঝিনুকে প্রতীয়মান রজতের স্থায়) প্রমাণৈঃ (প্রমাণসমূহদ্বারা) বাধ্যতে (বাধিত হয়) তৎ (তাহা) অবস্ত (মিথ্যা বস্ত) বৎ (বাহা) শুক্তিবৎ (শুক্তির মত) ত্রিষু (তিন) কালেষু (কালে) ন (না) বাধ্যতে (বাধিত হয়) তৎ (তাহা) বস্ত (সত্য পদার্থ—যথা ব্রহ্ম) ॥ ৩০২

অনুবাদ । শুক্তিতে প্রতীয়মান রজতের স্থায় যেটি প্রমাণের দ্বারা বাধিত অর্থাৎ নিরাকৃত হয়, তাহাই অবস্ত ; বাহা শুক্তির স্থায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে বাধিত অর্থাৎ নিরাকৃত হয় না, তাহাকে (সত্য) বস্ত বলা যায় ॥ ৩০২

শুক্তে বাধা ন খল্বস্তি রজতস্য যথা তথা ।

অবস্তসংজ্ঞিতং যতজ্জগদধ্যাসকারণম্ ॥ ৩০৩

অথর । যথা (যেরূপ) রজতস্য (রৌপ্যের) বাধা (নিবৃত্তি) তথা (সেইরূপ) ন (না) খলু (নিশ্চিত) শুক্তেঃ (ঝিনুকের) [বাধা=নিবৃত্তি] অস্তি (হয়) ; বৎ (বাহা) অবস্তসংজ্ঞিতম্ (অবস্ত এই নাম যুক্ত) তৎ (তাহা) জগদধ্যাসকারণং (জগতের আরোপের হেতু) ॥ ৩০৩

অনুবাদ । [শুক্তিরজতস্থলে] রজতের যেমন বাধ (নিরাকরণ) হয়, তদ্রূপ শুক্তির বাধ হয় না, বাহাকে (অজ্ঞানকে) অবস্ত বলা যায়, তাহাই জগতের অধ্যাসের কারণ ॥ ৩০৩

সদসদ্যামনির্বাচ্যমজ্ঞানং ত্রিগুণাত্মকম্ ।

বস্ততত্ত্বাববোধৈকবাধ্যং তদ্ভাবলক্ষণম্ ॥ ৩০৪

অথর । অজ্ঞানম্ (অবিজ্ঞা) সদসদ্যাং (সৎ-ব্রহ্ম এবং অসৎ মিথ্যা বস্ত হইতে) অনির্বাচ্যং (নির্বাচনযোগ্য নহে) । ত্রিগুণাত্মকং (সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণস্বরূপ) বস্ততত্ত্বাববোধৈকবাধ্যম্ (একমাত্র যথার্থ বস্তুর জ্ঞান দ্বারা তাহা বাধিত হয়) তদ্ভাবলক্ষণং (তাহার স্বরূপ) ॥ ৩০৪

অনুবাদ । সৎ (ব্রহ্ম) এবং অসৎ (শশশৃঙ্গাদি) হইতে অজ্ঞান অনির্বাচ্য (নির্বাচন করিয়া লওয়া যায় না) । [পরন্তু ইহা মিথ্যা ; কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারা অপরনয়নযোগ্য], সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় তাহার স্বরূপ—এই একমাত্র বস্ততত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উহা অর্থাৎ অজ্ঞান বাধিত হয় ইহাই তাহার লক্ষণ ॥ ৩০৪

মিথ্যাসম্বন্ধতস্তত্র ব্রহ্মণ্যাশ্রিত্য তিষ্ঠতি ।

মণৌ শক্তির্যথা তদ্বনৈতদাশ্রয়দূষকম্ ॥ ৩০৫

অয়ম্ । এতৎ (অজ্ঞান) মিথ্যাসদৃশতঃ (মিথ্যাসদৃশহেতু) মণৌ (মণিতে) শক্তিঃ (দাহিকাশক্তি) যথা (যেমন) তত্র (সেই) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আশ্রিত্য (অবলম্বন করিয়া) ভিত্তি (থাকে) তদ্বৎ (মণির স্থায়) আশ্রয়দ্বকম্ (আশ্রয়ের বিকারজনক) ন (না) ॥ ৩০৫

অনুবাদ । শক্তি (দাহিকাশক্তি) যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান মিথ্যা সদৃশতঃ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বটে ; কিন্তু ইহা মণির স্থায় আশ্রয়দ্বক (আশ্রয়ের বিকারজনক) নহে ॥ ৩০৫

সদভাবে লিপ্সমেতস্ত কার্য্যমেতচ্চরাচরম্ ।

মানং শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চাজ্ঞোহহমিত্যনুভবোহপি চ ॥ ৩০৬

অয়ম্ । এতস্ত (ইহার—অজ্ঞানের) সদভাবে (অস্তিত্বে) এতৎ (এই—দৃশ্যমান) চরাচরং (জড়ম ও স্থাবররূপ জগৎ) কার্য্যং (কার্য্য) লিপ্সং (ঐ কার্য্যরূপ চিহ্ন) শ্রুতিঃ (বেদ) স্মৃতিঃ (ধর্ম্মশাস্ত্র) চ (এবং) অহম্ (আমি) অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন, বিপরীতজ্ঞানবান্) ইতি (এইরূপ) অনুভবঃ (অনুভূতি—জ্ঞান) অপি (ও) চ (এবং) মানম্ (অজ্ঞানতার প্রমাণ) ॥ ৩০৬

অনুবাদ । এই স্থাবরজড়মাশ্রয় জগৎ অজ্ঞানের কার্য্য ; কার্য্যরূপ অর্থাৎ ফলরূপ লক্ষণ দ্বারা অজ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমিত হয় ; শ্রুতি, স্মৃতি এবং ‘আমি অজ্ঞ’ এইরূপ অনুভবও অজ্ঞানের অস্তিত্বসাধক প্রমাণ ॥ ৩০৬

অজ্ঞানং প্রকৃতিঃ শক্তিরবিদ্যেতি নিগদ্যতে ।

তদেতৎ সন্ন ভবতি নাসদ্বা শুক্তিরৌপ্যবৎ ॥ ৩০৭

অয়ম্ । অজ্ঞানং (বিপরীতজ্ঞান) প্রকৃতিঃ (জগৎকর্ত্ত্রী) শক্তিঃ (জগৎ-নির্মাণশক্তি) অবিদ্যা (অজ্ঞান) ইতি (ইহা) নিগদ্যতে (কথিত হয়) তৎ (সেই) এতৎ (ইহা) শুক্তিরৌপ্যবৎ (শুক্তিতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট রজতের স্থায়) সৎ (সত্তাবিশিষ্ট) ন ভবতি (হয় না) বা (অথবা) অসৎ (তুচ্ছ) ন (না) [ভবতি=হয়] ॥ ৩০৭

অনুবাদ । পণ্ডিতেরা অজ্ঞানকে প্রকৃতি, শক্তি ও অবিদ্যা বলিয়া থাকেন । ইহা শুক্তিতে দৃষ্ট রজতের স্থায় সৎ কিংবা অসৎ নহে ॥ ৩০৭

সতো ভিন্নমভিন্নং বা ন দীপস্ত প্রভা যথা ।

ন সাবয়বমগ্ৰদ্বা বীজস্তাক্ষুরবৎ কচিৎ ॥ ৩০৮

অয়ম্ । যথা (যেমন) দীপস্ত (প্রদীপের) প্রভা (দীপ্তি) [তদ্বৎ=সেইরূপ] সতঃ (সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে) [অজ্ঞানম্=অজ্ঞান] ভিন্নম্ (পৃথক্) বা (কিংবা) অভিন্নম্ (অপৃথক্) ন (না) [ন নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ=নিরূপণ করা যায় না] । বা (কিংবা) কচিৎ (কখনও) বীজস্ত (বীজের) অক্ষুরবৎ (অক্ষুরের স্থায়) সাবয়বম্ (অবয়ব-বিশিষ্ট) অগ্ৰৎ (অবয়বশূন্য) ন (নহে) ॥ ৩০৮

অনুবাদ । প্রদীপের প্রভা যেমন প্রদীপ হইতে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন কিছুই বলা যায় না, সেইরূপ অজ্ঞান (অর্থাৎ অবিজ্ঞা বা মায়ী) সৎ (ব্রহ্ম) হইতে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন তাহা নিরূপণ করা যায় না । অজ্ঞুর বেরূপ বীজের অংশ অথবা অনংশ কিছুই স্থির করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞান ব্রহ্মের অবয়ব বা অনবয়ব, তাহা বলা যায় না ॥ ৩০৮

অত এতদনির্ব্বাচ্যমিত্যেব কবয়ো বিদুঃ ।

সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ দ্বিধাজ্ঞানং নিগদ্যতে ॥ ৩০৯

অর্থ । অতঃ (এইজন্য) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) এতৎ (ইহাকে) অনির্ব্বাচ্যম্ (অনির্ব্বচনীয়) ইতি (এইরূপ) এব (ই) বিদুঃ (জ্ঞানেন), অজ্ঞানম্ (অবিজ্ঞা) সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ (একরূপে ও পৃথগরূপে) দ্বিধা (দুই প্রকার) নিগদ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩০৯

অনুবাদ । অতএব পণ্ডিতগণ ইহাকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জ্ঞানেন । সেই অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টি-ভেদে দুই প্রকার কথিত হয় ॥ ৩০৯

নানাং তেন প্রতীতানামজ্ঞানানামভেদতঃ ।

একত্বেন সমষ্টিঃ স্যাৎ ভূরুহাণাং বনং যথা ॥ ৩১০

অর্থ । যথা (যেমন) ভূরুহাণাং (বৃক্ষসমূহের) বনম্ (অরণ্য) অভেদতঃ (ভেদ না থাকায়) একত্বেন (একরূপে) তথা নানাং তেন (ভিন্ন ভিন্ন রূপে) প্রতীতানাং (প্রতিভাত) অজ্ঞানানাম্ (অবিজ্ঞাসমূহের) সমষ্টিঃ (এক) স্তাৎ (হয়) ॥ ৩১০

অনুবাদ । যেমন বৃক্ষ নানা হইলেও 'বন'-রূপে একত্ব ব্যবহার হয়, তদ্রূপ প্রাণিভেদে অজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইলেও অভেদবশতঃ একত্ব ব্যবহার হয়, সেই একরূপতাকে সমষ্টি বলে ॥ ৩১০

ঈশ্বর ।

ইয়ং সমষ্টিরূৎকৃষ্টা সত্ত্বাংশোৎকর্ষতঃ পুরা ।

মায়েতি কথ্যতে তজ্জৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা ॥ ৩১১

অর্থ । ইয়ম্ (এই) সমষ্টিঃ (একরূপ অর্থাৎ সমষ্টিগত অজ্ঞান) সত্ত্বাংশোৎকর্ষতঃ (সত্ত্বগুণের আধিক্য প্রযুক্ত) পুরা (পূর্বে) তজ্জৈঃ (মায়াজগৎ কর্তৃক) শুদ্ধসত্ত্বৈকলক্ষণা (রজস্তমোগুণ-হীনসত্ত্বমাত্র-স্বভাব) মায়ী (ঈশ্বরের উপাধি) ইতি (ইহা) কথ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩১১

অনুবাদ । এই অজ্ঞানসমষ্টি—সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু উৎকৃষ্ট, কেবল সত্ত্বগুণই তাহার স্বভাব (অর্থাৎ রজস্তমোবিহীন) ; তাহার স্বরূপ বাঁহারা জ্ঞানেন, তাঁহার ইহাকে মায়া বলিয়া থাকেন ॥ ৩১১

মায়েপহিতচৈতন্যং সাভাসং সত্ত্ববৃংহিতম্ ।

সর্বজ্ঞহাদিগুণকং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ।

অব্যাকৃতং তদব্যক্তমীশ ইত্যপি গীয়তে ॥ ৩১২

অনুবাদ । মায়েপহিতচৈতন্যং (যে চৈতনের উপাধি মায়া) সাভাসং (চিদাভাসযুক্ত) সত্ত্ববৃংহিতং (সত্ত্বগুণবহুল) সর্বজ্ঞহাদিগুণকং (সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বাঁহার গুণ) সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ (উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ) তৎ (সেই প্রসিদ্ধ বস্তু) অব্যাকৃতং (নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত নহে) অব্যক্তং (স্মৃষ্ট নহে) ঈশ (ঐশ্বর্যশালী) ইতি (ইহা) অপি (ও) গীয়তে (কথিত হয়) ॥ ৩১২

অনুবাদ । [এবংবিধ] মায়া বাঁহার (চৈতনের) উপাধি, যিনি চিদাভাস-সম্বিত (অর্থাৎ বাঁহাতে চৈতনের আভাস দেখা যায়) ; সত্ত্বগুণবহুল, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্মবান্ এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও নশের কারণ ; তাঁহাকে পণ্ডিতেরা অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও ঈশ বলিয়া থাকেন ॥ ৩১২

সর্বশক্তিগুণোপেতঃ সর্বজ্ঞানাবভাসকঃ ।

স্বতন্ত্রঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যকামঃ স ঈশ্বরঃ ॥ ৩১৩

অনুবাদ । [ষঃ=যিনি] সর্বশক্তিগুণোপেতঃ (সর্বশক্তিরূপগুণযুক্ত) সর্বজ্ঞানাবভাসকঃ (সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক) স্বতন্ত্রঃ (মায়ায় পরতন্ত্র নহেন) সত্য-সঙ্কল্পঃ (বাঁহার সঙ্কল্প যথার্থ) সত্যকামঃ (যথার্থ কামনাবান্) সঃ (তিনি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর এই নামযুক্ত) ॥ ৩১৩

অনুবাদ । যিনি সর্বশক্তিরূপগুণযুক্ত, সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক, স্বতন্ত্র, সত্যসঙ্কল্প এবং সত্যকাম, তিনিই ঈশ্বর ॥ ৩১৩

তস্মৈতন্ম মহাবিশ্বোর্মহাশক্তের্মহীমসঃ ।

সর্বজ্ঞত্বেশ্বরহাদিকারণস্থান্মনীষিণঃ ।

কারণং বপূরিত্যাঙ্কঃ সমষ্টিং সত্ত্ববৃংহিতম্ ॥ ৩১৪

অনুবাদ । মনীষিণঃ (মহাত্মগণ) তন্ম (সেই) এতন্ম (ইহার) মহাশক্তেঃ (মহাশক্তিসম্পন্ন) মহীমসঃ (সর্বব্যাপক) মহাবিশ্বোঃ (ঈশ্বরের) সর্বজ্ঞত্বেশ্বর-হাদিকারণস্থান্ (সর্বজ্ঞত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতির কারণ বলিয়া) সত্ত্ববৃংহিতং (সত্ত্ব-বহুল) সমষ্টিং (সমষ্টিকে) কারণং বপুঃ (কারণশরীর) ইতি (ইহা) আঙ্কঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৩১৪

অনুবাদ । সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি কারণ বলিয়া মনীষিগণ সম্বৎসর সমষ্টিকে মহাশক্তিসম্পন্ন সর্বব্যাপক মহাবিশ্বের (ঈশ্বরের) কারণ-শরীর বলিয়া থাকেন ॥ ৩১৪

আনন্দপ্রচুরত্বেন সাধকত্বেন কোশবৎ ।

সৈমানন্দময়ঃ কোশ ইতীশস্য নিগদ্যতে ॥ ৩১৫

অর্থ । কোশবৎ (গুটি পোকার কোশের ত্রায়) সাধকত্বেন (আবেশ-কারকত্ব হেতু) আনন্দপ্রচুরত্বেন (আনন্দাধিক্য হেতু) সঃ (সেই) এষঃ (এই) ঈশস্য (ঈশ্বরের) আনন্দময়ঃ (আনন্দ-প্রচুর) কোশঃ (তন্মায়ক) ইতি (ইহা) নিগদ্যতে (বলা হয়) ॥ ৩১৫

অনুবাদ । আনন্দের বাহ্য্য হেতু এবং কোশের (পোকার গুটির) ত্রায় আবেশক বলিয়া পণ্ডিতেরা [ইহাকে] ঈশ্বরের ‘আনন্দময় কোশ’ বলিয়া থাকেন ॥ ৩১৫

সর্বোপরমহেতুত্বাৎ স্মৃষ্টিস্থানমিষ্যতে ।

প্রাকৃতঃ প্রলয়ো যত্র শ্রাব্যতে ঐতিভিমূহঃ ॥ ৩১৬

অর্থ । সর্বোপরমহেতুত্বাৎ (সকলের লয়ের কারণ বশতঃ) স্মৃষ্টিস্থানম্ (স্মৃষ্টি স্থান) ইষ্যতে (ইচ্ছা করিয়া থাকেন—বলেন) যত্র (বাহাতে) প্রাকৃতঃ (তন্মায়ক) প্রলয়ঃ (লয়) [ভবতীতিশেষঃ] ঐতিভিঃ (বৈদিকত্ব) মুহঃ (পুনঃপুনঃ) ইতি (ইহা) শ্রাব্যতে (শ্রাবিত অর্থাৎ অভিহিত হয়) ॥ ৩১৬

অনুবাদ । সমস্ত প্রাণীর লয়ের কারণ বলিয়া [ইহাকে] স্মৃষ্টিস্থান বলা হইয়া থাকে—যে অবস্থাকে ঐতি পুনঃপুনঃ প্রাকৃত প্রলয় নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৩১৬

অজ্ঞানং ব্যক্ত্যভিপ্রায়াদনেকত্বেন ভিগ্যতে ।

অজ্ঞানবৃত্তয়ো নানা তত্ত্বদ্বন্দ্বগুণবিলক্ষণাঃ ॥ ৩১৭

অর্থ । অজ্ঞানম্ (অবিজ্ঞা) ব্যক্ত্যভিপ্রায়াৎ (ব্যক্তি ভাব অর্থাৎ নানাত্ব হেতু) অনেকত্বেন (বহুরূপে) ভিগ্যতে (ভিন্ন হয়), তত্ত্বদ্বন্দ্বগুণবিলক্ষণাঃ (ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত) অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ (অজ্ঞানের বৃত্তি—পরিণাম) নানা (অনেকবিধ) [হইয়া থাকে] ॥ ৩১৭

অনুবাদ । ব্যক্তিরূপে (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) অজ্ঞান অনেক, এবং স্বরূপ-স্বভাবগুণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট অজ্ঞানের বৃত্তিও অসংখ্য হইয়া থাকে ॥ ৩১৭

বনস্য ব্যক্ত্যভিপ্রায়াদ্ ভুরূহা ইত্যনেকতা ।

যথা তথৈবাজ্ঞানস্য ব্যক্তিতঃ শ্রাদনেকতা ॥ ৩১৮

অম্বয় । যথা (যেরূপ) বনশ্চ (অরণ্যের) ব্যষ্টিভিপ্রায়াদ্ (ব্যষ্টি-তাৎ-পর্যো, নানান্ব অর্থ গ্রহণহেতু) ভূরূহাঃ (অনেক বৃক্ষ) ইতি (এইরূপ) অনেকতা (বহুত্ব), তথা (সেইরূপ) এব (ই) অজ্ঞানশ্চ (অজ্ঞানের) ব্যষ্টিতঃ (ব্যষ্টি-রূপে) অনেকতা (বহুত্ব) স্থাৎ (হয়) ॥ ৩১৮

অনুবাদ । বন [সমষ্টিরূপে] এক হইলেও অনেক বৃক্ষ থাকায় ব্যষ্টিরূপে যেমন নানান্ব-ব্যবহার হয়, তজ্জপ একই অজ্ঞানেরও ব্যষ্টিরূপে অনেকত্ব হইয়া থাকে ॥ ৩১৮

প্রত্যগাত্মা ।

ব্যষ্টির্মলিনসদৈব রজসা তমসা যুতা ।

ততো নিকৃষ্টা ভবতি যোপাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥ ৩১৯

অম্বয় । এষা (এই) ব্যষ্টিঃ (ব্যষ্টি অজ্ঞান) মলিনসদ্বা (অভিভূতসদ্বা—রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে এরূপ) রজসা (রজোগুণের দ্বারা) [এবং] তমসা (তমোগুণের দ্বারা) যুতা (যুক্ত), বা (বাহা) প্রত্যগাত্মনঃ (ব্যাপক আত্মার) উপাধিঃ (ভেদক অর্থাৎ অল্প বস্তু হইতে পৃথক্কারক ধর্ম) ততঃ (তাহা হইতে) নিকৃষ্টা (হীন) ভবতি (হয়) ॥ ৩১৯

অনুবাদ । এই ব্যষ্টি-অজ্ঞানে সঙ্কলিত মলিন অর্থাৎ অভিভূত থাকে, ইহা রজঃ ও তমো গুণ দ্বারা আক্রান্ত, এবং ইহা প্রত্যগাত্মার উপাধি হইতে নিকৃষ্ট ॥ ৩১৯

জীব ।

চৈতন্যং ব্য্যক্ট্যবচ্ছিন্নং প্রত্যগাত্মৈতি গীয়তে ।

সাভাসং ব্য্যক্ট্যুপহিতং সত্তাদাত্ম্যেন তদুত্তৈঃ ॥ ৩২০

অভিভূতঃ স এবাত্মা জীব ইত্যভিধীয়তে ।

কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বানীশ্বরত্ব-সংসারিত্বাদিধর্মবান্ ॥ ৩২১

অম্বয় । ব্য্যক্ট্যবচ্ছিন্নং (ব্যষ্টি-অজ্ঞান-বিশিষ্ট) চৈতন্যং (চেতনাশক্তি) প্রত্যগাত্মা (তন্মামক) ইতি (ইহা) গীয়তে (অভিহিত হয়), সাভাসং (ব্যষ্টি-অজ্ঞানে প্রতিকলিত চিদাভাস) ব্য্যক্ট্যুপহিতং (ব্যষ্টিঅজ্ঞান কর্তৃক উপহিত হয়) সত্তাদাত্ম্যেন (ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা হেতু) তদুত্তৈঃ (ব্রহ্মভাবাপন্ন-অজ্ঞানের গুণসমূহ কর্তৃক) অভিভূতঃ (আক্রান্ত) সঃ (সেই) এব (ই) আত্মা (স্বরূপ) কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বানীশ্বরত্বসংসারিত্বাদিধর্মবান্ (অল্পজ্ঞত্ব, অনীশ্বরত্ব, সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট) জীবঃ (জীব এই নাম) ইতি (ইহা) অভিধীয়তে (উক্ত হয়) ॥ ৩২০—৩২১

অনুবাদ । ব্যষ্টি-অজ্ঞান দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পৃথক্কৃত চৈতন্তকে ‘প্রত্যগাত্মা’ বলা যায়, ব্যষ্টি-অজ্ঞান-উপাধি অর্থাৎ পৃথক্কারী ধর্ম হইলে, তাহাকে সাত্তাস (চিদাতাস) বলে । প্রত্যগাত্মাও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, তদীয় গুণসমূহের দ্বারা সেই আত্মা বধন অভিভূত হয়, তখন স্বল্পজ্ঞত্ব, অনীশ্বরত্ব, সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম-বিশিষ্ট জীবনামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩২০—৩২১

অশ্রু ব্যষ্টিরহঙ্কার কারণত্বেন কারণম্ ।

বপুস্তত্রাভিমানাত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে বুধেঃ ॥ ৩২২

অম্বয় । বুধেঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) অশ্রু [জীবশ্রু] (এই জীবের) ব্যষ্টিঃ (ব্যষ্টি-অজ্ঞান) অহঙ্কারকারণত্বেন (অহঙ্কারের হেতু বলিয়া) কারণং বপুঃ (কারণ-শরীর) তত্র (তাহাতে—কারণ-শরীরে) অভিমানী (অহঙ্কারবান্) আত্মা (স্বরূপ-জীব) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ ইতি নামযুক্ত) ইতি (ইহা) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ৩২২

অনুবাদ । পণ্ডিতগণ অহঙ্কারের কারণ বলিয়া জীবের ব্যষ্টি-অজ্ঞানকে কারণ-শরীর এবং সেই কারণ-শরীরে অভিমানী আত্মাকে (জীবকে) ‘প্রাজ্ঞ’ বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ৩২২

প্রাজ্ঞত্বমস্মৈকাজ্ঞানভাসকত্বেন সন্মতম্ ।

ব্যর্চৈনিকৃষ্ণতেনাস্র নানেকাজ্ঞানভাসকম্ ॥ ৩২৩

অম্বয় । অশ্রু (এই জীবের) একাজ্ঞানভাসকত্বেন (একটিমাত্র অজ্ঞানের প্রকাশক—সাক্ষী বলিয়া) প্রাজ্ঞত্বং (জীবত্ব) সন্মতম্ (অভিমত), ব্যর্চৈঃ (ব্যষ্টি-অজ্ঞানের) নিকৃষ্টত্বেন (নিকৃষ্টতাহেতু) নানেকাজ্ঞানভাসকম্ (অনেক অজ্ঞানের প্রকাশক—সাক্ষী) ন (নহে) ॥ ৩২৩

অনুবাদ । এই জীব একটিমাত্র [স্বকীয়] অজ্ঞানের প্রকাশক (সাক্ষী) বলিয়া ইহাকে ‘প্রাজ্ঞ’ বলা যায়; ব্যষ্টি-অজ্ঞান ইহার উপাধি, [মলিন-সত্ত্ব বলিয়া] তাহার নিকৃষ্টত্ব হেতু [সে] অনেক অজ্ঞানের প্রকাশক হইতে পারে না ॥ ৩২৩

স্বরূপাচ্ছাদকত্বেনাপ্যনন্দপ্রচুরত্বতঃ ।

কারণং বপুরানন্দময়ঃ কোশ ইতীর্য্যতে ॥ ৩২৪

অম্বয় । কারণং বপুরপি (কারণশরীরও অর্থাৎ ব্যষ্টি-অজ্ঞান) স্বরূপাচ্ছাদকত্বেন (নিজ রূপের আবরক বলিয়া) আনন্দপ্রচুরত্বতঃ (আনন্দের বাহুল্য হেতু) আনন্দময়ঃ (তন্মাক) কোশঃ (কোশ), ইতি (ইহা) ইর্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩২৪

অনুবাদ । [এই] কারণ-শরীরও জীবস্বরূপকে আবৃত করে এবং ইহাতে প্রচুর আনন্দ বিद्यমান থাকে, এই হেতু পণ্ডিতেরা ইহাকে ‘আনন্দময় কোশ’ বলিয়া থাকেন ॥ ৩২৪

অস্থাবস্থা স্তবুপ্তিঃ স্তাদ্ যত্রানন্দঃ প্রকৃশ্যতে ।

এষোহহং স্তখমস্বাপং ন তু কিঞ্চিদবেদিষম্ ॥ ৩২৫

ইত্যানন্দসমুৎকর্ষঃ প্রবুদ্ধেযু প্রদৃশ্যতে ।

সমষ্টিরপি চ ব্যক্তৈরুভয়োর্বনবৃক্ষবৎ ॥ ৩২৬

অভেদ এব নো ভেদো জাত্যেকত্বেন বস্তুতঃ ।

অভেদ এব জাতব্যস্তথেশপ্রাজ্ঞয়োরপি । ৩২৭

অনুয় । স্তবুপ্তিঃ (গাঢ় নিদ্রা) অস্থ (জীবের) অবস্থা (প্রকার—দশা) স্তাদ্ (হয়) যত্র (বাহাতে) আনন্দঃ (স্তখ) প্রকৃশ্যতে (প্রবদ্ধিত হয়) এষঃ (এই) অহম্ (আমি), স্তখম্ (স্তখে) অস্বাপং (নিদ্রা গিয়াছিলাম) তু (কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অবেদিষং (জানিতে পারি নাই) ॥ ইতি (এইরূপ) আনন্দ-সমুৎকর্ষঃ (স্তখপ্রকর্ষ, স্তখের আতিশয্য) প্রবুদ্ধেযু (জাগরিত পুরুষে) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) সমষ্টিঃ (সমষ্টি অজ্ঞানের) ব্যক্তেঃ (ব্যক্তি অজ্ঞানের) উভয়োঃ (দুয়ের) অপি চ (এবং) বনবৃক্ষবৎ (বন ও ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের অভেদের তায়) ॥ বস্তুতঃ (বাস্তবিক) জাত্যেকত্বেন (জাতি ও একত্ব দ্বারা) অভেদঃ (অভিন্নত্ব) এব (ই) নো (না) ভেদঃ (ভিন্নত্ব—অনেকত্ব) তথা (সেইরূপ) ঈশপ্রাজ্ঞয়োঃ (ঈশ্বর এবং জীবের) অপি (ও) অভেদঃ (একত্ব) এব (ই) জাতব্যঃ (বোদ্ধব্য—জানিবে) ॥ ৩২৫—৩২৬—৩২৭

অনুবাদ । স্তবুপ্তি জীবের অবস্থা-বিশেষ, যে অবস্থায় আনন্দ প্রকর্ষ (বুদ্ধি) প্রাপ্ত হয়, ‘আমি স্তখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই’—জাগরিত ব্যক্তির এইরূপ প্রকৃষ্ট আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে । বন ও বৃক্ষ-সমুদায়ের তায় সমষ্টি ও ব্যষ্টির (অজ্ঞানের) অভেদই পরিদৃষ্ট হয়—ভেদ নাই; বস্তুতঃ জাতি ও তাহার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন ভেদ নাই, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীবের অভেদ জানিবে ॥ ৩২৫—৩২৬—৩২৭

সত্যুপাধ্যায়ভিন্নত্বে ক ভেদস্তদ্বিশিষ্টয়োঃ ।

একীভাবে তরঙ্গাক্রোঃ কো ভেদঃ প্রতিবিশ্বয়োঃ ॥ ৩২৮

অনুয় । উপাধ্যোঃ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি এই উপাধিধ্বয়ের) অভিন্নত্বে সতি (একত্ব হইলে) তদ্বিশিষ্টয়োঃ (উপাধিধ্বয়-বিশিষ্টের) ভেদ (ভিন্নতা) ক (কোথায়) ? তরঙ্গাক্রোঃ (তরঙ্গ এবং সমুদ্রের) একীভাবে (একত্বে) প্রতিবিশ্বয়োঃ (তরঙ্গ ও সমুদ্রে পতিত প্রতিবিশ্বদ্বয়ের) কঃ (কি) ভেদঃ (ভিন্নত্ব) ? ॥ ৩২৮

অনুবাদ । উপাধিধ্বয় (সমষ্টি ও ব্যষ্টি) অভিন্ন হইলে উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর ও জীবের ভেদ অসম্ভব; তরঙ্গ ও সমুদ্র যখন একই, তখন তাহাতে পতিত প্রতিবিশ্বদ্বয়ের ভেদ কিরূপে হইবে ? ॥ ৩২৮

অজ্ঞানতদবচ্ছিন্নাভাসয়োরুভয়োরপি ।

আধারঃ শুদ্ধচৈতন্যং যতৎ তুৰ্য্যমিতীৰ্য্যতে ॥ ৩২৯

অর্থঃ । অজ্ঞানতদবচ্ছিন্নাভাসয়োঃ (অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চিদা-
ভাস) উভয়োরপি (দুয়েরই) [যঃ=যে] আধারঃ (অধিকরণ—আশ্রয়)
তৎ (তাহা) শুদ্ধচৈতন্যং (শুদ্ধব্রহ্ম) যৎ (যাহা) তুৰ্য্যং (চতুর্থ—তুরীয়)
ইতি (ইহা) ইৰ্য্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩২৯

অনুবাদ । অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চিদাভাস (অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বারা
পৃথক্কৃত বা বিশেষিত চৈতন্যপ্রতিবিম্ব) এই উভয়ের আধার শুদ্ধচৈতন্য
(শুদ্ধব্রহ্ম), পণ্ডিতেরা তাহাকে তুরীয় বলিয়া থাকেন ॥ ৩২৯

জগৎসর্গঃ ।

এতদেবাবিবিক্তং সত্বপাধিভ্যাক্তং তদুপশৈঃ ।

মহাবাক্যস্য বাচ্যার্থো বিবিক্তং লক্ষ্য ইষ্যতে ॥ ৩৩০

অর্থঃ । এতদেব (ইহাই—শুদ্ধচৈতন্য) উপাধিভ্যাক্তং (সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান-
রূপ উপাধিদ্বয় দ্বারা) তদুপশৈঃ (এবং তাহার—উপাধিবিষয়ের গুণসমূহের
দ্বারা) অবিবিক্তং সৎ (অপৃথগ্ভূত হইয়া) মহাবাক্যস্য (‘তত্ত্বমসি’ মহা-
বাক্যের) বাচ্যার্থঃ (অভিধাশক্তিলভ্য অর্থ) [তথা=সেইরূপ] বিবিক্তং
(পৃথক্) [সৎ=হইয়া] লক্ষ্যঃ (লক্ষ্যার্থ) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়) ॥ ৩৩০

অনুবাদ । শুদ্ধচৈতন্য যখন [পূর্বোক্ত] উপাধি দুইটি এবং তাহাদের গুণ-
সমূহের সহিত অবিবিক্তভাবে (মিলিত ভাবে) অবস্থান করেন, তখনই
তিনি ‘তত্ত্বমসি’—মহাবাক্যের বাচ্যার্থ, এবং পৃথক্ হইলে লক্ষ্যার্থ বলিয়া
ব্যবহৃত হ’ন ॥ ৩৩০

অনন্তশক্তিসম্পন্নো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ ।

ঈক্ষামাত্রেন সৃজতি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩৩১

অর্থঃ । অনন্তশক্তিসম্পন্নঃ (অসীমশক্তিশালী) ঈশ্বরঃ (পরমাত্মা) মায়ো-
পাধিকঃ (মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া) ঈক্ষামাত্রেন (দর্শনমাত্রই) এতৎ
(এই—দৃশ্যমান) চরাচরম্ (স্থাবর-জঙ্গম-যুক্ত) বিশ্বং (জগৎ) সৃজতি (সৃষ্টি
করেন) ॥ ৩৩১

অনুবাদ । অনন্তশক্তিশালী ঈশ্বর মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া দর্শনমাত্রই
এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন ॥ ৩৩১

অদ্বিতীয়-স্বমাত্রোহসৌ নিরুপাদান ঈশ্বরঃ ।

স্বয়মেব কথং সর্বং সৃজতীতি ন শঙ্ক্যতাম্ ॥ ৩৩২

অন্বয় । অদ্বিতীয়-স্বমাত্রঃ (দ্বিতীয়রহিত এবং কেবল একই ব্রহ্ম) নিরুপাদানঃ (উপাদানকারণশূন্য) অসৌ (সেই) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) স্বয়মেব (নিজেই) কথং (কিরূপে) সর্বং (সমস্ত) সৃজতি (সৃষ্টি করেন) ইতি (ইহা) ন (না) শঙ্ক্যতাম্ (শঙ্কা করিও) ॥ ৩৩২

অনুবাদ । অদ্বিতীয় শুদ্ধস্বভাব উপাদান-কারণ-শূন্য পরমেশ্বর নিজেই (অপরের সাহায্য ব্যতীত) সমস্ত বস্তু কিরূপে সৃষ্টি করেন, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না ॥ ৩৩২

নিমিত্তমপ্যুপাদানং স্বয়মেব ভবন্ প্রভুঃ ।

চরাচরাশ্রয়কং বিশ্বং সৃজত্যবতি লুম্পতি ॥ ৩৩৩

অন্বয় । প্রভুঃ (ঈশ্বর) স্বয়মেব (নিজেই) নিমিত্তং (নিমিত্তকারণ) অপি (ও) উপাদানন্ (উপাদান-কারণ) ভবন্ (হইয়া) চরাচরাশ্রয়কং (স্থাবর-জঙ্গমরূপ) বিশ্বং (জগৎ) সৃজতি (সৃষ্টি করেন) অবতি (পালন করেন) [এবং] লুম্পতি (প্রলয় করেন) ॥ ৩৩৩

অনুবাদ । সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বয়ংই, নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হইয়া এই স্থাবরজঙ্গমরূপ বিশ্বকে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছেন ॥ ৩৩৩

স্বপ্রাধাত্তেন জগতো নিমিত্তমপি কারণম্ ।

উপাদানং তথোপাধিপ্ৰাধাত্তেন * ভবত্যয়ম্ ॥ ৩৩৪

অন্বয় । অয়ম্ (এই—ঈশ্বর) স্বপ্রাধাত্তেন (আপনার [চৈতন্তের] প্রাধাত্ত-বশতঃ) নিমিত্তং কারণং (ঘটনির্মাণে কুন্তকায়ের ত্রায় নিমিত্তকারণ) তথা (সেইরূপ) উপাধিপ্ৰাধাত্তেন (মায়ারূপ উপাধির প্রাধাত্ত-বশতঃ) উপাদানমপি (উপাদানকারণও) ভবতি (হন) ॥ ৩৩৪

অনুবাদ । ঈশ্বর স্বপ্রাধাত্তবশতঃ অর্থাৎ চৈতন্ত্যংশপ্রাধাত্তহেতু জগতের নিমিত্তকারণ এবং মায়ারূপ উপাধির প্রাধাত্ত প্রযুক্ত উপাদান-কারণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৩৪

ভূতানি ।

যথা লূতা নিমিত্তঞ্চ স্বপ্রধানতয়া ভবেৎ ।

স্বশরীরপ্রধানত্বেনোপাদানং তথেশ্বরঃ ॥ ৩৩৫

অন্বয় । যথা (যেমন) লূতা (মাকড়শা) স্বপ্রধানতয়া (চৈতন্তের

* ততোপাধিপ্ৰাধাত্তেন ইতি পাঠঃ কচিং ।

প্রাধাত্ত-বশতঃ) নিমিত্তঃ (নিমিত্তকারণ) চ (পাদপুরণে) স্বশরীরপ্রধানত্বেন
(নিজের শরীরের প্রাধাত্ত হেতু) উপাদানম্ (উপাদানকারণ) ভবেৎ (হয়),
তথা (সেইরূপ) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) [উভয়বিধ কারণ হইয়া থাকেন] ॥ ৩৩৫

অনুবাদ । লুতাকীট (শাকড়শা) যেমন চৈতন্ত্যাংশের প্রাধাত্তবশতঃ (অর্থাৎ
নিজেই কর্তা বলিয়া) [স্বকৃত তত্ত্ব] নিমিত্তকারণ এবং নিজের শরীরাত্মশের
প্রাধাত্ত হেতু উপাদানকারণ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও অগতের উভয়বিধ কারণ হইয়া
থাকেন ॥ ৩৩৫

তমঃপ্রধানপ্রকৃতিবিশিষ্টাৎ পরমাত্মনঃ ।

অভূৎ সকাশাদাকাশমাকাশাদবায়ুরুচ্যতে ॥ ৩৩৬

অর্থঃ । তমঃপ্রধানপ্রকৃতিবিশিষ্টাৎ (তমোগুণপ্রধান মায়ী সংবলিত)
পরমাত্মনঃ (ব্রহ্মের—ঈশ্বরের) সকাশাৎ (নিকট হইতে) আকাশম্ (গগন)
অভূৎ (উৎপন্ন হইয়াছে) আকাশাৎ (আকাশ হইতে) বায়ুঃ (পবন) উচ্যতে
(উক্ত হয়) ॥ ৩৩৬

অনুবাদ । মায়ী যখন তমোগুণপ্রধান হয়, তখন তৎসংযুক্ত ব্রহ্ম হইতে
আকাশ উৎপন্ন হয় এবং আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি কথিত হয় ॥ ৩৩৬

বায়োরগ্নিস্তথৈবামেরাপোহদ্ব্যঃ পৃথিবী ক্রমাৎ ।

শক্তেস্তমঃপ্রধানত্বং তৎকার্য্যে জাদ্যদর্শনাৎ ॥ ৩৩৭

আরভন্তে কার্য্যগুণান্ যে কারণগুণা হি তে ।

এতানি সূক্ষ্মভূতানি ভূতমাত্রা অপি ক্রমাৎ ॥ ৩৩৮

অর্থঃ । তথৈব (সেইরূপ) বায়োঃ (পবন হইতে) অগ্নিঃ (অগ্নি)
তথা এব (সেইরূপেই) অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) আপঃ (জল) অদ্ব্যঃ
(জল হইতে) পৃথিবী (পৃথিবী) ক্রমাৎ (ক্রমে) [উৎপন্ন হয়], তৎকার্য্যে
(মায়ার কার্য্য আকাশাদিতে) জাদ্যদর্শনাৎ (চৈতন্ত্যের অভাব দেখা যায় বলিয়া)
শক্তেঃ (মায়ীশক্তির) তমঃপ্রধানত্বং (তমোগুণের প্রাধাত্ত) [অনুমিত] হয়,
যে (বাহারা) কার্য্যগুণান্ (কার্য্যের গুণসমূহকে) আরভন্তে (আরম্ভ করে)
হি (যেহেতু) তে (তাহারা) কারণগুণাঃ (কারণেরই গুণ) ; এতানি (এই)
সূক্ষ্মভূতানি (সূক্ষ্ম—অপকীকৃত ভূতসমূহ) ভূতমাত্রাঃ (ভূততমাত্র) অপি (ও)
ক্রমাৎ (ক্রমে) [জায়ন্তে=উৎপন্ন হয়] ॥ ৩৩৭—৩৩৮

অনুবাদ । [যেমন আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে] সেইরূপ বায়ু
হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে ।
মায়ার কার্য্য আকাশ প্রভৃতিকে যখন জড় দেখা যায়, তখন তাহার কারণ মায়ী-
শক্তিকেও তমোগুণপ্রধান বলিতে হইবে । যেহেতু কারণগুণ কার্য্যগুণের
আরম্ভক (জনক) হয় ; [এই আকাশাদি পঞ্চভূতকে] সূক্ষ্মভূত, ভূততমাত্র
বলা যায় ॥ ৩৩৭—৩৩৮

লিঙ্গ-শরীরম্ ।

এতেভ্যঃ সূক্ষ্মভূতেভ্যঃ সূক্ষ্মদেহা ভবন্ত্যপি ।

স্থূলাত্মপি চ ভূতানি চাত্মোচ্চাংশবিমেলনাং ॥* ৩৩৯

অন্বয় । এতেভ্যঃ (এই সমস্ত) সূক্ষ্মভূতেভ্যঃ (সূক্ষ্মভূত—অপকীকৃত ভূত হইতে) সূক্ষ্মদেহাঃ (সূক্ষ্মশরীরসমূহ) অপি (ও) অত্মোচ্চাংশবিমেলনাং (সূক্ষ্মভূত-পঞ্চকের পরস্পর অংশ সংমিশ্রণে) স্থূলানি (স্থূল—উপভোগোপ-যোগী) ভূতানি (পাঁচটি ভূত) অপি চ (এবং) চ (পাদপূরণে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৩৩৯

অনুবাদ । এই সমস্ত সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্মশরীর সমুদায় এবং আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পরস্পর অংশ-সম্মিলনে স্থূল ভূতসমূহ উৎপন্ন হয় ॥ ৩৩৯

অপকীকৃতভূতেভ্যো জাতং সপ্তদশাঙ্গকম্ ।

সংসারকারণং লিঙ্গমাত্মনো ভোগসাধনম্ ॥ ৩৪০

অন্বয় । অপকীকৃতভূতেভ্যঃ (বাহাদের পকীকরণ করা হয় নাই, এরূপ ভূত সমুদায় হইতে) সংসারকারণং (সংসারের—জন্ম-মরণ-প্রবাহের হেতু) আত্মনঃ (আত্মার—জীবের) ভোগসাধনম্ (উপভোগ-সম্পাদক) সপ্তদশাঙ্গকং (সপ্তদশ—সতরটি অবয়বযুক্ত) লিঙ্গং (লিঙ্গশরীর—সূক্ষ্মশরীর) জাতম্ (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৩৪০

অনুবাদ । অপকীকৃত ভূতপঞ্চক (সূক্ষ্মভূতসমূহ) হইতে সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট—লিঙ্গশরীর (সূক্ষ্মদেহ) উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা সংসারের কারণ, এবং আত্মার উপভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৩৪০

ধীন্দ্রিয়াণি ।

শ্রোত্রাদিপঞ্চকঞ্চৈব বাগাদীনাম্ পঞ্চকম্ ।

প্রাণাদিপঞ্চকং বুদ্ধিমনসী লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ৩৪১

* তাৎপর্য—‘অত্মোচ্চাংশবিমেলনাং’—ইহা দ্বারা পকীকরণ বৃত্তিতে হইবে। পকীকরণ-প্রণালী এইরূপ—আকাশাদি প্রত্যেক ভূতকে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, তৎপরে প্রত্যেক ভূতের পাঁচটি অর্দ্ধাংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশের প্রত্যেকটি চারিভাগে বিভক্ত করিবে। অনন্তর আকাশের অর্দ্ধাংশের সহিত বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর প্রত্যেকের দুই আনা অংশ সংমিশ্রণ করিলে পকীকৃত (স্থূল) আকাশ উৎপন্ন হইল। এইরূপ বায়ুর অর্দ্ধাংশ ও অত্মা চারিটি ভূতের প্রত্যেকের দুই আনা অংশ সম্মিলিত হইলে, পকীকৃত বায়ু উৎপন্ন হইল। তেজঃ, জল ও পৃথিবীর সম্বন্ধে এইরূপই জানিবে। যতপি প্রত্যেক ভূতে অত্মা ভূতের অংশ বিদ্যমান আছে, তথাপি বাহার অংশ অধিক, তাহার নাম ব্যবহার হয় ।

অথবা । শ্রোত্রাদিপঞ্চকং (কর্ণপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়) চ (৩)
এব (ই) বাগাদীনাং (বাক্ প্রভৃতি কর্ষেন্দ্রিয়ের) পঞ্চকং (পাঁচটি) চ
(৩) প্রাণাদিপঞ্চকং (প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু) বুদ্ধিমনসী
(বুদ্ধি ও মনঃ) [এই সতরটি] লিঙ্গম্ (লিঙ্গশরীর—হৃদয়শরীর) উচ্যতে
(কথিত হয়) ॥ ৩৪১

অনুবাদ । কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ষেন্দ্রিয়,
প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং বুদ্ধি ও মনঃ (এই মিলিত সপ্তদশটি)
লিঙ্গশরীর বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৪১

অন্তঃকরণম্ ।

শ্রোত্রত্বচ্ক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি পঞ্চ জাতানি ।

আকাশাদীনাং সত্ত্বাংশেভ্যো ধীন্দ্রিয়ান্যনুক্রমতঃ ॥ ৩৪২

অথবা । শ্রোত্রত্বচ্ক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি (শ্রবণ, ত্বক্, নয়ন, রসনা ও ঘ্রাণ)
পঞ্চ (পাঁচটি) ধীন্দ্রিয়ানি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) অনুক্রমতঃ (যথাক্রমে) আকাশা-
দীনাং (আকাশ বায়ু প্রভৃতির) সত্ত্বাংশেভ্যঃ (সাত্ত্বিকভাগ হইতে) জাতানি
(উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৩৪২

অনুবাদ । কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে
আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর সাত্ত্বিকভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৪২

আকাশাদিগতাঃ পঞ্চ সাত্ত্বিকাংশাঃ পরস্পরম্ ।

মিলিত্বৈবান্তঃকরণমভবৎ সর্বকারণম্ ॥ ৩৪৩

অথবা । আকাশাদিগতাঃ (আকাশ বায়ু প্রভৃতিতে বিত্তমান) পঞ্চ (পাঁচটি)
সাত্ত্বিকাংশাঃ (সাত্ত্বিকভাগ) পরস্পরম্ (একে অণ্ণের সহিত) মিলিত্বা (মিলিত
হইয়া) এব (অবধারণে) সর্বকারণম্ (সকলের হেতু) অন্তঃকরণম্ (মনঃ,
বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) অভবৎ (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৩৪৩

অনুবাদ । আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহের পরস্পর মিলিত সাত্ত্বিক ভাগ
হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে, এই অন্তঃকরণই [সূক্ষ্মঃখাদি] সকলের
কারণ * ॥ ৩৪৩

প্রকাশকত্বাদেতেষাং সাত্ত্বিকাংশত্বমিষ্যতে ।

প্রকাশকত্বং সত্ত্বস্য স্বেচ্ছত্বেন যতন্ততঃ ॥ ৩৪৪

* তাৎপর্য—অন্তঃকরণই সমস্ত বস্তুর কলক, এই হেতু ইহাকে সকলের কারণ বলা যায় ।

অম্বয় । যতঃ (বেহেতু) এতেবাম্ (ইহাদের—জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও অন্তঃ-
করণের) প্রকাশকত্বাৎ (বস্তুর প্রকাশকারিত্ব হেতু) সাত্ত্বিকাত্মত্বম্ (আকা-
শাদির সাত্ত্বিকভাগত্ব) ইগ্ম্যতে (ইষ্ট হয়), ততঃ (সেই হেতু) সত্ত্বগুণ (সত্ত্ব-
গুণের) স্বচ্ছত্বেন (নির্মলত্ব হেতু) প্রকাশকত্বাৎ (প্রকাশজনকত্ব) [ইগ্ম্যতে=
ইষ্ট হয়] ॥ ৩৪৪

অনুবাদ । জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক ও অন্তঃকরণ বস্তুর প্রকাশক বলিয়া আকাশাদির
সাত্ত্বিকভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; বেহেতু সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, অতএব তাহার
প্রকাশকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ৩৪৪

তদন্তঃকরণং বৃত্তিভেদেন স্রাচতুর্বিধম্ ।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিহ্নভেদেতি তদুচ্যতে ॥ ৩৪৫

অম্বয় । তৎ (সেই) অন্তঃকরণম্ (অন্তঃকরণ) বৃত্তিভেদেন (পরিণাম ভেদে
বিভিন্ন কাজ করে বলিয়া) চতুর্বিধং (চারি প্রকার) স্রাৎ (হইয়া থাকে), তৎ
(অন্তঃকরণ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কৃতি) চিত্তং চ (এবং
চিত্ত) ইতি (এইরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩৪৫

অনুবাদ । সেই [একই] অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে (অর্থাৎ এক এক প্রকার
কাজ করে বলিয়া) মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিপ্রকার কথিত হয় ॥ ৩৪৫

সঙ্কল্পান্মন ইত্যাহবুদ্ধিরর্থশ্চ নিশ্চয়াৎ ।

অভিমানাদহঙ্কারশ্চিহ্নমর্থশ্চ চিন্তনাৎ ॥ ৩৪৬

অম্বয় । সঙ্কল্যাৎ (সঙ্কল্প করে বলিয়া) মনঃ (মন) ইতি (এইরূপ)
আহঃ (বলিয়া থাকেন); অর্থশ্চ (বিষয়ের) নিশ্চয়াৎ (নিশ্চয় জ্ঞাত)
বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) [ইতি আহঃ=এইরূপ বলিয়া থাকেন]; অভিমানাৎ
(অভিমান বশতঃ) অহঙ্কারঃ, [ইতি আহঃ=এইরূপ বলিয়া থাকেন], অর্থশ্চ
(বিষয়ের) চিন্তনাৎ (ভাবনাবশতঃ) চিন্তন, [ইতি আহঃ=এইরূপ বলিয়া
থাকেন] ॥ ৩৪৬

অনুবাদ । [একই অন্তঃকরণ] সঙ্কল্প, বিষয়ের নিশ্চয়, অভিমান ও বিষয়-
চিন্তা করে বলিয়া [পণ্ডিতেরা] তাহাকে যথাক্রমে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত
বলিয়া থাকেন ॥ ৩৪৬

মনস্তপি চ বুদ্ধৌ চ চিত্তাহঙ্কারয়োঃ ক্রমাৎ ।

অন্তর্ভাবোহত্র বোদ্ধব্যো লিঙ্গলক্ষণসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪৭

অম্বয় । লিঙ্গলক্ষণসিদ্ধয়ে (লিঙ্গশরীরের লক্ষণ সিদ্ধির নিমিত্ত) অত্র
(এখানে) মনসি অপি (মনেও) চ (পাদপূরণ) বুদ্ধৌ চ (বুদ্ধিতেও)
ক্রমাৎ (যথাক্রমে) চিত্তাহঙ্কারয়োঃ (চিত্ত এবং অহঙ্কারের) অন্তর্ভাবঃ (মধ্যনিবেশ)
বোদ্ধব্যঃ (বুঝিতে হইবে) ॥ ৩৪৭

অনুবাদ । লিঙ্গশরীরের লক্ষণ সিদ্ধির নিমিত্ত মনে চিন্তের এবং বুদ্ধিতে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব জানিবে * ॥ ৩৪৭

চিন্তনঞ্চ মনোধর্মঃ সঙ্কল্পাদির্ঘথা তথা ।

অন্তর্ভাবো মনশ্চৈব সম্যক্চিন্তস্য সিধ্যতি ॥ ৩৪৮

অর্থ । যথা (যেমন) সঙ্কল্পাদিঃ (সঙ্কল্প, বিকল্প প্রভৃতি) মনোধর্মঃ (মনের ধর্ম—বৃত্তি) তথা (সেইরূপ) চিন্তনঞ্চ (চিন্তা করাও) [মনোধর্মঃ=মনের ধর্ম], মনসি এব (মনেই) চিন্তস্য (চিন্তের) অন্তর্ভাবঃ (অন্তর্নিবেশ) সম্যক্ (ভালরূপে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ॥ ৩৪৮

অনুবাদ । সঙ্কল্প প্রভৃতির দ্বারা চিন্তাও মনের ধর্ম, [অতএব] মনেই চিন্তের অন্তর্ভাব (অর্থাৎ চিত্ত যে মনের অন্তর্গত এই বিষয়) সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় ॥ ৩৪৮

দেহাদাবহমিত্যেব ভাবো দৃঢ়তরো ধিয়ঃ ।

দৃশ্যতেহহঙ্কতেস্তস্মাদন্তর্ভাবোহত্র যুক্ত্যতে ॥ ৩৪৯

অর্থ । দেহাদৌ (শরীর প্রভৃতিতে) ধিয়ঃ (বুদ্ধির) অহম্ (আমি) ইত্যেব (এইরূপই) দৃঢ়তরঃ (সুদৃঢ়) ভাবঃ (সংস্কার, ধারণা) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তস্মাৎ (তজ্জন্ত) অত্র (ইহাতে, বুদ্ধিতে) অহঙ্কতেঃ (অহঙ্কারের) অন্তর্ভাবঃ (অন্তর্নিবেশ) যুক্ত্যতে (যুক্ত হয়) ॥ ৩৪৯

অনুবাদ । শরীর প্রভৃতিতে ‘আমি স্মৃষ্টি’—‘আমি দুঃখী’—ইত্যাদি বুদ্ধিগত সুদৃঢ় ভাব (সংস্কার,—অহংভাব) দেখা যায়, অতএব বুদ্ধিতে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব (অর্থাৎ অহঙ্কার যে বুদ্ধির অন্তর্গত ইহা) যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ৩৪৯

তস্মাদেব তু বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বং তদিতরস্য করণত্বম্ ।

সিধ্যত্যাশ্নন উভয়াদ্বিচ্ছাৎ সংসারকারণং মোহাৎ ॥ ৩৫০

অর্থ । তস্মাদেব (সেই হেতুই) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) কর্তৃত্বং (কর্তৃত্ব) তদিতরস্য তু (মনেরও) করণত্বং (করণত্ব) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়); উভয়াৎ (উভয়বিধ) মোহাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) আশ্ননঃ (আশ্রয়) সংসার-কারণং (জন্মমরণের হেতু) বিচ্ছাৎ (জানিবে) ॥ ৩৫০

অনুবাদ । সেইজন্যই (দেহাদিতে বুদ্ধির অহংভাব দেখা যায় বলিয়া) বুদ্ধির কর্তৃত্ব এবং মনের করণত্ব সিদ্ধ হইল,—কর্তৃত্ব করণত্বরূপ উভয়বিধ মোহবশতঃ [ধর্মীধর্ম] আশ্রয় সংসারের হেতু হইয়া থাকে অর্থাৎ আশ্রয় যে জন্ম-মৃত্যু দেখা যায় তাহা মন ও বুদ্ধির মোহের ফল ॥ ৩৫০

* তাৎপর্য—যদি মনে চিন্তের এবং বুদ্ধিতে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব করা না হয়, তবে সপ্তদশ অবয়বরূপ লিঙ্গ শরীর সিদ্ধ হয় না, অধিক অবয়ব হইয়া যায় ।

বিজ্ঞানময়কোশঃ ।

বিজ্ঞানময়কোশঃ শ্রাদ্ বুদ্ধিজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ।

বিজ্ঞান-প্রচুরত্বেনাপ্যাচ্ছাদকতয়াত্ত্বনঃ ॥ ৩৫১

বিজ্ঞানময়কোশোহয়মিতি বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে ।

অয়ং মহানহঙ্কারবৃত্তিমান্ কর্তৃলক্ষণঃ ॥

সর্বসংসারনির্বোঢ়া বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৩৫২

অম্বয় । জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ (কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সহিত) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), বিজ্ঞানময়-কোশঃ (বিজ্ঞানময় কোশ) শ্রাদ্ (হয়), বিজ্ঞান-প্রচুরত্বেন (জ্ঞান প্রচুর বলিয়া) আত্ত্বনঃ (আত্মার) আচ্ছাদকতয়া অপি (এই আবরকত্ব-হেতু) অয়ম্ (এই) বিজ্ঞানময়কোশঃ (বিজ্ঞানময় নামক কোশ) ইতি (ইহা) বিদ্বদ্ভিঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) উচ্যতে (উক্ত হয়) । অয়ম্ (এই—বিজ্ঞানময় কোশ) মহান্ (মহান্ এই নাম) অহঙ্কার-বৃত্তিমান্ (অভিমান বৃত্তিযুক্ত) কর্তৃলক্ষণঃ (কর্তৃত্বাদি-ধর্মবিশিষ্ট) সর্বসংসার-নির্বোঢ়া (জন্মমরণাদি সমস্ত সংসারের জনক) বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (বিজ্ঞানময়-সংজ্ঞায়ুক্ত) [ভবতি=হয়] ॥ ৩৫১—৩৫২

অনুবাদ । কর্ণপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি ‘বিজ্ঞানময় কোশ’ নামে অভিহিত হয়, জ্ঞানের আধিক্যেহেতু এবং আত্মার আবরক বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে ‘বিজ্ঞানময় কোশ’ বলিয়া থাকেন । ইহাকে ‘মহান্’ বলে, অভিমানও ইহার একটি বৃত্তি (ধর্ম) এবং ইহা কর্তৃত্বাদি লক্ষণবিশিষ্ট, সর্বসংসারের নির্বাহক এবং বিজ্ঞানময় শব্দ-বাচ্য ॥ ৩৫১—৩৫২

অহং মমেত্যেব সদাভিমানং

দেহেন্দ্রিয়াদৌ কুরুতে গৃহাদৌ ।

জীবাভিমানঃ পুরুষোহয়মেব

কর্তা চ ভোক্তা চ স্বখী চ দুঃখী ॥ ৩৫৩

অম্বয় । জীবাভিমানঃ (আমি জীব এইরূপ অভিমানবিশিষ্ট) অয়ম্ (এই, দৃশ্যমান) পুরুষঃ এব (পুরুষই) সদা (সর্বদা) দেহেন্দ্রিয়াদৌ (শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিতে) গৃহাদৌ (গৃহাদিতে) অহম্ (আমি) মম (আমার) ইতি এব (এইরূপই) অভিমানম্ (অহঙ্কার) কুরুতে (করিয়া থাকে) ; অতঃ [অয়মেব=অতএব ইনিই] কর্তা (কর্তৃত্ববান্) চ (এবং) ভোক্তা (ভোগকারী) চ (ও) স্বখী (সুখযুক্ত) চ (ও) দুঃখী (দুঃখযুক্ত) [ভবতি=হয়] ॥ ৩৫৩

অনুবাদ । ‘আমি জীব’—এইরূপ অভিমানশালী পুরুষ সর্বদা শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে এবং গৃহাদি (বাহ্যবস্তুতে) ‘আমি’, ‘আমার’ এইরূপ অভিমান করিয়া থাকেন, [তজ্জ্ঞাত] কর্তা, ভোক্তা, স্রষ্টা ও হৃঃস্রী হইয়া থাকেন * ॥ ৩৫৩

স্বাসনা-প্রেরিত এব নিত্যং

করোতি কৰ্ম্মোভয়লক্ষণঞ্চ ।

ভুঙ্কতে তদুৎপন্নফলং বিশিষ্টং

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ পরত্র চাত্র ॥ ৩৫৪

অর্থঃ । [পুরুষঃ=পুরুষ] স্বাসনা-প্রেরিতঃ এব (নিজের সংস্কার দ্বারা নিয়োজিত হইয়াই) নিত্যং (সতত) উভয়লক্ষণং (পুণ্যরূপ এবং পাপরূপ) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) করোতি (করে—অনুষ্ঠান করে) ; অত্র (এই সংসারে) চ (এবং) পরত্র (পরলোকে) বিশিষ্টং (বিশেষ) তদুৎপন্নফলং (কৰ্ম্মোৎপন্ন ফল) সুখঞ্চ (এবং সুখ) দুঃখঞ্চ (আর দুঃখ) ভুঙ্কতে (ভোগ করিয়া থাকে) ॥ ৩৫৪

অনুবাদ । জীব নিজের বাসনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্বদা পুণ্য পাপরূপ উভয়বিধ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং ইহলোকে ও পরলোকে কৰ্ম্মজনিত বিশিষ্ট ফল—সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৫৪

নানায়োনিসহস্রেষু জায়মানো মুহুমূর্হঃ ।

ত্রিয়মাণো ভ্রমত্যেব জীবঃ সংসারমণ্ডলে ॥ ৩৫৫

অর্থঃ । এষঃ (এই) জীবঃ (প্রাণী) নানায়োনিসহস্রেষু (বিভিন্ন সহস্র সহস্র জাতিতে) মুহুমূর্হঃ (পুনঃ পুনঃ) জায়মানঃ (জন্মগ্রহণ করিয়া) ত্রিয়মাণঃ (মরিয়া) সংসারমণ্ডলে (সংসারে) ভ্রমতি (ভ্রমণ করে) ॥ ৩৫৫

অনুবাদ । এই জীব পশুপক্ষী প্রভৃতি বহুসহস্র যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং মরিয়া যায়, [এইরূপে সর্বদা] সংসারমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩৫৫

মনোময়-কোশঃ ।

মনো মনোময়ঃ কোশো ভবেজ্ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ।

প্রাচুর্য্যং মনসো যত্র দৃশ্যতেহসৌ মনোময়ঃ ॥ ৩৫৬

* তাৎপৰ্য্য—দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে লোকের অহং-অভিমান দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন আমি স্থল, আমি কুশ, আমি অক্ষ, আমি বধির ইত্যাদি। তদ্রূপ বাহ্যবস্তু গৃহাদিতেও মম-অভিমান দৃষ্ট হয় ; যেমন আমার গৃহ, আমার ধন ইত্যাদি। এইরূপ অভিমানবশতঃ লোক আপনাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, স্রষ্টা ও হৃঃস্রী আরোপ করিয়া থাকে ।

অথ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ (কর্ণপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত) মনঃ (মন), মনোময়ঃ কোশঃ (মনোময়-কোশ-সংজ্ঞক) ভবেৎ (হয়), যত্র (যেখানে) মনসঃ (মনের) প্রাচুর্যম্ (আধিক্য) দৃশ্যতে (দেখা যায়) অসৌ (তাহা) মনোময়ঃ (মনোময় কোশ) ॥ ৩৫৬

অনুবাদ। কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ ‘মনোময়কোশ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, বাহাতে মনের প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাকে মনোময় কোশ বলা যায় ॥ ৩৫৬

চিন্তাবিষাদহর্ষাণ্যঃ কামাত্মা অশ্রু বৃত্তয়ঃ ।

মনুতে মনসৈবৈষ ফলং কাময়তে বহিঃ ।

যততে কুরুতে ভুঙ্কতে তন্মনঃ সর্বকারণম্ ॥ ৩৫৭

অথ। চিন্তাবিষাদহর্ষাণ্যঃ (চিন্তা, বিষাদ, হর্ষ প্রভৃতি) [এবং] কামাত্মাঃ (কাম প্রভৃতি) অশ্রু (ইহার, মনোময় কোশের) বৃত্তয়ঃ (কার্য বা ধর্ম) [ভবন্তি=হয়] * ; এবং (এই মনোময় কোশ) মনসা এব (মনের দ্বারাই) মনুতে (মনন করে—সঙ্গ্রহ করে) বহিঃ (বাহিরে) ফলং (ফল—প্রয়োজন) কাময়তে (প্রার্থনা করে) যততে (যত্ন করে) কুরুতে (কার্য করে) ভুঙ্কতে (ভোগ করে) তৎ (সেই) মনঃ (মন) সর্বকারণং (সকলের হেতু) ॥ ৩৫৭

অনুবাদ। চিন্তা, বিষাদ, হর্ষ এবং কামক্রোধাদি এই মনোময় কোশের ব্যাপার। মনের দ্বারা [গো হিরণ্য প্রভৃতি] বাহ ফল কামনা করিয়া থাকে, এবং মনঃ প্রযত্ন করে, কার্যের অনুষ্ঠান করে এবং ভোগ করে, মনই সকলের কারণ ॥ ৩৫৭

মনো হুমুখ্য প্রবণশ্চ হেতু-

রন্তর্বহিঃচার্থমেনেব বেত্তি ।

শৃণোতি জিজ্ঞাস্যমুনৈব চেক্ষতে

বক্তি স্পৃশত্যন্তি করোতি সর্বম্ ॥ ৩৫৮

অথ। হি (নিশ্চিত) মনঃ (মন) অমুখ্য (পূর্বোক্ত) প্রবণশ্চ (বিষয়ে আভিমুখ্যের) হেতুঃ (কারণ) ; [পুরুষঃ=পুরুষ] এনেব (মনের দ্বারা) অন্তঃ (অন্তরের) বহিঃ (এবং বাহিরের) চ অর্থং (বিষয়) বেত্তি (জানে) অমুনৈব (ইহা দ্বারাই) সর্বং (সমস্ত বিষয়) শৃণোতি (শ্রবণ করে) জিজ্ঞাস্যতি (গুরুগ্রহণ করে) জীক্ষতে (দর্শন করে) বক্তি (কথা বলে) স্পৃশতি (স্পর্শ করে) অন্তি (খায়) করোতি চ (এবং কার্য করে) ॥ ৩৫৮

অনুবাদ। একমাত্র মনই এবংবিধ বিষয়প্রবণতার (বিষয়াভিমুখ্যের) কারণ ; লোক মনঃ দ্বারাই আন্তর ও বাহ বস্তু অবগত হয়, সমস্ত বিষয় শ্রবণ

* চিন্তাবিষাৎ অহর্ষাণ্যঃ—চিন্তারূপ বিষ হইতে জাত অহর্ষ অর্থাৎ দুঃখ প্রভৃতি এইরূপ অর্থও কেহ কেহ করেন।

করে, গন্ধ গ্রহণ করে, দর্শন করে, বাক্য প্রয়োগ করে, স্পর্শ করে, আহার করে এবং কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে * ॥ ৩৫৮

বন্ধশ্চ মোক্ষো মনসৈব পুংসা-

মর্থোহপ্যনর্থোহপ্যমুনৈব সিধ্যতি ।

শুদ্ধেন মোক্ষো মলিনেন বন্ধো

বিবেকতোহর্থোহপ্যবিবেকতোহৃৎ ॥ ৩৫৯

অনুয়। পুংসাং (পুরুষের) মনসা এব (মনের দ্বারাই) বন্ধঃ (বন্ধন) মোক্ষশ্চ (এবং মুক্তি) [ভবতি=হয়] ; অমুনা এব (মনের দ্বারাই) অর্থোহপি (ভালও) [সিধ্যতি=সিদ্ধ হয়] ; অনর্থোহপি (মন্দও) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ; শুদ্ধেন (নির্মল মনের দ্বারা) মোক্ষঃ (মুক্তি) মলিনেন (কলুষিত মনের দ্বারা) বন্ধঃ (বন্ধন) [ভবতি=হয়] ; বিবেকতঃ (বিচারবুদ্ধি হইতে অর্থাৎ আত্মা ও অনাদ্বার পার্থক্যবোধ হইতে) অর্থঃ (অর্থ, অর্থাৎ ভাল) অবিবেকতঃ (অবিবেক হইতে) অর্থোহপি (অনর্থও, মন্দও) [ভবতি=হইয়া থাকে] ॥ ৩৫৯

অনুবাদ। মনের দ্বারা পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ হইয়া থাকে, এবং ইহা দ্বারাই অর্থ ও অনর্থ ঘটে ; [একমাত্র মনই বন্ধ ও মোক্ষ এই পরস্পর বিরুদ্ধবস্তুর কারণ কিরূপে হয় এই আশঙ্কায় বলিতেছেন] বিশুদ্ধ (রজঃ ও তমোগুণবিহীন) মনের দ্বারা মোক্ষ এবং মলিন (রজস্তমোগুণযুক্ত) মনের দ্বারা বন্ধন হয়, বিবেক হইতে অর্থ অর্থাৎ ভাল এবং অবিবেক হইতে অনর্থ উৎপন্ন হয় ॥ ৩৫৯

রজস্তমোভ্যাং মলিনং ত্বশুদ্ধ-

মজ্ঞানজং সত্ত্বগুণেন রিক্তম্ ।

মনস্তমোদোষসম্বিতত্বা-

জ্জড়ত্বমোহালসতাপ্রমাদৈঃ ।

তিরস্কৃতং সন্ন তু বেত্তি বাস্তবং

পদার্থতত্ত্বং হু পলভ্যমানম্ ॥ ৩৬০

অনুয়। তু (কিন্তু) অজ্ঞানজম্ (অবিজ্ঞানজনিত) মনঃ (মন) রজস্তমোভ্যাং (রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা) মলিনং (কলুষিত) [অতএব] অশুদ্ধম্ (অশুদ্ধ, অস্বচ্ছ) সত্ত্বগুণেন রিক্তং (সত্ত্বগুণশূন্য) তমোদোষসম্বিতত্বাং

* তাৎপর্য—মনই সর্বদা বাহ্যবস্তুর বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়া থাকে ; তজ্জন্ত মনই সকলের কারণ । মনঃ যদি স্থির না থাকে, তবে অজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নির্কর্ষ হইলেও যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ; এই জন্ত মনঃ শ্রবণ করে, দর্শন করে—এইরূপ বলা হইয়াছে ।

(তমোরূপ দোষযুক্ত হওয়ার) অড়ত্বমোহানসত্যপ্রমাদৈঃ (জাড্য, অজ্ঞান, আনন্ড ও অনবধানতা দ্বারা) তিরস্কৃতম্ (আচ্ছাদিত) সৎ (হইয়া) হি (নিশ্চিত) উপলভ্যমানং (জ্ঞায়মান, বাহা বুঝা বাইতেছে এমন) বাস্তবং (যথার্থ) পদার্থতত্ত্বং (পদার্থের স্বরূপ) ন তু বেত্তি (জানে না) ॥ ৩৬০

অনুবাদ । অজ্ঞানসম্ভূত মনঃ যখন রজঃ ও তমোগুণদ্বারা কলুষিত হয়, সত্ত্বগুণ-শূন্য হয়, এবং তমোরূপ দোষের দ্বারা যুক্ত হওয়ার (তমোগুণের কার্য্য) অড়তা, মোহ, আনন্ড ও প্রমাদের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, তখন পদার্থ উপলব্ধি করিলেও যথার্থ বস্তুস্বরূপ জানিতে পারে না ॥ ৩৬০

রজোদোষৈর্যুক্তং যদি ভবতি বিক্ষেপকগুণৈঃ

প্রতীপৈঃ কামাত্মৈরনিশমভিভূতং ব্যথয়তি ।

কথঞ্চিং সূক্ষ্মার্থাবগতিমদপি ভ্রাম্যতি ভৃশং

মনো দীপো যদ্বৎ প্রবলমরুতা ধ্বস্তমহিমা ॥ ৩৬১

অর্থঃ । দীপঃ (প্রদীপ) যদ্বৎ (যেরূপ) প্রবলমরুতা (প্রবল বায়ু কর্তৃক) ধ্বস্তমহিমা (মাহাত্ম্যাশূন্য—প্রকাশবিহীন-অতিচঞ্চল) [ভবতি=হয়], [তদ্বৎ=সেইরূপ] মনঃ (মন) যদি (যতপি) রজোদোষৈঃ (রজোরূপদোষের দ্বারা) যুক্তং (যুক্ত) ভবতি (হয়), [তর্হি—তাহা হইলে] প্রতীপৈঃ (প্রতিকূল) কামাত্মৈঃ (কামক্রোধপ্রভৃতি) বিক্ষেপকগুণৈঃ (বিক্ষেপজনক গুণসমূহ দ্বারা) অনিশং (সর্বদা) অভিভূতম্ (আবৃত) [সৎ=হইয়া] [আত্মানং=স্বীকৃতি] ব্যথয়তি (ব্যথিত করে) কথঞ্চিং (কোন প্রকারে) সূক্ষ্মার্থাবগতি-মদপি (সূক্ষ্মবিষয় আত্মাদি জানিতে পারিলেও) ভৃশং (পুনঃ পুনঃ, অধিকতররূপে) ভ্রাম্যতি (ঘুরিয়া বেড়ায়) ॥ ৩৬১

অনুবাদ । প্রদীপ যেমন প্রবল বায়ুর দ্বারা মাহাত্ম্যাশূন্য হয় অর্থাৎ অতি চঞ্চল-ভাবে (বস্তু প্রকাশে অসামর্থ্য) ধারণ করে, সেইরূপ মনঃ যদি রজোগুণরূপ দোষ যুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রতিকূল কামক্রোধাদি বিক্ষেপজনক গুণসমূহের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুরুষকে ব্যথিত করে, কোনরূপে অতি সূক্ষ্ম বিষয় অবগত হইলেও [পরক্ষণে] তদপেক্ষা অধিকভাবে ইতস্ততঃ দাবিত হয় অর্থাৎ ভ্রান্ত হয় ॥ ৩৬১

ততো মুমুক্ষুর্ভববন্ধমুক্ত্যৈ

রজস্তমোভ্যাঞ্চ তদীয়কার্য্যৈঃ ।

বিয়োজ্য চিত্তং পরিশুদ্ধসত্ত্বং

প্রিয়ং প্রযত্নেন সदैব কুর্য্যৎ ॥ ৩৬২

অর্থঃ । ততঃ (তজ্জন্ম) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকাম) ভববন্ধমুক্ত্যৈ (সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত) রজস্তমোভ্যাং (রজঃ এবং তমঃ দ্বারা) তদীয়কার্য্যৈশ্চ (এবং রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যসমূহ দ্বারা) চিত্তং (মনকে)

বিরোধ্য (বিযুক্ত করিয়া) সর্বৈব (সর্বদাই) প্রবত্নেন (যত্নের সহিত) পরিশুদ্ধসত্ত্বং (নির্মলসত্ত্ব) [এবং] প্রিয়ং (প্ৰীতিকর—অনুকূল) কুর্যাৎ (করিবে) ॥ ৩৬২

অনুবাদ । [যেহেতু রজঃ ও তমঃ দ্বারা মনঃ বিক্ষিপ্ত হয়] অতএব মুক্তি-কামী পুরুষ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত চিন্তকে রজঃ ও তমঃ এবং তাহাদের কার্য্য মোহ প্রভৃতি হইতে বিযুক্ত করিয়া সর্বদা প্রবত্ন-সহকারে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-সমন্বিত প্ৰীতিকর কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ৩৬২

গর্ভাবাস-জনি-প্রণাশন-জরাব্যাদ্যাदिষু প্রাণিনাং

যদুঃখং পরিদৃশ্যতে চ নরকে তচ্চিন্তয়িত্বা মুহুঃ ।

দোষান্বেব বিলোক্য সর্ববিষয়েষাশাং বিমুচ্যাভিত-

শ্চিত্তগ্রন্থিবিমোচনায় স্মৃতিঃ সত্ত্বং সমালম্ব্যতাম্ ॥ ৩৬৩

অর্থঃ । স্মৃতিঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) প্রাণিনাং (জীবসমূহের) গর্ভা-বাস-জনি-প্রণাশন-জরা-ব্যাদ্যাदिষু (গর্ভে স্থিতি, জন্ম, মরণ, জরা, রোগ প্রভৃতিতে) নরকে চ (এবং কুস্তীপাক প্রভৃতিতে) যৎ (যে) দুঃখং (ক্লেশ) পরিদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) তৎ (তাহা) চিন্তয়িত্বা (চিন্তা করিয়া) দোষান্ এবং (দোষ সকলকেই) বিলোক্য (দেখিয়া) সর্ববিষয়েষু (সমস্ত বিষয়ে) আশাম্ (অভিলাষ) বিমুচ্যা (ত্যাগ করিয়া) অভিতঃ (চারিদিকে—সকল প্রকারে) চিত্তগ্রন্থিবিমোচনায় (মনের কামাদি গ্রন্থিসমূহ মোচনের জন্ত) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণকে) সমালম্ব্যতাম্ (আশ্রয় করুক) ॥ ৩৬৩

অনুবাদ । মাতৃগর্ভে স্থিতি, জন্ম, মরণ, জরা ও রোগ প্রভৃতিতে এবং নরকে প্রাণিগণের যেরূপ দুঃখ দেখা যায়, তাহা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া, তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া, সমস্ত বিষয়ে আকাজ্ঞা নিবৃত্তি করিয়া, কামাদি চিত্তগ্রন্থিসমূহের মোচনের জন্ত বুদ্ধিমান্ লোক [একমাত্র] সত্ত্ব-গুণকে আশ্রয় করিবে ॥ ৩৬৩

চিত্ত-প্রসাদঃ ।

যমেষু নিরতো যস্ত নিয়মেষু চ যত্নতঃ ।

বিবেকিনস্তস্মৈ চিত্তং প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৩৬৪

অর্থঃ । তু (কিন্তু) যঃ (যে) যত্নতঃ (যত্ন সহকারে) যমেষু (অহিংসা প্রভৃতি পাঁচটিতে) নিয়মেষু চ (এবং শৌচ প্রভৃতি পাঁচটিতে) নিরতঃ (যুক্ত), তস্মৈ (সেই) বিবেকিনঃ (আত্মানন্মবিবেকশালী লোকের) চিত্তং (মন) প্রসাদং (প্রসন্নতা—নির্মলতা) অধিগচ্ছতি (লাভ করে) ॥ ৩৬৪

অনুবাদ । যিনি বহুসংস্কারে বশ এবং নিয়মে * রত থাকেন সেই আত্ম-
নান্নবিলেকী পুরুষের চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৪

আত্মরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা ভজেদ্যো দৈবসম্পদম্ ।

মৌক্ষিককাজ্জয়া নিত্যং তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৫

অর্থ । যঃ (যে ব্যক্তি) মৌক্ষিককাজ্জয়া (একমাত্র মোক্ষের ইচ্ছায়) আত্মরীম্ (আত্মর সম্বন্ধীয়) সম্পদং (দম্ভ দর্প প্রভৃতি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নিত্যং (সর্বদা) দৈবসম্পদং (দেবসম্বন্ধীয় সম্পদ—অভয়, অহিংসা প্রভৃতি সম্পত্তি) ভজেৎ (ভজনা করে—আশ্রয় করে) তস্য (তাহার) চিত্তং (মনঃ) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়) ॥ ৩৬৫

অনুবাদ । যিনি মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় দম্ভ প্রভৃতি আত্মরী সম্পদকে পরিত্যাগ পূর্বক সতত অহিংসা প্রভৃতি দৈবী সম্পদকে † ভজনা করেন, তাহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৫

পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরনিন্দা-পরদ্রিয়ঃ ।

নালম্বতে মনো যস্য তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৬

অর্থ । যস্য (বাহার) মনঃ (চিত্ত) পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরনিন্দা-পরদ্রিয়ঃ (অন্তের দ্রব্য, অন্তের অপকার, অন্তের কুৎসা, অন্তের নারী) ন আলম্বতে (অবলম্বন করে না) তস্য (তাহার) চিত্তং (মনঃ) প্রসীদতি (স্বচ্ছতা লাভ করে) ॥ ৩৬৬

অনুবাদ । বাহার চিত্ত পরদ্রব্যে, পরদ্রোহে, পর-নিন্দায় ও পরদ্রীতে আসক্ত না হয়, তাহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৬

* তাৎপর্য—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (জীবনরক্ষার অন্তরিত্ত বস্ত্র না লওয়া) এইগুলিকে বশ বলে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্বিতা, স্বাধ্যায় (সমস্ত জিহ্বা সোফ শাস্ত্রের অধ্যয়ন) ও ঈশ্বর প্রণিধান (সমস্ত ক্রিয়াকল ঈশ্বরে অর্পণ) এইগুলিকে নিয়ম বলে। অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ শৌচ-সন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বর্যপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ২।৩২। পাতঞ্জল হ্রদ ।

† তাৎপর্য—ভগবদগীতার নবম অধ্যায়ে দৈবী, আত্মরী এবং রাক্ষসী এই তিন প্রকার সম্পদের কথা বলিয়াছেন। ষোড়শ অধ্যায়ে—তাহা বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।—
দৈবী সম্পদ যথা—

অভয়ঃ সঙ্কসংস্কৃদ্ধির্জানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।

দয়া ভূতেষলোদুগ্ধং মর্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিবান্ধিতা ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥ ৩

আত্মরী সম্পদ যথা—

দম্ভো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্বশ্রমেব চ ।

অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ ! সম্পদমাত্মরীম্ ॥ ৪

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ সমত্বেন পশ্যতি ।

সুখং দুঃখং বিবেকেন তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৭

অনুবাদ । যঃ (যিনি) আত্মবৎ (নিজের মত) সর্বভূতেষু (সকল জীব) সমত্বেন (তুল্যরূপে) সুখং (শ্রুত) দুঃখং (অসুখ) বিবেকেন (বিচার দ্বারা) পশ্যতি (দেখেন) তস্য (তাঁহার) চিত্তং (মনঃ) প্রসীদতি (প্রসন্নতা লাভ করে) ॥ ৩৬৭

অনুবাদ । যিনি সমস্ত জীবকে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করিয়া বিবেক সহকারে সুখ ও দুঃখ নিরাক্ষণ করেন, তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৭

অত্যন্তঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা গুরুমীশ্বরমাত্মনি ।

যো ভজত্যানিশং ক্ষান্তস্তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৮

অনুবাদ । যঃ (যে) ক্ষান্তঃ (ক্ষমাশীল পুরুষ) আত্মনি (আত্মাতে) অত্যন্তম্ (অধিক) শ্রদ্ধয়া (অনুরাগের সহিত) ভক্ত্যা (ভক্তি-সহকারে) গুরুম্ (গুরুকে) [এবং] ঈশ্বরং (পরমেশ্বরকে) অনিশং (সতত) ভজতি (ধ্যান করেন, পূজা করেন) তস্য (তাঁহার) চিত্তং (মনঃ) প্রসীদতি (প্রসন্নতা লাভ করে) ॥ ৩৬৮

অনুবাদ । যে ক্ষমাশীল পুরুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আত্মার (আপনাতে) গুরু এবং ঈশ্বরকে সতত উপাসনা করেন তাঁহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৮

শিষ্টানুমীশার্চনমার্য্যসেবাং

তীর্থাটনং স্বাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠাম্ ।

যমানুষক্তিং নিয়মানুবৃত্তিং

চিত্তপ্রসাদায় বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ৩৬৯

অনুবাদ । তজ্জ্ঞাঃ (যদ্যদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ মনীষিগণ) শিষ্টানুম্ (যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভক্ষণ) ঈশার্চনম্ (ঈশ্বরারাদনা) আর্য্যসেবাং (শ্রেষ্ঠজনের সেবা) তীর্থাটনং (তীর্থভ্রমণ) স্বাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠাম্ (নিজ নিজ আশ্রম-ধর্ম্মে অনুরাগ) যমানুষক্তিং (যমে আসক্তি) [এবং] নিয়মানুবৃত্তিং (নিয়মের অনুবৃত্তি— অনুসরণ) চিত্তপ্রসাদায় (মনের প্রসন্নতার জন্য) বদন্তি (বলেন) ॥ ৩৬৯

অনুবাদ । ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন, ঈশ্বরের আরাধনা, আর্য্যগণের সেবা, তীর্থভ্রমণ, নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্মে অনুরাগ, যমে আসক্তি এবং নিয়মের অনুসরণ (সেবা) এইগুলিকে চিত্তপ্রসাদের হেতু বলিয়া থাকেন ॥ ৩৬৯

সত্ত্ববুদ্ধি-হেতুঃ ।

কটুশ্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।

পুতি-পর্যুষিতাদীনাং ত্যাগঃ সত্ত্বায় কল্পতে ॥ ৩৭০

অনুবাদ । কটুশ্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতিকটু—নিম্নপ্রভৃতি, অতি অম্ল—অত্যন্ত টক্, অতি লবণ—অত্যন্ত লবণ, অত্যুষ্ণ—অত্যন্ত গরম, অতি তীক্ষ্ণ—অত্যন্ত ঝাল, নরিচাদী, অতিরুক্ষ—কষ্ট, কোদ্রব প্রভৃতি, অতি বিদাহী—সর্ষপাদি) পুতিপর্যুষিতাদীনাং (পুতি—দুর্গন্ধ, পর্যুষিত—বাসি—দিনান্তরে পক্ দ্রব্য—এই সকলের) ত্যাগঃ (বর্জন) সত্ত্বায় (সত্ত্বগুণের নিমিত্ত) কল্পতে (যোগ্য হয়) ॥ ৩৭০

অনুবাদ । অতিকটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ ও অতি বিদাহী এবং দুর্গন্ধ ও পর্যুষিত (বাসি)—এইরূপ দ্রব্যসমূহের পরিবর্জন (অর্থাৎ না খাওয়া) সত্ত্বগুণের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩৭০

শ্রুত্যা সত্ত্বপুরাণানাং সেবয়া সত্ত্ববস্তনঃ ।

অনুবৃত্ত্যা চ সাধুনাং সত্ত্ববৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৭১

অনুবাদ । সত্ত্বপুরাণানাং (সত্ত্বপ্রধান পুরাণসমূহের) শ্রুত্যা (শ্রবণের দ্বারা) সত্ত্ববস্তনঃ (সত্ত্বগুণপ্রধান দ্রব্যের) সেবয়া (ব্যবহারের দ্বারা) সাধুনাং অনুবৃত্ত্যা চ (এবং সজ্জনগণের সেবা—অনুসরণ দ্বারা) সত্ত্ববৃদ্ধিঃ (চিত্তের সত্ত্বগুণে পরিণতি) প্রজায়তে (হয়) ॥ ৩৭১

অনুবাদ । সত্ত্বগুণ-প্রধান পুরাণসমূহের শ্রবণ, সত্ত্বপ্রধান দ্রব্যের সেবা এবং সাধুগণের অনুবৃত্তি (অনুসরণের) দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭১

যস্য চিত্তং নির্বিষয়ং হৃদয়ং যস্য শীতলম্ ।

তস্য মিত্রং জগৎ সর্বং তস্য মুক্তিঃ করস্থিতা ॥ ৩৭২

অনুবাদ । যস্য (যে পুরুষের) চিত্তং (মনঃ) নির্বিষয়ং (বিষয়শূন্য) যস্য (বাঁহার) হৃদয়ং (মনঃ) শীতলং (রক্তস্ফোমশূন্য-বিহীন) তস্য (তাঁহার) সর্বং (সমস্ত) জগৎ (পৃথিবী) মিত্রং (স্নেহ) ; তস্য (তাঁহার) মুক্তিঃ (মোক্ষ) করস্থিতা (হস্তস্থিতা—অনায়াস-লভ্য) ॥ ৩৭২

অনুবাদ । বাঁহার মনঃ বিষয়শূন্য, বাঁহার অন্তঃকরণ শীতল (সত্ত্বগুণ-পূর্ণ), সমস্ত জগৎ তাঁহার মিত্র এবং মোক্ষ তাঁহার নিকট অনায়াস-লভ্য ॥ ৩৭২

হিতপরিমিতভোজী নিত্যমেকান্তসেবী

সকৃদুচিতহিতোক্তিঃ স্বল্পনিদ্রাবিহারঃ ।

অনুনিয়মনশীলো যো ভজতু্যক্তকালে

স লভত ইহ শীঘ্রং সাধু চিত্তপ্রসাদম্ ॥ ৩৭৩

অর্থঃ । নিত্যং (সর্বদা—প্রতিদিন) হিতপরিমিতভোজী (হিতকর এবং কম বা বেশী নয় এরূপ ভোজনশীল) একান্তসেবী (নির্জনস্থানে অবস্থানকারী) সঙ্কুচিতহিতোক্তিঃ (অল্প অথচ যথার্থ ও প্রিয়বাক্য প্রয়োক্তা) স্বল্পনিদ্রাবিহারঃ (যাহার নিদ্রা এবং ভ্রমণ অল্প) অনুনিয়মনশীলঃ (যিনি অনুগতরূপে নিয়মন—ইন্দ্রিয়-সংযমতৎপর) যঃ (যিনি) উক্তকালে (যথাকালে) ভজতি (ভজনা করেন, অর্থাৎ গুরুদেবতার ও ঈশ্বরের বন্দনা করেন) সঃ (তিনি) ইহ (এই সংসারে) শীঘ্রম্ (অচিরে) সাধু (ভালরূপে) চিত্তপ্রসাদং (মনের প্রসন্নতাকে) লভতে (লাভ করেন) ॥ ৩৭৩

অনুবাদ । যিনি সর্বদা হিতকর ও পরিমিত দ্রব্য ভোজন করেন, নির্জন-স্থানে অবস্থান করেন, যিনি পরিমিত অথচ যথার্থ ও প্রিয়বাক্য বলেন, যাহার নিদ্রা ও বিহার অল্প, যিনি নিয়মিত ভাবে ইন্দ্রিয়-সংযমনশীল, এবং যথাকালে দেবতার আরাধনা করেন, এই সংসারে তিনি শীঘ্রই সম্যকরূপে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭৩

চিত্তপ্রসাদেন বিনাবগন্তং

বন্ধং ন শক্নোতি পরাত্মতত্ত্বম্ ।

তদ্বাবগত্যা তু বিনা বিমুক্তি-

র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মসহস্রকোটিষু ॥ ৩৭৪

অর্থঃ । [জনঃ=লোক] চিত্তপ্রসাদেন বিনা ' (মনের প্রসন্নতা ব্যতীত) বন্ধং (বন্ধন) [তথা] পরাত্মতত্ত্বং (পরমাত্মার স্বরূপ) অবগন্তং (জানিতে) ন শক্নোতি (পারে না), তু (কিন্তু) তদ্বাবগত্যা (তত্ত্বজ্ঞান) বিনা (ব্যতীত) ব্রহ্মসহস্রকোটিষু (ব্রহ্মার—হিরণ্যগর্ভের সহস্রকোটি জন্মেও অর্থাৎ এক হাজার কোটি বার হিরণ্যগর্ভ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও) বিমুক্তিঃ (মোক্ষ) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ৩৭৪

অনুবাদ । চিত্তপ্রসন্নতা ব্যতীত [কেহ] বন্ধন এবং পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সহস্র কোটিবার ব্রহ্মা হইয়া জন্মিলেও মুক্তিনাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৭৪

মনোহপ্রসাদঃ পুরুষশ্চ বন্ধো

মনঃপ্রসাদো ভববন্ধমুক্তিঃ ।

মনঃপ্রসাদাধিগমায় তস্মা-

ন্নানোনিরাসং বিদধীত বিদ্বান্ ॥ ৩৭৫

অথ। মনোহপ্রসাদঃ (মনের অপ্রসন্নতা) পুরুষশ্চ (পুরুষের) বন্ধঃ (বন্ধন) মনঃপ্রসাদঃ (মনের প্রসন্নতা) ভববন্ধমুক্তিঃ (সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষের কারণ); তন্মাৎ (সেইজ্ঞ) বিদ্বান্ (পণ্ডিত) মনঃপ্রসাদাধিগম্য (মনের প্রসন্নতা লাভের জ্ঞ) মনোনিরাসং (চিত্তবৃত্তিনিরোধ) বিদধীত (বিধান করিবে) ॥ ৩৭৫

অনুবাদ। চিত্তের অপ্রসন্নতা পুরুষের বন্ধের কারণ এবং মনের প্রসন্নতাই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির হেতু; তজ্জ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তি চিত্তের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত চিত্তের নিরোধ সম্পাদন করিবেন ॥ ৩৭৫

প্রাণময়-কোশঃ ।

পঞ্চানাংমেব ভূতানাং রজোহংশেভ্যোহভবন্ ক্রমাৎ ।

বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থানি কশ্মেদ্রিয়ান্যনু ॥ ৩৭৬

অথ। পঞ্চানাং (পাঁচটি) ভূতানাম্ (আকাশাদির) রজোহংশেভ্যঃ এব (রজোভাগ হইতেই) অনুক্রমাৎ (যথাক্রমে) বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থানি (বাক্য, হস্ত, চরণ, মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়) কশ্মেদ্রিয়ানি (কশ্মেদ্রিয়সমূহ) অভবন্ (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৩৭৬

অনুবাদ। আকাশাদি পাঁচটি ভূতের রজোভাগ হইতেই যথাক্রমে বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) এই পাঁচটি কশ্মেদ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৭৬

সমস্তেভ্যো রজোহংশেভ্যো ব্যোমাদীনাং ক্রিয়ান্নকাঃ ।

প্রাণাদয়ঃ সমুৎপন্নাঃ পঞ্চাপ্যন্তর-বায়বঃ ॥ ৩৭৭

অথ। ব্যোমাদীনাম্ (আকাশাদির) সমস্তেভ্যঃ (সমষ্টিপ্রাপ্ত) রজোহংশেভ্যঃ (রজোভাগ হইতে) ক্রিয়ান্নকাঃ (ক্রিয়ান্বভাব) পঞ্চ (পাঁচটি) প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ, অপান প্রভৃতি), আন্তরবায়বঃ অপি (অভ্যন্তরস্থিত বায়ু-সকলও) সমুৎপন্নাঃ (জন্মিয়াছে) ॥ ৩৭৭

অনুবাদ। আকাশ, বায়ু প্রভৃতির সম্মিলিত রজোভাগ হইতে ক্রিয়ান্বভাব প্রাণাদি পাঁচটি বায়ুও উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৭৭

প্রাণঃ প্রাগ্গমনেন স্তাদপানোহবাগ্গমেন চ ।

ব্যানস্ত বিংশগ্গমনাদুৎক্রান্ত্যোদান ইম্মতে ॥ ৩৭৮

অথ। [স এক এব বায়ুঃ=সেই একই বায়ু] প্রাগ্গমনেন (অগ্রে গমন করে—হৃদয় হইতে মুখ নাসিকা পর্য্যন্ত গমন করে বলিয়া) প্রাণঃ (প্রাণ এই নামক) স্তাৎ (হয়); অবাক্গমেন চ (এবং নিম্নদিকে গমন করে বলিয়া—

নাভি হইতে পাদতল পর্যন্ত গমনশীল বলিয়া) অপানঃ (অপান-নামক) [শ্বাস=হয়] ; [পরন্তু] বিপ্লবগমনাৎ (সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকায়) ব্যানঃ (ব্যাননামক) উৎক্রান্ত্য (রসাদিকে উর্দ্ধে লইয়া যায় বলিয়া) উদানঃ (উদান এই নাম) ইত্যুতে (ইষ্ট হয়) ॥ ৩৭৮

অনুবাদ । [একই বায়ু] হৃদয় হইতে মুখ নাসিকা পর্যন্ত গমন করে বলিয়া তাহাকে প্রাণ, নিম্নদিকে গমন করায় অপান, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয় বলিয়া ব্যান এবং রসাদিকে উর্দ্ধে লইয়া যায় বলিয়া উদান নামে অভিহিত হয় ॥ ৩৭৮

অশিতান্নরসাদীনাং সমীকরণ-ধর্মতঃ ।

সমান ইত্যভিপ্রেতো বায়ুর্যন্তেষু পঞ্চমঃ ॥ ৩৭৯

অনয় । অশিতান্নরসাদীনাং (ভুক্ত অন্নরস প্রভৃতির) সমীকরণধর্মতঃ (একীকরণ ধর্ম থাকায়) সমানঃ (সমান) ইতি (ইহা) অভিপ্রেতঃ (ইষ্ট) ; যঃ (যে সমান নামক বায়ু) তেষু (প্রাণাদি বায়ুর মধ্যে) পঞ্চমঃ (পঞ্চ সংখ্যার পূরণ) ॥ ৩৭৯

অনুবাদ । ভুক্ত অন্নরস প্রভৃতির একীকরণ রূপ কার্য করে বলিয়া ইহাকে সমান বলে, ইহাই প্রাণাদি বায়ুর মধ্যে পঞ্চম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৭৯

ক্রিয়ৈব দিশ্যতে প্রায়ঃ প্রাণকর্ষেন্দ্রিয়েষলম্ ।

ততস্তেষাং রজোহংশেভ্যো জনিরঙ্গীকৃতা বৃধেঃ ॥ ৩৮০

অনয় । প্রাণকর্ষেন্দ্রিয়েষু (প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাঁচটিতে এবং কর্ষেন্দ্রিয় পাঁচটিতে) প্রায়ঃ (প্রায়ই—সর্বদা) ক্রিয়া এব (চলনাদি ব্যাপারই) অলং (প্রাচুর্যরূপে) দিশ্যতে (কথিত হয়) ; ততঃ (সেই জ্ঞাত) বৃধেঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) তেষাম্ (আকাশাদির) রজোহংশেভ্যঃ (রজোভাগ হইতে) জনিঃ (উৎপত্তি) অঙ্গীকৃতা (স্বীকৃত হইয়াছে) ॥ ৩৮০

অনুবাদ । প্রাণ অপান প্রভৃতি পাঁচটিতে এবং বাক প্রভৃতি পাঁচটি কর্ষেন্দ্রিয়ে বহুল পরিমাণে ক্রিয়া দেখা যায়, এজ্ঞাত পণ্ডিতগণ আকাশাদির রজোভাগ হইতে তাহাদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ৩৮০

রাজসীং তু ক্রিয়াশক্তিং তমঃশক্তিং জড়াত্মিকাম্ ।

প্রকাশরূপিণীং সত্ত্বশক্তিং প্রাহ্মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৮১

অনয় । তু (পরন্তু) মহর্ষয়ঃ (মহর্ষিগণ) ক্রিয়াশক্তিং (কার্যসামর্থ্যকে) রাজসীং (রজোগুণাত্মিকা) [আহঃ=বলেন] ; তমঃশক্তিং (তমোগুণকে) জড়াত্মিকাং (জড়স্বভাব) [আহঃ=বলেন] ; সত্ত্বশক্তিং (সত্ত্বগুণশক্তিকে) প্রকাশরূপিণীং (প্রকাশস্বভাব) প্রাহঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৩৮১

অনুবাদ । মহর্ষিগণ ক্রিয়াশক্তিকে রজোগুণের কার্য্য, তমঃ-শক্তিকে জড়-
স্বভাব এবং সত্ত্বশক্তিকে প্রকাশস্বভাব বলিয়া থাকেন ॥ ৩৮১

এতে প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ।

ভবেৎ প্রাণময়ঃ কোশঃ স্থলো যেনৈব চেষ্টতে ॥ ৩৮২

অর্থ । পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের) সহ (সহিত)
এতে (এই) প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ, অপান প্রভৃতি) পঞ্চ (পাঁচটি বায়ু) প্রাণময়ঃ
(তন্মায়ক) কোশঃ (কোশের গ্রাম আবরক বলিয়া কোশ) ভবেৎ (হয়) ;
[স চ=সেই প্রাণময় কোশ] স্থলঃ (স্থল) ; যেন এব (যাহা দ্বারাই)
[লোকঃ=লোকে] চেষ্টতে (চেষ্টা করে) ॥ ৩৮২

অনুবাদ । বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বায়ুকে
প্রাণময় কোশ বলা যায়, ইহা স্থল এবং লোকে ইহা দ্বারাই চেষ্টা করিয়া
থাকে ॥ ৩৮২

যদ্ব্যনিপ্পাত্ততে কৰ্ম্ম পুণ্যং বা পাপমেব বা ।

বাগাদিভিষ্চ বপুষা তৎ প্রাণময়কর্তৃকম্ ॥ ৩৮৩

অর্থ । বাগাদিভিঃ (বাক্ প্রভৃতি দ্বারা) বপুষা চ (এবং শরীরের দ্বারা)
পুণ্যং বা (কি শুভ) পাপমেব বা (কি অশুভ) যদ্ব্যৎ (যে যে) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম)
নিপ্পাত্ততে (পুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়) তৎ (সে সমুদায় কৰ্ম্ম) প্রাণময়কর্তৃকম্
(প্রাণময় কোশ তাহার কর্তা) ॥ ৩৮৩

অনুবাদ । বাক্ প্রভৃতি এবং শরীরের দ্বারা যে যে পুণ্য কিংবা পাপ কৰ্ম্ম
অনুষ্ঠিত হয়, প্রাণময় কোশই তৎ-সমুদায়ের কর্তা ॥ ৩৮৩

বায়ুনোচ্চালিতো বৃক্ষো নানারূপেণ চেষ্টতে ।

তস্মিন্ বিনিশ্চলে সোহপি নিশ্চলঃ স্যাদযথা তথা ॥ ৩৮৪

প্রাণকর্মেন্দ্রিয়ৈর্দেহঃ প্রের্যমাণঃ প্রবর্ততে ।

নানাক্রিয়াসু সর্বত্র বিহিতাবিহিতাদিষু ॥ ৩৮৫

অর্থ । যথা (বেক্রপ) বায়ুনা (পবন কর্তৃক) উচ্চালিতঃ (বিশেষরূপে
চালিত) বৃক্ষঃ (তরু) নানারূপেণ (বিভিন্ন প্রকারে) চেষ্টতে (চেষ্টা করে,
কার্য্য করে) তস্মিন্ (সেই—বায়ু) বিনিশ্চলে (নিশ্চল হইলে) সোহপি
(সেই বৃক্ষও) নিশ্চলঃ (স্থির) স্যাত্ (হয়), তথা (সেইরূপ) প্রাণকর্মেন্দ্রিয়ৈঃ
(প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু কর্তৃক ও কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি কর্তৃক) প্রের্যমাণঃ (প্রেরিত
হইয়া) সর্বত্র (সকল স্থলে) বিহিতাবিহিতাদিষু (শাস্ত্রবিহিত এবং অবিহিত)
নানাক্রিয়াসু (বিবিধ ক্রিয়াতে) প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয়) ॥ ৩৮৪—৩৮৫

অনুবাদ । বেক্রপ বায়ুচালিত বৃক্ষ নানাপ্রকার চেষ্টা (ব্যাপার) করিয়া
থাকে, বায়ু নিশ্চল ভাব ধারণ করিলে বৃক্ষও স্থির হয়, তজ্জন শরীর প্রাণ

প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু কর্তৃক ও বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় কর্তৃক পুষ্টিচালিত হইয়া সর্বত্র বিহিত ও অবিহিত নানাবিধ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৮৪—৩৮৫

কোশত্রয়ং মিলিত্বৈতদ্বপুঃ স্রাৎ সূক্ষ্মমাত্মনঃ ।

অতিসূক্ষ্মতয়া লীনস্রাত্মনো গমকত্বতঃ ॥ ৩৮৬

লিঙ্গমিত্যুচ্যতে স্থূলাপেক্ষয়া সূক্ষ্মমিষ্যতে ।

সর্বং লিঙ্গবপূর্জাতমেকধীবিষয়ত্বতঃ ॥ ৩৮৭

সমষ্টিঃ স্রাৎ তরুগণঃ সামাশ্রেন বনং যথা ।

এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্ত্যং সফলং জগুঃ ॥ ৩৮৮

অথহ । এতৎ (এই) কোশত্রয়ং (তিনটি কোশ—বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়) মিলিত্বা (মিলিত হইয়া) অতিসূক্ষ্মতয়া (অতিসূক্ষ্ম বলিয়া) আত্মনঃ (আত্মার) সূক্ষ্মং বপুঃ (সূক্ষ্ম শরীর) স্রাৎ (হয়); লীনস্রা (লীন—দূরবগাহ) আত্মনঃ (আত্মার) গমকত্বতঃ (গমকত্বহেতু, সহজে বুঝাইয়া দিবার শক্তি আছে বলিয়া) লিঙ্গং (লিঙ্গশরীর) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়); স্থূলাপেক্ষয়া (স্থূলশরীরকে অপেক্ষা করিয়া) সূক্ষ্মং (সূক্ষ্মশরীর) ইষ্যতে (অভিপ্রোক্ত হয়); [এইরূপে] সর্বং (সমস্ত) লিঙ্গবপুঃ (লিঙ্গ শরীর) জাতম্ (উৎপন্ন হইয়াছে); একধীবিষয়ত্বতঃ (এক জ্ঞানের গোচর বলিয়া) সমষ্টিঃ (একরূপ) স্রাৎ (হয়); যথা (যেমন) তরুগণঃ (বৃক্ষগণ) সামাশ্রেন (জাতিরূপে) বনং (বন এই একরূপত্ব) স্রাৎ (হয়); [পণ্ডিতগণ] এতৎ (এই) সমষ্ট্যুপহিতং (সমষ্টি লিঙ্গশরীর দ্বারা উপহিত) চৈতন্ত্যং (চেতনাক্রিয়) সফলং (সফল এই সংজ্ঞাযুক্ত) জগুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৩৮৬—৩৮৭—৩৮৮

অনুবাদ । বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় এই তিনটি কোশ মিলিত হইলে তাহাকে আত্মার সূক্ষ্মশরীর বলা হয়, অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে সূক্ষ্মশরীর এবং আত্মার অনুমাপক (জ্ঞাপক) বলিয়া লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত করা হয় এবং স্থূলশরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলা হইয়া থাকে । এইরূপে সমস্ত লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হইয়াছে । একবুদ্ধির (হিরণ্যগর্ভের জ্ঞানের) বিষয় বলিয়া তাহাকে সমষ্টি বলা হয়, যেমন বৃক্ষসমূহ জাতিরূপে ‘বন’ বলিয়া ব্যবহৃত হয় । পণ্ডিতেরা এই সমষ্টি-উপহিত চৈতন্ত্যকে ‘সফল’ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৮৬—৩৮৭—৩৮৮

হিরণ্যগর্ভঃ সূত্রাত্মা প্রাণ ইত্যপি পণ্ডিতাঃ ।

হিরণ্যয়ে বুদ্ধিগর্ভে প্রচকাস্তি হিরণ্যবৎ ॥ ৩৮৯

হিরণ্যগর্ভ ইত্যস্ম্য ব্যপদেশস্ততো মতঃ ।

সমস্তলিঙ্গদেহেষু সূত্রবন্মণিপঙ্তিষু ॥

ব্যাপ্য স্থিতত্বাৎ সূত্রাত্মা প্রাণনাৎ প্রাণ উচ্যতে ॥ ৩৯০

অম্বয় । পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) হিরণ্যগর্ভঃ সূত্রাত্মা প্রাণঃ (হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা, প্রাণ) ইত্যপি (ইহাও) [জগুঃ=বলিয়া থাকেন] । হিরণ্ময়ে (সূর্যবর্ণ) বুদ্ধিগর্ভে (বুদ্ধির মধ্যে) হিরণ্যবৎ (সূর্যবর্ণ তুল্য) প্রচকাস্তি (শোভা পান), ততঃ (সেইজন্ত) অশ্র (ইহার) হিরণ্যগর্ভ ইতি (হিরণ্যগর্ভ এই) ব্যাপদেশঃ (নাম) মতঃ (অভিমত) ; মণিশ্রেণীষু (রত্নশ্রেণীতে) সূত্রবৎ (সূতার মত) সমস্তলিঙ্গদেহেষু (সকল লিঙ্গশরীরে) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত হইয়া) স্থিতত্বাৎ (থাকে বলিয়া) সূত্রাত্মা (সূত্রাত্মা এই নাম) [উচ্যতে=কথিত হয়] ; প্রাণনাৎ (শ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়া) প্রাণঃ (প্রাণসংজ্ঞা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩৮৯—৩৯০

অনুবাদ । ইহাকে হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা ও প্রাণ বলা যায় । সূর্যবর্ণ অস্তঃ-করণে সূর্যবর্ণের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় [ইনি] হিরণ্যগর্ভ নামে ব্যবহৃত হন ; মণিশ্রেণীতে সূত্রের দ্বারা সমস্ত লিঙ্গশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করেন বলিয়া [ইহাকে] সূত্রাত্মা বলা হইয়া থাকে এবং শ্বাসাদিক্রিয়া করায় [ইহাকে] প্রাণ বলা যায় ॥ ৩৮৯—৩৯০

নৈকধীবিষয়ত্বেন লিঙ্গং ব্যাপ্তির্ভবত্যথ ।

যদেতদ্ব্যক্ত্যুপহিতং চিদাভাস-সমন্বিতম্ ॥ ৩৯১

চৈতন্যং তৈজস ইতি নিগদন্তি মনীষিণঃ ।

তেজোময়ান্তঃকরণোপাধিত্বেনৈব তৈজসঃ ॥ ৩৯২

অম্বয় । অথ (অনন্তর) নৈকধীবিষয়ত্বেন (অনেক বুদ্ধির বিষয় বলিয়া) লিঙ্গং (লিঙ্গশরীর) ব্যাপ্তিঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ভবতি (হয়) ; বৎ (যে) এতৎ (এই) ব্যাপ্ত্যুপহিতং (ব্যাপ্তি লিঙ্গশরীর-উপহিত) চিদাভাস-সমন্বিতম্ (অস্তঃকরণে প্রতি-বিম্বযুক্ত) চৈতন্যং (চেতনা-শক্তিকে) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) তৈজসঃ (তৈজস) ইতি (ইহা) নিগদন্তি (বলিয়া থাকেন) ; তেজোময়ান্তঃকরণোপাধিত্বেন (তেজোময় অস্তঃকরণ ইহার উপাধি বলিয়া) এবং (ইহা) তৈজসঃ (তৈজস-নামক) ॥ ৩৯১—৩৯২

অনুবাদ । ব্যক্তি ভেদে (পুরুষভেদে) অনেক জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় এই লিঙ্গশরীরের “ব্যাপ্তি” নাম হয়, এই ব্যাপ্তি লিঙ্গশরীরোপহিত চিদাভাসযুক্ত চৈতন্যকে বৃথগণ “তৈজস” বলিয়া থাকেন । তেজোময় অস্তঃকরণ ইহার উপাধি (অগ্র হইতে বিশেষিত করিবার ধর্ম) বলিয়া ইহাকে তৈজস বলা হয় ॥ ৩৯১—৩৯২

স্থূলাৎ সূক্ষ্মতয়া ব্যাপ্তিরশ্রা সূক্ষ্মবপূর্মতম্ ।

অশ্র জাগরসংস্কারময়ত্বাদ্ বপুরুচ্যতে ॥ ৩৯৩

অম্বয় । স্থূলাৎ (স্থূল শরীর হইতে) সূক্ষ্মতয়া (সূক্ষ্ম বলিয়া) অশ্র (ইহার —তৈজসের) ব্যাপ্তিঃ (ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গশরীর) সূক্ষ্মবপুঃ (সূক্ষ্মশরীর) মতম্ (অভি-

মত), অশ্র (ইহার—তৈজসের) জাগরসংস্কারমরত্বাৎ (জাগরিত অবস্থার সংস্কার-বিশিষ্ট হেতু) বপুঃ! (বপুঃ—শরীর) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩৯৩

অনুবাদ। স্থূল শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া তৈজসের ব্যাষ্টি লিঙ্গশরীরকে “সূক্ষ্ম দেহ” বলা যায়; জাগরিত অবস্থার সংস্কারযুক্ত বলিয়া ইহাকে “বপুঃ” বলা হইয়া থাকে ॥ ৩৯৩

স্বপ্নে জাগরকালীন-বাসনাপরিকল্পিতান্ ।

তৈজসো বিষয়ান্ ভুঙ্তে সূক্ষ্মার্থান্ সূক্ষ্মবৃত্তিভিঃ ॥ ৩৯৪

অম্বয়। তৈজসঃ (ব্যাষ্টি লিঙ্গশরীরভিমাত্রী পুরুষ) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) জাগরকালীন-বাসনা-পরিকল্পিতান্ (জাগ্রৎ সময়ের বাসনা দ্বারা কল্পিত) সূক্ষ্মার্থান্ (সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম) বিষয়ান্ (বিষয় সকল) সূক্ষ্মবৃত্তিভিঃ (সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ দ্বারা) ভুঙ্তে (ভোগ করে) ॥ ৩৯৪

অনুবাদ। স্বপ্নাবস্থায় তৈজস সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের দ্বারা জাগরিত অবস্থার সংস্কারকল্পিত সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে উপভোগ করে ॥ ৩৯৪

সমষ্টিরপি চ ব্যাষ্টিঃ সামান্যেনৈব পূর্ববৎ ।

অভেদ এব জ্ঞাতব্যো জাত্যৈকত্বে কুতো ভিদা ॥ ৩৯৫

অম্বয়। সমষ্টিঃ (সমষ্টির) অপিচ (এবং) ব্যাষ্টিঃ (ব্যাষ্টির) সামান্যেন (সামান্যতঃ) পূর্ববৎ এব (পূর্বের ত্রায়ই অর্থাৎ বন ও বৃক্ষের মতই) অভেদঃ (ভেদ নাই) এব (নিশ্চয়) জ্ঞাতব্যঃ (জানিবে); জাত্যৈকত্বে (জাতিতে এবং তদন্তর্গত একত্বে) ভিদা (ভেদ) কুতঃ (কোথায়) ॥ ৩৯৫

অনুবাদ। বন ও বৃক্ষসমূহের ত্রায় সমষ্টি ও ব্যাষ্টির (একটি একটি পৃথক বস্তুর) অভেদ জানিবে, জাতি এবং তদন্তর্গত একত্বে ভেদ কোথা হইতে আসিবে? ॥ ৩৯৫

দ্বয়োৰূপাধ্যোৱেকত্বে তয়োৰপ্যভিমানিনোঃ ।

সূত্রান্ননৈন্তৈজসস্তাপ্যভেদঃ পূর্ববন্মতঃ ॥ ৩৯৬

অম্বয়। দ্বয়োঃ (দুইটি) উপাধ্যোঃ (উপাধির; সমষ্টি ও ব্যাষ্টি লিঙ্গশরীরের) একত্বে (অভেদে) তয়োঃ অপি (তাহাদেরও) অভিমানিনোঃ (অভিমান-শালী) সূত্রান্ননঃ (সূত্রান্না হিরণ্যগর্ভের) [এবং] তৈজসস্ত অপি (তৈজসেরও) পূর্ববৎ (পূর্বের ত্রায়) অভেদঃ (অভেদ) মতঃ (অভিমত) ॥ ৩৯৬

অনুবাদ। উপাধিদ্বয়ের একত্ব [প্রতিপাদিত] হইলে পূর্ববৎ তদভিমাত্রী হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসেরও অভেদ [স্বীকৃত] হয় ॥ ৩৯৬

স্থূলপ্রপঞ্চঃ ।

এবং সূক্ষ্মপ্রপঞ্চস্য প্রকারঃ শাস্ত্রসম্মতঃ ।

অথ স্থূলপ্রপঞ্চস্য প্রকারঃ কথ্যতে শৃণু ॥ ৩৯৭

অথ। হৃদ্ব্যপ্রপঞ্চ (হৃদ্ব্য ভগতের) প্রকারঃ (রীতি) এবং (এইরূপ) শাস্ত্রসম্মতঃ (শাস্ত্রানুযায়ী) ; অথ (অতঃপর) স্থূলপ্রপঞ্চ (স্থূল ভগতের) প্রকারঃ (উৎপত্তি প্রভৃতি রীতি) কথ্যতে (কথিত হইতেছে) শৃণু (শুন) ॥ ৩৯৭

অনুবাদ। এইরূপে স্থূল ভগতের [উৎপত্ত্যাদি] প্রকার শাস্ত্রানুসারে বর্ণিত হইল ; অতঃপর স্থূল ভগতের উৎপত্তি প্রণালী কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর ॥ ৩৯৭

তাৎপৰ্য্যেব সূক্ষ্মভূতানি ব্যোমাদীনি পরস্পরম্ ।

পঞ্চীকৃতানি স্থূলানি ভবন্তি শৃণু তৎক্রমম্ ॥ ৩৯৮

অথ। তানি এব (সেই সমুদায়ই) ব্যোমাদীনি (আকাশ প্রভৃতি) হৃদ্ব্যভূতানি (হৃদ্ব্যভূত—অপঞ্চীকৃতভূত) পরস্পরম্ (অন্তোন্ত) পঞ্চীকৃতানি (পঞ্চীকৃত হইয়া) স্থূলানি (ব্যবহার-যোগ্য) ভবন্তি (হয়), তৎক্রমম্ (তাহার ক্রম—উৎপত্তি-পরস্পরা) শৃণু (শুন) ॥ ৩৯৮

অনুবাদ। সেই সমুদায় আকাশাদি হৃদ্ব্যভূত পরস্পর পঞ্চীকৃত হইয়া (অর্থাৎ অনুপাতমত মিলিত হইয়া) স্থূল পঞ্চভূতরূপে পরিণত হয়, তাহার ক্রম শ্রবণ কর ॥ ৩৯৮

পঞ্চীকরণম্ ।

খাদীনাং ভূতমেকৈকং সময়েব দ্বিধা দ্বিধা ।

বিভজ্য ভাগং তত্রাণ্ড ত্যক্তা ভাগং দ্বিতীয়কম্ ॥ ৩৯৯

চতুর্দ্ধা স্তুবিভজ্যাথ তমেকৈকং বিনিষ্কিপেৎ ।

চতুর্গাং প্রথমে ভাগে ক্রমেণ স্বাৰ্দ্ধমন্তরা ॥ ৪০০

অথ। খাদীনাং (আকাশ প্রভৃতি পাঁচটি ভূতের) একৈকম্ (একটি একটি) ভূতং (ভূতকে) সময়েব (তুলাই) দ্বিধা দ্বিধা (দুই দুই) ভাগম্ (অংশ) বিভজ্য (বিভাগ করিয়া) তত্র (প্রত্যেক ভূতের দুই দুই ভাগের মধ্যে) আণ্ড (প্রথম ভাগ) ত্যক্তা (ত্যাগ করিয়া) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়) ভাগম্ (অংশ) চতুর্দ্ধা (চারিভাগে) স্তুবিভজ্যা (বিভাগ করিয়া) অথ (অনন্তর) ক্রমেণ (ক্রমে) স্বাৰ্দ্ধং (নিজের অর্দ্ধাংশ) অন্তরা (বিনা) চতুর্গাং (চারিটি ভূতের) প্রথমে (আত্ম) ভাগে (অংশে) একৈকম্ (একটি একটি) তৎ (সেই ভাগ) বিনিষ্কিপেৎ (প্রদান করিবে) ॥ ৩৯৯—৪০০

অনুবাদ । আকাশাদি পাঁচটি ভূতের প্রত্যেককে সমান রূপে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের প্রথম ভাগকে ভ্যাগ করিয়া দ্বিতীয় ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে, অনন্তর স্বীয় অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করতঃ ক্রমে অপর চারিটির প্রথম ভাগে এক এক ভাগ প্রদান করিবে ॥ ৩৯৯—৪০০

ততো ব্যোমাদিভূতানাং ভাগাঃ পঞ্চ ভবন্তি তে ।

স্বস্বাধিকৃতভাগেনাত্তেভ্যঃ প্রাপ্তং ভাগচতুর্ভুজম্ ॥ ৪০১

সংবোজ্য স্থূলতাং বাস্তুি ব্যোমাদীনি যথাক্রমম্ ।

অমুশ্য পঞ্চীকরণশ্চাপ্রামাণ্যং ন শক্যতাম্ ॥ ৪০২

অর্থঃ । ততঃ (তাহার পর) ব্যোমাদিভূতানাম্ (আকাশাদি ভূতগণের) পঞ্চ (পাঁচটি) ভাগাঃ (অংশ) ভবন্তি (হয়) তে (তাহার ভাগসমূহ) স্বস্বাধিকৃতভাগেন (নিজ নিজ অর্দ্ধ ভাগের সহিত) অত্তেভ্যঃ (অপর চারিটি ভূত হইতে) প্রাপ্তং (লব্ধ) ভাগচতুর্ভুজং (চারিটি ভাগ) সংবোজ্য (সংবোজিত করিয়া, মিলিত করিয়া) ব্যোমাদীনি (আকাশাদি পাঁচটি ভূত) যথাক্রমং (যথাক্রমে) স্থূলতাং (স্থূলত্বকে) বাস্তুি (প্রাপ্ত হয়), অমুশ্য (এই) পঞ্চীকরণশ্চ (পঞ্চীকরণের) অপ্রামাণ্যম্ (অপ্রমাণত্ব) ন শক্যতাম্ (শক্য করিও না) ॥ ৪০১—৪০২

অনুবাদ । তৎপরে আকাশাদি ভূত সমূহের নিজ নিজ অর্দ্ধাংশ এবং অপরপর ভূতচতুর্ভুজের চারিটি ভাগ সম্মিলিত হইয়া যথাক্রমে আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতসমূহ স্থূলভাব ধারণ করিয়াছে । এই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিও না ॥ ৪০১—৪০২

উপলক্ষণমস্তাপি তত্রিবৃৎকরণশ্রুতিঃ ।

পঞ্চানামপি ভূতানাং ক্ষয়তেহত্বত্র সম্ভবঃ ॥ ৪০৩

অর্থঃ । তত্রিবৃৎকরণশ্রুতিঃ (সেই ত্রিবৃৎ—ত্ৰ্যায়ককরণ শ্রুতি) অস্তাপি (পঞ্চীকরণেরও) উপলক্ষণং (বোধক) অত্বত্র (অত্ব শ্রুতিতে) পঞ্চানাং (পাঁচটি) ভূতানামপি (ভূতগণেরও) * সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ক্ষয়তে (শ্রুত হয়) ॥ ৪০৩

অনুবাদ । ত্রিবৃৎ-করণ শ্রুতিকে * পঞ্চীকরণের বোধক [বুঝিতে হইবে,] [কেননা] অত্ব শ্রুতিতে পাঁচটি ভূতের উৎপত্তি শ্রুত হইয়া থাকে ॥ ৪০৩

* তাৎপর্য—ছান্দোগ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, “সেয়ং দেবতৈক্কত হস্তাহিমাস্তিত্রো দেবতা অনেন জীবেনান্নানুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি তানাং ত্রিবৃৎ ত্রিবৃত-মেকৈক্যং করবাণীতি” “সেই দেবতা (ঈশ্বর) আলোচনা করিয়াছিলেন, আমি তেজঃ, অগ্নি ও অনরূপ তিনটি দেবতার মধ্যে এই জীবরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে প্রকাশ করিব । সেই তিনটির মধ্যে এক একটিকে ত্রিবৃৎ (ত্ৰ্যায়ক—তেজঃ, অগ্নি, অনরূপ) করিব ।” ছান্দোগ্যের এই ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি পঞ্চীকরণের বোধক ; কেন না অত্ব শ্রুতিতে পাঁচটি ভূতেরও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে ।

ততঃ প্রামাণিকং পক্ষীকরণং মন্যতাং বুধৈঃ ।

প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ স্মাদন্যথা ক্রিয়তে যদি ॥ ৪০৪

অথর । ততঃ (সেই হেতু, শ্রুতিসম্মত বলিয়া) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) পক্ষীকরণং (পক্ষীকরণপ্রক্রিয়া) প্রামাণিকং (প্রমাণসিদ্ধ) মন্যতাং (স্বীকৃত হইয়া থাকে) যদি (যত্নপি) অন্যথা (অন্তরূপ, — অপ্রামাণিক) ক্রিয়তে (কৃত হয়) [তর্হি=তাহা হইলে] প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ) স্মাৎ (হয়) ॥ ৪০৪

অনুবাদ । অতএব পণ্ডিতগণ পক্ষীকরণ-প্রক্রিয়াকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, যদি ইহার অন্যথা (অপ্রামাণিকত্ব) ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের সহিত বিরোধ হয় ॥ ৪০৪

আকাশবায়োর্ধর্মস্তু বহ্যাদাবুপলভ্যতে ।

যথা তথাকাশবায়ো নীল্যাদেধর্মস্তু ঈক্ষ্যতে ॥ ৪০৫

অথর । যথা (যেরূপ) আকাশবায়োঃ (আকাশ এবং বায়ুর) ধর্মঃ (বৃত্তিমত্ব) বহ্যাদৌ (অগ্নি প্রভৃতিতে) উপলভ্যতে (অনুভূত হয়) তথা (সেইরূপ) অগ্ন্যাদেঃ (অগ্নি, জল ও ক্ষিতির) ধর্মঃ, আকাশবায়োঃ (আকাশ ও পবনের) ন ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয় না) ॥ ৪০৫

অনুবাদ । যেরূপ আকাশ এবং বায়ুর ধর্ম অগ্নি প্রভৃতিতে অনুভূত হয়, তদ্রূপ বহি প্রভৃতির ধর্ম আকাশ ও বায়ুতে উপলব্ধ হয় না ॥ ৪০৫

ততোহপ্রামাণিকমিতি ন কিঞ্চিদপি চিন্ত্যতাম্ ।

খাংশব্যাপ্তিশ্চ খব্যাপ্তির্বিঘতে পাবকাদিষু ॥ ৪০৬

অথর । ততঃ (এইজন্য) কিঞ্চিদপি (কিছুমাত্র) অপ্রামাণিকং (প্রামাণ্য-বিহীন) ইতি (ইহা) ন চিন্ত্যতাম্ (চিন্তা করিও না) পাবকাদিষু (অগ্নি প্রভৃতিতে) খাংশব্যাপ্তিশ্চ (আকাশের অংশের ব্যাপ্তিও, প্রাপ্তি—উপলব্ধি) খব্যাপ্তিঃ (আকাশের বহ্যাদি ব্যাপকত্ব) বিঘতে (বর্তমান আছে) ॥ ৪০৬

অনুবাদ । অতএব এই পক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার কিঞ্চিন্নাত্রও অপ্রামাণ্য বলিয়া মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে, [কেননা] বহি প্রভৃতিতে আকাশাংশের ব্যাপ্তি (উপলব্ধি) আছে ॥ ৪০৬

বাহা আপনাকে বুঝাইয়া সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও বুঝায় তাহাকে উপলক্ষণ বলা যায় । যদি কেহ বলে “কাকেন্দো দধি রক্ষ্যতাম্” অর্থাৎ কাক হইতে দধি রক্ষা কর । এখানে “কাকেন্দোঃ” এই শব্দ কাককে বুঝাইয়া বাবতীয় দধিনাশক প্রাণীকেই বুঝাইয়াছে । অর্থাৎ যে যে প্রাণী দধি নষ্ট করে, তাহাদের গ্রহণ করা হইয়াছে । এখানেও শ্রুতিতে ত্রিবৃৎকরণ থাকিলেও ইহা তাহাকে বুঝাইয়া পক্ষীকরণকেও বুঝাইতেছে ।

তেনোপলভ্যতে শব্দঃ কারণশ্রুতিরেকতঃ ।

তথা নভস্বতো ধর্মোহপ্যগ্নাদাবুপলভ্যতে ॥ ৪০৭

অন্বয়। তেন (সেইহেতু—পাবকাদিতে আকাশের ব্যাপ্তি থাকায়) কারণশ্রুতিরেকতঃ (শব্দের কারণীভূত আকাশকে অতিক্রম করিয়া—অর্থাৎ আকাশ ভিন্ন অথ ভূতেও) শব্দঃ (শব্দ) উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয়), তথা (তেনন) নভস্বতঃ (বায়ুর) ধর্মঃ অপি (ধর্মও) অগ্ন্যাদৌ (বহি প্রভৃতিতে) উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয়) ॥ ৪০৭

অনুবাদ। অতএব [বহি প্রভৃতিতে আকাশাদির ব্যাপ্তি থাকায়] শব্দ তাহার কারণ আকাশকে অতিক্রম করিয়া [বায়ু প্রভৃতিতে] উপলব্ধ হয়, সেইরূপ বায়ুর ধর্মও অগ্নি প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় ॥ ৪০৭

ন তথা বিদ্যতে ব্যাপ্তির্বহ্যাদেঃ খ-নভস্বতোঃ ।

সূক্ষ্মত্বাদংশকব্যাপ্তেপ্তদ্বর্মো নোপলভ্যতে ॥ ৪০৮

অন্বয়। তথা (তদ্রূপ—বহি প্রভৃতিতে আকাশাদির প্রাপ্তির দ্বারা) বহ্যাদেঃ (অগ্নি প্রভৃতির) ব্যাপ্তিঃ (প্রাপ্তি—উপলব্ধি) খ-নভস্বতোঃ (আকাশ এবং বায়ুতে) ন বিদ্যতে (নাই), অংশকব্যাপ্তেঃ (আকাশাদি অংশের ব্যাপ্তির) সূক্ষ্মত্বাৎ (অতিসূক্ষ্মত্বহেতু) তদ্বর্মঃ (আকাশাদির ধর্ম) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয় না) ॥ ৪০৮

অনুবাদ। যেমন বহি প্রভৃতিতে আকাশাদির ব্যাপ্তি আছে, তদ্রূপ আকাশাদিতে বহি প্রভৃতির প্রাপ্তি (উপলব্ধি) নাই, আকাশাদির অংশ সূক্ষ্ম-ভাবে বহি প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত থাকায় তাহাদের (আকাশাদির) ধর্ম উপলব্ধ হয় না ॥ ৪০৮

কারণশ্রানুরূপেণ কার্যং সর্বত্র দৃশ্যতে ।

তস্মাৎ প্রামাণ্যমেষ্টব্যং বুধৈঃ পক্ষীকৃতেরপি ॥ ৪০৯

অন্বয়। সর্বত্র (সকলস্থানে) কারণশ্রু (হেতুর) অনুরূপেণ (তুল্যরূপে) কার্যং (ফল) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়); তস্মাৎ (তজ্জন্ত) বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) পক্ষীকৃতেরপি (পক্ষীকরণ প্রক্রিয়ারও) প্রামাণ্যং (প্রামাণ্যতা) এষ্টব্যম্ (অভিলষিত) ॥ ৪০৯

অনুবাদ। সর্বত্র কারণের তুল্যরূপ কার্য পরিদৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত পণ্ডিতগণেরও পক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার প্রামাণ্য স্বীকার করা বিধেয় ॥ ৪০৯

ভূতগুণাঃ ।

অনেনোদ্ভূতগুণকং ভূতং বক্ষ্যেহবধারণ ।

শব্দৈকগুণমাকাশং শব্দস্পর্শগুণোহনিলঃ ॥ ৪১০

অর্থঃ । অনেন (এইক্রমে) উদ্ভূতগুণকং (অভিব্যক্তগুণ) ভূতং (ভূতকে) বক্ষ্যে (বলিব) অবধারণ (নিশ্চয় কর) ; আকাশং (আকাশ) শব্দৈকগুণং (একমাত্র শব্দ বাহার গুণ) অনিলঃ (বায়ু) শব্দস্পর্শগুণঃ (শব্দ ও স্পর্শগুণশালী) ॥ ৪১০

অনুবাদ । এইরূপে উদ্ভূত (অভিব্যক্ত) গুণশালী ভূতের বিষয় বিবৃত করিব, তুমি অবধারণ কর অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বুঝ ; আকাশের একমাত্র শব্দই গুণ এবং বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ ॥ ৪১০

তেজঃশব্দস্পর্শরূপৈ গুণবৎকারণং ক্রমাৎ ।

আপশ্চতুগুণঃ শব্দস্পর্শরূপরসৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৪১১

অর্থঃ । তেজঃ (তেজ), শব্দস্পর্শরূপৈঃ (শব্দ, স্পর্শ এবং রূপের দ্বারা) গুণবৎ (গুণযুক্ত) [ভবতি=হয়] ; [তচ্চ=সেই তেজঃ] ক্রমাৎ (ক্রমে) কারণং (হেতু জলাদির কারণ) ক্রমাৎ (ক্রমে) আপঃ (জল) শব্দস্পর্শরূপ-রসৈঃ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসের দ্বারা) চতুগুণঃ (চারিটিগুণবিশিষ্ট) [ভবতি=হয়] ॥ ৪১১

অনুবাদ । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটি গুণ তেজে বিद्यমান আছে, সেই তেজঃ পরবর্তী ভূতের কারণ ; জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি গুণবিশিষ্ট ॥ ৪১১

এতৈশ্চতুর্ভির্গন্ধেন সহ পঞ্চগুণা মহী ।

অর্থঃ । গন্ধেন (গন্ধের) সহ (সহিত) এতৈঃ (এই) চতুর্ভিঃ (চারিটি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই কয়টি দ্বারা) মহী (পৃথিবী) পঞ্চগুণা (পাঁচটি গুণযুক্ত) [ভবতি=হয়] ॥

অনুবাদ । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ ॥

ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যম্ ।

আকাশাংশতয়া শ্রোত্রং শব্দং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ॥ ৪১২

অর্থঃ । শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ) আকাশাংশতয়া (আকাশের অংশহেতু, —আকাশের কার্য শ্রোত্র বলিয়া) তদগুণম্ (আকাশের গুণ) শব্দং (শব্দকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে) ॥ ৪১২

অনুবাদ । শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাতে আকাশের অংশ বিद्यমান আছে ; অতএব সে আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে ॥ ৪১২

স্বভূমারুতাংশকতয়া স্পর্শং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ।

তেজোহংশকতয়া চক্ষুরূপং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ॥ ৪১৩

অর্থ । স্বক (স্বগিঞ্জিয়) মারুতাংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া—বায়ু হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, বায়ুর অংশ বিद्यমান থাকায়) তদগুণং (বায়ুর গুণ) স্পর্শং (স্পর্শকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), চক্ষুঃ (নরনেন্দ্রিয়) তেজোহংশকতয়া (তেজের অংশ বলিয়া—তেজঃ হইতে চক্ষুঃ উৎপন্ন হওয়ায়, তাহাতে তেজের অংশ বিद्यমান থাকায়) তদগুণং (তেজের গুণ) রূপং (রূপকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে) ॥ ৪১৩

অনুবাদ । স্বক (স্বগিঞ্জিয়) বায়ু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাতে বায়ুর ভাগ বিद्यমান আছে ; সুতরাং সে বায়ুর গুণ স্পর্শকেই গ্রহণ করে, এবং চক্ষুঃ তেজঃ হইতে উৎপন্ন, তাহাতে তেজের অংশ বিद्यমান থাকায় সে তেজের গুণ রূপকেই গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৪১৩

অবংশকতয়া জিহ্বা রসং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ।

ভূম্যাংশকতয়া স্রাণং গন্ধং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ॥ ৪১৪

অর্থ । জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) অবংশকতয়া ([অপ্+অংশক=অবংশক] জল হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—তাহাতে জলের অংশ আছে বলিয়া) তদগুণং (জলের গুণ) রসং (রসকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), স্রাণং (স্রাণেন্দ্রিয়) ভূম্যাংশকতয়া (পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে বলিয়া) তদগুণং (পৃথিবীর গুণ) গন্ধং (গন্ধকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে) ॥ ৪১৪

অনুবাদ । জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাতে জলের অংশ বর্তমান আছে, সুতরাং সে জলের গুণ রসকেই গ্রহণ করে এবং স্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবী হইতে জাত, তাহাতে পৃথিবীর অংশ থাকায়, সে পৃথিবীর গুণ গন্ধকেই গ্রহণ করে ॥ ৪১৪

করোতি খাংশকতয়া বাক্ শব্দোচ্চারণক্রিয়াম্ ।

বায়ুংশকতয়া পাদৌ গমনাদিক্রিয়াপরৌ ॥ ৪১৫

অর্থ । বাক্ (বাগিঞ্জিয়) খাংশকতয়া (আকাশের অংশ বলিয়া) শব্দোচ্চারণক্রিয়াং (শব্দের উচ্চারণরূপ কার্য্য) করোতি (করে), পাদৌ (পাদদ্বয়) বায়ুংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া) গমনাদিক্রিয়াপরৌ (গমন প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রধান) [ভবতঃ=হয়] ॥ ৪১৫

অনুবাদ । বাগিঞ্জিয় (আকাশের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) আকা-

ভূতগুণাঃ ।

অনেনোদ্ভূতগুণকং ভূতং বক্ষ্যেহবধারণ ।

শব্দৈকগুণমাকাশং শব্দস্পর্শগুণোহনিলঃ ॥ ৪১০

অথ। অনেন (এইক্রমে), উদ্ভূতগুণকং (অভিব্যক্তগুণ) ভূতং (ভূতকে) বক্ষ্যে (বলিব) অবধারণ (নিশ্চয় কর); আকাশং (আকাশ) শব্দৈকগুণং (একমাত্র শব্দ যাহার গুণ) অনিলঃ (বায়ু) শব্দস্পর্শগুণঃ (শব্দ ও স্পর্শগুণশালী) ॥ ৪১০

অনুবাদ। এইরূপে উদ্ভূত (অভিব্যক্ত) গুণশালী ভূতের বিষয় বিবৃত করিব, তুমি অবধারণ কর অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বুঝ; আকাশের একমাত্র শব্দই গুণ এবং বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ ॥ ৪১০

তেজঃশব্দস্পর্শরূপৈ গুণবৎকারণং ক্রমাৎ ।

আপশ্চতুর্গুণঃ শব্দস্পর্শরূপরসৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৪১১

অথ। তেজঃ (তেজ), শব্দস্পর্শরূপৈঃ (শব্দ, স্পর্শ এবং রূপের দ্বারা) গুণবৎ (গুণযুক্ত) [ভবতি=হয়]; [তচ্চ=সেই তেজঃ] ক্রমাৎ (ক্রমে) কারণং (হেতু জলাদির কারণ) ক্রমাৎ (ক্রমে) আপঃ (জল) শব্দস্পর্শরূপ-রসৈঃ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রসের দ্বারা) চতুর্গুণঃ (চারিটিগুণবিশিষ্ট) [ভবতি=হয়] ॥ ৪১১

অনুবাদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটি গুণ তেজে বিद्यমান আছে, সেই তেজঃ পরবর্তী ভূতের কারণ; জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি গুণবিশিষ্ট ॥ ৪১১

এতৈশ্চতুর্ভির্গন্ধেন সহ পঞ্চগুণা মহী ।

অথ। গন্ধেন (গন্ধের) সহ (সহিত) এতৈঃ (এই) চতুর্ভিঃ (চারিটি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই কয়টি দ্বারা) মহী (পৃথিবী) পঞ্চগুণা (পাঁচটি গুণযুক্ত) [ভবতি=হয়] ॥

অনুবাদ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ ॥

ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যম্ ।

আকাশাংশতয়া শ্রোত্রং শব্দং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ॥ ৪১২

অথ। শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ) আকাশাংশতয়া (আকাশের অংশহেতু, —আকাশের কার্য শ্রোত্র বলিয়া) তদগুণম্ (আকাশের গুণ) শব্দং (শব্দকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে) ॥ ৪১২

অনুবাদ । শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাতে আকাশের অংশ বিद्यমান আছে ; অতএব সে আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে ॥ ৪১২

ত্বঙ্গমারুতাংশকতয়া স্পর্শং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ।

তেজোহংশকতয়া চক্ষুরূপং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ॥ ৪১৩

অর্থ । ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়) মারুতাংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া—বায়ু হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, বায়ুর অংশ বিद्यমান থাকায়) তদগুণং (বায়ুর গুণ) স্পর্শং (স্পর্শকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), চক্ষুঃ (নরনেন্দ্রিয়) তেজোহংশকতয়া (তেজের অংশ বলিয়া—তেজঃ হইতে চক্ষুঃ উৎপন্ন হওয়ায়, তাহাতে তেজের অংশ বিद्यমান থাকায়) তদগুণং (তেজের গুণ) রূপং (রূপকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে) ॥ ৪১৩

অনুবাদ । ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়) বায়ু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাতে বায়ুর ভাগ বিद्यমান আছে ; সুতরাং সে বায়ুর গুণ স্পর্শকেই গ্রহণ করে, এবং চক্ষুঃ তেজঃ হইতে উৎপন্ন, তাহাতে তেজের অংশ বিद्यমান থাকায় সে তেজের গুণ রূপকেই গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৪১৩

অবংশকতয়া জিহ্বা রসং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ।

ভূম্যাংশকতয়া স্রাণং গন্ধং গৃহ্ণাতি তদগুণম্ ॥ ৪১৪

অর্থ । জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) অবংশকতয়া ([অপ্+অংশক=অবংশক] জল হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—তাহাতে জলের অংশ আছে বলিয়া) তদগুণং (জলের গুণ) রসং (রসকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), স্রাণং (স্রাণেন্দ্রিয়) ভূম্যাংশকতয়া (পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হওয়ায়—তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে বলিয়া) তদগুণং (পৃথিবীর গুণ) গন্ধং (গন্ধকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে) ॥ ৪১৪

অনুবাদ । জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাতে জলের অংশ বর্তমান আছে, সুতরাং সে জলের গুণ রসকেই গ্রহণ করে এবং স্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবী হইতে জাত, তাহাতে পৃথিবীর অংশ থাকায়, সে পৃথিবীর গুণ গন্ধকেই গ্রহণ করে ॥ ৪১৪

করোতি খাংশকতয়া বাক্ শব্দোচ্চারণক্রিয়াম্ ।

বায়ুংশকতয়া পাদৌ গমনাদিক্রিয়াপরৌ ॥ ৪১৫

অর্থ । বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) খাংশকতয়া (আকাশের অংশ বলিয়া) শব্দোচ্চারণক্রিয়াং (শব্দের উচ্চারণরূপ কার্য্য) করোতি (করে), পাদৌ (পাদব্ধয়) বায়ুংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া) গমনাদিক্রিয়াপরৌ (গমন প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রধান) [ভবতঃ=হয়] ॥ ৪১৫

অনুবাদ । বাগিন্দ্রিয় (আকাশের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) আকা-

শের অংশ বলিয়া শব্দোচ্চারণরূপ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং পাদ (বায়ুর
রজ্জোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ার) গমনাদি ক্রিয়ার সমর্থ হয় ॥ ৪১৫

তেজোহংশকতয়া পাণী বহ্যাচ্চর্চনতৎপরৌ ।

জলাংশকতয়োপস্থো রেতোমূত্রবিসর্গকৃৎ ॥ ৪১৬

অর্থঃ । পাণী (হস্তদ্বয়) তেজোহংশকতয়া (তেজের অংশ বলিয়া—তেজের
রজ্জোভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া) বহ্যাচ্চর্চনতৎপরৌ (বহিঃ প্রভৃতি
দেবতার পূজায় ব্যগ্র—ব্যস্ত) [ভবতঃ=হয়], উপস্থঃ (শিশু, জননেন্দ্রিয়)
জলাংশকতয়া (জলের অংশ বলিয়া—জলের রজ্জোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ার,
তাহাতে জলের অংশ আছে এইজন্ত) রেতোমূত্রবিসর্গকৃৎ (বীর্য এবং মূত্র ত্যাগ
করে) ॥ ৪১৬

অনুবাদ । হস্ত (তেজের রজ্জোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ার) তেজের অংশ
বলিয়া বহিঃ প্রভৃতি দেবতার পূজায় তৎপর হইয়া থাকে এবং জননেন্দ্রিয় (জলের
রজ্জোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ার) বীর্য ও মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪১৬

ভূম্যাংশকতয়া পায়ুং কঠিনং মলমুৎসৃজেৎ ।

অর্থঃ । পায়ু (মলদ্বার) ভূম্যাংশকতয়া (পৃথিবীর রজ্জোভাগ হইতে উৎপন্ন
হওয়ার, পৃথিবীর অংশ বলিয়া) কঠিনং (শক্ত) মলং (বিষ্ঠা) উৎসৃজেৎ (ত্যাগ
করে) ।

অনুবাদ । পায়ু (পৃথিবীর রজ্জোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ার) পৃথিবীর অংশ
বলিয়া কঠিন মলত্যাগ করিয়া থাকে ।

ইন্দ্রিয়াধিদৈবতানি ।

শ্রোত্রস্ত দৈবতং দিক্ স্থাৎ ত্বচো বায়ুর্দৃশৌ রবিঃ ॥ ৪১৭

অর্থঃ । দিক্ (দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) শ্রোত্রস্ত (শ্রবণেন্দ্রিয়ের) দৈবতম্
(অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ত্বচঃ (ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) বায়ুঃ (পবন) দৃশঃ
(নয়নেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) রবিঃ (সূর্য) ॥ ৪১৭

অনুবাদ । শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্ (দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা),
ত্বগিন্দ্রিয়ের বায়ু এবং চক্ষুর সূর্য ॥ ৪১৭

জিহ্বায়া বরুণো দৈবং ব্রাহ্মণস্ত অশ্বিনাবুভৌ ।

বাচোহগ্নির্ইন্দ্ৰয়োরিন্দ্রঃ পাদয়োস্ত ত্রিবিক্রমঃ ॥ ৪১৮

অর্থঃ । জিহ্বায়াঃ (রসেন্দ্রিয়ের, জিহ্বার) দৈবম্ (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)
বরুণঃ, ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণেন্দ্রিয়ের) উভৌ (উভয়, দুই) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়)

[ভবতঃ=হয়] বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) অগ্নিঃ (বহি, অগ্নি), হস্তরোঃ (হস্তদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ইন্দ্রঃ (দেবরাজ ইন্দ্র) পাদরোঃ (পাদদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তু (এব) ত্রিবিক্রমঃ (বিষ্ণু) ॥ ৪১৮

অনুবাদ । জিহবার (রসনেন্দ্রিয়ের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ, অগ্নিনী-কুমারদ্বয় ভ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিদেবতা, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের, ইন্দ্র হস্তদ্বয়ের এবং বিষ্ণু পাদদ্বয়ের অধিদেবতা ॥ ৪১৮

পায়োমূ ত্যুরূপস্থস্ত ত্বধিদৈবং প্রজাপতিঃ ।

মনসো দৈবতং চন্দ্রো বুদ্ধেদৈবং বৃহস্পতিঃ ॥ ৪১৯

অর্থঃ । মূত্যাঃ (যম) পারোঃ (পায়ুর, মলদ্বারের) প্রজাপতিস্ত (প্রজাপতি) উপস্থস্ত (জননেন্দ্রিয়ের) অধিদৈবম্ (অধিদেবতা) চন্দ্রঃ (শশধর) মনসঃ (মনের) দৈবতম্ (অধিদেবতা), বৃহস্পতিঃ (দেবগুরু) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) দৈবম্ (অধিদেবতা) [ভবতি=হয়] ॥ ৪১৯

অনুবাদ । যম পায়ুর (মলদ্বারের) অধিদেবতা, প্রজাপতি উপস্থের (জন-নেন্দ্রিয়ের), চন্দ্র মনের এবং বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিদেবতা ॥ ৪১৯

রুদ্রস্ত্বহংকৃতেদৈবং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চিত্তদৈবতম্ ।

দিগাচ্চা দেবতাঃ সৰ্ব্বাঃ খাদিসত্ত্বাংশসম্ভবাঃ ॥ ৪২০

অর্থঃ । অহঙ্কৃতেঃ (অহঙ্কারের) দৈবম্ (অধিদেবতা) রুদ্রঃ, ক্ষেত্রজ্ঞঃ (জীব) চিত্তদৈবতম্ (চিত্তের অধিদেবতা), দিগাচ্চাঃ (দিক্ প্রভৃতি) সৰ্ব্বাঃ (সমস্ত) দেবতাঃ (দেব) খাদিসত্ত্বাংশসম্ভবাঃ (আকাশাদির সম্ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৪২০

অনুবাদ । রুদ্র অহঙ্কারের অধিদেবতা, ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব, জীবাত্মা) চিত্তের অধিদেবতা ; দিক্ প্রভৃতি সমস্ত দেবতা আকাশাদি ভূতের সাধিকভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪২০

সন্ধিতা ইন্দ্রিয়স্থানেষ্বিন্দ্রিয়াণি * সমস্ততঃ ।

নিগৃহন্ত্যনুগৃহ্ণন্তি প্রাণিকর্মানুরূপতঃ ॥ ৪২১

অর্থঃ । ইন্দ্রিয়স্থানেষু (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গোলকে) সমস্ততঃ (চারি-দিকে) সন্ধিতাঃ (মিলিতা) [দেবতাঃ=অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা] প্রাণিকর্মানু-রূপতঃ (প্রাণিগণের কর্মের অনুসারে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিগৃহ্ণন্তি (নিগ্রহ করেন) [এবং] অনুগৃহ্ণন্তি (অনুগ্রহ করেন) ॥ ৪২১

অনুবাদ । দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গোলকের চতুর্দিকে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণি-গণের কর্মানুসারে ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ॥ ৪২১

* সন্ধিতা ইন্দ্রিয়স্থানেষ্বিন্দ্রিয়াণাম্—ইতি পাঠান্তরম্ ।

শরীরকরণগ্রামপ্রাণাহমধিদেবতম্ । *

পঠ্যেতে হেতবঃ প্রোক্তা নিষ্পত্তৌ সর্বকৰ্মণাম্ ॥ ৪২২†

অনুব্র। শরীরকরণগ্রামপ্রাণাহমধিদেবতম্ (শরীর—অধিষ্ঠান, করণগ্রাম—চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ—প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর ব্যাপার, অহং—অহঙ্কার (কর্তা), অধিদেবত—দৈব—চক্ষুরাদির অনুগ্রাহিকা দেবতা, কিংবা আদিত্যাদির প্রেরক অন্তর্যামী) এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) সর্বকৰ্মণাম্ (সমস্ত কার্যের) নিষ্পত্তৌ (সম্পাদনে) হেতবঃ (কারণ) প্রোক্তাঃ (কথিত হয়) ॥ ৪২২

অনুবাদ। শরীর, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ (প্রাণাপানাদির ব্যাপার), অহঙ্কার এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই পাঁচটি সমস্ত কর্মের সম্পাদনে কারণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৪২২

কৰ্মানুরূপেণ গুণোদয়ো ভবেৎ

গুণানুরূপেণ মনঃপ্রবৃত্তিঃ ।

মনোহনুবৃত্তৈরুভয়াত্মকেন্দ্রিয়ে-

নির্বর্ত্যতে পুণ্যমপুণ্যমত্র ॥ ৪২৩

অনুব্র। কৰ্মানুরূপেণ (কৰ্মানুসারে—যে যেরূপ কর্ম করে তদনুসারে) গুণোদয়ঃ (গুণের আবির্ভাব, যেমন সংকর্ম অনুষ্ঠানে সত্ত্বগুণ) ভবেৎ (হয়) গুণানুরূপেণ (গুণানুসারে) মনঃ-প্রবৃত্তিঃ (চিত্তের প্রবৃত্তি বা কার্য) [ভবেৎ= হয়] অত্র (এই সংসারে) মনোহনুবৃত্তৈঃ (মনের অনুসরণকারী) উভয়াত্মকেন্দ্রি়ৈঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা) পুণ্যং (শুভ অদৃষ্ট) [এবং] অপুণ্যং (অশুভ অদৃষ্ট) নির্বর্ত্যতে (সম্পাদিত হয়) ॥ ৪২৩

অনুবাদ। যে যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তদনুসারে তাহার (সত্ত্ব, রজঃ কিংবা তমঃ) গুণ আবির্ভূত হয়, গুণানুসারে মনেরও প্রবৃত্তি জন্মে; এই সংসারে লোক মনের অনুবর্তী জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুণ্য ও পাপকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৪২৩

* শরীরকরণগ্রামা প্রাণাহমধিদেবতাঃ—ইতি কচিং পাঠঃ ।

† তাৎপৰ্য্য—শ্রীমদভগবদগীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়; যথা—

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।

বিবিধাশ্চ পৃথক্চেষ্টা দৈবকৈবাত পঞ্চমন্ ॥ ১৪

অধিষ্ঠান (শরীর), কর্তা (অহঙ্কার), নানাবিধ করণ (ইন্দ্রিয়) নানাবিধ চেষ্টা (প্রাণাপান-প্রভৃতির ব্যাপার) ও দৈব (চক্ষুঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) এই পাঁচটি [সমস্ত কর্ম-সম্পাদনে] নির্দিষ্ট আছে ॥ ১৪

যতরাং গীতোক্ত এই শ্লোক অবলম্বনে এই শ্লোকটি রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কেবল শব্দান্তর গৃহীত হইয়াছে মাত্র ।

করোতি বিজ্ঞানময়োহভিমানঃ *

কর্তাহমেবেতি তদাত্মনা স্থিতঃ ।

আত্মা তু সাক্ষী ন করোতি কিঞ্চি-

ন্ন কারয়ত্যেব তটস্থবৎ সদা ॥ ৪২৪

অর্থঃ । বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানময় কোশ) অহমেব (আমিই) কর্তা (কর্তৃত্ববান্) ইতি (এইরূপ) অভিমানম্ (অহঙ্কার) করোতি (করে), তদাত্মনা (নিজ-স্বরূপে) স্থিতঃ (বিद्यমান) আত্মা (স্বরূপ) তু (কিন্তু) সাক্ষী (দ্রষ্টা) সদা (সর্বদা) তটস্থবৎ (উদাসীনের স্থায়) কিঞ্চিং (কিছু) ন করোতি (করেন না), ন কারয়তি (করান না) এব (নিশ্চিত) ॥ ৪২৪

অনুবাদ । বিজ্ঞানময় কোশ 'আমিই কর্তা' এইরূপে অভিমান করিয়া থাকে ; সকলের সাক্ষিস্বরূপ আত্মা নিজস্বরূপে বিद्यমান আছেন, তিনি উদাসীনের স্থায় কিছু করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ৪২৪

দ্রষ্টা শ্রোতা বক্তা কর্তা ভোক্তা ভবত্যহঙ্কারঃ ।

স্বয়মেতদ্বিকৃতীনাং সাক্ষী নির্লেপ এবাত্মা ॥ ৪২৫

অর্থঃ । অহঙ্কারঃ (অহং এই অভিমানশালী জীব) স্বয়ং (নিজে) এতদ-বিকৃতীনাং (এই সমস্ত কার্য্যসমূহের) দ্রষ্টা (দর্শনকর্তা) শ্রোতা (শ্রবণকর্তা) বক্তা (বাক্প্রযোক্তা) কর্তা (কর্তৃত্ববান্) [এবং] ভোক্তা (ভোগকারী) ভবতি (হইয়া থাকে) আত্মা (স্বরূপ) সাক্ষী (উদাসীন) [অতএব] নির্লেপ (আসক্তিহীন) [বিজ্ঞতে=বিद्यমান আছেন] ॥ ৪২৫

অনুবাদ । অহঙ্কারই এই সমস্ত কার্য্যসমূহের দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্তা এবং ভোক্তা ; আত্মা উদাসীন এবং আসক্তিহীন ॥ ৪২৫

আত্মনঃ সাক্ষিমাত্রত্বং ন কর্তৃত্বং ন ভোক্তৃত্বাৎ ।

রবিবৎ প্রাণিভিলোকে ক্রিয়মাণেষু কৰ্ম্মসু ॥ ৪২৬

অর্থঃ । লোকে (সংসারে) প্রাণিভিঃ (জীবগণকর্তৃক) ক্রিয়মাণেষু (বাহ্য করা হইতেছে) কৰ্ম্মসু (কৰ্ম্মসমূহে) রবিবৎ (সূর্য্যের স্থায়—যেমন সূর্য্যোদয়ে লোক কৰ্ম্ম করে, অথচ সূর্য্য স্বয়ং কৰ্ম্ম করেন না, বা করানও না, তদ্রূপ) আত্মনঃ (আত্মার) সাক্ষিমাত্রত্বং (সাক্ষিস্বরূপত্ব) ; ন (না) কর্তৃত্বং (কর্তার ধৰ্ম্ম) ন (না) ভোক্তৃত্বং (ফল-ভোক্তার ধৰ্ম্ম) [বর্ত্ততে=আছে] ॥ ৪২৬

অনুবাদ । যেমন সূর্য্য উদিত হইলে লোক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু সূর্য্য কৰ্ম্ম করেন না বা করানও না, তদ্রূপ, প্রাণিগণের অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মে আত্মার কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই, কেবল তিনি সাক্ষি-স্বরূপ (অর্থাৎ দ্রষ্টা) ॥ ৪২৬

* আত্মাতু কিঞ্চিন্ন করোতি সাক্ষী ইতি কচিং পাঠঃ ।

ন হর্কঃ কুরুতে কৰ্ম ন কারয়তি জন্তবঃ ।

স্বস্বভাবানুরোধেন বর্তন্তে স্বস্বকৰ্ম্মসু ॥ ৪২৭

অম্বয় । হি (নিশ্চিত) অর্কঃ (সূর্য্য) কৰ্ম্ম (কার্য্য) ন কুরুতে (করেন না) ন কারয়তি (করান না) ; জন্তবঃ (প্রাণিগণ) স্বস্বকৰ্ম্মসু (নিজ নিজ কৰ্ম্মে) স্বস্বভাবানুরোধেন (নিজ নিজ স্বভাবানুসারে) বর্তন্তে (বর্তমান থাকে) ॥ ৪২৭

অনুবাদ । সূর্য্য কোন কৰ্ম্ম করেন না কিংবা করানও না, প্রাণিগণ নিজ নিজ স্বভাবানুসারে নিজ নিজ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪২৭

তথৈব প্রত্যগাত্মাপি রবিবন্নিষ্ক্রিয়াত্মনা ।

উদাসীনতয়ৈবাস্তে দেহাদীনাং প্রবৃত্তিষু ॥ ৪২৮

অম্বয় । প্রত্যগাত্মা অপি (জীবাত্মাও) তথা এব (সেইরূপই) রবিবৎ (সূর্য্যের স্থায়) নিষ্ক্রিয়াত্মনা (স্বয়ং নিষ্ক্রিয়ভাবে) দেহাদীনাং (শরীর প্রভৃতির) প্রবৃত্তিষু (ব্যাপারে) উদাসীনতয়া এব (নির্লিপ্তভাবেই) আস্তে (থাকেন) ॥ ৪২৮

অনুবাদ । সেইরূপ প্রত্যগাত্মা (ব্যাপকাত্মা, জীবাত্মা) সূর্য্যের স্থায় স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া শরীরাদির চেষ্টায় উদাসীন অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত আছেন ॥ ৪২৮

অজ্ঞানত্বৈবং পরং তত্ত্বং মায়ামোহিতচেতসঃ ।

স্বাত্মতারোপয়ন্ত্যেতৎ কর্তৃত্বাণ্ডগোচরম্ ॥ ৪২৯

অম্বয় । এবম্ (এইরূপ) পরং (শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বং (স্বরূপ) অজ্ঞানাত্মা (জানিতে না পারিয়া) মায়ামোহিতচেতসঃ (মায়ায় দ্বারা বাহার চিত্ত মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তিগণ) স্বাত্মনি (নিজেতে) এতৎ (এই) অণ্ডগোচরম্ (অণ্ডবিশয়ক, বাহ্য আত্মার ধর্ম্ম নহে এইরূপ) কর্তৃত্বাদি (কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি) আরোপয়ন্তি (আরোপিত করে) ॥ ৪২৯

অনুবাদ । মায়ামোহে সমাচ্ছন্নচিত্ত ব্যক্তিগণ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া আত্মায়—কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অনান্বয়ধর্ম্মসমূহ (বাহ্য আত্মার ধর্ম্ম নহে সেইসব) আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪২৯

আত্মস্বরূপমবিচার্য্য বিমূঢ়বুদ্ধি-

রারোপয়ত্যখিলমেতদনাত্মকার্য্যম্ ।

স্বাত্মগুণসঙ্গচিতিনিষ্ক্রিয় এব চন্দ্রে

দূরস্থমেষধকৃতধাবনবদ্ভ্রমেন ॥ ৪৩০

অম্বয় । বিমূঢ়বুদ্ধিঃ (ভ্রান্তবুদ্ধি লোক) আত্মস্বরূপম্ (আত্মতত্ত্ব) অবিচার্য্য (বিচার না করিয়া) ভ্রমেন (ভ্রান্তিবশতঃ) চন্দ্রে (শশাঙ্কে) দূরস্থমেষধকৃত-

ধাবনবৎ (দূরদেশে অবস্থিত মেঘের চলনের দ্বারা প্রতীয়মান হয়) অসঙ্গ-
চিহ্ননিক্রিয় (সঙ্গরহিত জ্ঞানস্বরূপ এবং ফ্রিয়াশূন্য) স্বাদ্বানি এবং (আত্মারই)
অখিলং (সমস্ত) এতৎ (এই) অনাস্বকার্য্যং (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ধর্ম)
আরোপয়তি (আরোপ করে) ॥ ৪৩০

অনুবাদ। যেমন চন্দ্র নিক্রিয় হইলেও ভ্রমবশতঃ দূরস্থিত মেঘের গমন
তাহাতে আরোপিত হয় (অর্থাৎ মেঘের চলনে চন্দ্রকে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়),
তদ্রূপ অজ্ঞান ব্যক্তি আত্মার স্বার্থস্বরূপ জানিতে না পারিয়া সঙ্গশূন্য (নির্লিপ্ত),
চৈতন্যস্বরূপ এবং নিক্রিয় আত্মায় সমস্ত অনাস্বার (দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) ধর্ম
আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪৩০

ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টিঃ ।

আত্মানাত্মবিবেকং স্ফুটতরমগ্রে নিবেদয়িষ্যামঃ ।

ইম্যাকর্ষণ বিদ্বন্ জগদুৎপত্তিপ্রকারমাবৃত্ত্যা ॥ ৪৩১

অর্থ। অগ্রে (ইহার পর) আত্মানাত্মবিবেকম্ (আত্মা ও অনাত্মার ভেদ)
স্ফুটতরং (বিশদভাবে) নিবেদয়িষ্যামঃ (বলিব) বিদ্বন্ (হে জ্ঞানিন্) ইমন্
(এই) জগদুৎপত্তিপ্রকারং (জগতের উৎপত্তির রীতি) আবৃত্ত্যা (অভাস-
দ্বারা—পুনঃ) আকর্ষণ (শ্রবণ কর) ॥ ৪৩১

অনুবাদ। হে বিদ্বন্! অগ্রে (ইহার পর) আত্মা এবং অনাত্মার (দেহ,
ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) পার্থক্য বিশদভাবে বিবৃত করিব, [এক্ষণে] পুনর্বার জগতের
উৎপত্তি-প্রণালী শ্রবণ কর ॥ ৪৩১

পক্ষীকৃতেভ্যঃ খাদিভ্যো ভূতেভ্যস্তীক্ষ্ণয়েশিতুঃ ।

সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ॥ ৪৩২

অর্থ। ঈশিতুঃ (ঈশ্বরের) ঈক্ষ্মা (দর্শনের দ্বারা) পক্ষীকৃতেভ্যঃ (পক্ষী-
করণসম্পন্ন হইয়াছে এবংবিধ) খাদিভ্যঃ (আকাশাদি) ভূতেভ্যঃ (পাঁচটি ভূত
হইতে) ইদম্ (এই) সচরাচরম্ (জগৎ ও স্বাবরের সহিত) স্থূলং (দৃশ্যমান)
ব্রহ্মাণ্ডং (জগৎ) সমুৎপন্নম্ (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৪৩২

অনুবাদ। ঈশ্বরের দর্শনদ্বারা আকাশাদি পক্ষীকৃত পাঁচটি ভূত হইতে স্বাবর-
জগৎবিশিষ্ট এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৩২

ত্রীছাত্তোষধয়ঃ সর্বা বায়ুতেজোহম্বুভূময়ঃ ।

সর্বেষামপ্যভূদন্নং চতুর্বিধশরীরিণাম্ ॥ ৪৩৩

অর্থ। সর্বাঃ (সমস্ত) ত্রীছাত্তোষধয়ঃ (ধান প্রভৃতি ওষধি,—ফল পাকিলে
যে বৃক্ষ মারা যায় তাহাকে ওষধি বলে) বায়ুতেজোহম্বুভূময়ঃ (বায়ু, তেজঃ,

জল এবং পৃথিবী) সর্বেষাং (সকলের) চতুর্বিধশরীরিণামপি (জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই প্রকার প্রাণীরও) অন্নং (খাদ্য) অভূং (হইয়াছিল) ॥ ৪৩৩

অনুবাদ। ব্রীহি (খাদ্য) প্রভৃতি সমস্ত ওষধি, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণীর অন্ন (আহার্য খাদ্য) নির্দিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৪৩৩

কেচিন্মারুতভোজনাঃ খলু পরে চন্দ্রার্কেতেজোহশনাঃ

কেচিভোয়কণাশিনোহপরিমিতাঃ কেচিভু মৃদভক্ষকাঃ ।

কেচিং পর্ণশিলাতৃণাদনপরাঃ কেচিভু মাংসাশিনঃ

কেচিদ্ ব্রীহিবান্ভোজনপরা জীবন্ত্যমী জন্তবঃ ॥ ৪৩৪

অর্থঃ। কেচিং (কোন কোন প্রাণী) মারুতভোজনাঃ (বায়ুভক্ষক) খলু (নিশ্চিত) পরে (অপর প্রাণিগণ) চন্দ্রার্কেতেজোহশনাঃ (চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ ভক্ষণ করে) অপরিমিতাঃ (বাহার পরিমাণ করা যায় না, অনেক) কেচিং (কোন কোন প্রাণী) ভোয়কণাশিনঃ (জলবিন্দু পান করে) কেচিভু (কোন কোন প্রাণী) মৃদভক্ষকাঃ (মৃত্তিকা ভক্ষণ করে) কেচিং (কোন কোন প্রাণী) পর্ণশিলাতৃণাদনপরাঃ (বৃক্ষপত্র, প্রস্তরখণ্ড ও ঘাস ভক্ষণ করে) কেচিভু (পরন্তু কোন কোন প্রাণী) মাংসাশিনঃ (মাংস ভক্ষণশীল) কেচিং (কোন কোন প্রাণী) ব্রীহিবান্ভোজনপরাঃ (খাদ্য, বব, অন্ন ভক্ষণ করে) [এইরূপে] অমী (এই) জন্তবঃ (প্রাণিগণ) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে) ॥ ৪৩৪

অনুবাদ। কোন কোন প্রাণী (সর্পাদি) বায়ু ভক্ষণ করে, অপর প্রাণিগণ চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, বহু প্রাণী জল-বিন্দু পান করিয়া থাকে, কোন কোন জীব মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, কোন কোন প্রাণী বৃক্ষপত্র, প্রস্তরখণ্ড ও তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, অপর প্রাণীরা মাংসভোজনশীল, কোন কোন প্রাণী ব্রীহি (খাদ্য), বব ও অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, এইরূপে প্রাণিগণ জীবন ধারণ করে ॥ ৪৩৪

চতুর্বিধ-জন্তবঃ ।

জরায়ুজাণ্ডজশ্বেদজোদ্ভিজ্জাতাশ্চতুর্বিধাঃ ।

স্বস্বকর্মানুরূপেণ জাতাস্তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ ॥ ৪৩৫

অর্থঃ। জরায়ুজাণ্ডজশ্বেদজোদ্ভিজ্জাতাঃ (জরায়ুজ—জরায়ু—গর্ভ-বেষ্টনচর্ম তাহা হইতে জাত, অণুজ—অণু—ডিম্ব হইতে জাত, শ্বেদজ—শ্বেদ অর্থাৎ বর্ষ

হইতে জাত, উদ্ভিজ্জ—উদ্ভিদ হইতে জাত) চতুর্বিধাঃ (চারিপ্রকার) জন্তবঃ (প্রাণিসমূহ) স্বষকর্মানুরূপেণ (নিজ নিজ কর্মানুসারে) জাতাঃ (জন্ম গ্রহণ করিয়া) ভিত্তিস্তি (বিদ্যমান আছে) ॥ ৪৩৫

অনুবাদ। জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার প্রাণী নিজ নিজ কর্মানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩৫

যেহত্র জাতা * জরায়ুভ্যন্তে নরাণা জরায়ুজাঃ ।

অণুজান্তে হ্যরগেভ্যো জাতা যে বিহগাদয়ঃ ॥ ৪৩৬

অম্বয়। অত্র (এই সংসারে) যে (বাহারা) জরায়ুভাঃ (জরায়ু—গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম হইতে) জাতাঃ (জন্ম গ্রহণ করিয়াছে) তে (তাহারা) নরাণাঃ (মানুষ প্রভৃতি) জরায়ুজাঃ (জরায়ু হইতে উৎপন্ন), যে (বাহারা) বিহগাদয়ঃ (পক্ষি-সমূহ) অণেভ্যঃ (অণু—ডিম্ব হইতে) জাতাঃ (উৎপন্ন, জন্ম গ্রহণ করে) তে (তাহারা) অণুজাঃ (অণু—ডিম্ব হইতে উৎপন্ন) হ্যঃ (হয়) ॥ ৪৩৬

অনুবাদ। এই সংসারে বাহারা জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয়—তাহাদিগকে জরায়ুজ বলে, যেমন নরমুখ প্রভৃতি, বাহারা অণু অর্থাৎ ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে অণুজ বলে, যেমন পক্ষী প্রভৃতি ॥ ৪৩৬

স্বেদাজ্জাতাঃ স্বেদজান্তে যুকা লুক্ষাদয়োহপি চ ।

ভূমিমুদ্ভিতা যে জাতা উদ্ভিজ্জান্তে দ্রুমাদয়ঃ ॥ ৪৩৭

অম্বয়। যুকাঃ (উকুন) অপি চ (এবং) লুক্ষাদয়ঃ (কীটবিশেষ) [যে=বাহারা] স্বেদাৎ (স্বেদ—অর্থাৎ ঘর্ম্ম বা ক্লেদ বা তাপ হইতে) জাতাঃ (উৎপন্ন) তে (তাহারা) স্বেদজাঃ (স্বেদ হইতে উৎপন্ন), যে (বাহারা) ভূমিং (মৃত্তিকা) উদ্ভিতা (ভেদ করিয়া) জাতাঃ (জন্মগ্রহণ করে) তে (তাহারা) দ্রুমাদয়ঃ (বৃক্ষসমূহ) উদ্ভিজ্জাঃ (উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন) ॥ ৪৩৭

অনুবাদ। যুক (উকুন) লুক (কীটবিশেষ) প্রভৃতি বাহারা স্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে স্বেদজ বলে, বাহারা ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলা যায়, যেমন বৃক্ষ প্রভৃতি ॥ ৪৩৭

ইদং স্থূলবপুর্জাতং ভৌতিকঞ্চ চতুর্বিধম্ ।

সামান্যেন সমষ্টিঃ স্তাদেকধীবিসয়ত্বতঃ ॥ ৪৩৮

অম্বয়। ইদম্ (এই) চতুর্বিধং (চারি প্রকার) ভৌতিকং (ভূত হইতে উৎপন্ন) স্থূলবপুঃ (স্থূল শরীর) জাতম্ (উৎপন্ন হইয়াছে), একধীবিসয়ত্বতঃ (এক জ্ঞানের—ধিরাট্ট পুরুষের জ্ঞানের বিষয় বলিয়া) সামান্যেন (জাতিরূপে) সমষ্টিঃ (এক) স্তাৎ (হয়) ॥ ৪৩৮

* যত্র জাতা ইতি কেচিৎ পঠন্তি ।

অনুবাদ। [এইরূপে] এই চারিপ্রকার ভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, এক জ্ঞানের (বিরাট পুরুষের জ্ঞানের) বিষয় বলিয়া ইহাকে জ্ঞাতিরূপে সমষ্টি বলা হয় ॥ ৪৩৮

এতৎ সমক্ষ্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং ফলসংযুতম্ ।

প্রাল্বেশানর ইতি বিরাদিতি চ বৈদিকাঃ ॥ ৪৩৯

অন্বয়। বৈদিকাঃ (বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ) ফলসংযুতং (ফলযুক্ত) এতৎ (এই) সমষ্টিবচ্ছিন্নং (স্থূলশরীর-সমষ্টিবিশিষ্ট) চৈতন্যং (চৈতন্যশক্তিকে) বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর এই নাম) ইতি (ইহা) বিরাট (বিরাটসংজ্ঞক) ইতি চ (ইহাও) প্রাহঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৪৩৯

অনুবাদ। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ফলসংযুক্ত এই সমষ্টি স্থূলশরীরবিশিষ্ট চৈতন্যকে 'বৈশ্বানর' এবং 'বিরাট' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৪৩৯

বৈশ্বানরো বিশ্বনরেষাত্মত্বেনাভিমানতঃ ।

বিরাট্ সাদ্বিবিধত্বেন স্বয়মেব বিরাজনাৎ ॥ ৪৪০

অন্বয়। বিশ্বনরেষু (জগতের সমস্ত মনুষ্যে—প্রাণীতে) আত্মত্বেন (আত্মভাবে, আত্মরূপে) অভিমানতঃ (অভিমান করায়) বৈশ্বানরঃ (এই নামে) [স্বাৎ=হন], স্বয়মেব (নিজেই) বিবিধত্বেন (নানাভাবে, মনুষ্য পশু প্রভৃতি রূপে) বিরাজনাৎ (বিরাজমান থাকেন বলিয়া) বিরাট্ (বিরাট-সংজ্ঞক) স্বাৎ (হন) ॥ ৪৪০

অনুবাদ। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মনুষ্যের (জীবের) [স্থূলশরীরে] আত্মরূপে অর্থাৎ স্বকীয়রূপে অভিমান থাকায় তাঁহাকে 'বৈশ্বানর' বলা যায়, এবং তিনিই নানাভাবে [দেব, তির্যাক্, মনুষ্যরূপে] বিরাজমান থাকেন, এইজন্ত তাঁহাকে 'বিরাট্' নামে অভিহিত করা হয় ॥ ৪৪০

চতুর্বিধং ভূতজাতং তত্তজ্জাতিবিশেষতঃ ।

নৈকধীবিষয়ত্বেন পূর্ববদ্ব্যপ্তিরিয়তে ॥ ৪৪১

অন্বয়। তত্তজ্জাতিবিশেষতঃ (মনুষ্য, পক্ষী, কীট এবং বৃক্ষাদি বিশেষ বিশেষ জাতিরূপে পরিণত হওয়ার) চতুর্বিধং (জরায়ুজ প্রভৃতি চারি প্রকার) ভূতজাতং (প্রাণিসমূহ) নৈকধীবিষয়ত্বেন (অনেক জ্ঞানের গোচর বলিয়া) পূর্ববৎ (পূর্বের স্থায়—স্থূল শরীরের স্থায়) ব্যাপ্তিঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ইয়তে (ইষ্ট হয়) ॥ ৪৪১

অনুবাদ। জরায়ুজ প্রভৃতি চারিপ্রকার প্রাণিসমূহ—মনুষ্য, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হওয়ার অনেকের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে পূর্বের স্থায় 'ব্যাপ্তি' বলা যায় ॥ ৪৪১

সাভাসং ব্যষ্ট্যুপহিতং তত্তাদাত্ম্যমুপাগতম্ ।

চৈতন্ত্যং বিশ্ব ইত্যাহ্বেদান্তনয়কোবিদাঃ ॥ ৪৪২

অনয়। বেদান্তনয়কোবিদাঃ (বেদান্তশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিতগণ) ব্যষ্ট্যুপ-
হিতং (ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থূলশরীর উপাধিবৃত্ত) তত্তাদাত্ম্য (ব্যষ্টি
স্থূলশরীরের সহিত একাত্মভাব) উপাগতং (প্রাপ্ত) সাভাসং (আভাস—চৈতন্ত্য-
স্কুরণবৃত্ত) চৈতন্ত্যং (চেতনশক্তিকে) বিশ্বঃ (বিশ্ব) ইতি (ইহা) আহঃ
(বলিয়া থাকেন) ॥ ৪৪২

অনুবাদ। বেদান্তশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষিগণ ব্যষ্টি স্থূলশরীর উপাধিবৃত্ত এবং
তাহার সহিত একাত্মভাবপ্রাপ্ত সাভাস চৈতন্ত্যকে 'বিশ্ব' বলিয়া থাকেন ॥ ৪৪২

বিশ্বোহস্মিন্ স্থূলদেহেহত্র স্খাভিমানেন তিষ্ঠতি ।

বতস্ততো বিশ্ব ইতি নান্না সার্থো ভবত্যয়ম্ ॥ ৪৪৩

অনয়। বতঃ (যেহেতু) অত্র (এই সংসারে) বিশ্বঃ (বিশ্বনামক জীব)
অস্মিন্ (এই) স্থূলদেহে (স্থূলশরীরে) স্খাভিমানেন (নিজত্বাভিমানের দ্বারা)
তিষ্ঠতি (থাকেন) ততঃ (তজ্জন্ত) অয়ম্ (এই) বিশ্বঃ (বিশ্ব) ইতি (এই)
নান্না (নামে) সার্থঃ (সার্থক) ভবতি (হয়) ॥ ৪৪৩

অনুবাদ। এই সংসারমণ্ডলে স্থূলদেহে নিজেদের অভিমান করায়, তিনি
'বিশ্ব' এই সার্থক নাম ধারণ করেন ॥ ৪৪৩

ব্যষ্টিরেয্যস্ত বিশ্বস্ত ভবতি স্থূলবিগ্রহঃ ।

উচ্যতেহন্নবিকারিত্বাৎ কোশোহন্নময় ইত্যয়ম্ ॥ ৪৪৪

অনয়। অস্ত (এই) বিশ্বস্ত (বিশ্বের) এষা (এই) ব্যষ্টিঃ (ব্যষ্টি শরীর)
স্থূলবিগ্রহঃ (স্থূল শরীর) ভবতি (হয়), অয়ম্ (এই স্থূল শরীর) অন্নবিকারিত্বাৎ
(অন্নের বিকার অর্থাৎ পরিণাম বলিয়া) অন্নময়ঃ (অন্নময়নামক) কোশঃ
(কোশ) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৪৪৪

অনুবাদ। বিশ্বের এই ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ শরীরের নাম স্থূলশরীর, এই
স্থূলশরীর অন্নের পরিণাম বলিয়া ইহাকে 'অন্নময় কোশ' বলা হইয়া থাকে ॥ ৪৪৪

দেহোহয়ং পিতৃভুতান্নবিকারাৎ শুক্রশোণিতাৎ ।

জাতঃ প্রবর্দ্ধতেহন্মেন তদভাবে বিনশ্চতি ॥ ৪৪৫

অনয়। পিতৃভুতান্নবিকারাৎ (পিতা ও মাতা কর্তৃক ভুক্ত অন্নের পরিণাম)
শুক্রশোণিতাৎ (রেতঃ এবং রক্ত হইতে) জাতঃ (উৎপন্ন) অয়ম্ (এই) দেহঃ
(শরীর) অন্মেন (অন্ন দ্বারা) প্রবর্দ্ধতে (বর্দ্ধিত হয়) তদভাবে (অন্নের
অভাবে) বিনশ্চতি (নষ্ট হয়) ॥ ৪৪৫

অনুবাদ। পিতা ও মাতা কর্তৃক ভুক্ত অন্নের পরিণামভূত শুক্র ও শোণিত হইতে উৎপন্ন এই শরীর অন্ন দ্বারা বদ্ধিত হয় এবং অন্নের অভাব হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪৫

তস্মাদন্নবিকারিত্বেনায়মন্নময়ো মতঃ ।

আচ্ছাদকত্বাদেতস্মাপ্যসেঃ কোশবদাত্মনঃ ॥ ৪৪৬

অন্বয়। তস্মাৎ (তজ্জগৎ, অতএব) অয়ম্ (এই স্থূলদেহ) অন্ন-বিকারিত্বেন (অন্নের পরিণাম বলিয়া) অসেঃ (খড়্গের) কোশবৎ (খাপের ছায়) এত-স্মাপি আত্মনঃ (এই আত্মারও) আচ্ছাদকত্বাৎ (আবরণক বলিয়া) অন্নময়ঃ (অন্নময় কোশ) মতঃ (সম্মত) ॥ ৪৪৬

অনুবাদ। অতএব এই স্থূল দেহ অন্নের পরিণাম এবং খড়্গের কোশের (খাপের) ছায় আত্মাকে আবরণ করে বলিয়া ইহাকে অন্নময় কোশ বলা যায় ॥ ৪৪৬

আত্মনঃ স্থূলভোগানাগেতদায়তনং বিদুঃ ।

শব্দাদিবিষয়ান্ ভুঙ্তে স্থূলান্ স্থূলান্নি স্থিতঃ ॥ ৪৪৭

অন্বয়। এতৎ (এই স্থূলশরীর) আত্মনঃ (আত্মার) স্থূলভোগানাং (স্থূল বিষয়ের উপভোগের) আয়তনম্ (আশ্রয়—অবলম্বন) বিদুঃ (বলেন) ; [আত্মা] স্থূলান্নি (স্থূল আত্মায়—শরীরে) স্থিতঃ (বর্তমান) স্থূলান্ (স্থূল) শব্দাদি বিষয়ান্ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি বিষয়) ভুঙ্তে (উপভোগ করে) ॥ ৪৪৭

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ এই স্থূল দেহকে আত্মার স্থূল বিষয়ভোগের আশ্রয় বলিয়া থাকেন, আত্মা এই স্থূল দেহে বিভূতান থাকিয়া শব্দ-স্পর্শাদি স্থূল বিষয়সমূহ উপভোগ করেন ॥ ৪৪৭

বহিরাত্মা ততঃ স্থূলভোগায়তনমুচ্যতে ।

ইন্দ্রিয়ৈরুপনীতানাং শব্দাদীনাময়ং স্বয়ম্ ।

দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহ্মনীর্ষিণঃ ॥ ৪৪৮

অন্বয়। ততঃ (অতএব) বহিরাত্মা (বাহ্য আত্মা—স্থূলদেহ) স্থূলভোগায়-তনং (স্থূল বিষয়ভোগের আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়) অয়ম্ (আত্মা) স্বয়ং (নিজে) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণকর্তৃক) উপনীতানাং (উপস্থিত, আনীত) শব্দাদীনাম্ (শব্দস্পর্শাদির) [ভোগায়তনম্=ভোগায়তন], মনীষিণঃ (সাধুগণ) দেহেন্দ্রিয়-মনোযুক্তঃ (শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং মনের বিশিষ্ট) [আত্মানম্=আত্মাকে] ভোক্তা (উপভোগকারী) ইতি (ইহা) আছঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৪৪৮

অনুবাদ। অতএব বাহ্য আত্মা (স্থূলদেহ)-কে স্থূল বস্তুর উপভোগের

আশ্রয় বলা হয় ; এই স্থল দেহে ইন্দ্রিয়সমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভোগ করেন ; এই জ্ঞাত পণ্ডিতেরা শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনোবিশিষ্ট আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন ॥ ৪৪৮

একাদশদ্বারবতীহ দেহে

সৌধে মহারাজ ইবাহুবর্গৈঃ ।

সংসেব্যমানো বিষয়োপভোগা-

নুপাধিসংস্থে বুভুজেহয়মাত্মা ॥ ৪৪৯

অর্থঃ । অন্নম্ (এই) আত্মা (জীব) উপাধিসংস্থঃ (উপাধিবিশিষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞ হইতে পৃথককারী ধর্মবিশিষ্ট) [মন=হইয়া] সৌধে (অট্টালিকায়) মহারাজইব (নৃপতির স্থায়) একাদশদ্বারবতি (কর্ণেন্দ্রিয় পাঁচটি, জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি এবং মনোরূপ একাদশ দ্বারযুক্ত—সৌধপক্ষে এগারটি দরজা) ইহ (এই) দেহে (শরীরে) অক্ষবর্গৈঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা, সৌধপক্ষে গবাক্সসমূহ দ্বারা) সংসেব্যমানঃ (সেবিত হইয়া) বিষয়োপভোগান্ (বিষয়-ভোগসমূহ) বুভুজে (ভোগ করে) ॥ ৪৪৯

অনুবাদ । মহারাজ যেরূপ অনেকদ্বারবিশিষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া বিবিধ বিষয় উপভোগ করেন, তদ্রূপ এই আত্মা উপাধিবিশিষ্ট হইয়া একাদশদ্বার (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ণেন্দ্রিয় ও মনো)-যুক্ত দেহে ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক সেবিত হইয়া বিবিধ বিষয়ের উপভোগ করেন ॥ ৪৪৯

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি নিজদৈবতচোদিতানি

কর্ণেন্দ্রিয়াণ্যপি তথা মন-আদিকানি ।

স্বস্বপ্রয়োজনবিধৌ নিয়তানি সন্তি

যত্নেন কিঙ্করজনা ইব তং ভজন্তে ॥ ৪৫০

অর্থঃ । নিজদৈবতচোদিতানি (নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্তৃক প্রেরিত) জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি) কর্ণেন্দ্রিয়াণ্যপি (কর্ণেন্দ্রিয় পাঁচটিও) তথা (তদ্বৎ) মন-আদিকানি (মনঃ প্রভৃতি) স্বস্বপ্রয়োজনবিধৌ (নিজ নিজ কার্যে) নিয়তানি সন্তি (নিযুক্ত হইয়া) কিঙ্করজনা ইব (ভূতাগণের স্থায়) যত্নেন (যত্নপূর্বক) তম্ (আত্মাকে) ভজন্তে (ভজনা করে) ॥ ৪৫০

অনুবাদ । নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-কর্তৃক প্রেরিত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ণেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভূত্যের স্থায় যত্নসহকারে তাঁহাকে (আত্মাকে) ভজনা করে ॥ ৪৫০

যত্রোপভুক্ত্তে বিষয়ান্ স্থূলানেষ মহামতিঃ ।

অহং মমেতি সৈবাস্থাবস্থা জাগ্রদিতীর্ঘ্যতে ॥ ৪৫১

অন্নর। যত্র (যে অবস্থায়) এষঃ (এই) মহামতিঃ (মহামনাঃ, জীব) অহম্ (আমি) মম (আমার) ইতি (এইরূপে) স্থলান্ (স্থল) বিষয়ান্ (শব্দস্পর্শাদিবিষয়সমূহ) উপভুক্তে (উপভোগ করেন), সা (সেই) এষা (এই) অশ্ব (আত্মার) জাগ্রৎ (প্রবুদ্ধ, জাগরিত) অবস্থা (অবস্থা) ইতি (ইহা) ঈর্ষাতে (কথিত হয়) ॥ ৪৫১

অনুবাদ। যে অবস্থায় এই মহামনাঃ আত্মা “অহং মম” (আমি ভোগ করিতেছি, আমার ইহা ভোগ্য) এইরূপে স্থল বিষয়সমূহ উপভোগ করেন, তাহাকে আত্মার জাগ্রদবস্থা বলা হয় ॥ ৪৫১

এতৎসমষ্টিব্যক্ত্যোচ্চাভয়োরপ্যভিমানিনোঃ ।

তদ্বিশ্ববৈশ্বানরয়োঃ পূর্ববদ্যতঃ ॥ ৪৫২

অন্নর। এতৎসমষ্টিব্যক্ত্যোঃ (এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থল শরীরের) চ (এবং) উভয়োরপি (দুয়েরও) অভিমানিনোঃ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরের অভিমানী) তদ্বিশ্ববৈশ্বানরয়োঃ অভেদঃ (সেই বিশ্ব এবং বৈশ্বানরের একাত্মতা) পূর্ববৎ (পূর্বের স্থায়, তৈজস সূত্রাদ্বার স্থায়) মতঃ (অভিন্নত, মনে করা হয়) ॥ ৪৫২

অনুবাদ। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্থলশরীর এবং উভয়বিধ স্থলশরীরভিমানী বিশ্ব এবং বৈশ্বানরের পূর্বের স্থায় অভেদ জানিবে ॥ ৪৫২

স্থূলসূক্ষ্মকারণাখ্যাঃ প্রপঞ্চা য়ে নিরূপিতাঃ ।

তে সর্বৈহপি মিলিত্বৈকঃ প্রপঞ্চোহপি মহান্ ভবেৎ ॥ ৪৫৩

অন্নর। যে (বাহা) স্থূলসূক্ষ্মকারণাখ্যাঃ (স্থূল এবং সূক্ষ্ম বাহার কারণ, এইরূপ নামধারী) প্রপঞ্চাঃ (জগৎসমূহ) নিরূপিতাঃ (স্থিরীকৃত হইয়াছে) তে (তাহারা) সর্বৈহপি (সকলেও) মিলিত্বা (মিলিত হইয়া) একঃ (সমষ্টি) মহান্ (বৃহৎ) প্রপঞ্চোহপি (জগৎও) ভবেৎ (হয়) ॥ ৪৫৩

অনুবাদ। স্থূলসূক্ষ্মকারণবিশিষ্ট যে সমস্ত প্রপঞ্চ (জগৎ) নিরূপিত হইয়াছে, সেই সমুদয় মিলিত হইয়া এক বৃহৎ প্রপঞ্চে পরিণত হয় ॥ ৪৫৩

মহাপ্রপঞ্চাবচ্ছিন্নং বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্ ।

বিরাড়াদীশপর্য্যন্তং চৈতন্ত্যং চৈকমেব তৎ ॥ ৪৫৪

অন্নর। মহাপ্রপঞ্চাবচ্ছিন্নং (বিশাল জগৎ দ্বারা যে অবচ্ছিন্ন—বিশিষ্ট) বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্ (বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিরূপ) বিরাড়াদীশপর্য্যন্তং (বিরাট হইতে ঈশ পর্য্যন্ত) তৎ (সেই) চৈতন্ত্যং (চেতনা) চ (ও) একমেব (অভিন্নই) ॥ ৪৫৪

অনুবাদ। সেই বিশাল জগদ্বিশিষ্ট বিশ্ব প্রাজ্ঞাদিরূপ এবং বিরাট হইতে ঈশ পর্য্যন্ত সমস্ত চৈতন্ত্য অভিন্ন ॥ ৪৫৪

যদনাশ্রয়ন্তব্যক্তং চৈতন্ত্যমজমক্ষরম্ ।

মহাপ্রপঞ্চে ন সহাবিবিক্তং সদয়োহয়িবৎ ॥ ৪৫৫

অয়ম্ । যৎ (যে) অনাশ্রয়ম্ (উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত) অজং (জন্মশূন্য) অব্যক্তম্ (অনভিব্যক্ত, অপ্রকাশিত) অক্ষরং (নাশশূন্য) চৈতন্যং (চেতনা) মহাপ্রপঞ্চেন (সমষ্টি জগতের) সহ (সহিত) অরোহণিবৎ (লৌহ এবং অগ্নির স্থায়) অবিবিক্তং (অপৃথগ্ভূত—অভিন্ন) সৎ (হইয়া) [বর্ততে= থাকেন] ॥ ৪৫৫

অনুবাদ । যে উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত অথ অব্যক্ত অক্ষর চৈতন্য লৌহ এবং অগ্নির স্থায় মহাপ্রপঞ্চের (সমষ্টি জগতের) সহিত অভিন্নভাবে বিद्यমান আছেন ॥ ৪৫৫

তৎ সর্বং খন্দিদং ব্রহ্মেত্যশ্চ বাক্যশ্চ পণ্ডিতৈঃ ।

বাচ্যার্থ ইতি নির্ণীতং বিবিক্তং লক্ষ্য ইত্যপি ॥ ৪৫৬

অয়ম্ । পণ্ডিতৈঃ (পণ্ডিতগণকর্তৃক) তৎ (সেই মহাপ্রপঞ্চের সহিত অভিন্ন চৈতন্য) সর্বং (সমস্ত) খলু (নিশ্চিত) ইদম্ (ইহা) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপ) ইতি (এই) অশ্চ (এই) বাক্যশ্চ (বাক্যের) বাচ্যার্থঃ (অভিধের বা মুখ্য রূপ) ইতি (ইহা) নির্ণীতং (দ্বিরীকৃত হইয়াছে) বিবিক্তং (ভিন্ন হইয়া) লক্ষ্যঃ (লক্ষ্যার্থ, গোপ অর্থ) ইতি (এইরূপ) অপি (ও) ॥ ৪৫৬

অনুবাদ । পণ্ডিতগণ মহাপ্রপঞ্চের সহিত অভিন্ন সেই চৈতন্যকে “এই সমস্তই ব্রহ্ম” এই বাক্যের বাচ্যার্থ স্থির করিয়াছেন এবং তাহা বিবিক্ত (পৃথক্) হইলে তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলা যায় ॥ ৪৫৬

স্থূলাচক্ষুজ্ঞানপর্যন্তং কার্য্যকারণলক্ষণম্ ।

দৃশ্যং সর্বমনাশ্চেতি বিজানীহি বিচক্ষণ ॥ ৪৫৭

অয়ম্ । হে বিচক্ষণ (হে বিবেচক) স্থূলাচক্ষুজ্ঞানপর্যন্তং (স্থূল প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগৎ হইতে অবিদ্যা অবধি) কার্য্যকারণলক্ষণং (কার্য্যকারণরূপ) সর্বং (সমস্ত) দৃশ্যং (জড়বর্গ) অনাত্মা (আত্মভিন্ন) ইতি (ইহা) বিজানীহি (জানিও) ॥ ৪৫৭

অনুবাদ । হে বিচক্ষণ ! স্থূল জগৎ হইতে অজ্ঞান অবধি কার্য্যকারণরূপ এই সমস্ত দৃশ্যকে অনাত্মা (আত্মা হইতে ভিন্ন) বলিয়া জানিও ॥ ৪৫৭

আত্ম-নিরূপণম্ ।

অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিদ্বেষ্ট্ৰ নিত্যমবিক্রিয়ম্ ।

চৈতন্যং যত্তদাত্তেতি বুদ্ধ্যা বুধ্যস্ব সূক্ষ্ময়া ॥ ৪৫৮

অয়ম্ । অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিদ্বেষ্ট্ৰ (অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ পরিণামের দ্বেষ্টা—সাক্ষী) নিত্যং (হ্রাসবুদ্ধিরহিত) অবিক্রিয়ং (বিকার-শূন্য) যৎ (যে) চৈতন্যং (চেতনাশক্তি) তৎ (সেই) আত্মা (স্বরূপ) ইতি (ইহা)

হৃদয় (সকল, গুণ বিবরণ বৃত্তিতে সমর্থ) বুদ্ধা (বুদ্ধির দ্বারা—মনের দ্বারা) বুধ্যস্ব
(জান) ॥ ৪৫৮

অনুবাদ। অন্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা (সাক্ষী) নিত্য বিকার-
শূন্য চৈতন্যই আত্মা, তাঁহাকে হৃদয়বুদ্ধিদ্বারা অবগত হও ॥ ৪৫৮

এব প্রত্যক্ স্বপ্রকাশো নিরংশো-

হসঙ্গঃ শুদ্ধঃ সৰ্ববৈদৈক্যস্বভাবঃ ।

নিত্যাখণ্ডানন্দরূপো নিরীহঃ

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ ৪৫৯

অর্থ। এবং (এই) প্রত্যক্ (আত্মা) স্বপ্রকাশঃ (অন্তের প্রকাশ অপেক্ষা
না করিয়া প্রকাশস্বরূপ, স্বয়ং প্রকাশশীল) নিরংশঃ (অংশবিহীন) অসঙ্গঃ
(সঙ্গরহিত) শুদ্ধঃ (দোষশূন্য) সৰ্ববৈদৈক্যস্বভাবঃ (সকল সময় একরূপ) নিত্যা-
খণ্ডানন্দরূপঃ (সৰ্বদা অখণ্ডমুখস্বরূপ) নিরীহঃ (চেষ্টাশূন্য, ক্রিয়ারহিত) সাক্ষী
(উদাসীন দ্রষ্টা) চেতা (জ্ঞানরূপ) কেবলঃ (শুদ্ধ—দেহান্তঃকরণাদি-সঙ্গশূন্য) চ
(এবং) নিগুণঃ (গুণরহিত) ॥ ৪৫৯

অনুবাদ। এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, অংশরহিত, সঙ্গশূন্য (আসক্তিহীন), শুদ্ধ,
সৰ্বদা একরূপ, অবিবিশ্ব—অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, ক্রিয়াশূন্য, সাক্ষী (দ্রষ্টা), জ্ঞান-
স্বরূপ, কেবল (শুদ্ধ) এবং নিগুণ ॥ ৪৫৯

নৈব প্রত্যগ্ জায়তে বর্দ্ধতে নো

কিঞ্চিন্নাপক্ষীয়তে নৈব নাশম্ ।

আত্মা নিত্যঃ শাস্ত্বতোহয়ং পুরাণো

নাসৌ হন্তো হন্ত্যমাণে শরীরে ॥ ৪৬০

অর্থ। প্রত্যক্ (প্রত্যগাত্মা—জীবাত্মা) নৈব জায়তে (নিশ্চয়ই জন্ম-
গ্রহণ করে না) নো বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না) কিঞ্চিং (কিছুমাত্র) ন
অপক্ষীয়তে (হাস হয় না) নৈব নাশম্ [এতি] (নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না)
অয়ম্ (এই) আত্মা (স্বরূপ, আত্মা) নিত্যঃ (অবিনাশী) শাস্ত্বতঃ (সদা
বিদ্যমান) পুরাণঃ (পুরাতন); শরীরে (দেহে) হন্ত্যমাণে (বিনাশিত হইলে)
অসৌ (এই আত্মা) ন হন্তঃ (বধ্য নহে) ॥ ৪৬০

অনুবাদ। প্রত্যগাত্মা (জীবাত্মা) জন্মগ্রহণ করে না, বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত
হয় না, এবং ইহার বিনাশ নাই, এই আত্মা নিত্য, সৰ্বদা বর্তমান এবং পুরাণ;
শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না ॥ ৪৬০

জন্মান্তিহিবুদ্ধয়ঃ পরিণতিশ্চাপক্ষিতিনাশনং

দৃশ্যশ্চৈব ভবন্তি ষড়্ বিকৃতয়ো নানাবিধা ব্যাধয়ঃ ।

স্থূলত্বাদি চ নীলতাচাপি মিতিবর্ণাশ্রমাদিপ্রথা

দৃশ্যন্তে বপুষো নচাত্মন ইমে তদ্বিক্রিয়াসাক্ষিণঃ ॥ ৪৬১

অর্থঃ । জন্মান্তিব্যবুদ্ধয়ঃ (উৎপত্তি, স্থিতি বা অস্তিত্ব ও বুদ্ধি) পরিনতিঃ (পরিণাম) অপক্ষিতিঃ (অপক্ষয়—হ্রাস) নাশনঞ্চ (এবং বিনাশ) [এতাঃ—এই সকল] ষট্ (ছয়টি) বিকৃতয়ঃ (বিকার) নানাবিধাঃ (অনেকপ্রকার) ব্যাধরশ্চ (এবং রোগ) দৃশ্যন্তেব (দেহাদিদৃশ্যপদার্থেরই) ভবন্তি (হইয়া থাকে) ; স্থূলত্বাদি (স্থূলত্ব প্রভৃতি) নীলত্বাদি চ অপি (এবং নীলতা, কৃষ্ণত্ব প্রভৃতিও) মিতিঃ (পরিমাণ) বর্ণাশ্রমাদিপ্রথা (বর্ণাশ্রমপদ্ধতি) ইমে (এই সমস্ত) [ধর্ম্মাঃ—ধর্ম্ম] বপুষঃ (শরীরের) দৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হয়) তদ্বিক্রিয়াসাক্ষিণঃ (দেহাদির বিকারের সাক্ষী—দ্রষ্টা) আত্মনশ্চ ন (পরন্তু আত্মার হয় না) ॥ ৪৬১

অনুবাদ । জন্ম, অস্তিত্ব, বুদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় (হ্রাস), বিনাশ—এই ছয়টি [ভাব পদার্থের] বিকার এবং নানাপ্রকার ব্যাধি দেহাদি দৃশ্যেরই ঘটনা থাকে । স্থূলত্ব কৃষ্ণত্ব প্রভৃতি পরিমাণ এবং বর্ণাশ্রমাদি প্রথা শরীরে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এইগুলি দেহাদি পরিণামের সাক্ষীভূত আত্মার ধর্ম্ম নহে ॥ ৪৬১

অস্মিন্নাত্মাত্মনাত্মমনাত্মনাত্মতাং পুনঃ ।

বিপরীততয়াধ্যস্ত সংসরন্তি বিমোহতঃ ॥ ৪৬২

অর্থঃ । [জনাঃ—লোক সকল] বিমোহতঃ (ভ্রান্তিবশতঃ) অস্মিন্ (এই) আত্মনি (আত্মার) অনাত্মত্বং (দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মার ধর্ম্মকে) পুনঃ (আবার) বিপরীততয়া (বিপরীতভাবে) অনাত্মনি (দেহেন্দ্রিয়াদিতে) আত্মতাম্ (আত্মাকে) অধ্যস্ত (আরোপ করিয়া) সংসরন্তি (সংসার অর্থাৎ জন্মমরণ লাভ করে) ॥ ৪৬২

অনুবাদ । লোক সকল মোহবশতঃ আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মাকে এবং আবার বিপরীতভাবে অনাত্মার আত্মাকে আরোপ করিয়া জন্ম-মরণ-প্রবাহে নিপতিত হয় ॥ ৪৬২

ভ্রান্ত্যা মনুষ্যোহহমহং দ্বিজোহহং

তজ্জ্ঞোহহমজ্ঞোহহমতীব পাপী ।

ভ্রক্টোহস্মি শিষ্টোহস্মি স্ত্রী চ দুঃখী-

ত্যেবং বিমুহ্যাত্মনি কল্পয়ন্তি ॥ ৪৬৩

অর্থঃ । [যুতাঃ—যুতগণ] ভ্রান্ত্যা (মোহবশতঃ) অহম্ (আমি) মনুষ্যঃ (মানুষ) অহম্ (আমি) দ্বিজঃ (দ্বিজাতি) অহম্ (আমি) তজ্জ্ঞঃ (সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ) অহম্ (আমি) অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন) অহম্ (আমি) অতীব (অত্যন্ত) পাপী (পাপযুক্ত) অস্মি (হই) ভ্রষ্টঃ (পতিত, অশিষ্ট) অস্মি (হই)

শিষ্টঃ (সাধু, সজ্জন) স্মৃথী (স্মৃথযুক্ত) হৃঃস্মী চ (এবং হৃঃস্মযুক্ত) ইতি (ইহা)
এবম্ (এক্রপ) বিমুহ (মোহপ্রাপ্ত হইয়া) আত্মনি (আত্মার) কল্পরস্তু (কল্পনা
করে—আরোপ করে) ॥ ৪৬৩

অনুবাদ । মূঢ়গণ ভ্রান্তিবশতঃ আমি মনুষ্য, আমি দ্বিজ, আমি জ্ঞানী,
আমি অজ্ঞ, আমি ভ্রষ্ট, আমি শিষ্ট, আমি স্মৃথী, আমি হৃঃস্মী—আত্মাতে এইরূপ
কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৪৬৩

অনাত্মনো জন্মজরামৃতিক্ষুধা-

তৃষণাস্থক্রেশভয়াদিধৰ্ম্মান্ ।

বিপর্যয়েণ হতথাবিধেহস্মি-

নারোপয়ন্ত্যাত্মনি বুদ্ধিদোষাৎ ॥ ৪৬৪

অর্থঃ । [জনাঃ—লোক সকল] বুদ্ধিদোষাৎ (বুদ্ধির দোষবশতঃ—ভ্রমবশতঃ)
অতথাবিধে (সেইরূপ নহে—জন্মাদিধৰ্ম্মবান্ নহে এইরূপ) অস্মিন্ (এই)
আত্মনি (আত্মার) অনাত্মনঃ (অনাত্মার—দেহেন্দ্রিয়ারাদির) জন্মজরামৃতিক্ষুধা-
তৃষণাস্থক্রেশভয়াদিধৰ্ম্মান্ (উৎপত্তি, বার্কিক্য, মরন, ক্ষুধা, পিপাসা, স্মৃথ, কষ্ট,
ভীতি প্রভৃতি ধৰ্ম্মসমূহকে) বিপর্যয়েণ (বিপরীত ভাবে) আরোপয়ন্তি হি
(নিশ্চয়ই আরোপ করে) ॥ ৪৬৪

অনুবাদ । জীবগণ ভ্রমবশতঃ জন্মাদিরহিত আত্মাতে জন্ম, জরা, মরন,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রেশ প্রভৃতি অনাত্মার ধৰ্ম্মসমূহকে বিপরীত ভাবে আরোপ করিয়া
থাকে ॥ ৪৬৪

ভ্রান্ত্যা যত্র বদধ্যাসস্তৎকৃতেন গুণেন বা ।

দোষেণাপ্যণুমা ত্রেণ স ন সম্বধ্যতে কচিৎ ॥ ৪৬৫

অর্থঃ । ভ্রান্ত্যা (ভ্রমবশতঃ) যত্র (বাহাতে—রজ্জু প্রভৃতিতে) বদধ্যাসঃ
(বাহার—সর্পাদির অধ্যাস—আরোপ) তৎকৃতেন (অধ্যাস-কৃত) গুণেন
(গুণদ্বারা) বা (কিংবা) দোষেণাপি (দোষ দ্বারাও) অণুমা ত্রেণ (স্বল্পপরিমাণে)
সঃ (সেই পদার্থ—রজ্জু প্রভৃতি) কচিৎ (কোথায়ও) ন সম্বধ্যতে (যুক্ত
হয় না) ॥ ৪৬৫

অনুবাদ । ভ্রান্তিবশতঃ বাহাতে (রজ্জু প্রভৃতিতে) বাহার (সর্পাদির)
অধ্যাস হয়, সেই অধ্যাসকৃত গুণ বা দোষের দ্বারা সেই বস্তু (রজ্জু প্রভৃতি)
অণুমাত্রও যুক্ত হয় না ॥ ৪৬৫

কিং মরুণ্য গতৃষণানুপূরেণাঈত্বমুচ্ছতি ।

দৃষ্টিসংস্থিতপীতেন শঙ্খঃ পীতায়তে কিমু ॥ ৪৬৬

অর্থঃ । মরুৎ (বায়ু) মৃগতৃষণানুপূরেণ (মরীচিকার জলরাশি দ্বারা)

আর্দ্রত্ব (সিক্তত্ব—ভিজ্ঞান অবস্থা) স্বচ্ছতি কিং (প্রাপ্ত হয় কি ?) শব্দঃ (শাঁখ)
দৃষ্টিসংস্থিতপীতেন (চক্ষুতে স্থিত পীতের দ্বারা) পীতায়তে কিমু ? (পীতবর্ণ
হয় কি ?) ॥ ৪৬৬

অনুবাদ । মরীচিকার জলরাশি দ্বারা বায়ু কি [কখন] আর্দ্র হয় ? নেত্র-
স্থিত পীত দ্বারা শব্দ কি পীতবর্ণ ধারণ করে ? ॥ ৪৬৬

বালকগ্নিতনৈল্যেন ব্যোম কিং মলিনায়তে ।

শিষ্যঃ

প্রত্যগাত্মত্ববিষয়েহনাত্মাধ্যাসঃ কথং প্রভো ॥ ৪৬৭

অমর । ব্যোম (আকাশ) বালকগ্নিতনৈল্যেন (অজ্ঞ কর্তৃক কল্পিত নীলবর্ণ
দ্বারা) মলিনায়তে কিং (মলিনতা প্রাপ্ত হয় কি ?)

শিষ্যঃ (শিষ্য ভিজ্ঞাসা করিলেন)

হে প্রভো ! অবিবরে (বিবর-রহিত) প্রত্যগাত্মনি (ব্যাপক আত্মার,
জীবাত্মার) অনাত্মাধ্যাসঃ (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মার আরোপ) কথং
(কিরূপে) [ভবতি = হয়] ? ॥ ৪৬৭

অনুবাদ । অজ্ঞ-কর্তৃক কল্পিত নীলবর্ণের দ্বারা আকাশ কি মলিনতা
ধারণ করে ?

শিষ্য ভিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো ! অবিবর ব্যাপক আত্মার (জীবাত্মার)
দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মার আরোপ কিরূপে সম্ভব হয় ? ॥ ৪৬৭

পুরো দৃষ্টে হি বিষয়েহধ্যস্তন্তি বিষয়াস্তরম্ ।

তদৃষ্টং শুক্তিরজ্জ্বাদৌ সাদৃশ্যাত্মনুবন্ধতঃ ॥ ৪৬৮

অমর । হি (যেহেতু) [লোকাঃ = লোকসমূহ] পুরঃ (পুরোভাগে—অগ্রে)
দৃষ্টে (চক্ষুর গোচর) বিষয়ে (শুক্তি-রজ্জু প্রভৃতিতে) বিষয়াস্তরম্ (অত্র বিষয়,
রজত-সর্পাদি) অধ্যস্তন্তি (আরোপ করে) ; তৎ (তাহা) সাদৃশ্যাত্মনুবন্ধতঃ
(সাদৃশ্যাদি-হেতু) শুক্তিরজ্জ্বাদৌ (ঝিল্লুক, দড়ি প্রভৃতিতে) দৃষ্টম্ (দেখা
গিয়া থাকে) ॥ ৪৬৮

অনুবাদ । লোক সমূহে পরিদৃষ্ট বিষয়ে (শুক্তিরজ্জু প্রভৃতিতে) অত্র
বিষয়ের (রজত-সর্পাদির) আরোপ করিয়া থাকে, ইহা সাদৃশ্যহেতু শুক্তিরজ্জু-
প্রভৃতি স্থলে পরিদৃষ্ট হয় ॥ ৪৬৮

পরত্র পূর্বদৃষ্টশ্রাবভাসঃ স্মৃতিলক্ষণঃ ।

অধ্যাসঃ স কথং স্বামিন্ ভবেদাত্মগোচরে ॥ ৪৬৯

অমর । স্বামিন্ (হে প্রভো) পরত্র (অত্র পদার্থে) পূর্বদৃষ্টশ্র (পূর্বে
দৃষ্ট ধস্তর) অবভাসঃ (জ্ঞান) স্মৃতিলক্ষণঃ (স্মৃতির লক্ষণ), সঃ (সেই) অধ্যাসঃ

(আরোপ) অগোচরে (অবিষয়ে, যাহা ইন্দ্রিয়গোচর নহে এমন) আত্মনি
(আত্মার) কথং (কিরূপে) ভবেৎ (হয়) ? ॥ ৪৬৯

অনুবাদ। প্রভো! অপর পদার্থে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর অবভাসকে (জ্ঞানকে)
স্মৃতির লক্ষণ বলা বাইতে পারে, অবিষয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) আত্মার অধ্যাস
(আরোপ) কিরূপে সম্ভব হয় ? ॥ ৪৬৯

নানুভূতঃ কদাপ্যাত্মাননুভূতস্ত বস্তুনঃ ।

সাদৃশ্যং সিধ্যতি কথমনাত্মনি বিলক্ষণে ॥ ৪৭০

অনয়। আত্মা (আত্মা) কদাপি (কখনও) ন অনুভূতঃ (জ্ঞাত হয়
না), বিলক্ষণে (ভিন্নরূপ, বিপরীত—আত্মা শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ তাহার বিপরীত
অনাত্মা দেহাদি তাহাতে) সাদৃশ্যং (তুল্যতা) কথং (কিরূপে) সিধ্যতি
(সিদ্ধ হয়) ? ॥ ৪৭০

[০০] অনুবাদ। আত্মা কখন অনুভূত নহে, আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত
অনাত্মা অর্থাৎ দেহাদিতে অজ্ঞাত বস্তুর (আত্মার) সাদৃশ্য কিরূপে নিরূপিত
হয় ? ॥ ৪৭০

অনাত্মাত্মাত্মাত্মাধ্যাসঃ কথমেব সমাগতঃ ।

নিবৃত্তিঃ কথমেতস্ত কেনোপায়েন সিধ্যতি ॥ ৪৭১

অনয়। এবং (এই) অনাত্মনি (অনাত্মা অর্থাৎ দেহাদিতে) আত্মাত্মাধ্যাসঃ
(আত্মার আরোপ) কথং (কিরূপে) সমাগতঃ (আসিল); এতস্ত (ইহার—
আরোপের) নিবৃত্তিঃ (হানি, নিবৃত্তি) কেন উপায়েন (কি উপায়ে) কথং
(কিরূপে) সিধ্যতি (সম্পন্ন হয়) ? ॥ ৪৭১

অনুবাদ। অনাত্মা দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মার আরোপ কিরূপে আসিল,
কি উপায়ে কিরূপে ইহার নিবৃত্তি হয় ? ॥ ৪৭১

উপাধিযোগ উভয়োঃ সম এবেশজীবয়োঃ ।

জীবৈশ্চৈব কথং বন্ধো নৈশ্চরশ্রাস্তি তৎ কথম্ ॥ ৪৭২

অনয়। ঈশজীবয়োঃ (ঈশ্বর এবং জীবের) উভয়োঃ (দ্বয়ের) উপাধি-
যোগঃ (উপাধি সম্বন্ধ—ঈশ্বরের উপাধি মায়া, জীবের উপাধি অবিজ্ঞা) সমঃ এব
(নিশ্চয়ই তুল্য) জীবৈশ্চৈব (জীবেরই) বন্ধঃ (বন্ধন) কথং (কেন ?); ঈশ্বরশ্রাস্তি
(ঈশ্বরের) তৎ (তাহা—বন্ধন) কথং (কেন) নাস্তি (নাই) ? ॥ ৪৭২

অনুবাদ। ঈশ্বর এবং জীবের উপাধিসম্বন্ধ তুল্যই, [তন্মধ্যে] জীবেরই
বন্ধন কেন, ঈশ্বরের বা বন্ধন নাই কেন ? ॥ ৪৭২

এতৎ সর্বং দয়াদৃষ্ট্যা করামলকবৎ স্মৃটম্ ।

প্রতিপাদয় সর্বজ্ঞ ত্রিগুরো করুণানিধে ॥ ৪৭৩

অথ। সর্বজ্ঞ (হে সর্বজ্ঞানসম্পন্ন) করুণানিধে (হে দয়ালু সাগর) শ্রীগুরো (হে গুরো) দয়াদৃষ্টা (রূপাদৃষ্টি দ্বারা) এতৎ (এই) সর্বং (সমুদয়) করামলকবৎ (হস্তস্থিত আমলক ফলের ত্রায়—অনায়াসে—সহজে) স্মৃটং (বিশদরূপে) প্রতিপাদয় (প্রতিপাদন করুন, বুঝাইয়া দিন) ॥ ৪৭৩

অনুবাদ। হে সর্বজ্ঞ! হে ‘শ্রীগুরো’! হে দয়ালুসাগর! রূপাদৃষ্টিগতে এই সমুদয় বিষয় হস্তস্থিত আমলকফলের ত্রায় (সহজেই) বিশদরূপে প্রতিপাদন করুন (বুঝাইয়া দিন) ॥ ৪৭৩

শ্রীগুরুঃ—

ন সাবয়ব একশ্চ নাত্মা বিষয় ইষ্যতে ।

অশ্রাস্ত্বেপ্রত্যয়ার্থত্বাদপরোক্ষাচ্চ সর্ববশঃ ॥ ৪৭৪

অথ। শ্রীগুরুঃ (গুরু বলিলেন)—আত্মা (আত্মা) সাবয়বঃ (অবয়ব-বিশিষ্ট) ন (নহে); একশ্চ (এক—অদ্বিতীয়) অশ্চ (এই আত্মার) অশ্রাস্ত্বে-প্রত্যয়ার্থত্বং (অশ্রাস্ত্বেজ্ঞানের বিষয়ত্বহেতু) সর্ববশঃ (সর্ব প্রকারে) অপারোক্ষাচ্চ (এবং প্রত্যক্ষ বলিয়া) [আত্মা] বিষয়ঃ (জ্ঞানের বিষয় বলিয়া) ন ইষ্যতে (ইষ্ট হয় না) ॥ ৪৭৪

অনুবাদ। শিষ্যের বাক্যশ্রবণে গুরু বলিলেন :—

আত্মা অবয়ববিশিষ্ট নহে, এবং কাহারও জ্ঞানের বিষয় হয় না; কেননা এই আত্মা কেবল অহং জ্ঞানের বিষয় এবং ইহা সকলেরই সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৪৭৪

প্রসিদ্ধিরাত্মনোহন্ত্যেব ন কশ্চাপি চ দৃশ্যতে ।

প্রত্যয়ো নাহমস্মীতি ন হস্তি প্রত্যগাত্মনি ॥ ৪৭৫

অথ। আত্মনঃ (আত্মার) প্রসিদ্ধিঃ (প্রসিদ্ধি, সর্বসাধারণের জ্ঞান) অস্তি এব (নিশ্চয়ই আছে) অহম্ (আমি) নাস্মি (নাই) ইতি (এইরূপ) প্রত্যয়ঃ (জ্ঞান) কশ্চাপি (কাহারও) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয় না); হি (যেহেতু) প্রত্যগাত্মনি (ব্যাপক আত্মার, জীবাত্মার) [তাদৃশ জ্ঞান] নাস্তি (নাই) ॥ ৪৭৫

অনুবাদ। সকলেরই আত্মাবিষয়ক জ্ঞান আছে, আমি নাই—এরূপ জ্ঞান কাহারও দেখা যায় না—কারণ আত্মাতে এরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না ॥ ৪৭৫

ন কশ্চাপি স্বসম্ভাবে প্রমাণমভিকাঙ্ক্ষ্যতে ।

প্রমাণানাঞ্চ প্রামাণ্যং যন্মূলং কিন্তু বোধয়েৎ ॥ ৪৭৬

অথ। স্বসম্ভাবে (নিজের অস্তিত্বে) কশ্চাপি (কাহারও) প্রমাণং (প্রমাণ) ন অভিকাঙ্ক্ষ্যতে (প্রার্থিত হয় না) যন্মূলং (যন্মূলক, যাহাকে

অবলম্বন করিয়া) প্রমাণানাঞ্চ (প্রমাণসমূহেরও) প্রামাণ্য (প্রমাণতা) কিন্তু (পরন্তু) [প্রমাণ্য=প্রমাণকে] বোধয়েৎ (জানাইয়া দেয়) ॥ ৪৭৬

অনুবাদ। নিজের অস্তিত্ত্ববিষয়ে কাহারও কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না,—যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রমাণশুলি প্রামাণ্য লাভ করে [তাহার জ্ঞানের অল্প প্রমাণের আবশ্যক কি?] পরন্তু প্রমাণ কেবল বস্তু অববোধিত করিয়া দেয় ॥ ৪৭৬

মায়াকার্যৈস্তিরোভূতো নৈব আত্মানুভূয়তে ।

মেঘবৃন্দৈর্যথা ভানুস্তথায়মহমাদিভিঃ ॥ ৪৭৭

অর্থ। যথা (যেমন) মেঘবৃন্দৈঃ (মেঘসমূহের দ্বারা) ভানুঃ (সূর্য্য) তিরোভূতঃ (আবৃত) তথা (সেইরূপ) মায়াকার্যৈঃ (মায়ার কার্য্য) অহমাদিভিঃ (অহঙ্কারাদির দ্বারা) তিরোভূতঃ (আবৃতঃ) এষঃ (এই) আত্মা (আত্মা) ন অনুভূয়তে (অনুভূত হয় না) ॥ ৪৭৭

অনুবাদ। যেমন মেঘসমূহের দ্বারা আবৃত সূর্য্যকে দেখা যায় না, তদ্রূপ মায়াকার্য্য অহঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা আবৃত আত্মা অনুভূত হয় না ॥ ৪৭৭

পুরঃস্থ এব বিষয়ে বস্তুত্বাধ্যস্তামিতি ।

নিয়মো ন কৃতঃ সন্দি ভ্রান্তিরেবাত্র কারণম্ ॥ ৪৭৮

অর্থ। সন্দিঃ (সজ্জনগণ কর্তৃক) পুরঃস্থে (সম্মুখস্থিত) বিষয়ে (গুপ্তি-রজ্জু প্রভৃতি) বস্তুনি (বস্তুতে) অধ্যস্ততাং (রজত-সর্প প্রভৃতির আরোপ হউক) ইতি (এরূপ) নিয়মঃ (রীতি) ন কৃতঃ (করা হয় নাই) অত্র (এই আরোপ বিষয়ে) ভ্রান্তিঃ এব (ভ্রমই) কারণং (হেতু) ॥ ৪৭৮

অনুবাদ। কেবলমাত্র সম্মুখস্থিত বস্তুতে অল্প বস্তুর আরোপ হইবে এরূপ নিয়ম শাস্ত্রদর্শী সাধুগণ করেন নাই, এই আরোপ বিষয়ে ভ্রান্তিই কারণ ॥ ৪৭৮

দৃগাণ্যবিষয়ে ব্যোম্নি নীলতাদি যথা বুধাঃ ।

অধ্যস্তান্তি তথৈবাস্মিন্নাত্মন্যপি মতিভ্রমাৎ ॥ ৪৭৯

অর্থ। অবুধাঃ (অজ্ঞান ব্যক্তিগণ) যথা (যেদ্রুপ) দৃগাণ্যবিষয়ে (চক্ষুর অগোচরে—অপ্রত্যক্ষে) ব্যোম্নি (আকাশে) নীলতাদি (নীলবর্ণ ইত্যাদি) অধ্যস্তান্তি (আরোপ করে) তথা (সেইরূপ) মতিভ্রমাৎ (বুদ্ধিদোষবশতঃ) অস্মিন্ (এই) আত্মনি অপি (আত্মায়ও) [অধ্যস্তান্তি—আরোপ করে] ॥ ৪৭৯

অনুবাদ। অজ্ঞব্যক্তিরা যেরূপ চক্ষুর অগোচর অর্থাৎ অদৃশ্য আকাশে নীল-বর্ণের আরোপ করে, তদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতেও আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪৭৯

অনাত্মত্বাত্মতাধ্যাসে ন সাদৃশ্যমপেক্ষতে ।

পীতৌহয়ং শঙ্খ ইত্যাদৌ সাদৃশ্যং কিমপেক্ষিতম্ ॥ ৪৮০

অন্য। অনান্নি (দেহাদি অনান্নবস্তুতে) আত্মাত্ম্যাসে (আত্মার আরোপে) সাদৃশ্য (সদৃশত্ব, তুল্যত্ব) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে না) অয়ম্ (এই) শব্দঃ (শব্দ) পীতঃ (পীতবর্ণ) ইত্যাদৌ (ইত্যাদিতে) সাদৃশ্যম্ (তুল্যত্ব) অপেক্ষিতং কিম্ (অপেক্ষা করে কি) ? [অপেক্ষা করে না] ॥ ৪৮০

অনুবাদ। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনান্ন আর আত্মার আরোপে কোনরূপ সাদৃশ্য অপেক্ষা করে না, শব্দ পীতবর্ণ ইত্যাদি স্থলে কি সাদৃশ্যকে অপেক্ষা করে ? ॥ ৪৮০

নিরূপাধিভ্রমে স্বস্মিন্নৈবাপেক্ষা প্রদৃশ্যতে।

সোপাধিষ্ণেব তদ্দৃষ্টং রজ্জুসর্পভ্রমাদিষু ॥ ৪৮১

অন্য। অস্মিন্ (এই সংসারে) নিরূপাধিভ্রমে (উপাধিবিহীন ভ্রান্তি স্থলে) [সাদৃশ্য=সাদৃশ্যের] অপেক্ষা (প্রয়োজন) নৈব প্রদৃশ্যতে (নিশ্চয়ই দৃষ্ট হয় না), সোপাধিষু (উপাধিযুক্ত) রজ্জু-সর্পাদিষু (রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি স্থলেই) তৎ (সাদৃশ্য) দৃষ্টম্ (দেখা গিয়া থাকে) ॥ ৪৮১

অনুবাদ। উপাধিহীন (অথ হইতে পৃথককারী ধর্মরহিত বস্তু বিষয়ে) ভ্রম স্থলে কদাচ সাদৃশ্যের অপেক্ষা দেখা যায় না; রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি প্রভৃতি উপাধি-বিশিষ্ট ভ্রমস্থলেই সাদৃশ্যের অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হয় * ॥ ৪৮১

তথাপি কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি সাদৃশ্যং শৃণু তৎপরঃ।

অত্যন্তনির্মলঃ সূক্ষ্ম আত্মায়মতিভাস্বরঃ ॥ ৪৮২

অন্য। তথাপি (নিরূপাধিভ্রমে সাদৃশ্যের অপেক্ষা যত্নপি নাই, তবুও) কিঞ্চিদং (কিছু) সাদৃশ্যং (সদৃশতা) বক্ষ্যামি (বলিব), তৎপরঃ (একাগ্রচিত্ত) [সন্=হইয়া] শৃণু (শ্রবণ কর);—অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) অত্যন্তনির্মলঃ (অতি স্বচ্ছ) সূক্ষ্মঃ (গূঢ়, চক্ষুর) অতিভাস্বরঃ (অতিশয় দীপ্তিমান্) ॥ ৪৮২

অনুবাদ। [যত্নপি নিরূপাধি ভ্রমে সাদৃশ্যের অপেক্ষা নাই], তথাপি কিরূপে পরিমাণে সাদৃশ্য বিবৃত করিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর;—আত্মা অতিশয় স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্ ॥ ৪৮২

বুদ্ধিস্তথৈব সত্ত্বাত্মা সাত্বাসা ভাস্বরামলা।

সান্নিধ্যাদাত্মবদ্ভাতি সূর্য্যবৎ স্ফটিকো যথা ॥ ৪৮৩

অন্য। তথৈব (সেইরূপই) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) সত্ত্বাত্মা (সত্ত্বস্বভাবা)

* ভাৎপর্য্য—ভ্রম দুই প্রকার,—সোপাধিক (উপাধিযুক্ত) ও নিরূপাধিক (উপাধিরহিত)। শুদ্ধিরভ্রত, রজ্জু সর্প প্রভৃতি সোপাধিক ভ্রম; ব্রহ্মে জগদধ্যাসকে নিরূপাধিক ভ্রম বলে। শুদ্ধি-রভ্রতস্থলে চাকচক্যাদির অল্প অধ্যাস হয়, এস্থলে চাকচক্যাদিই উপাধি। কিন্তু সাদৃশ্যই সর্বত্র অধ্যাসের কারণ ইহা বলা বাইতে পারে না। কারণ, শব্দে বখন পীতত্ব-ভ্রান্তি হয়, তখন কোন-রূপ সাদৃশ্য নাই। হুতরাং ভ্রান্তিই অধ্যাসের কারণ। ভ্রমবশতঃই ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস হয়।

সাত্বা (চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত) ভাস্বর (তেজঃসম্পন্ন) অমলা (স্বচ্ছ) বর্ণা (যেমন) স্ফটিকঃ (কাচ) সূর্য্যবৎ (তপনের হ্রায়) ভাতি (প্রকাশ পায়), সান্নিধ্যাৎ (আত্মার অত্যন্ত নৈকট্য প্রযুক্ত) [তদবৎ ইয়ং বুদ্ধিরপি=সেইরূপ এই বুদ্ধিও] আত্মবৎ (আত্মার হ্রায়) ভাতি (দীপ্তি পায়) ॥ ৪৮৩

অনুবাদ । সেইরূপ বুদ্ধিও সত্ত্বগুণস্বভাব, চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত, দীপ্ত, এবং মলিনতা-রহিত, স্ফটিক যেমন সূর্য্যের হ্রায় প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আত্মার নিকটত-বশতঃ বুদ্ধিও আত্মার হ্রায় প্রকাশ পায় ॥ ৪৮৩

আত্মাভাসা ততো বুদ্ধিবুদ্ধ্যভাসং ততো মনঃ ।

অক্ষাণি মনআভাসাত্মক্ষাভাসমিদং বপুঃ ।

অতএবাত্মতাবুদ্ধির্দেহাক্ষাদাবনাত্মনি ॥ ৪৮৪

অম্বয় । ততঃ (অনন্তর) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আত্মাভাসা (আত্মার প্রতিবিম্ব দ্বারা আত্মার হ্রায় প্রকাশ পায়) ততঃ (তার পর) মনঃ (মন) বুদ্ধ্যভাসম্ (আত্মপ্রতি-বিম্বিত বুদ্ধির হ্রায় প্রকাশ পায়) অক্ষাণি (ইন্দ্রিয় সকল) মন-আভাসানি (তাদৃশ মনের হ্রায় প্রকাশ পায়) ইদম্ (এই—দৃশ্যমান) বপুঃ (শরীর) অক্ষাভাসম্ (ইন্দ্রিয়ের হ্রায় প্রকাশ পায়) অতএব (এইজন্যই) অনাত্মনি (আত্মা হইতে ভিন্ন) দেহাক্ষাদৌ (শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) আত্মতাবুদ্ধিঃ (আত্মজ্ঞান) [ভবতি =হয়] ॥ ৪৮৪

অনুবাদ । [অতিসান্নিধ্যবশতঃ এবং স্বচ্ছতা-প্রযুক্ত বুদ্ধিদর্পণে আত্মার প্রতি-বিম্ব প্রতিফলিত হইলে] বুদ্ধি আত্মার হ্রায় প্রকাশ পায়, মনঃ বুদ্ধির হ্রায়, ইন্দ্রিয়-গণ মনের হ্রায় এবং শরীর ইন্দ্রিয়ের হ্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব [এইরূপে] দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে আত্মস্বরূপের অধ্যাস হইয়া থাকে ॥ ৪৮৪

মূঢ়ানাং প্রতিবিশ্বাদৌ বালানামিব দৃশ্যতে ।

সাদৃশ্যং বিদ্যতে বুদ্ধাবাত্মনোহধ্যাসকারণম্ ॥ ৪৮৫

অম্বয় । বালানাং (বালকদিগের) প্রতিবিশ্বাদৌ (প্রতিবিম্ব প্রভৃতিতে) ইব (বর্ণা) মূঢ়ানাম্ (অজ্ঞদিগের) [অধ্যাস] দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), বুদ্ধৌ (বুদ্ধিতে) অধ্যাসকারণম্ (আরোপহেতু) আত্মনঃ (আত্মার) সাদৃশ্যং (সাদৃশতা) বিদ্যতে (আছে) ॥ ৪৮৫

অনুবাদ । প্রতিবিম্ব প্রভৃতিতে যেমন বালকদিগের বস্তুর সাদৃশ্যবোধ দেখা যায়, তেমনই অজ্ঞদিগেরও অনাত্মা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি দৃষ্ট হয়; বুদ্ধিতে আরোপের কারণীভূত আত্মার সাদৃশ্য বর্তমান আছে ॥ ৪৮৫

অনাত্মশ্রমিত্যেব যোহয়মধ্যাস ঈরিতঃ ।

স্মাত্তত্ত্বরোত্তরাধ্যাসে পূর্বপূর্ববস্তু কারণম্ ॥ ৪৮৬

অম্বয় । অনাত্মনি (অনাত্মা—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে) অহম্ (আমি হুল, আমি চক্ষুমান, আমি স্মৃখী) ইত্যেব (এই প্রকারই) বঃ (যে) অম্ম (এই) অধ্যাসঃ (আরোপ) দ্রবিতঃ (কথিত হইল), উত্তরোত্তরাধ্যাসে (পর পর অধ্যাসে) পূর্বপূর্বন্ত (পূর্বপূর্ববর্তী বস্তুই) কারণং (হেতু) স্মাৎ (হয়) ॥ ৪৮৬

অনুবাদ । অনাত্মা-দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যে ‘আমি হুল’ এইরূপ অধ্যাস কথিত হইয়াছে, তাহা পর পর অধ্যাসের প্রতি পূর্বপূর্ব অধ্যাস কারণ বলিয়া জানিবে । [ইহার দ্বারা অধ্যাসের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইল] ॥ ৪৮৬

স্বপ্তিমূর্চ্ছাখিতেষেব দৃষ্টঃ সংসারলক্ষণঃ ।

অনাদিরেষাবিদ্ধাতঃ সংস্কারোহপি চ তাদৃশঃ ॥ ৪৮৭

অম্বয় । স্বপ্তিমূর্চ্ছাখিতেষু এব (নিদ্রা এবং মূর্চ্ছা হইতে উখিত লোকে-তেই) সংসারলক্ষণঃ (সংসার লক্ষণ) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হয়), অতঃ (এইজন্ত) এবা (এই) অবিদ্যা (অজ্ঞান) অনাদিঃ (আদিশূ) সংস্কারোহপি (বাসনাও) চ (পাদপূরণে) তাদৃশঃ (অনাদি) ॥ ৪৮৭

অনুবাদ । নিদ্রা ও মূর্চ্ছা হইতে উখিত ব্যক্তিতেই সংসারলক্ষণ অধ্যাস পরিদৃষ্ট হয়, অতএব এই অবিদ্যা অনাদি এবং তাহার সংস্কার অর্থাৎ বাসনাও অনাদি ॥ ৪৮৭

অধ্যাসবাধাগমনশ্চ কারণং

শূণু প্রবক্ষ্যামি সমাহিতাত্মা ।

বস্মাদিদং প্রাপ্তমনর্থজাতং

জন্মাপ্যব্যাধিজরাতিদুঃখম্ ॥ ৪৮৮

অম্বয় । অধ্যাসবাধাগমনশ্চ (অধ্যাসজনিত বাধ অর্থাৎ সংসারদুঃখের আগমনের) কারণং (হেতু) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), [ত্বং=তুমি] সমাহিতাত্মা (একাগ্রচিত্ত) [সন্=হইয়া] শূণু (শ্রবণ কর); বস্মাৎ (বাহা হইতে—যে অধ্যাস হইতে) ইদম্ (এই) জন্মাপ্যব্যাধিজরাতিদুঃখম্ (জন্ম, মৃত্যু, রোগ, বৃদ্ধিক্রম প্রভৃতি দুঃখরূপ) অনর্থজাতং (অনিষ্টসমূহ—দুঃখপরম্পরা) প্রাপ্তম্ (লোকে প্রাপ্ত হয়) ॥ ৪৮৮

অনুবাদ । আমি তোমাকে অধ্যাসজনিত সংসারদুঃখপ্রাপ্তির কারণ বলিতেছি, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর । এই অধ্যাস হইতে মানব জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি, জরা প্রভৃতি দুঃখরূপ অনর্থপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৮৮

আত্মোপাধেরবিদ্যায়া অস্তি শক্তিদ্বয়ং মহৎ ।

বিক্ষেপ আবৃত্তিচেতি যাত্ৰ্যাং সংসার আত্মনঃ ৪৮৯

অম্বয় । আত্মোপাধেঃ (আত্মার উপাধি) অবিদ্যারঃ (অজ্ঞানের) বিক্ষেপঃ (বিক্ষেপশক্তি) আবৃত্তিচ্চ (এবং আবরণশক্তি) ইতি (এইরূপ) মহৎ (শ্রেষ্ঠ)

শক্তিদ্বয়ম্ (দুইটি শক্তি) অস্তি (আছে), বাভ্যাং (যে শক্তি দুইটি দ্বারা)
আত্মনঃ (আত্মার) সংসারঃ (সংসার, গতাগতি) [ভবতি=হয়] ॥ ৪৮৯

অনুবাদ । আত্মার উপাধি—অবিচার বিদেপ ও আবরণ নামক দুইটি মহতী
শক্তি আছে, বাহাদের দ্বারা আত্মার সংসারে বাতায়িত হইয়া থাকে ॥ ৪৮৯

আবৃত্তিস্তমসঃ শক্তিস্তদ্যাবরণকারণম্ ।

মূলাবিদ্যেতি সা প্রোক্তা যয়া সংমোহিতং জগৎ ॥ ৪৯০

অর্থঃ । আবৃত্তিঃ (আবরণ) তমসঃ (তমোগুণের) শক্তিঃ (ধর্ম) হি
(কারণ) তৎ (আবরণশক্তি) আবরণকারণম্ (আবরণের হেতু হইয়া থাকে) ;
সা (তাহা) মূলাবিদ্যা (মূলাবিদ্যা এই সংজ্ঞা) * ইতি (ইহা) প্রোক্তা [পণ্ডিত-
গণ কর্তৃক কথিত হয়] যয়া (যে মূলাবিদ্যা কর্তৃক) জগৎ (সমস্ত সংসার)
সংমোহিতম্ (মোহ প্রাপ্ত) ॥ ৪৯০

অনুবাদ । [অবিচার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে]
তমোগুণের শক্তির নাম আবৃত্তি, সেইটি আবরণের (জ্ঞানান্ধাদনের) হেতু হইয়া
থাকে ; তাহাকে মূলাবিদ্যা বলা যায়, যদ্বারা এই সংসার মোহিত হইয়াছে ॥ ৪৯০

বিবেকবানপ্যতির্যোক্তিকোহপি

শ্রুতাত্মতত্ত্বোহপি চ পণ্ডিতোহপি ।

শক্ত্যা যয়া সংবৃতবোধদৃষ্টি-

রাত্মানমাত্মস্বমিমং ন বেদ ॥ ৪৯১

অর্থঃ । বিবেকবানপি (আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞানযুক্ত হইলেও)
অতির্যোক্তিকঃ অপি (অতিশয় যুক্তিপারায়ণ হইলেও) শ্রুতাত্মতত্ত্বঃ অপি (আত্মার
বাথার্থ্য উত্তমরূপে শ্রুত হইলেও) চ (পাদপুরণে) পণ্ডিতঃ অপি (আপাততঃ
জ্ঞানবান্ও) যয়া (যে) শক্ত্যা (শক্তি কর্তৃক) সংবৃতবোধদৃষ্টিঃ (বাহার জ্ঞানচক্ষুঃ
আচ্ছাদিত হইয়াছে এবংবিধ হইয়া) আত্মহম্ (আত্মায় স্থিত, নিজের মধ্যে
অবস্থিত) ইমম্ (এই) আত্মানম্ (আত্মাকে) ন বেদ (জানেন না) ॥ ৪৯১

অনুবাদ । বিবেকী হউন, অতিশয় যুক্তিপারায়ণ হউন, কিংবা আত্মতত্ত্ব
উত্তমরূপে শ্রবণ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি হউন, অথবা পণ্ডিত হউন না কেন,
আবরণশক্তি কর্তৃক জ্ঞানচক্ষুঃ আবৃত হওয়ায় ইহাদের কেহই নিজের ভিতরে
অবস্থিত আত্মাকে জানিতে পারেন না ॥ ৪৯১

* তাৎপৰ্য্য—অবিদ্যা দুই প্রকার,—মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যা । সমষ্টি অবিদ্যাকে মূলা-
বিদ্যা এবং প্রত্যেক জীবগত অবিদ্যাকে তুলাবিদ্যা বলে । যে ব্যক্তির তদ্বজ্ঞান উপন্ন হয়,
তাহার সেই অবিদ্যা নষ্ট হয়, হতরাং একের মুক্তিতে সৰ্বমুক্তিপ্রসক্তি হয় না ।

বিক্ষেপনান্নী রজসন্ত শক্তিঃ

প্রবৃত্তিহেতুঃ পুরুষস্য নিত্যম্ ।

স্থূলাদিলিঙ্গান্তমশেষমেতদ্

যয়া সদাত্মসদেব সূয়তে ॥ ৪৯২

অনুয়। রজসঃ (রজোগুণের) বিক্ষেপনান্নী (বিক্ষেপ-নামিকা) শক্তিস্ত
(সামর্থ্যই) পুরুষস্য (লোকের) নিত্যং (সতত) প্রবৃত্তিহেতুঃ (প্রবৃত্তির কারণ)
[ভবতি=হয়] যয়া (যে শক্তি কর্তৃক) আত্মনি (আত্মার) অশেষম্ (বাবতীর)
এতৎ (এই) স্থূলাদিলিঙ্গান্তং (স্থূল ঘটপট দেহ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ
করিয়া বুদ্ধি পর্যন্ত) অসদেব (মিথ্যাবস্তুই) সদা (সর্বদা) সূয়তে (উৎপাদিত
হয়) ॥ ৪৯২

অনুবাদ। রজোগুণের বিক্ষেপ-নামিকা শক্তি পুরুষের সর্বদা প্রবৃত্তির (কার্য্যে
চেষ্টার) কারণ হইয়া থাকে। যে শক্তি সর্বদা আত্মাতে দেহাদি স্থূল বস্তু হইতে
আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্যন্ত বাবতীর মিথ্যা বস্তু অধ্যারোপিত করে ॥ ৪৯২

নিদ্রা যথা পুরুষমপ্রমত্তং

সমাবরণোতীয়মপি প্রতীচম্ ।

তথাবরণোত্যাৱতিশক্তিরন্ত-

বিক্ষেপশক্তিং পরিজন্তুয়ন্তী ॥ ৪৯৩

অনুয়। নিদ্রা (সুশুপ্তি) যথা (যেমন) অপ্রমত্তং (সাবধান) পুরুষং
(জনকে) সমাবরণোতি (আবরণ করে) তথা (সেইরূপ) বিক্ষেপশক্তিং
(বিক্ষেপ-শক্তিকে) অন্তঃ (মধ্যে) পরিজন্তুয়ন্তী (বদ্ধিত করে যে এমন) ইয়ম্
(এই) আৱতিশক্তিরপি (আবরণশক্তিও) প্রতীচম্ (জীবাত্মাকে) আৱণোতি
(আবরণ করে) ॥ ৪৯৩

অনুবাদ। নিদ্রা যেরূপ অতি সাবধান পুরুষকেও আবৃত (জ্ঞানশূন্য) করে,
সেইরূপ এই আবরণশক্তি অন্তঃকরণে বিক্ষেপশক্তিকে বদ্ধিত করিয়া আত্মাকেও
আবৃত করে ॥ ৪৯৩

শক্ত্যা মহত্যাৱরণাভিধানয়া

সমাবৃত্তে সত্যমলস্বরূপে ।

পুমান্নাত্মহমেব এবে-

ত্যাৱত্ববুদ্ধিং বিদধাতি মোহাৎ ॥ ৪৯৪

অনুয়। মহত্যা (প্রবল) আবরণাভিধানয়া (আবরণনান্নী) শক্ত্যা
(শক্তিকর্তৃক) অমলস্বরূপে (স্বচ্ছস্বভাব) [আত্মনি=আত্মা] সমাবৃত্তে (আবৃত

হইলে) পুমান্ (পুরুষ) মোহাৎ (অজ্ঞানবশতঃ) অনাত্মনি (অনাত্মাতে—
দেহ প্রভৃতিতে) এষঃ (এই দেহাদি) অহমেব (আমিই) ইতি (এইরূপ)
আত্মত্ববুদ্ধি (আত্মত্বজ্ঞান) বিদধাতি (স্থাপন করে) ॥ ৪২৪

অনুবাদ। মহতী আবরণশক্তি দ্বারা স্বচ্ছস্বভাব আত্মা সমাবৃত হইলে,
পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ অনাত্মা দেহ প্রভৃতিতে ‘ইহা আমিই’ এইরূপ আত্মত্ব-জ্ঞান
স্থাপন করিয়া থাকে ॥ ৪২৪

যথা প্রস্তুপ্তিপ্রতিভাসদেহে

স্বাত্মত্ববীরেষ তথা হ্যনাত্মনঃ ।

জন্মাপ্যক্ষুদ্বয়তৃট্শ্রমাদী-

নারোপয়ত্যাত্মনি তস্ম ধৰ্ম্মান ॥ ৪২৫

অর্থ। যথা (যেমন) প্রস্তুপ্তিপ্রতিভাসদেহে (গভীর নিদ্রার সময়ে যে দেহ
প্রকাশিত হয়, তাহাতে) তথা (সেইরূপ) এষঃ (এই—পুরুষ) হি (যেহেতু)
আত্মনি (আত্মাতে) তস্ম (সেই) অনাত্মনঃ (অনাত্মা—দেহাদির) জন্মাপ্য-
ক্ষুদ্বয়তৃট্শ্রমাদী (জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা, শ্রম প্রভৃতি) ধৰ্ম্মান্ (ধৰ্ম্মসমূহকে)
আরোপয়তি (আরোপ করে) ॥ ৪২৫

অনুবাদ। যেসকল গভীর নিদ্রার সময়ে (স্বপ্নে) প্রকাশিত দেহে নিম্নত্ববোধ
হয়, সেইরূপ পুরুষ আত্মাতে জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা, শ্রম প্রভৃতি অনাত্মার
ধৰ্ম্মসমূহ আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪২৫

বিক্ষেপশক্ত্যা পরিচোদ্গমানঃ

করোতি কৰ্ম্মাণ্যুভয়াত্মকানি ।

ভুঞ্জান এতৎফলমপ্যুপাতং

পরিভ্রমত্যেব ভবান্মুরাশৌ ॥ ৪২৬

অর্থ। [আত্মা] বিক্ষেপশক্ত্যা (বিক্ষেপশক্তিকৰ্ত্তৃক) পরিচোদ্গমানঃ
(প্রেরিত হইয়া) উভয়াত্মকানি (উভয়বিধ—সাধু ও অসাধু) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম
সমূহ) করোতি (অনুষ্ঠান করে), উপাতং (গৃহীত) এতৎ (এই) ফলমপি
(কৰ্ম্মের ফলও) ভুঞ্জানঃ (ভোগ করিয়া) ভবান্মুরাশৌ (সংসার-সমুদ্রে) পরি-
ভ্রমত্যেব (নিশ্চয়ই পরিভ্রমণ করে) ॥ ৪২৬

অনুবাদ। আত্মা বিক্ষেপশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া সাধু ও অসাধু এই
দুইপ্রকার কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং কৰ্ম্ম হইতে প্রাপ্ত ফল ভোগ করিয়া
সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করে ॥ ৪২৬

অধ্যাসদোষাৎ সমুপাগতোহয়ং

সংসারবন্ধঃ প্রবলপ্রতীচঃ ।

যদ্যোগতঃ ক্রিশ্চতি গর্ভবাস-

জন্মাপ্যয়ক্লেশভয়েরজন্ম ॥ ৪৯৭

অন্বয় । অধ্যাসদোষাৎ (অধ্যাসদোষবশতঃ, অর্থাৎ অনাত্ম্য আত্ম্য ধর্ম আরোপের ফলে) প্রবলপ্রতীচঃ (বলবান্ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্ম্য) অয়ন্ (এই) সংসারবন্ধঃ (ভববন্ধন) সমুপাগতঃ (উপস্থিত হইয়াছে), [আত্ম্য] যদ্যোগতঃ (বাহ্য—অধ্যাসের সম্বন্ধবশতঃ) গর্ভবাসজন্মাপ্যয়ক্লেশভয়েঃ (মাতৃগর্ভে স্থিতি, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ ও ভয় দ্বারা) অজ্ঞস্যং (সর্বদা) ক্রিশ্চতি (কষ্ট পায়) ॥ ৪৯৭

অনুবাদ । অধ্যাসদোষবশতঃ বলবান্ অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ আত্ম্য এই সংসারবন্ধন ঘটয়াছে, বাহ্য সম্বন্ধবশতঃ [আত্ম্য] জন্ম, নাশ, দুঃখ ও ভয়ের দ্বারা সর্বদা ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৪৯৭

অধ্যাসো নাম খল্বেষ বস্তুনো যোহন্থথাগ্রহঃ ।

স্বাভাবিকভ্রান্তিমূলং সংসৃতেরাদিকারণম্ ॥ ৪৯৮

অন্বয় । বস্তুনঃ (বস্তু—রজ্জু প্রভৃতির) যঃ (যে) অন্থথাগ্রহঃ (অন্থরূপে—স্পর্শরূপে জ্ঞান) এবঃ (ইহা) থলু (নিশ্চিত) অধ্যাসো নাম (অধ্যারোপ নামক) স্বাভাবিকভ্রান্তিমূলম্ (অনাদি ভ্রম ইহার কারণ) সংসৃতঃ (সংসারের) আদি কারণং (মূলকারণ) ॥ ৪৯৮

অনুবাদ । রজ্জু প্রভৃতি বস্তুর স্পর্শাদিরূপে জানাকে অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্ত বস্তুর জ্ঞানকে অধ্যাস বলে, অনাদি ভ্রমই ইহার হেতু এবং ইহাই সংসারের মূল কারণ ॥ ৪৯৮

সর্বানর্থশ্চ তদ্বীজং যোহন্থথাগ্রহ আত্মনঃ ।

ততঃ সংসারসম্পাতঃ সততক্লেশলক্ষণঃ ॥ ৪৯৯

অন্বয় । আত্মনঃ (আত্ম্য) যঃ (যে) অন্থথাগ্রহঃ (অন্থ প্রকারে জ্ঞান) তৎ (সেইটি) সর্বানর্থশ্চ (সমস্ত অনিষ্টের) বীজং (কারণ), ততঃ (তাহা হইতে) সততক্লেশলক্ষণঃ (সর্বদা ক্লেশরূপ) সংসারসম্পাতঃ (সংসারপ্রাপ্তি) ॥ ৪৯৯

অনুবাদ । আত্ম্যকে অন্থপ্রকারে (স্বামী, হুঃস্বামী এইরূপে) জানাই সমস্ত অনর্থের কারণ; এই আত্ম্যের অন্থজ্ঞান হইতে সর্বদা ক্লেশরূপ সংসারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৪৯৯

অধ্যাসাদেব সংসারো নষ্টেহধ্যাসে ন দৃশ্যতে ।

তদেতদুভয়ং স্পষ্টং পশ্য ত্বং বন্ধমুক্তয়োঃ ॥ ৫০০

অন্বয় । অধ্যাসাৎ এব (আরোপবশতঃই) সংসারঃ (জন্মমরণপ্রবাহ), অধ্যাসে (আরোপ, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান) নষ্টে (নাশপ্রাপ্ত হইলে) [সংসার] ন দৃশ্যতে (দেখা যায় না), ত্বং (তুমি) বন্ধমুক্তয়োঃ (বন্ধ ও মুক্তের) তৎ (সেই)

এতৎ (এই) উভয়ং (দুইটি—বন্ধের সংসার, মুক্তের অসংসার) স্পষ্টং (বিশদ-ভাবে) পশ্য (দেখ) ॥ ৫০০

অনুবাদ । অধ্যাসবশতঃ (মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ) সংসার, অধ্যাস নষ্ট হইলে সংসার দেখা যায় না। তুমি বন্ধ এবং মুক্তের এই উভয়বিধ অবস্থা (বন্ধের সংসার, মুক্তের অসংসার) স্পষ্টরূপে দেখ ॥ ৫০০

বন্ধং প্রবৃত্তিতো বিদ্ধি মুক্তং বিদ্ধি নিবৃত্তিতঃ ।

প্রবৃত্তিরেব সংসারো নিবৃত্তিস্মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৫০১

অর্থঃ । [ত্বং=তুমি] প্রবৃত্তিতঃ (প্রবৃত্তিমার্গ দ্বারা) বন্ধং (বন্ধনযুক্ত) বিদ্ধি (জানিও) নিবৃত্তিতঃ (নিবৃত্তি দ্বারা) মুক্তং (মুক্তকে) বিদ্ধি (জানিও); প্রবৃত্তিরেব (কৰ্মাদিতে প্রবৃত্তিই—ইচ্ছাই) সংসারঃ (সংসার—গতাগতি), নিবৃত্তিঃ (কৰ্মাদি হইতে নিবৃত্তি) মুক্তিঃ (মোক্ষ) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়) ॥ ৫০১

অনুবাদ । তুমি জানিও,—প্রবৃত্তি দ্বারা জীব বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তিলাভ করে; পণ্ডিতেরা প্রবৃত্তিকেই সংসার এবং নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন ॥ ৫০১

আত্মনঃ সোহয়মধ্যাসো মিথ্যাজ্ঞানপূরঃসরঃ ।

অসৎকল্লোহপি সংসারং তন্মতে রজ্জুসৰ্পবৎ ॥ ৫০২

অর্থঃ । মিথ্যাজ্ঞানপূরঃসরঃ (মিথ্যাজ্ঞানপূৰ্বক) সঃ (সেই) অয়ম্ (এই) অধ্যাসঃ (আরোপ) রজ্জুসৰ্পবৎ (রজ্জুতে সৰ্প যেরূপ মিথ্যা, তদ্রূপ) অসৎ-কল্লঃ অপি (মিথ্যা হইলেও) আত্মনঃ (আত্মার) সংসারং (সংসার—গতাগতি) তন্মতে (বিস্তার করে) ॥ ৫০২

অনুবাদ । অধ্যাসের কারণ মিথ্যাজ্ঞান; সেই অধ্যাস রজ্জুতে প্রতিভাসমান সর্পের স্থায় মিথ্যা হইলেও, আত্মার সংসার সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৫০২

উপাধিযোগসাম্যেহপি জীববৎ পরমাত্মনঃ ।

উপাধিভেদান্নো বন্ধস্তৎকার্য্যমপি কিঞ্চন ॥ ৫০৩

অর্থঃ । জীববৎ (জীবের স্থায়) পরমাত্মনঃ (পরমাত্মার) উপাধিযোগ-সাম্যেহপি (উপাধিসম্বন্ধ তুল্য হইলেও) উপাধিভেদাৎ (উপাধির ভিন্নত্ব হেতু—ঈশ্বরের উপাধি শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মারা, জীবের উপাধি মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিজ্ঞা) বন্ধঃ (বন্ধন) নো (নাই), তৎকার্য্যমপি (বন্ধের কার্য্যও) কিঞ্চন (কিছু) [ন=নাই] ॥ ৫০৩

অনুবাদ । জীবের স্থায় পরমাত্মার উপাধি-সম্বন্ধ তুল্য হইলেও, উপাধির ভিন্নত্ব হেতু (শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মারা পরমেশ্বরের উপাধি, মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিজ্ঞা জীবের উপাধি, এইরূপ উপাধির ভেদবশতঃ) পরমাত্মার বন্ধন, [কিংবা] বন্ধের কার্য্য হুঃখাদি কিছুই নাই ॥ ৫০৩

অস্ত্রোপাধিঃ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা

মায়া যত্র ত্বশ্চ নাস্ত্যল্লাভাবঃ ।

সদ্বৈবোৎকৃষ্টতা তেন বন্ধো

নো বিক্ষেপস্তৎকৃতো লেশমাত্রঃ ॥ ৫০৪

অর্থঃ । শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা (যাহাতে রজঃ ও তমোগুণবিহীন সত্ত্বগুণই প্রধান
এরূপ) মায়া (সত্ত্বরজস্তমঃস্বরূপা প্রকৃতি) উপাধিঃ (ভেদক, অত্র হইতে পৃথককারী
ধর্ম), যত্র তু (যাহাতে) ত্বশ্চ (ঈশ্বরের) অল্পভাবঃ (অল্পত্ব—পরিচ্ছিন্নত্ব) নাস্তি
(নাই); সদ্বৈব (সত্ত্বগুণেরই) উৎকৃষ্টতা (উৎকর্ষ) বিক্ষেপঃ (বিক্ষেপশক্তি),
তেন (তজ্জগত) তৎকৃতঃ (বিক্ষেপজনিত) লেশমাত্রঃ (স্বল্প পরিমাণে) বন্ধঃ
(বন্ধন) নো (নাই) ॥ ৫০৪

অনুবাদ । [জীব ও ঈশ্বরের উপাধি-সম্বন্ধ তুল্য হইলেও, জীবেরই বন্ধ,
ঈশ্বরের কেন বন্ধ নাই, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—] কেবলমাত্র সত্ত্বগুণপ্রধান
মায়াই যাহার উপাধি, যাহাতে ঈশ্বরের পরিচ্ছিন্ন-ভাব নাই, এবং যাহাতে সত্ত্ব-
গুণের উৎকর্ষ [দৃষ্ট হয়], তজ্জগত বিক্ষেপ কিংবা তজ্জনিত কিঞ্চিন্নাত্র বন্ধনও
তাহার নাই ॥ ৫০৪

সর্বজ্ঞোহপ্রতিবন্ধবোধবিভবস্তেনৈব দেবঃ স্বয়ং

মায়াং স্বামবলম্ব্য নিশ্চলতয়া স্বচ্ছন্দরুত্তিঃ প্রভুঃ ।

সৃষ্টিস্থিত্যদনপ্রবেশমনব্যাপারমাত্রৈচ্ছয়া

কুর্বন্ ক্রীড়তি তদ্রজস্তম উভে সংস্তভ্য শক্ত্যা স্বয়া ॥ ৫০৫

অর্থঃ । সর্বজ্ঞঃ (সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্) অপ্রতিবন্ধবোধবিভবঃ (যাহার
জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য বাধা প্রাপ্ত হয় না এরূপ) দেবঃ (ঈশ্বর) তেনৈব (সেই হেতুই
—সর্বজ্ঞত্বাদি হেতুই) স্বয়ং (নিজে) নিশ্চলতয়া (ব্যাপারশূন্য হেতু, ক্রিয়াহীন
বলিয়া) স্বাং (স্বকীয়) মায়াং (মায়াকে) অবলম্ব্য (অবলম্বন করিয়া) স্বচ্ছন্দরুত্তিঃ
(নিজের অভিপ্রায়মত স্থিতিলাভ করিয়া) প্রভুঃ (সর্বকর্তৃত্বযুক্ত) [সন্=
হইয়া] সৃষ্টিস্থিত্যদনপ্রবেশমনব্যাপারমাত্রৈচ্ছয়া (সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, প্রবেশ,
নিয়মন-ব্যাপার মাত্র যাহার ইচ্ছা এরূপ) স্বয়া (স্বকীয়) শক্ত্যা (শক্তিদ্বারা)
তং (সেই) রজঃ (রজোগুণ) তমঃ (তমোগুণ) উভে (এই দুইটিকে) সংস্তভ্য
(স্তম্ভিত করিয়া—হ্রাস করিয়া) কুর্বন্ (জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি সম্পাদন
করিয়া) ক্রীড়তি (ক্রীড়া করিতেছেন—আছেন) ॥ ৫০৫

অনুবাদ । যিনি সর্বজ্ঞ, যাহার বোধরূপ ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ, সেই পরমেশ্বর স্বয়ং
ব্যাপাররহিত (ক্রিয়াশূন্য) হইলেও, নিজ মায়াকে অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে
বিরাজমান থাকেন ও প্রভু হন । এবং সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, প্রবেশ, নিয়মন-

ব্যাপার মাত্র অভিনায়ে নিম্নের শক্তি দ্বারা রজঃ ও তমঃ এই উভয় গুণকে তিরোভূত করিয়া সমস্ত কার্য সম্পাদন করিয়া লীলা করিতে থাকেন ॥ ৫০৫

তস্মাদাবৃত্তিবিক্ষেপৌ কিঞ্চিৎ কর্তুং ন শক্নুতঃ ।

স্বয়মেব স্বতন্ত্ৰোহসৌ তৎপ্রবৃত্তিনিরোধয়োঃ ॥ ৫০৬

অনুবাদ । তস্মাৎ (তজ্জগৎ) আবৃত্তিবিক্ষেপৌ (আবরণশক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি) কিঞ্চিৎ (কিছু) কর্তুং (কার্য্য করিতে) ন শক্নুতঃ (সমর্থ হয় না), অসৌ (এই—ঈশ্বর) স্বয়মেব (নিজেই) তৎপ্রবৃত্তিনিরোধয়েঃ (আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিদ্বয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে) স্বতন্ত্রঃ (স্বাধীন) ॥ ৫০৬

অনুবাদ । অতএব আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি ঈশ্বরে কিছুই ফল সম্পাদনে সমর্থ হয় না, তিনিই উক্ত শক্তিদ্বয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে স্বাধীন ॥ ৫০৬

তমেব সা ধীকর্মেতি শ্রুতির্বক্তি মহেশিতুঃ ।

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তিরাবৃত্তিক্ষেপয়োৰ্যতঃ ॥ ৫০৭

অনুবাদ । সা (প্রসিদ্ধা) শ্রুতিঃ (বেদ) তমেব (ঈশ্বরকেই) ধীকর্মা (বুদ্ধিকর্মা) ইতি ইহা বক্তি (বলিয়া থাকেন), যতঃ (যেহেতু) মহেশিতুঃ (মহেশ্বরের) আবৃত্তিক্ষেপয়োঃ (আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির) নিগ্রহানু-গ্রহে (নিরোধ ও প্রবৃত্তি বিষয়ে) শক্তিঃ (সামর্থ্য) [অন্তি=আছে] ॥ ৫০৭

অনুবাদ । যেহেতু মহেশ্বরের আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির নিরোধ ও প্রবৃত্তি বিষয়ে সামর্থ্য বিद्यমান আছে, অতএব শ্রুতি তাঁহাকে “ধীকর্মা” এই সংজ্ঞা দিয়া থাকেন ॥ ৫০৭

রজসন্তমসশ্চৈব প্রাবল্যং সত্ত্বহানতঃ ।

জীবোপার্ধৌ তথা জীবে তৎকার্য্যং বলবত্তরম্ ॥ ৫০৮

অনুবাদ । জীবোপার্ধৌ (জীবের উপাধিতে—মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিছার) তথা (তদবৎ, সেইরূপ) জীবে (দেহাদিতে অভিমানী পুরুষে) সত্ত্বহানতঃ (সত্ত্বগুণের অভাববশতঃ) রজসঃ (রজোগুণের) তমসশ্চ এব (এবং তমো-গুণেরই) প্রাবল্যম্ (আধিক্য) তৎকার্য্যং (রজস্তমোগুণের ফল) বলবত্তরম্ (অধিকতর [দৃষ্ট হয়]) ॥ ৫০৮

অনুবাদ । জীবের উপাধিতে (মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিছার) এবং জীবে সত্ত্বগুণের অভাববশতঃ রজোগুণ ও তমোগুণের আধিক্য থাকে এবং তাহাদের ফলও অধিকতরভাবে পরিদৃষ্ট হয় ॥ ৫০৮

তেন বন্ধোহশু জীবশ্চ সংসারোহপি চ তৎকৃতঃ ।

সংপ্রাপ্তঃ সর্বদা যত্র দুঃখং ভূয়ঃ স ঈক্ষতে ॥ ৫০৯

অন্নয়। তেন (তজ্জগৎ) অশ্ম (এই) জীবশ্ম (জীবের) বন্ধঃ (বন্ধন) তৎকৃতঃ (বন্ধনজনিত) সংসারোহপি (গতাগতিও) চ (পাদপূরণার্থক) সর্বদা (সকল সময়ে) সংপ্রাপ্তঃ (লব্ধ হইয়া থাকে) বত্র (যে অবস্থায়) নঃ (জীব) ভূয়ঃ (পুনঃপুনঃ) দ্বঃখং (ক্লেশ) দীক্ষতে (দেখে—অনুভব করে) ॥ ৫০৯

অনুবাদ। সেই হেতু (জীবে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু) জীবের বন্ধন ও সর্বদা বন্ধনজনিত সংসারপ্রাপ্তি হয়, এবং যে অবস্থায় জীব পুনঃপুনঃ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৫০৯

এতশ্চ সংসৃতেহেতুরধ্যাসোহর্থবিপর্যয়ঃ ।

অধ্যাসমূলমজ্ঞানমাহ্বারব্রতিলক্ষণম্ ॥ ৫১০

অন্নয়। অর্থবিপর্যয়ঃ (পদার্থের অগ্রথাকরণরূপ) অধ্যাসঃ (আরোপ) এতশ্চ (জীবের) সংসৃতেঃ (সংসারের) হেতুঃ (কারণ), [পণ্ডিতাঃ=পণ্ডিতেরা] আব্রতিলক্ষণম্ (আবরণরূপ) অজ্ঞানম্ (অবিজ্ঞানকে) অধ্যাসমূলম্ (অধ্যাসের কারণ) আহঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৫১০

অনুবাদ। পদার্থের বৈপরীত্যরূপ (রজ্জ্বতে সর্পভ্রান্তিরূপ বিপর্যয়) অধ্যাসই আত্মার সংসারের কারণ; পণ্ডিতেরা আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞানকে অধ্যাসের হেতু বলিয়া থাকেন ॥ ৫১০

অজ্ঞান-নিবর্তকম্ ।

অজ্ঞানশ্চ নিবৃত্তিস্ত জ্ঞানেনৈব ন কৰ্ম্মণা ।

অবিরোধিতয়া কৰ্ম্ম নৈবাজ্ঞানশ্চ বাধকম্ ॥ ৫১১

অন্নয়। জ্ঞানেনৈব (জ্ঞান দ্বারাই) অজ্ঞানশ্চ (অবিজ্ঞান) নিবৃত্তিঃ (বিনাশ), তু (কিন্তু) কৰ্ম্মণা (কৰ্ম্ম দ্বারা) ন (নহে—নিবৃত্তি হয় না); কৰ্ম্ম (যজ্ঞাদি কার্য্য) অবিরোধিতয়া (অজ্ঞানের সহিত বিরোধ না থাকায়) অজ্ঞানশ্চ (অবিজ্ঞান) বাধকং (নাশক) নৈব (কদাচ হয় না) ॥ ৫১১

অনুবাদ। জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কৰ্ম্মের দ্বারা হয় না; [কারণ] অজ্ঞানের সহিত কৰ্ম্মের কিছুমাত্র বিরোধ না থাকায়, কৰ্ম্ম অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না ॥ ৫১১

কৰ্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কৰ্ম্মণৈব প্রলীয়তে ।

কৰ্ম্মণঃ কার্য্যমেবৈষা জন্মমৃত্যুপরম্পরা ॥ ৫১২

অন্নয়। জন্তুঃ (প্রাণী) কৰ্ম্মণা (কৰ্ম্মের দ্বারা) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে) কৰ্ম্মণৈব (কৰ্ম্ম দ্বারাই) প্রলীয়তে (নাশপ্রাপ্ত হয়), এষা (এই, দৃশ্যমান)

জন্মমৃত্যুপৰম্পরা (জন্মমৃত্যু-প্রবাহ) কৰ্ম্মণএব (যজ্ঞাদি কৰ্ম্মেরই) কাৰ্য্যম্ (ফল) ॥ ৫১২

অনুবাদ। জীব কৰ্ম্ম দ্বারা জন্মলাভ করে [এবং] কৰ্ম্ম দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এই জন্মমৃত্যু-প্রবাহ কৰ্ম্মেরই ফল ॥ ৫১২

নৈতন্ম্যাং কৰ্ম্মণঃ কাৰ্য্যমত্ৰদন্তি বিলক্ষণম্ ।

অজ্ঞানকাৰ্য্যং তৎ কৰ্ম্ম যতোহজ্ঞানেন বৰ্দ্ধতে ॥ ৫১৩

অনুবাদ। কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্মের) এতন্ম্যাং (ইহা অপেক্ষা—জন্মমরণপ্রবাহ ব্যতীত) অত্ৰং (অপর) বিলক্ষণং (বিশিষ্ট) কাৰ্য্যং (ফল) ন অস্তি (নাই), যতঃ (যেহেতু) তৎ (সেই) কৰ্ম্ম (যজ্ঞাদি) অজ্ঞানকাৰ্য্যম্ (অজ্ঞানের ফল—অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন) অজ্ঞানেন (অজ্ঞানের দ্বারা) বৰ্দ্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়) ॥ ৫১৩

অনুবাদ। জন্মমরণ-প্রবাহ ব্যতীত কৰ্ম্মের অত্ৰ কোন বিশিষ্ট (মুক্তি) ফল নাই। কারণ, কৰ্ম্ম অজ্ঞানের কাৰ্য্য এবং অজ্ঞানের দ্বারাই বৰ্দ্ধিত হয় ॥ ৫১৩

যদু্যেন বৰ্দ্ধতে তেন নাশস্ত্য ন সিধ্যতি ।

যেন যন্ত সহাবস্থা নিরোধায় ন কল্পতে ॥ ৫১৪

অনুবাদ। যৎ (যে বস্তু) যেন (বাহার দ্বারা) বৰ্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) তেন (তাহার দ্বারা) তন্ত (তাহার) নাশঃ (বিনাশ) ন সিধ্যতি (সম্পাদিত হয় না); যেন (বাহার সহিত) যন্ত (বাহার) সহাবস্থা (একত্রাবস্থান) [তৎ তন্ত=তাহা তাহার] নিরোধায় (নিবৃত্তির নিমিত্ত) ন কল্পতে (সিদ্ধ হয় না) ॥ ৫১৪

অনুবাদ। যে বস্তু বাহার দ্বারা বৰ্দ্ধিত হয়, তাহার দ্বারা সে কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না; বাহার সহিত যে একত্র অবস্থান করে, সে তাহার নিবৰ্ত্তক (নিবৃত্তিকারক) হয় না ॥ ৫১৪ *

নাশকত্বং তদুভয়োঃ কো নু কল্পয়িতুং ক্ষমঃ ।

সর্বং কৰ্ম্মাবিরোধ্যেব সদাজ্ঞানন্ত সৰ্ব্বদা ॥ ৫১৫

অনুবাদ। কঃ নু (কে বা) তদুভয়োঃ (সেই উভয়ের—অজ্ঞান ও কৰ্ম্মের)

* তাৎপৰ্য্য—অজ্ঞান হইতে কৰ্ম্মের উৎপত্তি হয়, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিরূপ আত্মায় ব্রাহ্মণবাদি ধৰ্ম্ম আরোপ করিয়া পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন, হুতরাং অজ্ঞানই কৰ্ম্মের কারণ। অজ্ঞান দ্বারা কৰ্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কৰ্ম্ম যখন অজ্ঞান জন্ত এবং অজ্ঞান হইতে বৰ্দ্ধিত হয়, তখন কৰ্ম্ম কিরূপে অজ্ঞানের নিবৰ্ত্তক হইবে? লোকে দেখা যায়, যে, বাহা হইতে জন্মে কিংবা বৰ্দ্ধিত হয়, সে তাহার নাশক হয় না। আরও এক কথা, যে বাহার সহিত একত্র অবস্থান করে সে তাহার নাশ বা নাশক হইতে পারে না। আলোক অন্ধকারের বিনাশক, হুতরাং উভয়ে একত্র অবস্থিতি করে না; কিন্তু কৰ্ম্ম ও অজ্ঞান একত্র অবস্থান করে, অতএব কৰ্ম্ম ও অজ্ঞানের নাশক বা নাশক্য নাই, একবাঐ জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক।

নাশকত্বং (নাশকতা—নাস্ত-নাশক-ভাব) কল্পয়িতুং (কল্পনা করিতে) ক্মঃ (সমর্থঃ)? সর্বং (সমস্ত) কৰ্ম্ম (যজ্ঞাদি ক্রিয়া) সদা (সকল সময়ে) অজ্ঞানস্ত (অজ্ঞানের) সর্বদা (নিরন্তর) অবিরোধি এব (বিরোধরহিতই) ॥ ৫১৫

অনুবাদ। কৰ্ম্ম ও অজ্ঞানের মধ্যে কৰ্ম্মের অজ্ঞাননাশকত্ব কল্পনা করিতে কে সমর্থ হয়? সকল সময়েই অজ্ঞানের সহিত সমস্ত কৰ্ম্মেরই অবিরোধ বিद्यমান রহিয়াছে ॥ ৫১৫

ততোহজ্ঞানস্ত বিচ্ছিত্তিঃ কৰ্ম্মণা নৈব সিধ্যতি ।

যশ্চ প্রধবন্তজনকো যৎ সংযোগোহস্তি তৎক্ষেণে ॥ ৫১৬

তয়োরেব বিরোধিত্বং যুক্তং ভিন্নস্বভাবয়োঃ ।

তমঃপ্রকাশয়োর্যদ্বৎ পরস্পর-বিরোধিতা ॥ ৫১৭

অথবা। ততঃ (সেইজন্ত) কৰ্ম্মণা (কৰ্ম্ম দ্বারা) অজ্ঞানস্ত (অজ্ঞানের) বিচ্ছিত্তিঃ (বিয়োগ—বিনাশ) নৈব সিধ্যতি (কখনও সিদ্ধ হয় না), তৎক্ষেণে (সেই মুহূর্ত্তে) যৎসংযোগঃ (যাহার সম্বন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানের সংযোগ) যশ্চ (যাহার) —কৰ্ম্মের) প্রধবন্তজনকঃ (নাশের হেতু) অস্তি (আছে) ভিন্নস্বভাবয়োঃ (বিরুদ্ধকৰ্ম্মবিশিষ্ট) তয়োরেব (তাহাদের উভয়েরই অর্থাৎ জ্ঞান ও কৰ্ম্মেরই) বিরোধিত্বং (বিরোধ) যুক্তং (উচিত) যদ্বৎ (যেমন) তমঃপ্রকাশয়োঃ (অন্ধকার ও আলোকের) পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর বিরোধ) [বর্ত্ততে= থাকে] ॥ ৫১৬—৫১৭

অনুবাদ। অতএব কৰ্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। যাহার সংযোগ তৎকালেই যাহার নাশের হেতু, বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন তাহাদের বিরোধ হওয়া উচিত; যেদ্বয় অন্ধকার ও আলোকের পরস্পর বিরোধ দেখা যায় ॥ ৫১৬—৫১৭ *

অজ্ঞানজ্ঞানয়োস্তদ্বদ্বভয়োরেব দৃশ্যতে ।

ন জ্ঞানেন বিনা নাশস্তশ্চ কেনাপি সিধ্যতি ॥ ৫১৮

অথবা। তদ্বৎ (সেইরূপ—অন্ধকার ও আলোর ত্রায়) উভয়োঃ (দুই) অজ্ঞানজ্ঞানয়োরেব (অজ্ঞান এবং জ্ঞানেরই) [বিরুদ্ধত্বং=বিরোধ] দৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হয়), জ্ঞানেন বিনা (জ্ঞান ব্যতীত) তশ্চ (তাহার—অজ্ঞানের) নাশঃ (ধ্বংস) কেনাপি (কাহারও দ্বারা) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ৫১৮

* তাৎপর্য—এরূপ একটি সামান্য ব্যাপ্তি (নিয়ম) পরিদৃষ্ট হয়—সমকালে যৎসংযোগ যাহার ধ্বংসের কারণ, তাহাদের পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, যেমন আলোক ও অন্ধকার। আলোক ও অন্ধকার পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; যৎকালে আলোকের সংযোগ, তৎকালে অন্ধকারের ধ্বংস হইয়া থাকে। হতরং আলোক অন্ধকারের ধ্বংসের কারণ। তজ্জন্ত আলোক ও অন্ধকারের পরস্পর বিরুদ্ধতা বিद्यমান আছে। সেইরূপ প্রকৃত স্থলে যখন জ্ঞানের সম্বন্ধ তখনই অজ্ঞানের নাশ; হতরং জ্ঞান অজ্ঞানের ধ্বংসের হেতু।

অনুবাদ । অন্ধকার ও আলোকের দ্বারা অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়ের পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানের নাশ অথ কাহারও দ্বারা হইতে পারে না ॥ ৫১৮

তস্মাদজ্ঞানবিচ্ছিন্নৈ জ্ঞানং সম্পাদয়েৎ সুধীঃ ।

আত্মানাত্মবিবেকেন জ্ঞানং সিধ্যতি নাত্মথা ॥ ৫১৯

অর্থঃ । তস্মাৎ (অতএব) সুধীঃ (বুদ্ধিমান্) অজ্ঞানবিচ্ছিন্নৈ (অবিচার বিনাশের নিমিত্ত) জ্ঞানং (বোধ) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবে), আত্মানাত্ম-বিবেকেন (আত্মা ও অনাত্মা দেহাদির বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যবোধের দ্বারা) জ্ঞানং (বোধ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ন (না) অত্মথা (অত্মপ্রকারে) ॥ ৫১৯

অনুবাদ । অতএব বুদ্ধিমান্ লোক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত জ্ঞান সম্পাদন করিবে, সেই জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয়, অত্ম প্রকারে হয় না ॥ ৫১৯

যুক্ত্যাত্মানাত্মনোস্তুস্মাৎ করণীয়ং বিবেচনম্ ।

অনাত্মাত্মাত্মবুদ্ধিগ্রন্থির্যেন বিদীৰ্য্যতে ॥ ৫২০

অর্থঃ । তস্মাৎ (সেইজন্য—জ্ঞানের নিমিত্ত) যুক্ত্যা (তর্কের দ্বারা) আত্মানাত্মনোঃ (আত্মা ও অনাত্মার—দেহাদির) বিবেচনং (বিবেক, পার্থক্য-বোধ) করণীয়ং (করা উচিত); যেন (যাহার দ্বারা—যে বিবেকের দ্বারা) অনাত্মনি (অনাত্মা—দেহাদিতে) আত্মতাবুদ্ধিগ্রন্থিঃ (আত্মজ্ঞানরূপ গাঁইট) বিদীৰ্য্যতে (বিদীর্ণ হয়) ॥ ৫২০

অনুবাদ । সেই নিমিত্ত (তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য) যুক্তি দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার পৃথক্ বোধ লাভ করা কর্তব্য, যাহা দ্বারা অনাত্মাতে আত্মতাবুদ্ধিরূপ গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয় ॥ ৫২০

আত্মানাত্মবিবেকার্থং বিবাদোহয়ং নিরূপ্যতে ।

যেনাত্মানাত্মনোস্তুত্বং বিবিক্তং প্রস্ফুটায়তে ॥ ৫২১

অর্থঃ । আত্মানাত্মবিবেকার্থম্ (আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য জ্ঞানের নিমিত্ত) অয়ম্ (এই) বিবাদঃ (কলহ) নিরূপ্যতে (নিরূপিত হইতেছে), যেন (যাহার দ্বারা) আত্মানাত্মনোঃ (আত্মা এবং অনাত্মার—দেহাদির) তত্ত্বং (যথার্থস্বরূপ) বিবিক্তং (পৃথক্ হইয়া) প্রস্ফুটায়তে (বিশদ হয়) ॥ ৫২১

অনুবাদ । আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যবোধের নিমিত্ত বাদিপ্রতিবাদিগণের বিবাদ নিরূপিত হইতেছে, যাহা দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার প্রকৃতস্বরূপ পৃথক্-ভাবে প্রকাশিত হয় ॥ ৫২১